কবিবর রাজকৃষ্ণ রায়।

গ্রন্থাবলী।

(গদ্য ও পদ্য)

পঞ্চম ভাগ।

সত্যমঙ্গল বা সত্যনারায়ণ-লীলা, পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক নাটক,—লক্ষপতি
পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক নাটক—রাজা বংশধ্বংজ পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক
নাটক—অদ্ভুত ডাকাত উপন্যাস—শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষা পৌরাণিকী
নাটিকা—গিরিগোবর্দ্ধন পৌরাণিকী নাটিকা—দুটি মনচোরা উপ-
নাট্যগীতি—চতুরালী কৌতুক-নাট্যগীতি—খোকাবাবু
প্রহসন—বেলুনে বাঙালী বিবি প্রহসন—জজু
প্রহসন—প্রহ্লাদ-মহিমা বা প্রহ্লাদ-চরিত্র দ্বিতীয়
খণ্ড নাটক—লোভেন্দ্র-গবেন্দ্র সামাজিক
ব্যঙ্গ নাটক—কাণা কড়ি বিদ্রূপ-
হাসক—পূজার বাজার
রঙ্গিলা কাব্য।

৺ রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত।

কলিকাতা,
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
৩৮ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, "সিদ্ধেশ্বর যন্ত্রে"
শ্রীসিদ্ধেশ্বর পান দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৩ সাল।

মূল্য ২৲ টাকা।

পঞ্চম ভাগ গ্রন্থাবলীর সূচীপত্র।

সত্যমঙ্গল নাটকের অনুক্রমণিকা।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই চারি যুগ। চারি যুগের জীবগণকে উদ্ধার করিবার জন্যই ভগবানের অবতার। তিনি লীলাচ্ছলে মানুষ, অমানুষ প্রভৃতি নানামূর্ত্তিতে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হন। বর্ত্তমান কলিকালে প্রয়োজনানুসারে কয়েকটি মূর্ত্তি ধরিয়াছেন এবং কলির শেষে একটি ধরিবেন। কলিতে যে কয়েকটি মূর্ত্তি ধরিয়াছেন, তন্মধ্যে একটি সত্যনারায়ণ। স্কন্দপুরাণান্তর্গত রেবাখণ্ডে এবং ভবিষ্যপুরাণাদিতে ভগবানের সত্যনারায়ণ অবতার ও সত্যব্রতের বিষয় বিশেষরূপে বিবৃত আছে।

সত্যনারায়ণব্রতপূজাপদ্ধতি আজ পর্য্যন্ত আপামর সর্ব্বসাধারণ হিন্দুগণের মধ্যে প্রচলিত হয় নাই। তাহার কারণ, অনেকের ধারণা আছে, মুসলমানেরা যে দেবতাকে সত্যপীর বলিয়া পূজা করে, সত্যনারায়ণ সেই দেবতা, সুতরাং হিন্দু হইয়া কিরূপে পতিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যায়? শাস্ত্রে দৃষ্টি না থাকাতেই এইরূপ সংস্কারের ঘটিয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, পুরাণশাস্ত্রগুলি কি মুসলমানের, না হিন্দুর? পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতিপাল্য বিধির প্রতি যে সকল হিন্দুর অবহেলা, তাহারা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবার অযোগ্য। প্রত্যেক হিন্দুর সর্ব্বতোভাবে ভগবান্ সত্যনারায়ণের ব্রতপূজা করা সম্পূর্ণরূপে উচিত।

একরূপ শ্রুত হওয়া যায় যে, ভারতবর্ষে মুসলমানগণের আসিবার পূর্ব্বে তাৎকালিক প্রত্যেক হিন্দুর গৃহে সত্যনারায়ণের ব্রত হইত এবং ব্রতকারিগণ অভীষ্ট ফল লাভ করিত। অনন্তর ভারতপ্রবিষ্ট মুসলমানগণের মধ্যে, তৎসাময়িক মুসলমান বাদশাহ সত্যনারায়ণের মাহাত্ম্যদর্শনে বিস্মিত হন এবং স্বজাতির মধ্যে সত্যব্রত প্রচলনের ইচ্ছা করেন। হিন্দুমুসলমানের মধ্যে সকল বিষয়ে যেমন পার্থক্য আছে, সত্যনারায়ণ ব্রতসম্বন্ধেও তো সেইরূপ থাকা চাই, মুসলমান হইয়া, সম্পূর্ণ হিন্দু পদ্ধতিতে কিরূপে হিন্দুর দেবতার ব্রতপূজা করা যাইতে পারে, অথচ এই হিন্দুর দেবতার মাহাত্ম্যও অলৌকিক, ভক্তের অভীষ্টসাধক ইত্যাদি ভাবিয়া, বাদশাহ দুই দিক বজায় রাখিয়া, 'সত্যনারায়ণ' স্থলে 'সত্যপীর' শব্দ ব্যবহার করিলেন, এবং 'নৈবেদ্য' স্থলে 'সিন্নী', 'বেদী' স্থলে 'মোকাম' 'প্রণাম' স্থলে 'সেলাম' ইত্যাদির পরিবর্ত্তন করিয়া, মুসলমানগণের মধ্যে হিন্দুর সত্যনারায়ণের পূজা প্রচার করিয়া দিলেন। তদবধি আজপর্য্যন্ত মুসলমানগণ সমভাবে ভক্তি ও সমাদরে সত্যনারায়ণ বা সত্যপীরের পূজা করিয়া আসিতেছে। বোধ হয়, এই কারণেই আধুনিক উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ, শাস্ত্র দর্শন না করিয়া, ভ্রান্তিবশে আপনাদের দেবতাকে পরের বলিয়া, আস্থা করেন না। কিন্তু বৃথা আর সময় নষ্ট করা উচিত নয়, ধর্ম্মনাশিনী ভ্রান্তিকে আর মনে স্থান দেওয়া ভাল নয়, সকলেরই ভগবান সত্যনারায়ণের ব্রতপূজা করা উচিত। পাপময় কলিযুগে ভগবান সত্যনারায়ণ সত্য ও জাগ্রত দেবতা।

অস্মদ্ভবনে ভগবান্ সত্যনারায়ণের পূজা কিরূপে প্রচলিত ও অবলম্বিত হইয়াছে, এ স্থলে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সন্নিবিষ্ট করা যাইতেছে।

১৫০ বৎসরেরও অধিক কাল গত হইল, কলিকাতার উত্তরে বরাহনগর গ্রামে অকিঞ্চন গোস্বামী নামে একজন ব্রহ্মচারী ছিলেন। সে সময়ে বরাহনগরের চতুঃপার্শ্ব, বিশেষতঃ গঙ্গাতট নিবিড় অরণ্যে সমাবৃত ছিল। পূজ্যপাদ অকিঞ্চন গোস্বামী মহাশয়, প্রতিদিন প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিতে আসিতেন এবং স্নানাহ্নিক পূজা সমাধা করিয়া, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই পুনর্ব্বার অরণ্য কুটীরে ফিরিয়া যাইতেন।

একদা উক্ত ব্রহ্মচারী মহাশয় যথাকালে গঙ্গা-স্নানে আসিয়া আবক্ষজলমগ্ন হইয়া জপ করিতেছেন, এমন সময়ে আমার পূজ্যপাদ প্রপিতামহ ৺ রাম-রাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সেই স্থানে উপনীত হইলেন। তিনি আসিয়াই আবক্ষজলমগ্ন পুণ্যাত্মা ব্রহ্মচারীর প্রশান্ত ও গম্ভীর মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মময় পবিত্র মূর্ত্তি দর্শনে প্রপিতামহের মনে কি এক আধ্যাত্মিক ভাবের আবির্ভাব হইল। তখন তিনি উক্ত ব্রহ্মচারী মহাশয়ের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি স্থাপন করিয়া, তাঁহার শিষ্য হইবার জন্য সমুৎসুক হইলেন।

আমার পরমপূজ্য প্রপিতামহ ৺রামরাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিক্রমপুরের অন্তর্গত বজ্রযোগিনী নামক গ্রামে বাস করিতেন। পঞ্চদশ-বর্ষ-বয়ঃক্রম-কালে তাঁহার মনে সংসার বৈরাগ্য জন্মে। তিনি সেই কিশোর বয়সেই পিতামাতা প্রভৃতি স্বজনবর্গ ও সংসারের সমস্ত সুখসম্পদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। দারপরিগ্রহের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন বলিয়া অবিবাহিত অবস্থাতেই দেশান্তরী হইয়াছিলেন। কিছুকাল নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া, অবশেষে বরাহনগরে আসিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন।

যে দিন প্রপিতামহ মহাশয় উক্ত ব্রহ্মচারীকে দর্শন করিলেন, সেই দিন হইতে প্রত্যহ তাঁহার নিবিড় বনমধ্যস্থিত কুটীরে অলক্ষিতভাবে আসিয়া, পূজার আয়োজন করিয়া দিতে লাগিলেন। এই রূপে কিছুদিন গত হইলে, এক দিন তিনি ব্রহ্মচারীর কৃপাকটাক্ষে পতিত হইলেন এবং তাঁহার আদেশে সত্যনারায়ণ-ব্রত অবলম্বন ও দারপরিগ্রহ করিলেন। অনন্তর সংসারাশ্রমে পুনঃপ্রবিষ্ট হইয়া, যাবজ্জীবন সুখস্বচ্ছন্দে সত্যব্রতে ব্রতী থাকিয়া দেহত্যাগ করেন। তাঁহার পবিত্র পথানুসরণ করিয়া আমার পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠ পিতামহ ৺ রামহরি বন্দ্যোপাধ্যায়, পরে আমার পূজ্যপাদ পিতা ৺ ভগবানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যথেষ্ট সুখসৌভাগ্য ও যশঃ উপার্জ্জনপূর্ব্বক পরলোকগত হন। আমি স্বর্গীয় পিতা মহাশয়ের আদেশে সত্যব্রতে ব্রতী হইয়াছি। বিশেষ পরীক্ষা ও প্রমাণদ্বারা জানিতে পারিয়াছি, কলিকালে সত্যব্রতই জীবের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, শুভসৌভাগ্য ও মুক্তির একমাত্র উপায়। পরমপবিত্র সত্যব্রতের সমুজ্জ্বল সত্যালোক ব্যতীত মানবের পাপান্ধকার বিনষ্ট হইবার অন্য পন্থা নাই, ইহা আমার চিরন্তন সত্যবিশ্বাস।

শ্রীক্ষেত্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৯ নং সার্পেণ্টাইন্ লেন,
বহুবাজার—কলিকাতা।
২০এ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৭ সাল।

—

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

আমার অনুরোধে কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয় এই "সত্যমঙ্গল বা সত্যনারায়ণলীলা" নাটকখানি রচনা করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে যথোচিত পারিশ্রমিক দিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। আমি তাঁহার এই নিঃস্বার্থতা দর্শনে অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়াছি। আমি আমার প্রয়োজনানুসারে এই গ্রন্থের ৫০০ কাপি নিজব্যয়ে মুদিত করাইয়া লইলাম। এই গ্রন্থের সমস্ত স্বত্ব গ্রন্থকারেরই রহিল। এই গ্রন্থ রেজেষ্টরী করা হইল। গ্রন্থকার ব্যতীত অপর কেহ ইহার পুনর্মুদ্রাঙ্কন, অংশবিশেষ গ্রহণ, বিক্রয় বা অভিনয় করিলে আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবেন।

শ্রীক্ষেত্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৯ নং সার্পেন্টাইন্ লেন্,
বহুবাজার—কলিকাতা।
২০এ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯১ সাল।

—

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত রায় ক্ষেত্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর মহাশয় অকপট সত্যভক্ত। তিনি সত্যধর্ম্ম প্রচারে সর্ব্বদা যত্নশীল, সেই জন্য আমাকে ভগবান্ সত্য-নারায়ণের মহিমা, ব্রত ও পূজাসম্বন্ধীয় এই নাটক খানি রচনা করিতে বলেন এবং যথোপযুক্ত পারিশ্রমিকও দিতে স্বীকৃত হন। কিন্তু আমি তাঁহার হিন্দুগৌরবস্বরূপ পরম পবিত্র সনাতন সত্যধর্ম্ম প্রচারের সদুদ্দেশ্য সদুদ্যম ও সত্যাৎসুকতা দর্শনে, নিতান্ত আনন্দিত হইয়া পারিশ্রমিক লই নাই। সত্যভক্তগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক "সত্যমঙ্গল" পাঠ করিয়া, কিঞ্চিন্মাত্র আনন্দলাভ করিলেই, আমার আশাতীত পারিশ্রমিক লাভ হইবে।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই, উক্ত ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মার ন্যায় কি ধনী, কি মধ্যবিৎ এবং কি দরিদ্র, সমস্ত হিন্দুরই লুপ্তপ্রায় সত্যধর্ম্মের আলোচনা, প্রবর্ত্তনা, সম্মাননা ও ব্রতার্চ্চনা করা সম্পূর্ণরূপে উচিত। স্বয়ং ভগবান্ দেবর্ষি নারদকে বলিয়াছেন,—

"ব্রতমস্তি মহাপুণ্যং স্বর্গে চ ভুবি দুর্লভং।

* * * *

সত্যনারায়ণস্যৈতদ্ব্রতং সম্যগ্বিধানতঃ।

* * * *

কৃত্বা সদ্যঃসুখং ভুক্ত্বা পরত্র মোক্ষমালভেৎ।
দুঃখশোকাদিশমনং ধনধান্যবিবর্দ্ধনং।
সৌভাগ্যসন্ততিকরং সর্ব্বত্র বিজয়প্রদং॥
যস্মিন্ কস্মিন্ দিনে মর্ত্ত্যো ভক্তিশ্রদ্ধা সমন্বিতঃ।
সত্যনারায়ণং দেবং যজেত্তুষ্টো নিশামুখে॥
বান্ধবৈর্ব্রাহ্মণৈশ্চৈব সহিতো ধর্ম্মতৎপরঃ।
নৈবেদ্যং ভক্তিতো দদ্যাৎ সপাদং ভক্ষ্যমুত্তমং॥
রম্ভাফলং ঘৃতং ক্ষীরং গোধূমস্য চ চূর্ণকং।
অভাবে শালিচূর্ণম্বা শর্করাম্বা গুড়ং তথা॥
সপাদসর্ব্বভক্ষ্যাণি একীকৃত্য নিবেদয়েৎ।
বিপ্রায় দক্ষিণাং দদ্যাৎ কথাং শ্রুত্বা জনৈঃ সহ।
ততশ্চ বন্ধুভিঃ সার্দ্ধং বিপ্রেভ্যঃ প্রতিপাদয়ন্॥
প্রসাদং ভক্ষয়েদ্ভক্ত্যা নৃত্যগীতাদিকং চরেৎ।
ততঃ স্বস্থা গৃহং গচ্ছেৎ সত্যনারায়ণং স্মরন্।
এবং কৃতে মনুষ্যাণাং বাঞ্ছাসিদ্ধির্ভবেদ্ধ্রুবং॥
বিশেষতঃ কলিযুগে নান্যোপায়োঽস্তি ভূতলে॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডে সত্যনারায়ণ বিপদসংবাদো নাম প্রথমাধ্যায়ঃ।

সত্যব্রত কেন করা উচিত, উল্লিখিত অমৃতময় ভগবদ্বাক্যগুলি পাঠ করিলে, তাহা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে। আবার দেখুন—

"য ইদং কুরুতে সত্যব্রতং পরমদুর্লভং।
শৃণোতি চ কথাং পুণ্যাং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদাং॥
ধনধান্যাদিকং তস্য ভবেৎ সত্যপ্রসাদতঃ।
দরিদ্রো লভতে বিত্তং বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ॥
ভীতো ভয়াৎ প্রমুচ্যেত সত্যমেতন্ন সংশয়ঃ।
ঈপ্সিতঞ্চ ফলং ভুক্ত্বা চান্তে সত্যপুরং ব্রজেৎ॥
ইতি বঃ কথিতং বিপ্রাঃ সত্যনারায়ণব্রতং।
যৎ কৃত্বা সর্ব্বদুঃখেভ্যো মুক্তো ভবতি মানবঃ॥
বিশেষতঃ কলিযুগে সত্যপূজাফলপ্রদং।
সত্যনারায়ণং কেচিৎ সত্যদেবং তথাপরে॥
নানারূপধরো ভূত্বা সর্ব্বেষামীপ্সিতপ্রদঃ।
ভবিষ্যতি কলৌ সত্যব্রতরূপী সনাতনঃ॥
য ইদং পঠতে নিত্যং শৃণোতি মুনিসত্তমাঃ।
তস্য নশ্যন্তি পাপানি সত্যদেবপ্রসাদতঃ॥"

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডে সত্যনারায়ণ কথা নাম চতুর্থাধ্যায়ঃ।

আরও বলিতে হইবে কি, কেন সত্যনারায়ণ দেবের পাদপদ্মে শরণ লইতে হইবে, সত্যব্রত করিতে হইবে?

রাজকৃষ্ণ রায়।

কলিকাতা। ২০এ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৭ সাল।

সত্যমঙ্গল

বা

সত্যনারায়ণ-লীলা।

[পৌরাণিক, ইতিবৃত্তমূলক নাটক]

"সত্যনারায়ণং দেবং বন্দেঽহং কামদং প্রভুং।
লীলয়া চ ততং বিশ্বং যেন তস্মৈ নমো নমঃ॥"

স্কন্দপুরাণ।

নাট্যোক্ত ব্যক্তি।

পুরুষ।

নারায়ণ } ... ভগবান্।
সত্যনারায়ণ (বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী) }

ব্রহ্মা ... ... সৃষ্টিকর্ত্তা।

শিব ... ... সংহারকর্ত্তা।

ইন্দ্র ... ... অমরাবতীপতি।

অগ্নি ... ... যজ্ঞদেবতা।

নারদ ... ... দেবর্ষি।

শৌনক ... নৈমিষারণ্যবাসী ঋষি।

সূত ... ... পুরাণবক্তা।

কলি ... ... মূর্ত্তিমান্ চতুর্থ যুগ।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য } মূর্ত্তিমান্ ষড়্‌রিপু।

পরীক্ষিৎ ... ... ভারতেশ্বর।

সদানন্দ শর্ম্মা ... কাশীপুরগ্রামবাসী দরিদ্র ব্রাহ্মণ।

ধুরন্ধর ... ... সদানন্দ শর্ম্মার ছাত্র।

কাষ্ঠকেতু .. ... কাঠুরিয়াগণের কর্ত্তা।

এতদ্ব্যতীত ঋষিগণ, ঋষিবালকগণ, কাঠুরিয়াগণ, গ্রাম্য লোকগণ, ইত্যাদি।

স্ত্রী।

লক্ষ্মী ... ভগবানের ইচ্ছাশক্তি ভগবতী।

ব্রাহ্মণী ... ... সদানন্দ শর্ম্মার পত্নী।

এতদ্ব্যতীত দেবীগণ, গ্রাম্য নারীগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

গোলোকপুরী—আরামারাম।*

রত্নসিংহাসনে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ উপবিষ্ট।

দুই পার্শ্বে দেবীগণ চামর ইত্যাদি হস্তে দণ্ডায়মানা।

দেবীগণ। (গীত)

পিলু—তাল ফেরতা।

উজ্জ্বল নীল জ্যোতি-ভাতি
গোলোকপুরী আলোকি ধায়।
পলক পলক আলোক-পুলক
ঝলক ঝলক চমকি চায়॥
নীল জ্যোতিকো আলোক মাঝ,
পীত জ্যোতিকো আলোক ভাঁজ,
নীল-পীত-জ্যোতি একহি মিলহি,
উজল হরিত জ্যোতি জীয়ায়॥
নীল বিষ্ণু, পীত লছমী,
মেঘহি জনু রে বিজুরী-চকমি,
তরুলতাকুল আরামারামহি
হরিত-জ্যোতি-দ্যুতি বিলায়॥

লক্ষ্মী। (কৃতাঞ্জলিপুটে) প্রভু!
প্রণিপাত করি রাঙা পায়।

নারায়ণ। (সহাস্যে) রমে!
মন তব কিবা চায়?

লক্ষ্মী। দয়াময়!
চিরদিন কর্ম্মহীন তুমি,
গম্ভীর নিশ্চল।
আমি তব চিরাধীনী দাসী,
চির-অভিলাষী কর্ম্ম করিবারে।
নিয়ত চঞ্চল আমি,
সে হেতু চঞ্চলা মোর নাম
দিয়াছ, হে গুণধাম!
আবার
পরমাপ্রকৃতি বলি, আর তব ইচ্ছা বলি
বাড়ায়েছ গৌরব মহত্ত্ব মোর তুমি।
তেঁই, কৃপাসিন্ধু স্বামী,
এ তব ইচ্ছার ইচ্ছা করহ পূরণ,
শ্রীচরণে এই নিবেদন।

নারায়ণ। (সহাস্যে) ইচ্ছাময়ি রমে!
কিবা ইচ্ছা জাগে তব চিতে?

লক্ষ্মী। জগদীশ! উপস্থিত ঘোর কলিকাল,
তব সৃষ্ট নর নারী।
কলির দাপটে পড়িল সঙ্কটে।
হরি, অগতির গতি!
কি হবে তা'দের গতি?
এ তব ইচ্ছার ইচ্ছা করিয়া পূরণ
কিবা রূপ করিবে ধারণ
তা'সবার তারণ কারণ?
সাধুর উদ্ধার আর দুষ্টেরে দণ্ডিতে
যুগে যুগে হও অবতার।
কলিযুগে কোন্ অবতারে
তারিবে হে তব জীবগণে?
তুমি না তারিলে,
পাপের সলিলে
আকুল হইবে জীবকুল।

নারায়ণ।
নিশ্চলে চঞ্চল আজি করিলে, চঞ্চলা!
কর্ম্মহীনে কর্ম্মময় কৈলে, কর্ম্মময়ি!
ইচ্ছাহীনে ইচ্ছাময় কৈলে, ইচ্ছাময়ি!
তব অনুরোধে
আবার যাইব আমি দূর ধরাতলে
তারিবারে জীবদলে
কলির দাপট ঘোর সঙ্কট হইতে।
অভিনব অবতার সত্যনারায়ণ

* আরামারাম = আরাম+আরাম। আরাম = বিশ্রাম, আরাম = উপবন—আরামারাম = বিশ্রাম উপবন।

হব আমি কলিযুগে।
ইচ্ছাময়ি, কর্ম্মময়ি,
ইচ্ছারূপে, কর্ম্মরূপে
স্বরূপে মিশাও, রূপেশ্বরি!

(সহসা লোহিতজ্যোতিঃপ্রকাশ ও
লক্ষ্মীর অন্তর্ধান)

পুরুষ প্রকৃতি একধারে
জীবের উদ্ধারে কলিকালে।
সত্যনারায়ণরূপে
মর্ত্ত্যে গিয়া প্রকাশিব লীলা।
কলিগর্ব্ব খর্ব্ব করি
সর্ব্বজীবে জীয়াইব সত্যের আলোকে।
সত্যধর্ম্ম, সত্যকর্ম্ম বুঝাব সকলে,
সত্যনাম প্রচারিয়া,
সত্যপথ দেখাইয়া,
সত্যালোকে সত্যলোকে
সর্ব্বলোকে আনিব এবার।
দুঃখ নাশি মোক্ষ দিব সত্যভক্তগণে।

গাহিতে গাহিতে ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র
প্রভৃতি দেবগণ ও নারদ প্রভৃতি
ঋষিগণের প্রবেশ।

সকলে। (প্রণাম করিয়া গীত)

কামোদ—চৌতাল।

সঙ্কটে পড়ি, নিকটে তব,
আইনু সকলে, হরি হে।
কলির দাপে, ভুবন কাঁপে,
গেল পাপে ধরা ভরি হে॥
যুগে যুগে জাগি তুমি হে,
জাগাও জাগাও জীবকুলে,
এবে কলিযুগ, জাগ হরি,
জাগাও;জাগাও অভয় বোলে;—
হে শিব-শিব, তোমার জীব,
নির্জ্জীব এবে তোমারি ভবে;
জীব-জীবন, দেহ জীবন,
নহে আজীবন মরিয়ে রবে;—
কলির সাগরে, ডোবে নারী নরে,
তার দিয়ে পদতরী হে॥

নারায়ণ। পদ্মযোনি! পঞ্চানন!
পুরন্দর আদি দেবগণ!
নারদ প্রভৃতি মুনিগণ!
না হয়ো চিন্তিত চিত আর।
করিব নিস্তার জীবগণে
অবতরি মরত ভুবনে,
কলিদর্প হতদর্প হইবে নিশ্চয়।
হেন মতে,
তোমাদের হরি এবে একাকী গোলোকে।
লক্ষ্মীরূপা মহামায়া
মিশায়েছে মানসে আমার।

নারদ। নির্গুণ ঈশ্বর এবে সগুণে বিরাজে।

সকলে। জয় জয় হরি দয়াময়।

নারদ। প্রভু।
বড় আশা জাগে মনে,
কলির পীড়িত জীবগণে
কোন্ রূপ ধরি, তারিবে, শ্রীহরি?
কোন্ রূপে শাসিবে কলিরে?

নারায়ণ। নারদ!
সমস্ত বুঝেছি আমি।
কলির দারুণ অত্যাচারে
মর্ত্ত্যের মাঝারে
নর নারী কাঁদে হাহাকারে।
অনেকে কলির প্রলোভনে
মুগ্ধমনে ভুলিয়া আমারে
পূজিছে তাহারে সদা ষোড়শোপচারে।
যারা মরে কলির পীড়নে,
মুছাব তাদের অশ্রুবারি,
যারা মজি কলির কুহকে
পূজিছে তাহাকে,
তা সবে শাসিব কলি সনে,

ঘুচাইব মিথ্যা ভ্রম,
দেখাইব সত্যালোক,
সত্যধর্ম্মে স্থাপিব সকলে
অভিনব রূপে এবে মর্ত্ত্যে অবতরি।
কলিজীব পাবে পরিত্রাণ,
পাইবে নির্ব্বাণ মোর পদে।

নারদ। কি রূপ ধরিবে, হরি?

নারায়ণ। সত্যনারায়ণ।

নারদ। (সানন্দে)
অভিনব সুমধুর নাম—সত্যনারায়ণ।

সকলে। জয় জয় সত্যনারায়ণ!

নারায়ণ। শুভলগ্ন উপস্থিত,
হব আমি উপনীত
অবিলম্বে দূর ধরাধামে।
নিজ নিজ ধামে, যাও এবে সর্ব্বজন।

দেব ও ঋষিগণ।—(কীর্ত্তন)

প্রাণারাম, নব নাম, সত্যনারায়ণ।
কলিমারণ, পাপিতারণ, জীবের জীবন॥

দেবীগণ।—

মর্ত্ত্যবাসী, পুণ্যরাশি,
লভিবে সত্যে পূজিয়ে,
পাপ তাপ, কলির দাপ,
যাইবে মর্ত্ত্যে ঘুচিয়ে,—

সকলে।—

অতুল অতুল সুখ-সাগরে
ভাসিবে ভকত জীবগণ॥

দেব ও ঋষিগণ।—

ধরণী হইবে স্বর্গধাম,

দেবীগণ।—

পূরিবে জীবের মনস্কাম,

সকলে।—

সত্য সত্য, পরম তত্ত্ব,
সত্য ভক্ত-মুক্তি-ধন॥

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পথ।

বীরবেশে রাজা পরীক্ষিতের প্রবেশ।

পরী। কি! এত দর্প! এত অহঙ্কার!
অর্জ্জুনের পৌত্র আমি,
পিতা মোর অভিমন্যু বীর,
প্রভু মোর কৃষ্ণ ভগবান্,
মোর রাজ্যে কলির দাপট!
মুনিগণমুখে শুনি এ নির্ঘাত বাণী
দিবস রজনী ভ্রমি দেশদেশান্তরে,
কোথাও না পাই তার দেখা।
মহাপাপী কলি
লুকায়ে রাজত্ব করে রাজ্যেতে আমার।
করিব সংহার দুরাচারে।
দেখি,
গোপনে রহিবে কত কাল।

(সহসা নেপথ্যে রোদন-শব্দ)

(সবিস্ময়ে)—এ কি! এ কি শুনি!
করুণ রোদনধ্বনি পশিল শ্রবণে।
জনেক পুরুষ,
জনেক রমণী কাঁদে।

নেপথ্যে বৃষরূপী ধর্ম্ম। (সকাতরে)
হের, রাজা পরীক্ষিৎ!
ধর্ম্ম আমি,
ধর্ম্মহীন কলি দুরাচার
মর্ম্মভেদ করিল আমার।
এখনি আসিয়া,
ফেলিবে নাশিয়া মোরে তীক্ষ্ণ অসিধার।
রক্ষা কর ধর্ম্মের জীবন,
ধর্ম্মশীল মহারাজ!

নেপথ্যে গাভীরূপা পৃথিবী। (সকাতরে)
মহারাজ পরীক্ষিৎ! ধরা আমি,
অশ্রুধারা ঝরিছে নয়নে
নিদারুণ কলির পীড়নে।

এখনি আসিয়া,
ফেলিবে নাশিয়া মোরে তীক্ষ্ণ অসিঘায়।
রক্ষা কর ধরার জীবন,
ধর্ম্মশীল মহারাজ!

পরী। (শুনিয়া সান্ত্বনাবাক্যে)
মা ভৈ মা ভৈ, ধর্ম্মদেব!
ভয় নাই, ধরাদেবি!
পরীক্ষিৎ থাকিতে জীবিত,
কার সাধ্য তোমা দোঁহে করিবে বিনাশ?
কলি তো সামান্য অতি,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যদি সাধে হেন বাদ,
নাহিক নিস্তার কোন মতে।
এই আমি রহিনু হেথায়,
আসুক সে কলি নীচাশয়।

নেপথ্যে ধর্ম্ম। মহারাজ!
বড় ভয় হয়, কি জানি কি হয়,
দুটি প্রাণ গেতেছিল,
তিন পাণ যায় বা এখনি।

পরী। (সাহস ও দর্পে)
নাহি ভয়, ধর্ম্ম মহাশয়!
তিন প্রাণ কি হেতু যাইবে?
বরঞ্চ এখনি
এক প্রাণ দুই প্রাণ করিবে নিস্তার।

বেগে সশস্ত্র কাম, ক্রোধাদি ষড়রিপুর প্রবেশ।

ক্রোধ। কে তুই এখানে?

পরী। তোমরা কাহারা ছয় জন?

ক্রোধ। নয়ন কি নাই?
কে যে মোরা ছয় জন না পার চিনিতে?

পরী। (ব্যঙ্গসহকারে) না!
দুটি বই চক্ষু নাহি মোর,
তোমরা যে ছয় জন,
দুই চক্ষে চেনা অসম্ভব!
ভাল,
তোমরা ছঁ জনে, দ্বাদশ নয়নে
আমারেও নারিলে চিনিতে!

ক্রোধ। কি! পরিহাস আমাদের সনে!
জান না কি, সামান্য মানব!
আমরা ছ জনে ছয় রিপু—
কাম, ক্রোধ, লোভ,
মদ, মাৎসর্য্য সে মোহ।
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ কলি,
মোরা সবে অনুচর তাঁর।
রাজাজ্ঞায় দিবানিশি মোরা
দিতেছি প্রহরা ধরাধামে;
করিতেছি কলির অধীন সর্ব্ব জীবগণে।

পরী। ভাল হল,
পাইলাম কলির সন্ধান,
ছায়ায় মিলিবে কায়া।
ষড়রিপু সম্মুখে যখন,
কলি আর দূরে কি তখন?
আরে আরে ষড়রিপুগণ,
কোথা সেই কলি দুরাচার?

ক্রোধ। কি বলিলি, নরাধম!
মহারাজ কলি—দুরাচার?
তুচ্ছ মুখে উচ্চ কথা,
আয়, এখনি কাটিব মাথা।
(অন্যান্য রিপুগণের প্রতি)—
ধর দুষ্টে, করহ সংহার।

(পরীক্ষিৎকে সকলের আক্রমণ-চেষ্টা)

পরী। (সক্রোধে) আরে ক্ষুদ্র কীটগণ!
পর্ব্বত কাটিতে আশা মনে!
দেখা দেখা,
কত শক্তি ধরিস্ শরীরে, হীনগণ!

(ষড়রিপুর সহিত পরীক্ষিতের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ)

[ষড়রিপুর পরাজিত হইয়া পলায়ন।

নেপথ্যে ধর্ম্ম। জয়, রাজা পরীক্ষিৎ!
এত ক্ষণে বুঝিনু নিশ্চিত—

তোমা হ'তে পাইব নিস্তার,
তোমা হ'তে হ'বে মোর কলির শাসন।

বেগে সশস্ত্র কলির প্রবেশ।

পরী। ওরে, তোরি নাম কলি?
কলি। তুই কে রে নরাধম?
পরী। কলিঘাতী রাজা পরীক্ষিৎ।
কলি। (অট্টহাস্যে) ভাল ভাল!
ঘুচায়েছি সমস্ত কণ্টক,
একটা আছিল বাকি,
তা'ও আজ ভাগ্যবলে মিলিল সম্মুখে।
আয়, রে কণ্টক পরীক্ষিৎ,
বধিব নিশ্চিত তোরে রণে।
পরী। যথা ধর্ম্ম, তথা জয়।
আয় আয়, দুরাশয়!
মোর বাণে কলিপ্রাণ উড়ুক বাতাসে।

(উভয়ের ভয়ঙ্কর শরযুদ্ধ)

কলি। (সক্রোধে) আরে আরে দুরাচার!
সুপ্ত সিংহে জাগাইলি,
রক্ষা আর নাহি তোর।
পরী। কি ঘৃণার কথা!
শৃগাল হইয়া, চা'স্ সিংহ হইবারে!
এই বার যা রে যমাগারে।

(উভয়ের ভয়ঙ্কর দ্বন্দ্বযুদ্ধ ও কলির আহত হইয়া ভূতলে পতন)

কলি। (কষ্টে) ওঃ, বিষম আঘাত!
পরী। এইবার করিব নিপাত!
কলিশূন্য করিব ভুবন।

(কলির মস্তকচ্ছেদেচ্ছায় অসি উত্তোলন)

আকাশবাণী। ক্ষান্ত হও, মহারাজ!
অসিকোষে রাখ অসি।
রাজা! তব বধ্য নহে পাপ কলি।
বিধির ইচ্ছায়
কলির প্রাধান্য হবে।
কলিরে করহ পরিহার।
পরী। দৈববাণী লঙ্ঘনীয় নয়,
তেঁই প্রাণ পেলি, দুরাশয়!
কিন্তু তোরে খেদাইব,
না রাখিব পুণ্যময় ধর্ম্মভূমে।
ধর্ম্মের যে করে অপমান,
মোর রাজ্যে নাহি তার স্থান।
কলি। (কৃতাঞ্জলিপুটে) মহারাজ!
কোথায় রহিব তবে,
কৃপা করি আদেশ আমারে।
পরী। পাপ স্থানে পাপীর নিবাস।
ধর্ম্মের চরণধূলি যেথা,
তোরে স্থান নাহি দিব সেথা।
মদ্যপান, নারীহত্যা, জীবহত্যা যেথা,
বসিবি সেখানে তুই;
স্বর্ণ, মিথ্যা, গর্ব্ব, কাম, হিংসা, বৈর আদি
তোর বাসস্থান চিরদিন।
অধর্ম্মকুমার কলি!
এই সবে কর্ বসবাস।
কলি। যথা আজ্ঞা, মহারাজ!
(স্বগত)—প্রাধান্য আমার
কার সাধ্য ঘুচাইতে পারে?
ক'দিন বা তোমার শাসন?
যখন ত্যজিবে তুমি দেহ,
কে আঁটিবে তবে মোরে?
পূর্ণবলে ধরণী শাসিব,
আনিব মানবগণে আপনার বশে।
কলির প্রচণ্ড দর্পে
হইবেক অধর্ম্মের জয়।
পরী। এখনো নীরবে কেন হেথা?
দূর হ রে দৃষ্টিপথ ছাড়ি।

[কলির প্রস্থান।

নেপথ্যে ধর্ম্ম। মহারাজ পরীক্ষিৎ!
রক্ষা কৈলে ধর্ম্মে নিজগুণে।
এই গুণে, নৃপমণি,
অন্তে তুমি বৈকুণ্ঠে যাইবে,
মিশাইবে সত্যরূপ হরির চরণে।

নেপথ্যে পৃথিবী। ধর্ম্মশীল মহারাজ!
প্রতপ্ত হৃদয় মোর করিলে শীতল।
হউক মঙ্গল তব।
অনন্ত শরীর জুড়ি মোর,
সুখ্যাতি ঘুষিবে তব সর্ব্বজীবগণ।

পরী। ভগবান্ হরির কৃপায়,
ধর্ম্মদেব! ধরাদেবি!
তোমাদের আশঙ্কা ঘুচিল।
এবে তোমা দোঁহাকার
বন্ধন মোচন করি।
যাও দোঁহে নিজ নিজ স্থানে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

নৈমিষারণ্য।

মধ্যস্থলে পুরাণপাঠে সুত উপবিষ্ট।
দুই পার্শ্বে শৌনকাদি ঋষিগণ
শ্রোতৃরূপে আসীন।

সকলে (গীত)।

নাগধ্বনি—কানড়া।

(যদি) বাঞ্ছসি মানব ভবসিন্ধুপারং।
উচ্চারণং কুরু হরিমনিবারং॥
[হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল মন!]
শ্রীকৃষ্ণনাম হি সুধারাধারং।
বারয়তি জীব ঘোরযমদ্বারং।
[হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল মন!]
হে কৃষ্ণ মুঞ্চ কঠিনপাপভারং।
দেহি দেহি পাদপদ্মমুদারং॥
[হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল মন!]
ভজ রামং বদ রামং কুরু রামসারং।
অন্তে গমিষ্যসি বৈকুণ্ঠাগারং॥
[হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল মন!]

শৌনক। ব্যাসশিষ্য সুতবর!
নিরন্তর তোমার শ্রীমুখে
বিবিধ-পুরাণ ব্যাখ্যা করিয়া শ্রবণ
বহুজ্ঞান লভিনু সকলে।
ধর্ম্মকথা, তত্ত্বকথা, যাগযজ্ঞকথা,
যোগকথা, নীতিকথা, রাজগণকথা,
দেবদৈত্যদানবরাক্ষসগণকথা,
সৃষ্টিতত্ত্বকথা আদি শুনিনু অনেক।
সর্ব্বাপেক্ষা সুধাময়ী হরিগুণকথা
শুনিয়া আমরা সবে পবিত্র হইনু।
কিন্তু, সুত! কলিকালে অল্পায়ু মানব
কিরূপে কঠিন ধর্ম্মব্রত আচরিবে?
শাস্ত্রবিধি বড়ই কঠিন,
অল্পদিনে, অল্পব্যয়ে, অল্পপরিশ্রমে
কিরূপে পালিবে জীব তাহা কলিকালে?

সুত। সহজ ব্যবস্থা নাহি শাস্ত্রের ভিতর,
চিন্তিত অন্তর তেঁই আমিও হয়েছি।

গাহিতে গাহিতে নারদের প্রবেশ।

(নারদকে দেখিয়া সকলের গাত্রোত্থান)

নারদ। (গীত)

জলধর কেদার—ঝাঁপতাল।

কলিগর্ব্ব খর্ব্ব হবে, ভবে সত্যসুধা রবে,
সর্ব্বজীব মুক্তি পাবে, সত্যের পূজনে।
অসত্য হইবে নস্ট,
সত্যের আলোক পস্ট,
ঘুচাইবে জীবকস্ট, অভীস্ট সাধনে॥
আপনি হরি গোলোকপুরী
পরিহরি জীবকারণে,
দণ্ডিবেশে, দেশে দেশে,
সত্যনাম প্রচারণে,
অভিন অপরূপ, সত্যনারায়ণ রূপ,
ধরি এবে তারিবেন সর্ব্বজীবগণে॥
মুনিগণ! নাহি আর ভয়,
হরি দয়াময় দিবেন অভয়।

অধর্ম্ম অসত্য নাশ তরে,
কলিগর্ব্ব খর্ব্বিবার তরে,
জীবের উদ্ধার তরে
এসেছেন মর্ত্ত্যলোকে নিজে ভগবান।
জীবগণ পাবে প্রাণ,
পাবে ত্রাণ কলিত্রাস হ'তে।
অভিনব অবতার সত্যনারায়ণ,
জীবগণ মুক্তির কারণ।

শৌনকাদি সকলে। জয় জয় সত্যনারায়ণ!

নারদ। সূতবর!
কথকতা-কার্য্যে তুমি বড়ই নিপুণ,
পাঠব্যাখ্যাগুণ
আছয়ে তোমাতে সবিশেষ।
আমার নিকটে এবে
সত্যনারায়ণ-লীলা করিয়া শ্রবণ,
শ্রবণ করাও মুনিগণে।
তার পর যথাকালে
স্কান্দ রেবাখণ্ডে আর ভবিষ্যপুরাণে
সত্যনারায়ণ কথা হইবে বর্ণিত।
সবার সমক্ষে
কোরো তুমি সে পুরাণ পাঠ,
খুলে যাবে স্বর্গের কপাট,
ভেঙে যাবে অধর্ম্মের হাট,
কলির ঘুচিবে রাজপাট,
পাপমুক্ত হবে জীবগণ।

সকলে। জয় জয় সত্যনারায়ণ!

পুষ্পপূর্ণসাজীহস্তে গাহিতে গাহিতে মুনিবালকগণের প্রবেশ।

মুনিবালকগণ। (গীত)

মাঝ—দাদ্‌রা।

বল্ রে ও ফুল্ কারা তোরা?
মনভুলানো হাসি হেসে,
করিস্ শেষে পাগলপারা॥
তোদের রূপে মোহিত হয়ে,
অরূপ হরি স্বরূপ হয়;
কিরূপ তোরা, বুঝ্‌তে নারি,
তোরাই হরির রূপ কি নয়?—
রূপের ফুলে পূজ্‌বো হরি,
মিশ্‌বে রূপে রূপের ধারা॥

নারদ। (সানন্দে) শিশুগণ! ধন্য তোরা!
ধন্য তোসবার ফুলখেলা!
ভগবান্ হরি দয়াময়
ফুলের দেবতা সুনিশ্চয়।
বন্য ফুলে, ভক্তি-ফুলে,
আইস সকলে মিলে
পূজি সেই বনফুলমালী।

সকলে। (সাজীস্থ পুষ্প গ্রহণ করিয়া গীত)

মিশ্র বেহাগ—কেয়্‌তা।

অনন্ত অনন্ত কোটি, বনফুলকুল ফুটি,
দিবানিশি পড়ে লুটি, যার পদতলে।
কলিতাপ নাশ তরে,
তাঁহার শ্রীপদোপরে,
ঢালি হে ভকতিভরে, ফুল্ল ফুলদলে॥

মুনিবালকগণ।
(পরস্পরের মস্তকে ফুল দিতে দিতে)
মাথায় মাথায় ফুল দিলে, ভাই,
পড়ে গিয়ে ফুল হরির পায়;
মাথায় মাথায় ফুল দিনু তাই,
হরিপায় ফুল উড়ে যা বায়;—

মুনিগণ।—
জয় পাপনিবারণ, ভক্তবাঞ্ছাপ্রপূরণ,
জয় সত্যনারায়ণ, বল হে সকলে;—

সকলে।—
সকলে প্রণমি হরি-চরণ-কমলে॥
[প্রণাম করিয়া সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজপথ।

বৃদ্ধ ব্রহ্মচারিবেশে ভগবান্ সত্য নারায়ণের প্রবেশ।

সত্য। প্রলয় কালের সিন্ধুচ্ছ্বাসের ন্যায়, দুরাত্মা কলির অত্যাচার আমার জীবগণকে অত্যন্ত কাতর করেছে। আহা, ধর্ম্মপ্রাণ কৃষ্ণগতপ্রাণ নরনারী গণ, কলির শাসন ভয়ে জীবন্মৃত হয়ে পড়েছে। আর না, আর বিলম্ব করা উচিত নয়। কলিপ্রবর্ত্তিত মিথ্যা অধর্ম্ম হ'তে জীবগণকে সত্যধর্ম্মে পুনর্ব্বার দীক্ষিত করি। সত্যধর্ম্ম বই, সত্যালোক বই, সত্য ব্রত বই এবং সত্যনারায়ণের পূজা বই, কলিযুগে জীবগণের মুক্তির অন্য উপায় নাই। বায়ু যেমন সর্ব্বব্যাপী, আমার প্রচারিত সত্যধর্ম্মও সেইরূপ সমস্ত জগদ্ব্যাপী হয়ে বিস্তৃত হবে। (নেপথ্যের দিকে দেখিয়া) ঐ না একটি জীর্ণ শীর্ণ ক্ষুধাতুর ব্রাহ্মণ এই দিকে আসচে? তাই বটে। ঐ ব্রাহ্মণকে দিয়েই আমার সত্যধর্ম্মব্রত প্রচার কোর্ব্বো। কণামাত্র অগ্নি যেমন সুদূরব্যাপ্ত অরণ্যকে ভস্মীভূত কোরে, দিগন্তব্যাপী আকার ধারণ করে, আমার সত্যধর্ম্মও সেইরূপ ঐ একটি ব্রাহ্মণ হ'তেই অবশেষে পৃথিবীর জীবগণের কলিজনিত পাপরাশি ধ্বংস কোরে দিগ্দিগন্তব্যাপী হবে। আকাশের যেমন সীমা নাই, কলিযুগে সত্যনারায়ণের সত্যধর্ম্মও সেইরূপ অসীম হবে। পাপিষ্ঠ কলি হতদর্প হবে, জীবগণ সত্য মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে, অন্তে আমার পাদপদ্মে বিলীন হবে। আমার এই ব্রহ্মচারিবেশই সত্যধর্ম্ম ও সত্যব্রত প্রচারের প্রথম সোপান। প্রয়োজন হলে অপরাপর মূর্ত্তিও ধারণ কোর্ব্বো। এই যে, ব্রাহ্মণ আগতপ্রায়। আমি কিঞ্চিৎ অন্তরালে অবস্থান করি। (অন্তরালে অবস্থিত)

সদানন্দ শর্ম্মার প্রবেশ।

সদা। (কাতরকণ্ঠে) হা ভগবন্! যাবজ্জীবন কেবল ঘোরতর দুঃখ ভোগের নিমিত্তই কি দরিদ্রকে সৃষ্টি করেচ! আর যে সহ্য হয় না। দণ্ডে দণ্ডে কষ্টদণ্ডে আর কত কাল দণ্ডিত হব। প্রভো, না হয়, আমিই দৈন্যযন্ত্রণায় অস্থির হচ্চি, কিন্তু পতিপরায়ণা আমার পত্নীর দুঃখযন্ত্রণা আর যে সহ্য হয় না। হায় হায়, বেলা তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হয়েচে, কোথাও এক মুষ্টি তণ্ডুলও ভিক্ষা পেলেম না। চির দুঃখিনী পত্নী আমার মদপেক্ষা কোরে কুটীরে অবস্থান কোচ্চে আমি রিক্তহস্তে কুটীরে গিয়ে কি বোলে তাকে বুঝাবো। হায় পতি পত্নী দুই দিন অনাহারী। হরি হে! কৃষ্ণ হে! মধুসূদন! আমাদের দগ্ধভাগ্যে এত দুঃখও লিখেছিলে! (কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া) আর না, আর কুটীরে ফিরে যাব না। নদীগর্ভে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করি। সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণার অবসান হোক্। (দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ)

বৃদ্ধ ব্রহ্মচারিবেশে ভগবান সত্যনারায়ণের পুনঃপ্রবেশ।

সত্য। তোমার গলদেশে পবিত্র যজ্ঞসূত্র দেখচি। তুমি ব্রাহ্মণ?

সদা। হাঁ, মহাশয়! আমি ব্রাহ্মণ।

সত্য। তোমার নাম?

সদা। শ্রীসদানন্দ শর্ম্মা।

সত্য। তবে ভালই হল। ব্রাহ্মণ! আমিও ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী। এখন পর্য্যন্ত অনাহারী। আমাকে কিছু আহার্য্য ভিক্ষা দাও।

সদা। (সদুঃখে) হা জগদীশ্বর! এ কি দুর্ব্বিপাক! কি বিষম সমস্যা!

সত্য। কেন, বিপ্র, তুমি বিমর্ষ হয়ে এমন কথা বোল্‌চো? অতিথিকে ভিক্ষাদান করা গৃহস্থের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

সদা। (সদুঃখে) অতিথি ব্রহ্মচারিন্! আপনাকে নমস্কার করি। আপনি সাধু সজ্জন, সর্ব্বজনের পূজনীয়, কিন্তু আমি নিতান্ত দীনহীন দরিদ্র,

তাই আজ স্বয়মুপস্থিত ব্রাহ্মণ অতিথিকে ক্ষুধার সময় এক মুষ্টি অন্ন দান কোত্তে পাল্লেম না। হা ভাগ্য!

সত্য। যা হোক্, যৎকিঞ্চিৎ খাদ্য প্রদান কর। আমি অত্যন্ত ক্ষুধাতুর।

সদা। পূজ্যপাদ অতিথি মহাশয়! আমার মন্দ-ভাগ্যবশতই আপনি একজন জন্মভিক্ষুকের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা কচ্চেন। অদৃষ্টক্রমে অদ্য কোথাও কিছু ভিক্ষা পাইনি। পেলে এখনি আপনাকে ভিক্ষাদান কোরে, আত্মাকে কৃতকৃতার্থ কোত্তেম। এই দেখুন, আমার ভিক্ষার ঝুলী আজ দুই দিন শূন্য। হায় হায়, আমার অতিথিসেবা হল না! অতিথি সকলের গুরু। আমি হেন অভাগা এমন গুরুসেবা কোত্তে পাল্লেম না! ধিক্ আমাকে! মৃত্যু, অবিলম্বে আমাকে গ্রাস কোরে, তোমার জঠরানল এবং আমার যন্ত্রণানল নির্ব্বাণ কর। (বিলাপ)

সত্য। ব্রাহ্মণ! বিলাপে প্রয়োজন নাই। আমি অন্যত্র ভিক্ষালাভের চেষ্টা করি। (গমনোদ্যোগ)

সদা। (বাধা দিয়া) মহাশয়! আমি যখন আজ ক্রমাগত দুই দিন দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ কোরে, এক মুষ্টি ভিক্ষা পাই নি, তখন আপনিও নিষ্ফল হবেন! কলির কুহকে মোহিত হয়ে, মানবগণ বড়ই নির্দ্দয় হয়ে উঠেচে। এখন তারা নিজেদেরই অযথার্থ স্বার্থ-সাধনে ব্যতিব্যস্ত, ধর্ম্মকর্ম্মে মন নাই, দানধর্ম্মে ইচ্ছা নাই। আপনি বৃথা ভিক্ষাশায় সেই সকল নিষ্ঠুর লোকদের নিকটে যাবেন। একে আপনি ক্ষুধাতুর, তার উপর তাদের মর্ম্মভেদী দুর্ব্বাক্যবাণে আহত হয়ে, আরও কষ্ট পাবেন। মহাশয়, আমার অনুরোধ রাখুন, নির্দ্দয়দের দ্বারে যাবেন না; তার চেয়ে বরং আমার এই উত্তরীয়খানি গ্রহণ করুন্। কারো নিকট এখানি বিক্রয় কোরে, তন্মূল্যে ভোজ্যবস্তু ক্রয় কোর্‌বেন। (উত্তরীয় প্রদানোদ্যত)

সত্য। (সানন্দে) বিপ্রবর! ধন্য তুমি! আহা, নিজে তুমি দুই দিন উপবাসী; কোথাও এক মুষ্টি ভিক্ষা পাও নাই, তথাপি অতিথিসেবার জন্য নিজের উত্তরীয়খানি আমাকে ভিক্ষাদান কোচ্চো। ধন্য তোমার উদারতা! তুমি দরিদ্র বটে, কিন্তু অতুলৈ-শ্বর্য্যপতি রাজারাও তোমার সমান সদাদর্শ ও হৃদয়-বান্ মনুষ্য নহে। আমি তোমার মহত্ত্ব দর্শনে যার-পর-নাই আনন্দিত হয়েচি।

সদা প্রভো! আমি সামান্য ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ। আমার যেমন সঙ্গতি, সেইরূপ যৎসামান্য ভিক্ষা দান। অনুগ্রহপূর্ব্বক দীনহীন ভিক্ষুকের এই অতি তুচ্ছ ভিক্ষা গ্রহণ করুন্।

সত্য। ব্রাহ্মণ! তোমার কথাতেই আমার ভিক্ষা গ্রহণ হয়েচে। উত্তরীয় দিতে হবে না; পুন র্ব্বার স্কন্ধে রক্ষা কর।

সদা। (সদুঃখে) হা অদৃষ্ট! অতি সামান্য ছিন্ন উত্তরীয় বোলে ব্রহ্মচারী অতিথি গ্রহণ কোল্লেন না। হরি হে! তোমায় বেদশাস্ত্র, পুরাণশাস্ত্র, তন্ত্র শাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্রবিহিত কত নামেই দিবানিশি ডাক্‌চি; কখন বিষ্ণু, কখন শিব, কখন ব্রহ্মা, কখন ইন্দ্র, কখন অগ্নি, কখন ধর্ম্ম, কখন কালী, কখন সর্ব্বদেব বোলে ডাক্‌চি, কিন্তু কই, কিছুতেই তুমি আমার আহ্বানরোদনে একবারও কর্ণপাত কোল্লে না। হে মধুসূদন, হে গোবিন্দ, হে কৃষ্ণ, হে জগদীশ্বর! একবার এ দীনের কাতরবচনে কর্ণপাত কর। সম্মুখে ক্ষুধাতুর অতিথি ব্রাহ্মণ, কি ভিক্ষা দান কোর্‌বো, তার উপায় কোরে দাও, দয়াময়! (কিয়ৎ-ক্ষণ পরে) কই, দীননাথ, দীনের বাক্যে কর্ণপাত কোল্লে না! হা ভাগ্য! দীনদরিদ্রের প্রতি কেবল মনুষ্য বিমুখ নয়, স্বয়ং ভগবান্‌ও বিমুখ। (দীর্ঘ-নিশ্বাসত্যাগ)

সত্য। না, ব্রাহ্মণ, দীনদরিদ্রের প্রতি ভগবান্ কখনই বিমুখ নন। যথাসময়ে তিনি দরিদ্র ভক্তের প্রতি এমন কৃপা করেন যে, দরিদ্র তখন রাজার রাজা।

সদা। মহাশয়, এ আমার পক্ষে স্বপ্নের কল্পনা। ভগবান্‌ও সামান্য মনুষ্যের ন্যায় দরিদ্রের কাতর-চীৎকারে বধির। নৈলে সহস্র সহস্র নামে—অসংখ্য অসংখ্য নামে তাঁকে ডাকি, কই তিনি একটি

বারও ত আমার কাতরচীৎকারে কর্ণপাত করেন না।

সত্য। আচ্ছা, ব্রাহ্মণ! আমি ভগবানের আর একটি নাম বল্‌চি, তুমি ভক্তিভরে সেই নামে তাঁকে ডাক দিকি। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে, দুঃখ-দারিদ্র্য ঘুচে যাবে, অনন্ত আনন্দ লাভ হবে।

সদা। কোন্ নামে ডাক্‌বো?

সত্য। শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ।

সদা। (সবিস্ময়ে) মহাশয়, এ নাম তো কই কখন পূর্ব্বে শুনিনি, অদ্য আমি আপনার প্রমুখাৎ সর্ব্বপ্রথম শ্রবণ কোল্লেম। শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ বোলে ডাক্‌লে ভগবান্ সদয় হবেন?

সত্য। নিশ্চয় সদয় হবেন।

সদা। আচ্ছা, আমি ভক্তিভরে বলি,—জয় সত্যনারায়ণ—জয় সত্যনারায়ণ! (ক্ষণপরে) ব্রহ্ম চারী মহাশয়, বাস্তবিক নামের গুণে আমার মনো মধ্যে কি এক অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌লো! এ জন্মে আনন্দের সাক্ষাৎ ভোগ দূরে থাক্, স্বপ্নেও কখন অনুভব করিনি; কিন্তু আজ আমার আনন্দের সীমা নাই, অবধি নাই, পরিধি নাই। আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা, দুঃখ কষ্ট সমস্তই নির্ব্বাণ হয়েচে। আমি যেন আর এই যন্ত্রণাময় পৃথিবীর জীব নই। আমি যেন চিরানন্দময় স্বর্গের দেবতা। (অত্যন্ত আগ্রহে) বলুন, কৃপা কোরে বলুন আপনি কে?

সত্য। ব্রাহ্মণ! আমি ভগবান্ সত্যনারায়ণ প্রভুর নাম ও মহিমাপ্রচারক। তুমি যদি দুরাত্মা কলির শাসন হ'তে, পাপের স্রোত হ'তে, সংসারের নিদারুণ জ্বালা যন্ত্রণা, দৈন্যবেদনা হ'তে মুক্তি-লাভের ইচ্ছা কর, তবে ভগবান্ সত্যনারায়ণ দেবের শরণাগত হও, ভক্তিভাবে তাঁর পাদপদ্ম পূজা কর, সত্যব্রত কর, সত্যলীলা প্রচার কর। তা হলে নিশ্চয় ইহলোকে ও পরলোকে অতুল আনন্দ ও অক্ষয় শান্তি লাভ কোর্‌বে।

সদা। ভগবান্ সত্যনারায়ণের পূজাপদ্ধতি ও ব্রত কিরূপ, অনুগ্রহ কোরে বোলে দিন্।

সত্য। সওয়া সের আটা, সওয়া সের চিনি, সওয়া কুড়ি মর্ত্তমান রম্ভা, সওয়া সের দুগ্ধ, সওয়া কুড়ি পান, সওয়া কুড়ি সুপারি দিয়ে পূজা কোর্‌বে। একটি বেদী নির্ম্মাণ কোরে, তদুপরি বস্ত্রাচ্ছাদিত পীঠ স্থাপন কোর্‌বে। সেই পীঠের উপর ছুরিকা, কাটারী বা চন্দ্রহাস অস্ত্র রক্ষা কোরে, উল্লিখিত সওয়াংশ দ্রব্যে ভগবান্ সত্যনারায়ণের পূজা করা কর্ত্তব্য। অনন্তর আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণের সহিত সত্যনারায়ণগুণগাম কীর্ত্তন ও শ্রবণ কোরে প্রসাদ ভক্ষণ কোর্‌বে। ব্রাহ্মণ! ভক্তিভরে এইরূপে সত্য-নারায়ণ দেবের পূজা কোল্লে, তোমার সমস্ত দৈন্য-দুঃখ নষ্ট হবে, প্রভূত ঐশ্বর্য্য হবে, সমস্ত অসুখ ও আধিব্যাধি বিনষ্ট হবে। অনন্তর অন্তে বৈকুণ্ঠপুরে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ দেবের পাদপদ্মে চিরশান্তি লাভ কোর্‌বে।

সদা। (সানন্দে) পূজ্যপাদ ব্রহ্মচারিন্! আপনার আদেশে ভগবান্ সত্যনারায়ণের পূজা ও সত্য-ব্রত নিশ্চয় কোরবো। অদ্যই পূজার আয়োজন করি গিয়ে।

সত্য। সত্যনারায়ণের শ্রীচরণকমলে তোমার ভক্তি অচলা হোক্। আমি এক্ষণে অন্যত্র প্রস্থান করি।

সদা। প্রভো! উত্তরীয় গ্রহণ করুন্।

সত্য। সত্যনারায়ণের কৃপায় তুমি রাজা হও, তখন ভিক্ষা গ্রহণ করবো।

[উভয় দিক্ দিয়া উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কাশীপুর গ্রাম—সদানন্দ শর্ম্মার কুটীর-সম্মুখ।

ব্রাহ্মণী।

ব্রাহ্মণী। (সদুঃখে) হা কপাল! এখনও তিনি যে ঘরে ফির্‌লেন না! দু দিন উপবাসী আছেন, পথভ্রমণে ক্লান্ত হয়ে কোথাও মূর্চ্ছিত হয়ে প'ড়ে

আছেন কি? তাঁর ছাত্র ধুরন্ধরকে তাঁর অন্বেষণে পাঠালেম, সেও তো এখনও ফির্লো না। কি রূপেই বা সন্ধান পাই? হে হরি! আমার স্বামীকে এনে দাও।

ব্রাহ্মণীর পিতৃবেশে ভগবান্ সত্যনারায়ণের বস্ত্রালঙ্কার ও ভোজ্যসামগ্রী লইয়া প্রবেশ।

সত্য। মা, কেমন আছিস্?

ব্রাহ্মণী। (সরোদনে) বাবা, দুখিনী মেয়েকে কি এত কাল পরে মনে প'ড়েচে? একবারও ভুলে তত্ব তাবাস্ কর না। আজ আমি তোমার ছেলে হলে, কতই আদর কোত্তে; মেয়ে হয়েচি বোলে কি একবারও দেখা দিতে নেই?

সত্য। কি কর্বো, বাছা, নানা কার্য্যের ঝঞ্ঝাটে প'ড়ে, আস্তে অবকাশ পাইনি। তা আর দুঃখ কোরো না, কেঁদো না, মা। আহা, মায়ের আমার অঙ্গে একখানিও অলঙ্কার নেই, পরণে একখানিও ভাল শাড়ী নেই। মা আমার পেট ভোরে খেতে পায় না।

ব্রাহ্মণী। তাই, বাবা, মেয়ে বোলে একটি বারও মনে ভাব না।

সত্য। না, মা, আর গঞ্জনা দিসনি। এই উত্তম বস্ত্রালঙ্কার এনেচি, ভাল ভাল ভোজ্যসামগ্রী এনেচি। বস্ত্রালঙ্কার ধারণ কর, বেশ কোরে রন্ধন কর। আমার জামাতা বাবাজী কোথা?

ব্রাহ্মণী। তিনি ভিক্ষেয় গেচেন।

সত্য। হা অদৃষ্ট! আমাকে এও শুনতে হল,—আমার জামাতা ভিখারী। যা হবার হয়েচে, আর ভিক্ষে শিক্ষে কোত্তে হবে না। এবার থেকে আমিই তোদের ভরণপোষণ কোর্‌বো। তুমি রন্ধনাদি কর। আমি জামাতা বাবাজীর সন্ধানে চল্লেম

ব্রাহ্মণী। বাবা, মুখ হাত পা ধুয়ে একটু বিশ্রাম কর। তিনি এখনি আস্‌বেন।

সত্য। না, মা, আমি অগ্রে সদানন্দ বাবাজীকে অন্বেষণ কোরে আনি। তুমি শীঘ্র নানাবিধ অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত কর। (স্বগত) বৎসে! আমি আজ তোর জীবনসর্ব্বস্ব স্বামীর অপূর্ব্ব অতিথিভক্তি দেখে ভক্তাধীন হয়েচি। তাই স্বয়ং তোর পিতার রূপ ধারণ কোরে, এই সব বস্ত্রালঙ্কার, ভোজ্যবস্তু স্বয়ং বহন কোরে এনেচি। মা গো! আমি চিরদিন ভক্তাধীন; ভক্ত বই আমার কেউ নেই; ভক্ত কষ্ট পেলে আমি নিতান্ত অধীর হই। হরির ভক্ত মর্ত্ত্যলোকে আর্ত্ত হোয়ে কষ্ট পাবে, আর হরি বৈকুণ্ঠের রত্নসিংহাসনে সুখভোগ কোর্‌বে? তা কথনই হ'তে পারে না। থাক্ আমার স্বর্গ সিংহাসন চিরশূন্য হয়ে। আমি ভক্তমঙ্গলের জন্য চিরকাল মর্ত্ত্যলোকে ভ্রমণ কর্‌বো।

ব্রাহ্মণী। (একখানি ভগ্ন ব্যজন লইয়া) বাবা! তোমার বড় ঘাম হয়েচে। বৃদ্ধ বয়সে অনেক দূর হেঁটে এসেচ। আমি একটু বাতাস করি (তদ্রূপ করণ)।

সত্য। (স্বগত) বৎসে! আমাকে যেমন ভক্তিভরে ব্যজন কোরে শীতল কচ্চিস, সেইরূপ তোরা পতিপত্নী যাবজ্জীবন শীতল হবি। (প্রকাশ্যে) থাক্ মা, বিলম্ব হচ্চে, আমি সদানন্দ বাবাজাকে ডেকে আনি। দেখ্ মা, একটা কথা বোলে যাই, তুই সদানন্দ বাবাজীর সঙ্গে ভক্তিভরে শ্রীশ্রীভগবান্ সত্যনারায়ণ দেবের পূজা করিস্, তা হলে তোদের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হবে, সমস্ত অমঙ্গল ঘুচে যাবে।

ব্রাহ্মণী। বাবা! সত্যনারায়ণ কোন্ দেবতা?

সত্য। সত্যনারায়ণ স্বয়ং জগদীশ্বর ভগবান্ হরি। স্বর্গে ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ, কুবের, যম প্রভৃতি তেত্রিশকোটী দেবতা তাঁর পূজা করেন। তাঁরই কৃপাগুণে আমার গৃহে লক্ষ্মী সরস্বতী চিরবিরাজমানা। কলিকালে তাঁর পূজাই একমাত্র সারধর্ম্ম। আমি তাঁরই ব্রত পূজা কোরে, এই সব বস্ত্রালঙ্কার, ধন সম্পত্তি লাভ কোরেচি।

ব্রাহ্মণী। তিনি এমন জাগ্রত দেবতা! আমি অবশ্য স্বামীর সঙ্গে ভগবান্ সত্যনারায়ণের পুজো কোর্‌বো। তাঁর পুজোর নিয়ম কিরূপ?

সত্য। তোমার স্বামীকে পূজার নিয়ম বোলে দেবো। অগ্রে তাঁকে ডেকে আনি। আর বিলম্ব কোর্‌বো না। তুমি রন্ধনশালায় যাও।

[প্রস্থান।

ব্রাহ্মণী। বাবা আমার ভগবান্ সত্যনারায়ণ ঠাকুরের পূজো করে এই সব অলঙ্কার পেয়েচেন। ঠাকুর তো খুব জাগ্রত। এমন ঠাকুরের পূজো কোর্‌বো না তো কার পূজো কোর্‌বো? যাই বাবার আদেশে এই সব বসন ভূষণ ধারণ করিগে।

[বস্ত্রালঙ্কারাদি লইয়া প্রস্থান।

সদানন্দ শর্ম্মার প্রবেশ।

সদা। (ভূতলে উপবিষ্ট হইয়া) ব্রহ্মচারী মহাশয়ের মুখে ভগবান্ সত্যনারায়ণ দেবের নাম ও মহিমা শ্রবণ কোরে, আমার আর ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই শ্রান্তি ক্লান্তি নাই। বিশেষ আনন্দ ও আরাম অনুভব ক'চ্চি। পতিপ্রাণা ব্রাহ্মণীকেও ভগবান সত্যনারায়ণের নাম শ্রবণ করাই। তিনিও আমার ন্যায় পরিতৃপ্ত হবেন।

দূরে ধুরন্ধরের প্রবেশ।

ধুর। (বিরক্তভাবে) খালি পেটে হেঁটে হেঁটে পেটে বাত ধোর্‌লো। গুরু ঠাকুর যে কোন্ রাজ্যে ভিক্ষে কোত্তে গেলেন, কিছুই খোঁজ খবর পাওয়া গেল না। মা ঠাক্‌রোণ বোল্লেন, "বাবা ধুরন্ধর, অমুক অমুক স্থানে খুঁজে এস।" তাঁর কথায় কত শত অমুক স্থানে খুঁজ্‌লেম, তবু ঠাকুরের দেখা নাই। ঠিকানাটা বোলে দিতে হয়, তা হ'লে আর দায়ে ঠেক্‌তেম না। মা ঠাক্‌রোণ বা গেলেন কোথা? (ইতস্তত দেখিতে দেখিতে সলজ্জে স্বগত) কি সর্ব্বনাশ, এই যে এখানেই গুরুঠাকুর বোসে আছেন। আমার কড়া কথার আগাগোড়া সবই শুনেচেন বোধ হয়। (প্রকাশে) গুরুদেব! এসেচেন, ভালই হয়েচে। আমি আপনাকে খুঁজে খুঁজে কাবু হয়ে পড়েচি। মা-ঠাক্‌রোণও অস্থির হয়েচেন।

সদা। বাবু ধুরন্ধর! কিঞ্চিৎ জল আন, পদ-প্রক্ষালন করি।

ধুর। তা আন্‌চি, কিন্তু একটা নিবেদন আছে।

সদা। কি বোল্‌বে বল?

ধুর। আমি আজই দেশে যাব।

সদা। কেন?

ধুর। আমার বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজন নাই।

সদা। সে কি? ব্যাকরণ খানা শেষ কোরে দেশে যেও।

ধুর। ব্যাকরণ অকারণ।

সদা। অকারণ কি রে ধুরন্ধর?

ধুর। অকারণ নয় তো কি, মহাশয়? যে যত লেখাপড়া শেখে, সে ততই কষ্ট পায়। আপনিই তার সাক্ষী। আপনি যেমন সুপণ্ডিত, তেমনি দুঃখদণ্ডিত। আমি বেশ বুঝেচি, বিদ্যা উপার্জ্জন কোল্লে অর্থ উপার্জ্জন হয় না, উপার্জ্জন হয় মর্ম্মান্তিক দুঃখদারিদ্র্য। কলিকালে বিদ্যা বা বিদ্বানের কে গৌরব করে? তা যদি কোত্তো, তবে কি আপনাকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন কোত্তে হোতো? তাই ছাই ভিক্ষাও মেলে কই? এই তো সারা দিনটে শতেক দ্বারে "ভিক্ষাং দেহি, ভিক্ষাং দেহি" বোলে ঘুরে এলেন, তবুও আপনার ভিক্ষের ঝুলি খালি। তাই বোল্‌চি, ঠাকুর, আমার বিদ্যাশিক্ষাতেও প্রয়োজন নাই, ভিক্ষাশিক্ষাতেও দরকার নাই। দেশে গিয়ে, দাঁতে দাঁত দিয়ে, মাটি কাম্‌ড়ে পোড়ে থাকি, সেও ভাল।

সদা। চিরদিন সমান যায় না, বাপু। ভগবান্ এক দিন নিশ্চয়ই দরিদ্রকে দয়া কোরবেন।

ধুর। ভগবান্ কালা, ভগবান্ কাণা, নৈলে আমাদের গুরুশিষ্যের এমন দশা কেন হবে? হায় হায়, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের শিষ্য হয়ে আমার আঁৎ শুকিয়ে গেল—দাঁত শুলিয়ে গেল—হাত কালিয়ে গেল—কাৎ হয়ে পড়্‌লেম। আজ্ঞা দিন, বিদায় হই। সব সইতে পারি, কিন্তু পোড়া পেটের জ্বালা সয় না।

সদা। স্থির হও, বাপু, তোমার ক্ষুধা নিবারণ কচ্চি।

ধুর। (স্বগত) খালি ঝুলীর নেকড়া চিবুতে দেবেন বুঝি। (প্রকাশে) গুরুদেব! শুষ্ক সান্ত্বনায় জঠরানল দ্বিগুণ মাত্রায় জ্বলে ওঠে।

সদা। তুমি শীঘ্র একটা কার্য্য কর।

ধুর। সে কার্য্যে হাঁটাহাটি নাই তো? খালি পেটে আর হাঁটতে পারিনি, ঠাকুর!

সদা। বেশী হাঁটতে হবে না।

ধুর। তবু একটুও তো?

সদা। আমি সঙ্গে যাব।

ধুর। (স্বগত) তবেই পেট্ ভোরবে আর কি! (প্রকাশে) সঙ্গে গিয়ে কি কর্‌বেন? কাজটা কি বলুন?

সদা। বাসন কখানা ব্রাহ্মণীর নিকট হ'তে আনয়ন কর।

ধু। বাঁধা দেবেন না কি?

সদা। না।

ধুর। তবে বিক্রয় কর্‌বেন বুঝি?

সদা। হাঁ।

ধু। না, মহাশয়, আমার পেটের জ্বালা জুড়িয়ে গিয়েচে। আমার ক্ষুধা নিবারণের জন্য আপনি এমন কাজ কোর্‌বেন না।

সদা। অন্য প্রয়োজন আছে।

ধুর। (স্বগত) আমি জানি, উনি আবার আমার পেটের জ্বালা ঠাণ্ডা কর্‌বেন। ভোয়া পেট! হাওয়া খা—হাওয়া খা!

সদা। ও ধুরন্ধর! শীঘ্র আন।

ধুর। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

সদা। বাসন ক'খানা বিক্রয় কোরে যে অর্থ লাভ হবে, তাতেই ভগবান্ সত্যনারায়ণ প্রভুর পূজাসামগ্রী ক্রয় কোর্‌বো।

বেগে ধুরন্ধরের পুনঃপ্রবেশ।

সদা। ওরে, বাসন কই?

ধুর। বাসন নেই।

সদা। বাসন নেই কি?

ধুর। বাসন স্থলে বসন ভূষণ।

সদা। তুই কি উন্মত্ত হয়েচিস্?

ধুর। (স্বগত) আমি যে অবাক্ হলেম গা! কর্ত্তা মশায় ভিক্ষে করে, লক্ষ টাকা গিন্নী পরে। (প্রকাশে) প্রভু, মা ঠাক্‌রোণ অমন অমন ভূষণ পেলেন কোথা?

সদা। কি পাগলামী কচ্চিস্?

ধুর। প্রভু, একবার রন্ধনশালায় যান। (নেপথ্যে ভূষণশব্দ শুনিয়া) আজ্ঞে, আর যেতে হবে না। মা ঠাক্‌রোণ নিজেই আস্‌চেন।

বসনভূষণে অলঙ্কৃত হইয়া ব্রাহ্মণীর প্রবেশ।

সদা। (দেখিয়া সন্দিগ্ধচিত্তে) ব্রাহ্মণি! এ কি! তুমি চিরভিক্ষুকের পত্নী, তোমার এ কি বেশভূষা! আমার বড় সন্দেহ হচ্চে।

ব্রাহ্মণী। স্বামিন্, সন্দেহের কি কাজ করেচি?

সদা। (বিরক্তিসূচক বোষে) সন্দেহের বাকিই বা কি? তুমি নিশ্চয় যৌবনমদে মত্ত হয়ে কুলকলঙ্কিনী হয়েচ। কোন ধনী পরপুরুষের প্রণয়াসক্তা হয়েচ। লোকসমাজে আমি কোন্ লজ্জায় আর মুখ দেখাব? ধিক্ আমাকে! ছি ছি, আমার পত্নী দ্বিচারিণী।

ব্রাহ্মণী। না, স্বামিন, এমন কথা বোলো না। আমি দ্বিচারিণী নয়।

সদা। ধিক্ তোকে! সতীত্বরত্নের চেয়ে এই যৎসামান্য পার্থিব রত্ন কি তোর পক্ষে মূল্যবান্ হল? বিষপানে, উদ্বন্ধনে বা জলে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জ্জন কোত্তে তোর সাহস হল না? আমাকে অপমানিত, লাঞ্ছিত এবং জীবন্মৃত কোত্তে তোর প্রবৃত্তি হল? আমি ভিক্ষুক স্বামী বোলে আমার সর্ব্বনাশ করা কি তোর উচিত হল? নারীহত্যা মহাপাপ; নতুবা এখনি তোকে শতখণ্ডে খণ্ডবিখণ্ড কোত্তেম। থাক্ তুই পাপিয়সি! আর তোর পাপ মুখ দর্শন কর্‌বো না। যে দিকে দু চক্ষু যায়, সেই দিকে চল্লেম। আর তুই আমার পত্নী নহিস্। (গমনোদ্যোগ)

ব্রাহ্মণী। (সদানন্দের পদমূলে পতিত হইয়া) স্বামিন্! ভগবান্ সত্যনারায়ণ সাক্ষী, আমি ভ্রষ্টা নই। আমি তোমার পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী।

সদা। (সবিস্ময়ে) কি বোল্লি! কে সাক্ষী!

ব্রাহ্মণী। ভগবান্ সত্যনারায়ণ।

সদা। এ নাম তুই পেলি কোথা?

ব্রাহ্মণী। আমার পিতা এসেছেন।

সদা। কোথা তিনি?

ব্রাহ্মণী। তোমাকে অন্বেষণ কোত্তে গেছেন।

সদা। তার পর?

ব্রাহ্মণী। তিনিই আমাকে এসমস্ত বসন-ভূষণ দিয়েছেন। তা ছাড়া নানাবিধ ভোজ্যবস্তুও এনে চেন। রন্ধনশালায় দেখ্‌বে চল। স্বামিন্, আমার পিতাই আমায় ভগবান্ সত্যনারায়ণের নাম শুনিয়েচেন।

সদা। (ক্ষণকাল ভাবিয়া) পত্নি! আমার অপরাধ ক্ষমা কর। আমি ভ্রমান্ধ হয়ে তোমাকে নানাবিধ কটুকাটব্য বলেচি। কিছু মনে কোরো না। ব্রাহ্মণি! আমি এতক্ষণে বুঝতে পাল্লেম, আমার ব্রহ্মচারী অতিথি এবং তোমার পিতা আর কেউ নয়, সাক্ষাৎ ভগবান্ সত্যনারায়ণ হরি। তিনি আমাদের উভয়কে দর্শন দিলেন, কিন্তু আমরা মোহান্ধ, তাঁকে চিনতে পাল্লেম না। (কৃতাঞ্জলিপুটে) দয়াময় সত্যনারায়ণ! একবার দর্শন দাও, প্রভু! হায় হায়, যাঁর দর্শন পাবার জন্য কোটি কোটি যোগী ঋষি যাবজ্জীবন যোগপরায়ণ হয়েও কৃতকার্য্য হন না, আমরা অনায়াসে তাঁর শ্রীমূর্ত্তির দর্শন পেয়েও ভাগ্যদোষে হারালেম। কলির জীব মহাপাপী। প্রভু! প্রভু! সত্যনারায়ণ! হরি! আর একবার দেখা দাও, দীনবন্ধু! (ভাবিয়া) কই, পত্নি! ভগবান্ যে আর প্রসন্ন হলেন না।

ব্রাহ্মণী। স্বামিন্! চলুন, সকলে মিলে তাঁর অনুসন্ধান করি।

সদা। ছলনাময় ছলনা কোরে চোলে গেছেন। আর কি তাঁর দেখা পাব?

ব্রাহ্মণী। তবুও চলুন। ধুরন্ধর! তুমিও এস।

ধুর। আমার পা টন্‌টন্ কোচ্চে, হাঁট্‌তে পারবো না।

[সদানন্দ শর্ম্মা ও ব্রাহ্মণীর প্রস্থান।

মা ঠাক্‌রোণ কি চালাক! বাবা ঠাকুরকে এক-বারে বোকা বানিয়ে দিলে গা! সত্যনারায়ণ আবার কোন্ ঠাকুর? যেমন দেবা, তেমি দেবী। দুটোতেই সত্যনারায়ণ সত্যনারায়ণ করে ছুট্‌লো গা।

কতিপয় গ্রাম্য লোকের প্রবেশ।

১ম গ্রাম্য লোক। ওহে ধুরন্ধর! সদানন্দ ঠাকুর কাকে তর্জ্জন কচ্ছিলেন?

ধুর। মা ঠাক্‌রোণকে।

২য় লোক। কেন?

ধুর। সে অনেক কথার কথা।

১ম লোক। তবু?

ধুর। আমি এখন ক্ষুধায় কাবু।

১ম লোক। ক্ষুধাতৃষ্ণা, জন্মমৃত্যু কার নেই?

ধুর। নেই ভগবানের। ভগবানের কাছে গিয়ে গুরুঠাকুরের তর্জ্জন গর্জ্জনের কারণ জিজ্ঞাসা কর। আমায় বকিও না, বাবু।

১ম লোক। যেমন গুরু, তেমি চেলা।

২য় লোক। টক্ ঘোল তায় ছেঁদা মালা।

ধুর। ভাল জ্বালা! কেন কর ঝালাপালা?

১ম লোক। ওহে ধুরন্ধর! কেবল ব্যাকরণ পড়্‌চো, না অলঙ্কার?

ধুর। অলঙ্কার এ কপালে ঘট্‌বার নয়, মা ঠাক্‌রোণের কপালে অলঙ্কার। শুধু অলঙ্কার নয়, বস্ত্রেণ সহ।

১ম লোক। কি উল্টো বক্‌চো?

ধুর। এখনি পাল্টা দেখ্‌বে। একটুখানিক চেপে বোসো।

২য় লোক। কতদূর ব্যাকরণ?

ধুর। কেন বক অকারণ?

১ম লোক। সন্ধি শেষ হয়েচে?

ধুর। সন্ধ্যে বেলা হবে।

১ম লোক। সমাস?

ধ্রুব। এখনও ছ মাস।

১ম লোক। কৃদন্ত?

ধ্রুব। আগে পড়ুক দন্ত।

সদানন্দ শর্ম্মা ও ব্রাহ্মণীর পুনঃপ্রবেশ।

সদা। পত্নি! হারানিধি কি আর পাওয়া যায়?

১ম লোক। ওগো ঠাকুর! ব্রাহ্মণীর আজ এ কি বেশ? বেশ বেশ! ভাল, ঠাকুর। তোমার যদি এত বিষয় আশয়, তবে ভিক্ষে কর কেন?

সদা। ব্রাহ্মণ যে জাতভিখারী, বাবা!

১ম লোক। না, আরও কিছু।

সদা। অবশ্য।

১ম লোক। শুনতে পাই নি কি?

সদা। শোনা দূরে থাক্, দেক্তে পাবে।

১ম লোক। বলেন কি? কি দেখ্‌বো?

সদা। যাঁর কৃপায় আমার ব্রাহ্মণীর অঙ্গে আজ অমূল্য বসনভূষণ, তাঁর পূজা। তোমরা সকলে কিছুকাল অপেক্ষা কর, তাঁর প্রসাদ দেবো।

১ম লোক। কে তিনি? কোন দেবতা না কি?

সদা। বাবা, দেবতা বোলে দেবতা, সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ দেবতা।

১ম লোক। সে দেবতার নাম?

সদা। শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ।

১ম লোক। সত্যনারায়ণ? এ আবার কোন্ নতুন দেবতা?

সদা। নূতন নয়, বাবা! সত্যনারায়ণ পুরাতন, সনাতন। তোমরা সকলে আমাদের পতিপত্নীর মত সত্যনারায়ণকে ভক্তি কর, পূজা কর, সত্যব্রত কর, পূর্ণ মঙ্গল হবে।

১ম লোক। সত্যনারায়ণের বাস্তবিক! এমন ক্ষমতা?

সদা। বাস্তবিক।

১ম লোক। আচ্ছা, আমরা তোমার সত্যনারায়ণের ব্রতপূজা কোর্ত্তে পারি, যদি আমরা তাঁর ক্ষমতার কোন একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই।

সদা। (স্বগত) দয়াময় ভগবন্ সত্যদেব! সত্যরূপে প্রকাশ হও। এই সন্দিগ্ধদের সন্দেহ দূর কর, আমার মুখ রক্ষা কর। দোহাই প্রভু, দোহাই তোমার। (প্রকাশে) আচ্ছা, বাবা! তোমরা ভগবান্ সত্যনারায়ণের নাম স্মরণ কোরে, তাঁর কি ক্ষমতা দেখ্‌তে চাও, বল?

১ম লোক। আচ্ছা, ঠাকুর, তোমার এই ভাঙা কুঁড়ে ঘর সত্যনারায়ণের কৃপায় বৃহৎ অট্টালিকা হয়ে যাক্ দিকি, তা হ'লে সত্যনারায়ণকে সত্য জাগ্রত দেবতা বোলে, তোমাদের মত আমরাও তাঁর সেবক হব।

সদা। (কৃতাঞ্জলিপুটে) জয় ভগবান্ সত্যময় সত্যনারায়ণ! তোমার কৃপায় আমার কুটীর বৃহৎ অট্টালিকা হোক্।

(সহসা সদানন্দ শর্ম্মার কুটীর অট্টালিকা হওন)

গ্রাম্য লোকগণ। (সবিস্ময়ে) কি আশ্চর্য্য! বৃহৎ মনোহর অট্টালিকাই তো!

১ম লোক। ঠাকুর! আর আমাদের সন্দেহ নাই। আমরাও শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণের ভক্ত হলেম।

সকলে। জয় প্রভু সত্যনারায়ণ!

সদা। (সহাস্যে) ধ্রুবন্ধর! এইবার তুমি বাড়ী যাও। এখানে থাক্‌লে পেটের জ্বালায় বড় কষ্ট পাবে। যাও দেশে যাও।

ধ্রুব। আজ্ঞে, না গুরুদেব। অমন আদেশ কোর্ব্বেন না, আমি এ জন্মে আর দেশে যাব না।

সদা। (সহাস্যে) ভিখারীর নিকট কিছু খেতে পাবে না যে, বাবা।

ধ্রুব। আপনি ভিখিরী! আপনাকে যে ভিখিরী বলে, তার সাতগুষ্টি ভিখিরী। আপনি রাজার রাজা। যাঁর এত বড় কোঠা বাড়ী, তাঁর কাছে দিনে রেতে দশবার চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় কোরে দিব্য প্রসাদ পাবো।

সদা। (সহাস্যে) না বাপু, তুমি বাড়া যাও।

ধুর। আজ্ঞে, তার চেয়ে যমের বাড়ী যেতে বলুন।

সদা। এখানে থাক্‌লে তোমার অত্যন্ত কষ্ট হবে।

ধুর। কেন, ঠাকুব?

সদা। একে আমার সেবা কোত্তেই তুমি বিবক্ত হও, কষ্ট পাও, তাতে আবার সত্যনারায়ণের সেবা কোত্তে হবে।

ধুব। আমি দিনরাত সত্যনারায়ণ ঠাকুবের সেবা কোব্‌বো। বলুন্ কি কোত্তে হবে?

সদা। চল সত্যনারায়ণেব পূজার আয়োজন করি গিযে। তোমবাও এস বাবা সকল!

১ম লোক। চলুন, ঠাকুব!

সদা। ব্রাহ্মণি! তুমিও এস। আজ সস্ত্রীক ভগবান্ সত্যনারায়ণের ব্রত পূজা করি।

[সকলের প্রস্থান।

গাহিতে গাহিতে কাষ্ঠকেতু ও অন্যান্য কাঠুরিয়াগণের প্রবেশ।

সকলে। (গীত)

রাগিণী জঙলা—তাল কার্ফা।

বন জঙ্গল থাক্ রে বেঁচে।
মাগ ছেলেকে খাওয়াই মোরা
তোদেব পুঁজি লেক্‌ড়ী বেচে॥
হাট বাজাবে নিতুই গিযে,
কাঠেব বদল চাউল নিয়ে,
পেটটা ভোবে ভাতটা খেয়ে,
বেড়াই সুখে গেয়ে নেচে॥
ঝক্‌মারি ছাই চাক্‌রি করা,
হতে হয় ভাই জ্যান্তে মরা,
তার চেয়ে খুব স্বাধীন মোরা,
এর চেয়ে সুখ আর কি আছে?

কাষ্ঠকেতু বা ১ম কাঠুরিয়া। ওরে ভাই, এ কোন্ দিকে এলুম? সদানন্দ ঠাউরের কুঁড়ে ছাড়িয়ে এলুম কি?

২য় কাঠু। আরে না না; এই ঠেঁয়েই তো সদাই ঠাউরের কুঁড়ে ঘরখানা ছ্যালো।

১ম কাঠু। ছ্যালো তো কম্‌নে গ্যালো? এই বড় ইমাবৎ খান বানালে কেডা? ঠাউররে কেউ তাড়িয়ে দে পাকাবাড়ী বানিয়েচে না কি?

২য় কাঠু। আমার মনে তেম্নি লাগে যে ভাই।

১ম কাঠু। তবে উপায়? ঠাউর কোন্ দেশে গ্যালো? কাঠের দেড়ডা পয়সা দেয় কেডা?

২য় কাঠু। তাই তো বে শালা! এক আধডা নয়, এক্কেবারে দেড় দেড়ডা পয়সা! বামণা বড্ডা ফাঁকি দিলে রে।

ধুরন্ধরের প্রবেশ।

১ম কাঠু। এই যে চেলা ঠাউরটি ফুট্ কোরে এসে পড়্‌লো। ভাল এরেই একবার বলি। ওগো ধুম্‌ধুম ঠাউর, বড় ঠাউরডি কম্‌নে?

ধুর। কেন?

১ম কাঠু। তরশুকার দরুণ তিন আঁটী কাঠের দাম দেড়ডা পয়সা পাবো।

ধুর। দেড় পয়সাব জায়গায় এইবার দেড় শো টাকা পাবি।

১ম কাঠু। (সবিস্ময়ে) ই! বল কি, ধুমধুম ঠাউর! বড় ঠাউরডি কি এই জমীদারের বাড়ীর দেওয়ানজী হয়েচে?

ধুব। দেওয়ানজী কি রে? বড় ঠাকুরেরই যে এই মস্ত কোঠা বাড়ী।

কাঠুরিয়াগণ। আরে বাপ্! ইস্!

১ম কাঠু। বলি, হ্যাঁ গা ধুমধুম ঠাউর! বড় ঠাউরডি কি ভোজ্‌ভেল্কী জানে? কুস্‌মন্তর জানে?

ধুর। কেন এ কথা বল্‌চিস্?

১ম কাঠু। নৈলে কাল্‌কের কুঁড়ে আজ্‌কে মস্ত পাকা ইমারৎ হলো কি কোরে?

ধুর। সত্যনারায়ণ ঠাকুরের কৃপায়।

১ম কাঠু। সত্যিনারাণ ঠাউর কেডা?

উত্তম পরিচ্ছদযুক্ত হইয়া সদানন্দ শর্ম্মা, ব্রাহ্মণী ও গ্রাম্য নরনারীগণের প্রবেশ।

কাঠুরিয়াগণ। পেন্নাম হই, ঠাউর মশয়! সত্যি নারাণ ঠাউর কেডা, ঠাউর?

সদা। কাঠুরিয়াগণ! সত্যনারায়ণ কলির জাগ্রত দেবতা।

১ম কাঠু। জাগন্ত দেবতা না হোলে কি আপনকার কুঁড়ে ঘর খান এত বড় পাক্কা ইমেরৎ হয়? আমরাও সত্যিনারাণ ঠাউরের পূজো কোরবো। আর কাঠ কাঠতে পারিনি। সেই ঠাউরের পূজোর বিধিডে বোলে দাও, ঠাউর, তোমার পায়ে গড় করি।

সদা। আমরা এই তাঁর পূজো কোরে এলেম। তোদেরও সত্যব্রতবিধি বোলে দেবো। এখন সত্যনারায়ণের এই প্রসাদ এনেচি, ভক্তি-ভরে ভক্ষণ কর্, মঙ্গল হবে।

(কাঠুরিয়াগণের হস্ত পাতিয়া প্রসাদ গ্রহণ ও ভক্ষণ)

১ম কাঠু। বা বড় মিঠে পেসাদ তো! আটা, গুড়, কলা, দুদ; বা, ভারি চমৎকার পেসাদ তো, বেশ খেতে মিঠে। আর এড্ডু দাও, ঠাউর!

২য় কাঠু। আমারেও দাও।

অন্যান্য কাঠুরিয়াগণ। (একে একে) আমারে দাও, আমারে এড্ডু বেশী কোরে দাও। আমারে একটা বাটী কোরে এক বাটী পুরোপুরি দাও।

(সকলের পুনঃপুনঃ প্রসাদ গ্রহণ ও ভক্ষণ)

১ম কাঠু। ওরে, সকলে মাথায় হাত মোছ্। জয় বাবা সত্যিনারাণ ঠাউর!

সদা। আমরা অনেকে একত্র হয়েচি। এস, এইবার সকলে মিলে জগদীশ্বর সর্ব্বসিদ্ধিদাতা ভগবান্ সত্যনারায়ণের নাম গান করি।

সকলে। (কীর্ত্তন)

জয় জয় সত্যময় সত্যরূপ সত্যসখা।
সত্যভক্ত ভৃত্যগণে সত্যালোকে
দাও হে দেখা।

মিথ্যাপূর্ণ কলিকালে,
পাপজ্বলনে জ্বলি সকলে,
শান্তিসলিল প্রাণে ঢেলে,
মুছ কোটি পাপরেখা॥
কাতর প্রাণে ডাকি তোমারে,
লয়ে চল প্রভু ভবের পারে,
তুমি বিনে কে আর তারে,
জীবজীবন হরি হে;—
কলির গর্ব্ব খর্ব্ব কারণ,
কলি জীবকুলে তারণ কারণ,
ধরিলে মূর্ত্তি সত্যনারায়ণ,
মনোহর নাম অমিয়মাখা॥

[সকলের প্রস্থান।

সম্পূর্ণ।

সত্যমঙ্গল নাটকের প্রথম পরিশিষ্ট।

লক্ষপতি।*

[পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক নাটক]

নাট্যোক্ত ব্যক্তি।

পুরুষ।

ব্রহ্মচারী ... ... ভগবান্ সত্যনারায়ণ।
কলি ... ... মূর্ত্তিমান্ চতুর্থ যুগ।
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য ... ... ষড় রিপু।
চন্দ্রকেতু ... ... রত্নসারপুরের রাজা।
লক্ষপতি ... ... রত্নাবতীপুরের সদাগর।
কঙ্কণকুমার ... ... লক্ষপতির জামাতা।
সদানন্দ শর্ম্মা ... ... জনৈক ব্রাহ্মণ।
হরিদাস শর্ম্মা ... ... জনৈক ব্রাহ্মণ।

এতদ্ব্যতীত নাবিকগণ, কোটালগণ, মন্ত্রী, সভাসদ্গণ, প্রহরী, দস্যুগণ, গ্রাম্য নরনারীগণ, বাদ্যকারগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

লীলাবতী ... ... লক্ষপতির পত্নী।
কলাবতী ... ... লক্ষপতির কন্যা ও কঙ্কণকুমারের পত্নী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রত্নাবতীপুর—লক্ষপতি সদাগরের আলয়।

লক্ষপতি।

লক্ষ। বহুদিনের কথা, সেই একদিন বাণিজ্য যাত্রার সময় সমুদ্রতীরে এক নূতন দৃশ্য নিরীক্ষণ করেছিলেম। মহারাজ উল্কামুখ এবং তাঁর পট্টমহিষী ভদ্রশীলা পুত্রকামনায় সত্যনারায়ণের পূজা কচ্ছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌তে পেরেছিলেম যে, তাঁরা সদানন্দ নামক একজন ব্রাহ্মণের নিকট হ'তে সত্যনারায়ণব্রতপূজাপদ্ধতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। আরও শুনেছিলেন, সদানন্দ ব্রাহ্মণই না কি সত্যনারায়ণদেবের সর্ব্বপ্রথম উপাসক। তাঁ হ'তেই কলিযুগে সর্ব্বপ্রথমে সত্য-ব্রত প্রচারিত হয়েচে। আমি উক্ত রাজা রাণীর বাক্যে আশান্বিত হ'য়ে, তাঁদিগে বলেছিলেম, যদি আমার একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী লক্ষ্মীশ্রীসম্পন্না কন্যা জন্মগ্রহণ করে, তবে আমি অচল বিশ্বাসের সহিত সত্যনারায়ণের ব্রতপূজা করবো। বাঞ্ছাও পূর্ণ হয়েচে। আমার স্নেহের কলাবতী আমার ইচ্ছানু-

---

* প্রথমে ইহা সত্যমঙ্গল নাটকের সহিত ডিমাই বারপেজী আকারে একত্র মুদিত হইয়াছিল।—শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

রূপিণী কন্যা। কিন্তু বাণিজ্য-ঝঞ্ঝাটে প'ড়ে আমি নিজে আজিও সত্যনারায়ণের ব্রত কর্‌বার সময় পাইনি। আমার পত্নী লীলাবতী ও কন্যা কলাবতী সত্যদেবের ব্রতাদি কোরে থাকে বটে, কিন্তু আমার অবসর হয় না। কন্যালাভের পর মনে করেছিলেম, কন্যার একটি উপযুক্ত পাত্রের সহিত যদি শুভবিবাহ সংঘটিত হয়, তা হ'লে নিশ্চয় তখন শত সহস্র কার্য্য ফেলেও সত্যনারায়ণের ব্রতপূজা কর্‌বো। যথাকালে কাঞ্চননগরবাসী সদাগরপুত্র কঙ্কণকুমারকে আমার কন্যার অনুরূপ জামাতাও পেলেম, কিন্তু বাণিজ্যের ব্যাপার এত বেড়ে উঠ্‌লো যে, তখনও সত্যব্রতাচরণের অবকাশ পেলেম না। আজ পর্য্যন্তও তিলমাত্র অবসর নাই যে, সত্য নারায়ণের ব্রত করি। অদ্যই আবার রত্নসারপুরে বাণিজ্যোদ্দেশে যাত্রা ক'ত্তে হবে। বাণিজ্যতরণী নদী-ঘাটে সজ্জিত রয়েচে। এখন সত্যব্রত কর্‌বার অবসর নাই। অগ্রে বাণিজ্য যাত্রা করি। এর পর অবসর পাইতো, তখন সত্যব্রত কর্‌বার চেষ্টা করা যাবে।

কঙ্কণকুমারের প্রবেশ।

কঙ্কণ। শ্বশ্রূঠাকুরাণী আপনার সঙ্গে আমাকে যেতে নিষেধ কচ্চেন।

লক্ষ। কেন, বৎস?

কঙ্কণ। তিনি বল্‌চেন, তোমার শ্বশুর মহাশয় কারই নিষেধ শোনেন না। এত ধনৈশ্বর্য্য বৃদ্ধি হয়েচে, তবু তাঁর ধনাশার তৃপ্তিসাধন হয় না। তিনি আজ কত বৎসর ধোরে সত্যব্রত করি করি কোরেও কোল্লেন না। কেবল তাঁর দিবানিশি বাণিজ্য-চিন্তা। তিনিই একাকী বাণিজ্যে যান, তুমি যেও না। আমরা মাতা কন্যায় মিলে তোমার সহিত প্রভু সত্যনারায়ণের পূজা করি।

লক্ষ। বটে! অগ্রে ধনাগমের চেষ্টা উচিত, না সত্যনারায়ণের ব্রত করা উচিত? আমরা সদাগর, অগ্রে আমাদের বাণিজ্যে অর্থ সঞ্চয় করা চাই। সত্যব্রত ক্রত এর পর হবে। তুমি এখন আমার সঙ্গে রত্নসারপুরে চল। এখন থেকে বাণিজ্য ব্যবসায় শিক্ষা না কর্‌লে কোর্‌বে কবে, বাপু? স্ত্রী লোকের কথায় সকল সময় কান দিতে নাই।

লীলাবতীর প্রবেশ।

লীলা। স্বামিন্! আমার অনুরোধ রাখ্‌লে কি?

লক্ষ। লীলাবতি! জামাতাকে বাণিজ্য শিক্ষা দেবার এই এক সুসময়। এখন জামাতাকে গৃহে রেখে যেতে পারি না।

লীলা। তোমার ঐশ্বর্য্যের অভাব কি?

লক্ষ। অভাব সম্পূর্ণ। তুমি কি জান না দশ-পতি শতপতি হ'তে চায়, শতপতি সহস্রপতি হ'তে ইচ্ছা করে, সহস্রপতি লক্ষপতি হ'তে আকাঙ্ক্ষা করে, আবার লক্ষপতি কোটীপতি হ'তে উৎসুক হয়।

লীলা। আমার ইচ্ছা, তুমি আর কোথাও যেয়ো না। শেষকালটা ভগবান্ সত্যনারায়ণের ব্রত পূজা কোরে কাটাও।

লক্ষ। আমি এখন লক্ষপতি, অগ্রে কোটী-পতি হই, তার পর সত্যনারায়ণের ব্রত কর্‌বো। এখন শুভ যাত্রার সময় আর বাধা দিও না। বৎস কঙ্কণকুমার। আমি অগ্রসর হলেম, তুমি শীঘ্র নদী-ঘাটে এস।

[প্রস্থান।

লীলা। বাবা! কিছুতেই তুমি ওঁকে বুঝুতে পাল্লে না?

কঙ্কণ। মা ঠাকুরাণি! বাঁধ ভগ্ন হলে জল-স্রোতের অনিবার্য্য গতি নিবারণ করা অসাধ্য।

লীলা। তোমার কোন্ ইচ্ছা অগ্রে? সত্য-নারায়ণের পূজা, না বাণিজ্য?

কঙ্কণ। বাণিজ্যই অগ্রে করা উচিত। অর্থই সর্ব্বমূল।

লীলা। সেটা তোমাদের ভুল।

কঙ্কণ। না, মা! অর্থই সর্ব্বপ্রধান।

লীলা। তবে আর কি বল্‌বো, বাবা? যা ভাল বোঝো, তাই কর।

কঙ্কণ। মা! প্রণাম করি, বিদায় দিন।

লীলা। প্রভু সত্যনারায়ণ তোমাদের মতিভ্রম দূর করুন্।

[প্রস্থান।

গাহিতে গাহিতে কলাবতীর প্রবেশ।

কলা। (গীত)

সৈন্ধবী—কাওয়ালী।

এ কি শুনি, গুণমণি,
অনাথিনী কোরে মোরে।
বাণিজ্যের তরে নাকি যাবে রত্নসার পুরে॥
সামান্য রত্নের লাগি,
হবে তুমি গৃহত্যাগী,
অসামান্য রত্ন তুমি,
ছাড়িব তোমায় কি কোরে॥
দাসীর মিনতি রাখ,
যেয়ো না হে, গৃহে থাক,
ও তব চরণ দুটি
সেবিব হৃদয়ে ধোরে।
স্বামী বিনে অবলার,
সংসারে কে আছে আর,
তুমি কায়া, আমি ছায়া,
যেয়ো না ফেলে আমারে॥

কঙ্কণ। (গীত)

টোড়ী-ভৈরবী—ঢিমে তেতালা।

শান্তিময়ি, শান্ত কর অশান্ত চিত তোমার।
যাত্রাকালে নয়ন-জলে
ভেস না ভেস না আর॥
প্রফুল্ল নয়নে চাও,
হাসিমুখে বিদায় দাও,
অল্প দিনে সুহাসিনি,
আসিব ফিরে আবার
যেখানে সেখানে রহি,
তোমাছাড়া আমি নহি,
দ্বিতীয় প্রাণের সম
তুমি মম অনিবার;—
বিধুমুখি, আসি তবে,
আবার সাক্ষাৎ হবে,
সুখে থাক, সুখময়ি!
ঘুচে যাক্ দুখভার॥

[প্রস্থান।

কলা। (কৃতাঞ্জলিপুটে গীত)

শ্রী—জলদ একতালা।

দেখ হে নাথে, সাগর-পথে,
পিতার সাথে, হরি হে।
বিপদ যেন, না ঘটে কোন,
মিনতি শ্রীপদে করি হে॥
শূন্য ব্যোমে, সলিল ভূমে,
করুণা তোমার ধায় হে;—
রক্ষ রক্ষ, পঙ্কজাক্ষ,
দিয়ে চরণ-তরী হে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নদীতট।

নদীবক্ষে ভাসমান্ বাণিজ্য-পোত।

বৃদ্ধ ব্রহ্মচারিবেশে সত্যনারায়ণ।

সত্য। কি আশ্চর্য্য!
লক্ষপতি সদাগর ধনলোভে মজি
না ভজিল আজো মোরে।
দুইবার প্রতিজ্ঞা করিয়া,
ধনলোভে ফেলিল টুটিয়া।
কঙ্কণকুমার জামাতাও তার
তার সম ধনলোভী।
অবহেলা করি মোরে,

রত্নসারপুরে যায় ধন উপার্জ্জনে।
আমার কৃপায়
দুহিতা জামাতা আর ঐশ্বর্য্য অতুল
লভিয়াও লক্ষপতি ভুলিল আমারে;
একবারো ব্রত মোর করিতে না চায়।
মোরে ত্যজি,
কলির কুহকে মজি
অধর্ম্ম সঞ্চয় করে অনিবার
শ্বশুর জামাতা দুই জনে।
ভাল ভাল,
ঘুচাইব ধনলোভ,
জন্মাইব মনঃক্ষোভ,
শিক্ষা দিব বিধিমতে দোঁহে।
দেখি, কত দিনে ফিরে মতি দুর্ম্মতি দোঁহার।

[প্রস্থান।

নিশানহস্তে নাবিকগণের প্রবেশ।

১ম নাবিক। নিশেনগুলো মজবুৎ কোরে বাঁধতে, হবে, ভাই। নৈলে হাওয়ায় উড়ে, জলে যাবে প'ড়ে।

২য় নাবিক। ও ভাই, জালা জালা নদীর মিঠে জল ভোরে নে। সুমুদ্দুরের জল বেয়াড়া নোণা।

(নেপথ্যে এক দুই করিয়া হাত-ঘড়িতে আটটি শব্দ)

১ম নাবিক। (এক দুই করিয়া গণিতে গণিতে) আটটা বেজে গেল, সুময় হল, সওদাগর মশায় এল এল।

২য় নাবিক। আচ্ছা, ভাই, রত্নসারপুর থেকে তোর মেগের তরে কি আন্‌বি?

১ম নাবিক। পানকের সীঁথি, ঝিনুকের ঝুম্‌কো। আচ্ছা, তুই কি আন্‌বি?

২য় নাবিক। মাথা আর মুণ্ডু।

১ম নাবিক। সে কি!

২য় নাবিক। কার তরে আন্‌বো, ভাই আমি যে এখনো আইবুড়ো।

১ম নাবিক। তবে তো সব্‌সে আচ্ছা আমার মেগের তরে আন্‌বি।

২য় নাবিক। তোর মেগের সঙ্গে আমা সম্বন্ধ কি?

১ম নাবিক। ভাই বোন্‌ সম্বন্ধ।

২য় নাবিক। দূর শালা।

১ম নাবিক। (অন্যান্য নাবিকগণের প্রতি তোরা সকলে কি আন্‌বি, ভাই?

নাবিকগণ। সস্তাদরে যা পাই।

২য় নাবিক। চুপ্‌! জামায়ের সঙ্গে সওদ গর মশাই আস্‌চে।

লক্ষপতি ও কঙ্কণকুমারের প্রবেশ।

লক্ষ। সমস্ত প্রস্তুত?

১ম নাবিক। এজ্ঞে।

লক্ষ। তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই বেলা আটটা বেজেচে। এস, বৎস কঙ্কণকুমার

(সকলের বাণিজ্যপোতে আরোহণ

১ম নাবিক। কর্ত্তা মশাই, নঙ্গর তুলি?

লক্ষ। তোল্‌। শীঘ্র তরী ছেড়ে দে।

নাবিকগণ। (গীত)

গুণকেলী—কার্‌ফা।

এই প'ড়্‌চে—এই উঠ্‌চে
সারি সারি কাঠের দাঁড়,
ঝপাস্‌—ঝপাস্‌—ঝপ্‌ ঝপ্‌—ঝপাস্‌
তীরের মত ছুট্‌লো তরী
জলের মাঝে গুঁজে ঘাড়,
ঝপাস্‌—ঝপাস্‌—ঝপ্‌ ঝপ্‌—ঝপাস্‌।
দুদিন মোরা ডেঙায় থাকি,
বছর করি জলে পার,
দিনেক দুদিন স্বদেশ দেখি,

পরদেশে রই অনিবার ;—
ঝপাস্—ঝপাস্—ঝপ্ ঝপ্—ঝপাস্।
জল কাট্‌চে তরীর মুখে,
ঢেউ লাগ্‌চে তরীর বুকে,
ছুট্‌চে তরী রুখে রুখে,
দুপাড় ঘুড়ে পড়্‌চে সাড় ;—
ঝপাস্—ঝপাস্—ঝপ্ ঝপ্—ঝপাস্।

[পোতসহ সকলের প্রস্থান।

লীলাবতী, কলাবতী ও পুরমহিলা-
গণের প্রবেশ।

সকলে। (গীত)

মল্লার—একতালা।

তব চরণে করি প্রণাম সকলে।
রেখো এ সবে, তব সলিলে কুশলে ॥
হে দেব সাগর তোমা বিনে,
কুল কে দেবে অকুলে ?
বিঘ্ন বাধা ভগ্ন কোরে,
শান্ত কোরো আকুলে ;—
মগ্ন যেন না হয় তরী তোমার নীল সলিলে ॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

নিবিড় অরণ্য।

কলি ও কাম ক্রোধাদি ষড়রিপুর প্রবেশ।

কলি। মহাশত্রু রাজা পরীক্ষিৎ
গঙ্গাতটে তক্ষকদংশনে
বহুদিন গত হল ত্যজিয়াছে তনু।
আর কারে ভয় ?
পূর্ণরূপে মোর জয়।
পৃথিবীর সর্ব্বজীব আমার অধীন।
দিন দিন প্রতাপ আমার
স্তরে স্তরে হতেছে বিস্তার,
আর কারো নাহিক নিস্তার।
কঠিন নিগড়ে আমি ধর্ম্মেরে বাধিয়া
প্রচণ্ড দাপট মোর রাখিব অটুট।
অধর্ম্মের পুত্র আমি,
পিতৃমান বাড়াব ধরায়,
ত্বরায় হইব আমি একচ্ছত্র রাজা।
সূত্রপাত হইয়াছে তার ;—
পিতা মাতা গুরুজনে কেহ নাহি মানে ;
পত্নীর সেবায় রত সবে ;
ব্রাহ্মণেরা বেদ নাহি পড়ে ;
নরগণ শিশ্নোদরপরায়ণ ;
নারীগণ বঞ্চয়ে পতিরে ;
পতি পুন জায়ারে বঞ্চিয়া
ভ্রষ্টাচারে ভুঞ্জে পরনারী ;
ভক্ত ব্রাহ্ম স্থলে ভাক্ত ব্রাহ্মগণ
ভাক্ত ধর্ম্ম করে আলোচনা ;
কামাচারী বামাচারী সবে ;
পাপেরে হৃদয়ে ধরি পুণ্যে পদাঘাতে ;
লোভী, দ্বেষী, ভণ্ড, খল,
কপট, হিংসুক নরনারী ;
প্রবঞ্চনা, চৌর্য্যবৃত্তি ভূষণ সবার ;
অত্যাচারী, অনাচারী, কদাচারী সবে ;
মদ্য, মাংস, অপেয়, অখাদ্যে সবে লোভী ;
ধর্ম্মকর্ম্ম, পুণ্য পূজা ছাড়িল সকলে।
অতি অল্প আছয়ে ধার্ম্মিক—
আমার চক্ষের শূল।
এইবার তাসবারে আনিব অধীনে।

ষড়রিপুগণ। জয় জয় কলি মহারাজ!
আদেশ করহ এবে কি কার্য্য সাধিব ?

কলি। লক্ষপতি, কঙ্কণকুমার
গিয়াছে বিদেশে দোঁহে বাণিজ্যের তরে।
লক্ষপতি গৃহে এবে
লক্ষপতিপত্নী লীলাবতী কন্যা কলাবতী—
লক্ষপতি, কঙ্কণের মঙ্গল কারণে
পূজিতেছে সত্যনারায়ণে।

বড়ই অসহ্য মোর তাহা,
ছি ছি, মোর রাজ্যে সত্যনারায়ণ পূজা!
যাও সবে অচিরায়,
লীলাবতী কলাবতী দোঁহে
ভুলাও ভুলাও প্রলোভনে,
সত্যনারায়ণপূজা দেহ ঘুচাইয়া।
সে দোঁহার মন কর আকর্ষণ
নিজ নিজ পতি পানে।
আর যেন নাহি পূজে সত্যনারায়ণে।

ষড়রিপুগণ। যথা আজ্ঞা, মহারাজ!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রত্নসারপুর—রাজপথ।

বৃদ্ধব্রহ্মচারিবেশে সত্যনারায়ণের প্রবেশ।

সত্য। লক্ষপতি কঙ্কণকুমার
আসিয়াছে দোঁহে এই রত্নসারপুরে
বাণিজ্যেতে ধনলাভ তরে।
এ রাজ্যের রাজা চন্দ্রকেতু
সাদরে দিয়াছে বাসস্থান
বাণিজ্যের অনুমতি সনে।
এইবার চন্দ্রকেতু-মনে
উৎপাদিব দারুণ সন্দেহ।
আদরের পরিবর্ত্তে হবে অনাদর,
লাঞ্ছনা বিস্তর
ভুঞ্জিবেক লক্ষপতি, কঙ্কণকুমার।
মোর কৌশলের ছলে
ভাসিবে নয়ন-জলে শ্বশুর জামাতা
দ্বাদশ বৎসর কারাগারে।
কৌশলে আমার
চন্দ্রকেতু-ভাণ্ডার হইতে
রাজনামাঙ্কিত নানা রতনভূষণ
গোপনে লইয়া গিয়া রেখেছে তস্কর
মিশাইয়া লক্ষপতি রতনের সনে
লক্ষপতি-প্রবাস-ভবনে।
লক্ষপতি, কঙ্কণকুমার
চৌর্য্য-অপরাধে এবে যাবে কারাগারে।
আমি সত্যনারায়ণ,
মোরে করি অবহেলা,
রত্নলোভে মাতিল দুজনে।
এইবার রত্নলোভে মজিল নিশ্চয়,
দুঁহু ভাগ্যে ভয়ঙ্কর ঘোর কারালয়।

[প্রস্থান

বন্ধনদশায় লক্ষপতি ও কঙ্কণকুমারকে লইয়া কোটালগণের প্রবেশ।

১ম কোটাল। ধিক্ তোমাদেরকে! আমাদের দয়াশীল মহারাজ চন্দ্রকেতু দয়া কোরে তোমাদের বাসস্থান দিলেন, বাণিজ্যের অনুমতি দিলেন, শেষে তোমরা শ্বশুর জামাইয়ে মিলে কাল রাত্রি কালে তাঁহারই রাজভাণ্ডার হ'তে এই সকল রাজ-নামাঙ্কিত রত্নভূষণ চুরি কোল্লে। ছি ছি, সদাগরীর ছল কোরে, চুরি কোত্তে এসেচো!

লক্ষপতি। কোটাল! সত্য বল্‌চি, আমরা এ সকল রাজভূষণ চুরি করি নাই।

১ম কোটাল। তবে বুঝি উড়ে এসে তোমা-দের ঘরে জমা হয়েছে?

লক্ষপতি। বাস্তবিক আমরা এর কিছুই জানি না।

১ম কোটাল। এইবার রাজসভায় চল, উত্তম-রূপে জান্‌তে পার্‌বে। শ্বশুর জামাই শূলে যাবে।

কঙ্কণ। দোহাই, কোটাল! আমাদের বৃথা দণ্ডিত কর্‌বার জন্য রাজসভায় নিয়ে যেয়ো না। দয়া কোরে ছেড়ে দাও।

১ম কোটাল। বটে! চোরকে দয়া!

লক্ষ। আমরা চোর নই,—সাধু।

১ম কোটাল। তোমাদের মত আর দশ বিশ জন সাধু জমা হ'লে রাজভাণ্ডার একেবারে খালি হবে।

লক্ষ। তোমাদের মঙ্গল হবে, নির্দ্দোষীদের পরিত্যাগ কর।

কঙ্কণ। বড় বন্ধনযন্ত্রণা! দয়ালু কোটাল বন্ধন মোচন কর।

১ম কোটাল। এতো সামান্য বন্ধন! এইবার উভয়ে কঠিন লৌহশৃঙ্খলের বন্ধনে আবদ্ধ হবে।

লক্ষ। হা ভাগ্য! কি ভয়ঙ্কর গ্রহবিপাক! বাণিজ্যের আশায় এসে, শেষে চোর হলেম।

কঙ্কণ (কীর্ত্তনের সুর)

দারুণ বন্ধন, কর হে মোচন,
কোটাল কোটাল, মিনতি ধর।
বাস্তবিক কহি, চোর মোরা নহি,
আমা দোঁহে, ভাই, করুণা কর॥
(বড়ই কাতর হয়েছি হে!
ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও,
দয়া কোরে, ভাই, ছেড়ে দাও;
আর যাতনা সহিতে নারি হে!)
আসিয়ে বিদেশে, এই হ'ল শেষে,
মান গেল, শেষে প্রাণ যায়।
শরমে মরম, ফাটিছে বিষম,
বৃথায় ঠেকিনু কঠিন দায়॥
(কোটাল! কঠিন হয়ো না আর,
বড়ই আকুল হয়েছি, ভাই!
কিছুই জানি না—জানি না—জানি না,
আর বেঁধো না—বেঁধো না—বেঁধো না;
শ্বশুর কাতর, আমিও কাতর,
কাতরে বিতর করুণা-কণা!)

[সকলের প্রস্থান।

—

পঞ্চম দৃশ্য।

রত্নসারপুর—রাজসভা।

সিংহাসনে রাজা চন্দ্রকেতু আসীন।

পার্শ্বে মন্ত্রী ও সভাসদ্‌গণ দণ্ডায়মান।

জনৈক প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। (অভিবাদন করিয়া) মহারাজ! চোর ধরা পড়েচে। কোটালগণ দ্বারদেশে চোরদের নিয়ে অপেক্ষা করচে।

চন্দ্র। শীঘ্র চোর সমেত কোটালদের নিয়ে এস।

প্রহরী। যথা আজ্ঞা, নরনাথ।

[প্রহরীর প্রস্থান।

চন্দ্র। আমার ভাণ্ডার থেকে রত্নালঙ্কার অপহরণ কোত্তে যাদের সাহস, তারা সামান্য চোর নয়। আজ কঠিন শাস্তি প্রদান কর্‌বো।

লক্ষপতি ও কঙ্কণকুমারকে লইয়া কোটালগণের প্রবেশ।

সকলে। (চন্দ্রকেতুকে অভিবাদন)

চন্দ্র। (সবিস্ময়ে) কি আশ্চর্য্য! এরাই আমার রত্নালঙ্কার-চোর! (কোটালগণের প্রতি) কোটালগণ! চুরি করা রত্নালঙ্কার কই?

১ম কোটাল। এই গ্রহণ করুণ মহারাজ!

চন্দ্র। (অলঙ্কার গ্রহণ করিয়া দেখিতে দেখিতে) এই ত আমারই নামাঙ্কিত রত্নভূষণ! (লক্ষপতি ও কঙ্কণকুমারের প্রতি সরোষে) ধিক্ তোমাদের! তোমরা বিদেশী সাধু বণিক্ না! আমি না তোমাদের আশ্রয় দিয়েছিলেম! শেষে কি এইরূপ নিন্দনীয় কার্য্য কোত্তে হয়? তোমরা সাধুবেশে পাপিষ্ঠ তস্কর।

লক্ষ। মহারাজ! আপনার পবিত্র নামের শপথ কোরে বল্‌চি, আমরা তস্কর নই।

কঙ্কণ। নরপতি! আমরা আপনার আশ্রিত। আমাদের দ্বারা কখন এরূপ ঘৃণিত কার্য্য হতে পারে না।

চন্দ্র। যখন তোমাদের নিকট অলঙ্কার পাওয়া গেল, তখন তোমরাই নিশ্চয় চোর। অজ্ঞাত কুলশীল বিদেশীয় লোককে বিশ্বাস কোল্লে, আশ্রয় দিলে, শেষে এইরূপ অনিষ্টই ঘটে।

লক্ষ। মহীপতি! এখনও আপনার পাদপদ্মে নিবেদন কচ্চি, আমরা চোর নই।

চন্দ্র। আর কোন কথা শুন্‌তে চাই না। তোমরা শ্বশুর জামাতায় মিলে যেমন পাপ কর্ম্ম করেচ, তার উপযুক্ত শাস্তি গ্রহণ কর। দ্বাদশ বৎসর কারাবাস।

লক্ষপতি ও কঙ্কণকুমার। (অত্যন্ত শোকে অস্থির হইয়া) হা ভাগ্য! বিনা মেঘে বজ্রপাত! (ভূতলে পতন)

কঙ্কণ। (গীত)

খট-যোগিয়া—আড়াঠেকা।

(হায়) এ কি ঘটিল কপালে।
টুটিল ভরসা, টুটিল আশা,
ভাসিতে হল নয়ন-জলে॥
রতন লভিতে বিদেশে এসে,
রতন-চোর হইনু শেষে,
রহিতে হইল কারাবাসে,
দ্বিগুণ আগুন মরমে জ্বলে।
ঘোর কারাগারে কেমন রব,
কঠিন নিগড় কেমনে সব,
ক্ষমা কর, রাজা দীনবান্ধব,
করপুটে লুটি চরণতলে॥

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রত্নাবতীপুর—লক্ষপতির বাটীর বহির্দ্বার।

বৃদ্ধব্রহ্মচারিবেশে সত্যনারায়ণের প্রবেশ।

সত্য। লক্ষপতি, কঙ্কণকুমার
কর্ম্মদোষে কারাবাসে।
এখানেও
লীলাবতী, কলাবতী ভুলিয়া আমারে
নিজ নিজ পতিরে ভাবিছে সদা মনে।
ব্রতপূজা নাহি করে মোর,
নিতান্ত তাচ্ছিল্য মোর প্রতি।
ভাল,
এইবার ঘটাব দুর্গতি।
আমার মায়ায়
দস্যুগণ লুটিবে ভাণ্ডার,
টুটিবে গৃহের বস্ত্র,
দুরবস্থা করিবে দোঁহার
এই ঘোর নিশাকালে।
লীলাবতী, কলাবতী
ভুঞ্জুক কর্ম্মের ফল।

[প্রস্থান।

লীলাবতী ও কলাবতীর প্রবেশ।

লীলা। বাছা রে! অনেক দিন হ'ল, আর একখানিও পত্র পাইনি। বিদেশে তোমার পিতার আমার জামতার কি ঘট্‌লো, কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনি। মন অত্যন্ত চঞ্চল হচ্চে।

কলা। মা! তুমি নিষেধ কোল্লে, তবু তাঁরা শুন্‌লেন না। আমারও ভয় হচ্চে, না জানি কোন ঘোরতর বিপদ বা ঘটেচে।

(নেপথ্যে দস্যুকোলাহল)

লীলা। (সভয়ে) এ কি! কিসের কোলা হল! কারা উৎকট চীৎকার কোচ্চে!

কলা। (সভয়ে) মা গো! সর্ব্বনাশ হ'ল। দলে দলে দস্যু এসে পড়্‌লো।

লীলা। হায় হায়, কি হবে কি হবে! আয় মা পালিয়ে যাই।

বেগে দস্যুগণের প্রবেশ।

১ম দস্যু। কোথায় পালাও? এখনি ভাণ্ডারের চাবি দাও, নৈলে সাত টুক্‌রো কোর্‌বো।

লীলা। ওগো, এই চাবি নেও। আমাদের হত্যা কোরো না।

১ম দস্যু। (চাবি লইয়া) ও রে, এ ছোঁড়া মেয়েকে বেধে ফেল্‌, নৈলে পাইলে গিয়ে গোল বাধাবে।

২য় দস্যু। আচ্ছা, সর্দ্দার! (লীলাবতী ও কলাবতীকে বন্ধনকরণ)

লীলা। ওগো, আমাকে না হয় বন্ধন কর, আমার কন্যার কোমল হস্ত কঠিন রজ্জুতে বন্ধন কোরো না। কোন ভয় নাই, আমরা পালাবো না।

১ম দস্যু। মেয়ে নোককে বিশ্বেস নেই।

লীলা। হায় হায়, কপালে এতও দুঃখভোগ ছিল! আজ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতির পত্নী কন্যা দস্যুহস্তে লাঞ্ছিত!

(দস্যুগণের বাটীমধ্যে প্রবেশ ও কোলাহল সহকারে ধনলুণ্ঠন)

কলা। মা গো! ডাকাতে সর্ব্বস্ব লুটে নিলে, পথের ভিকিরী কোল্লে! হায় হায়, কি হোলো!

[লীলাবতী ও কলাবতীর বন্ধন খুলিয়া দিয়া এবং লুণ্ঠিত বস্তু সমস্ত লইয়া দস্যুগণের প্রস্থান।

লীলা। হায় হায়, সোণার সংসার ছারখার হল!

উভয়ে। (গীত)

হাম্বীর-মিশ্র—একতালা।

হা কপাল, হা কপাল এ কি ঘটিল।
বহু ধন দস্যুগণ ভাণ্ডার টুটি লুটিল ॥
গভীর আঁধারে ব্যাপ্ত মেদিনী,
ধনীর রমণী আজি ভিখারিণী,
হায়—হায়—হায়—হায়!—
শ্মশান বাসে, রব কি আশে,
সকল সুখ টুটিল ॥

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নিবিড় অরণ্য।

কলির প্রবেশ।

কলি। এইবার বাসনা মিটিবে মোর।
লীলাবতী, কলাবতী আসিতেছে বনে।
ভূষণ রতন করিল লুণ্ঠন
দস্যুগণ তাসবার;
সতীত্বরতন করিব লুণ্ঠন
এইবার আমি সে দোঁহার।
অন্তরালে করি অবস্থান।

[প্রস্থান।

লীলাবতী ও কলাবতীর প্রবেশ।

লীলা। মা কলাবতি! আহা, তোর কপালে এতও দুঃখ ছিল! সদাগরের দুহিতা আজ পথের ভিকারিণী—অরণ্যবাসিনী! হা কপাল!

কলা। মা! আমার চেয়ে তোমার কষ্ট বেশী। তুমি আর চল্‌তে পাচ্চ না। এইখানে বোসো, আমি অঞ্চল দিয়ে বাতাস করি। অন্ধকার রাত্রি, তাতে অরণ্য, আর এগিয়ে কাজ নি, এইখানে বোসো। (উভয়ের উপবেশন)

লীলা। বাছা রে, বনভূমি বড়ই কঠিন। তুই আমার কোলে বোস্‌, মাটিতে বোস্‌লে কষ্ট হবে।

কলা। না মা, কষ্ট হবে না। আমি তোমাকে অঞ্চল দিয়ে বাতাস করি। (তদ্রূপ করিতে করিতে গীত)

সিন্ধুমিশ্রিত—একতালা।

প্রাণের মাঝে, বেদনা বাজে,
হেরিয়ে মা গো তোমার দশা।

ধনীর নারী, আজি ভিকারী,
ঘুচিয়ে গেল সকল আশা ॥
জনক, পতি, বিদেশবাসী,
কাননবাসিনী তুমি, মাতা ;—
হেরিতে নারি, দুখ তোমারি,
মলিনমুখ মলিনবাসা ॥

রাজবেশে কলির প্রবেশ।

কলি। সুন্দরি! কেন তোমরা বনে বনে নিদারুণ কষ্ট পাচ্চ ? আমি রাজাধিরাজ, আমাকে তোমরা উভয়ে ভজনা কর। আমি তোমাদের সমস্ত দুঃখ কষ্ট দূর কোর্‌বো, আমার পট্টমহিষী কর্‌বো।

লীলা। (সক্ষোভে) সাবধান, এমন পাপ কথা আর উচ্চারণ কোরো না। আমরা পতিব্রতা সতী, পরপুরুষের মুখ পর্য্যন্ত দেখি না। এস্থান হ'তে তুমি প্রস্থান কর।

কলি। আচ্ছা, সুন্দরি! তুমি যদি আমাকে না ভজনা কর, তবে তোমার এই নবযুবতী কন্যাকে আমার হস্তে অর্পণ কর।

কলা। (সভয়ে লীলাবতীর প্রতি) মা! মা! আমায় রক্ষা কর, রক্ষা কর। (লীলাবতীকে আবেষ্টন)

লীলা। (অত্যন্ত রোষে) আরে পাপিষ্ঠ পশু! সতী রমণীদের প্রতি কখনই তুই বল প্রকাশ কোত্তে পার্‌বিনি।

কলি। (সহাস্যে) বল কি, সুন্দরি! এই তোমাদের অঙ্গ স্পর্শ করি। (তদ্রূপ করণ চেষ্টা)

লীলাবতী ও কলাবতী। তবে দ্যাখ্‌, নারকী, আমাদের সতীত্ব-তেজ। (সহসা লোহিত-জ্যোতিঃ-প্রকাশ)

কলি। (শশব্যস্তে অস্থির হইয়া) ওঃ! কি ভয়ানক তেজ! বড় অসহ! সতীর সতীত্বই আমার সুখের পথে কণ্টক!

[বেগে প্রস্থান।

লীলা। বাছা! আর ভয় নাই, শত্রু দূর হয়েচে। চল, আমরা এই নিবিড় অরণ্য হ'তে অন্যত্র গমন করি। এখানে নানা বিঘ্ন বিপত্তি।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

একটি গ্রাম।

গ্রাম্য নরনারীগণ।

১ম নর। কলিকাল কি সুখের কাল। দুশো মজা কর, দুশো রগড় কর। এমন দিন আর হবে না।

২য় নর। চার যুগই যদি কলির রাজত্ব হয়, তা হ'লে সোণায় সোহাগা, পায়েসে এলাচদানা!

১ম নর। তা আর বল্‌তে! যাগ যজ্ঞ, ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছুরই দরকার নেই, দান পরোপকার কর্‌বার প্রয়োজন নেই, কেবল মদ্য মাংস রমণী নিয়ে মজা কর, আয়েস কর, তা হলেই স্বর্গসুখ।

গাহিতে গাহিতে ভিখারিণীবেশে লীলাবতী ও কলাবতীর প্রবেশ।

লীলাবতী ও কলাবতী। (গীত)

ছায়ানট মিশ্র—একতালা।

ভিখারিণী মোরা মা মেয়ে।
নিবার ক্ষুধা খেতে দিয়ে ॥
বড়ই কাতর হয়েছি গো।
মরমে মরিয়ে রয়েছি গো ॥
করুণা করিয়ে, ফল জল দিয়ে,
বাঁচাও এ দুটি দুখিনীরে।
ডুবেছি গভীর দুখনীরে।
দুটি নিরুপায়া, কর দয়া মায়া,
স্নেহের নয়নে দেখ চেয়ে ॥

১ম নর। অন্য জায়গায় যাও ; আমাদের কাছে কিছু হবে না।

লীলা। তুমি কিছু দাও, বাবা!

২য় নর। অত বড় গতর, কারো বাড়ী দাসী বৃত্তি কর না!

লীলা। হা অদৃষ্ট! (১ম নারীর প্রতি) মা, তুমি কিছু খেতে দাও।

১ম নারী। আমি কি তোমার কিছু ধারি?

লীলা। (২য় নারীর প্রতি) মা, তুমি কিছু ভিক্ষে দাও। ক্ষুধাতুরাদের খেতে দিলে পুণ্য হবে।

২য় নারী। আমার পুণ্যিতে কাজ নি। আমরা ভিক্ষে দিয়ে বাজে খরচ কোত্তে চাই নি। সোজা পথ দেখ।

১ম নর। এস আমরা এখান থেকে যাই। মাছীর ভন্‌ভনানি আর সয় না। চল ঐ বাগানে গিয়ে সকলে মিলে আমোদ আহ্লাদ করি।

[নরনারীগণের প্রস্থান।

লীলা। মা কলাবতি! কেউ তো দয়া কোল্লে না; কিন্তু আমি যে ক্ষুধা পিপাসায় বড় কাতর হয়েচি, মা।

কলা। মা! তুমি ঐ বৃক্ষমূলে বিশ্রাম কোর্‌বে চল। আমি অন্য গ্রামে গিয়ে ফল জল ভিক্ষে কোরে আনি।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

হরিদাস শর্ম্মার বাটী।

বাদ্যকারগণ বাদ্যবাদনে নিযুক্ত।

হরিদাস শর্ম্মার প্রবেশ।

হরি। ওহে বাজন্দারেরা! বাবা সত্যনারায়ণ ঠাকুরের পূজো হয়ে গেল, সকলেই প্রসাদ পেলে এইবার তোমরাও চল, প্রসাদ পাবে।

[সকলের প্রস্থান।

কলাবতীর প্রবেশ।

কলা। এই বাড়ীতে না বাজিবাজনা হচ্ছিল? এ বাড়ীতে কোন ক্রিয়ে কর্ম্ম হচ্চে বোধ হয়। কোথাও তো কিছু ভিক্ষে পেলেম না, ক্রিয়ে-বাড়ীতে অবশ্য পাব। একবার ডাকি। ও গো কে আছ, ভিখিরিণীকে দয়া কোরে কিছু ভিক্ষে দাও। ও গো বাড়ীতে কে আছ?

হরিদাস শর্ম্মার পুনঃপ্রবেশ।

হরি। কে মা তুমি?

কলা। (গীত)

ভৈরবী ললিত—ঠুংরী।

ভিখারিণী মায়ের ভিখারিণী মেয়ে,
এসেছি তোমার দ্বারে।
ক্ষুধাপিপাসায়, মা ভূমে লোটায়,
ভাসিয়ে নয়ন-ধারে॥
দ্বারে দ্বারে ঘুরি, আসিলাম ফিরি,
কেহ না করিল দয়া:—
তোমার নিকটে, মাগি করপুটে,
ভিক্ষা দাও দয়া কোরে॥

হরি। আয় মা, আয় মা! আমি ভিক্ষা দেবো। যেমন তেমন ভিক্ষা নয় মা, বাবা সত্যনারায়ণ ঠাকুরের প্রসাদ।

কলা। (প্রবুদ্ধ হইয়া) কি বোল্লে, ঠাকুর? বাবা সত্যনারায়ণ ঠাকুরের প্রসাদ?

হরি। হ্যাঁ মা!

কলা। (করযোড়ে সাশ্রুনয়নে) এতক্ষণে আমার স্বপ্নভঙ্গ হোলো—মোহ ঘুচ্‌লো ভ্রম ঘুচ্‌লো। ধিক্ আমাকে! আমি সর্ব্বসিদ্ধিদাতা প্রভু সত্যনারায়ণকে ভুলেছিলেম। মাও আমার তাঁকে বিস্মৃত হয়ে আছেন! হায়, তাই আমাদের এত দুর্গতি! (হরিদাসের প্রতি) বাবা! এক-বার আমি সত্যনারায়ণ প্রভুর পূজাবেদী দর্শন কোর্‌বো।

হরি। আয় মা আমার সঙ্গে। বাবাকে দর্শন প্রসাদ নিবি চল্। তোরাও কি সত্যনারায়ণ কোরে ঠাকুরের ভক্ত?

কলা। হাঁ, ঠাকুর!

হরি। বেশ বেশ। আয় মা আমার সঙ্গে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

গ্রামপার্শ্বস্থ বনভূমি।

বিমর্ষচিত্তে লীলাবতী আসীনা।

লীলা। সন্ধ্যার পূর্ব্বে কলাবতী ফলজল ভিক্ষে কোত্তে গেছে, রাত পুইয়ে গেল, তবুও তো ফির্‌লো না। আমার মনে নানা সন্দেহ হচ্চে। যুবতী কুমারীকে রাত্রিকালে একাকিনী পাঠান আমার উচিত হয় নি।

সত্যনারায়ণের প্রসাদ ও জল লইয়া কলাবতীর প্রবেশ।

কলা। মা! ভিক্ষে পেয়েচি।

লীলা। কলাবতি! আমি আর তোর ছোঁয়া ফলজল ছোঁবো না।

কলা। কেন, মা! এমন বল্‌চো?

লীলা। তোর চরিত্রের উপর আমার দারুণ সন্দেহ জন্মেচে। তুই যুবতী, তাতে রাত্রিকালে একাকিনী গিয়েছিলি।

কলা। তাতে দোষ কি, মা?

লীলা। যদি অবিলম্বে ফিরে আস্‌তিস্ তা হলে দোষ ছিল না, কিন্তু সারা রাতি কাটিয়ে সকাল বেলা এলি, এতে আমার মনে দারুণ সন্দেহ হয়েচে! তুই পাপাত্মা কলির কুহকে আত্মহারা হয়ে, পরপুরুষকে আত্মসম্প্রদান কোরেচিস্—সত্যধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়েচিস্—কলঙ্কের পসরা মাথায় তুলেচিস্।

কলা। (সদুঃখে) না মা, তোমার স্নেহের কলাবতী তেমন নয়। কলাবতী সতী কন্যা সতী। মা, আর আমাকে এমন দুর্ব্বচনবাণে বিদ্ধ কোরো না।

লীলা। দূর হ তুই। তোর মত ব্যভিচারিণী কন্যার মুখ দেখলেও পাপ হয়।

কলা। (সদুঃখে গীত)

রামকেলী—যোগিঞা।

মায়াময়ী মা নিদয় হইল,
কিবা কাজ আর এ ছার প্রাণে।
ডুবিয়ে মরিব, অনলে পুড়িব,
তবু তেয়াগিব গরল পানে ॥
অভাগিনী মেয়ে বিদায় চায়,
কলঙ্ক ঘুচাতে মরিতে যায়,
জনমের মত মা বোলে ডাকি—
মা! মা! মা! মা!—
যাবার সময়, হও মা সদয়,
চাও মা স্নেহে মেয়ের পানে ॥

মা! আমি তোমার পাদপদ্মে অন্তিম প্রণাম কোরে বিদায় হই। তুমি ক্ষুধাতৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর, সত্যনারায়ণের প্রসাদ ভিক্ষা কোরে এনেছি, ভক্ষণ কোরে ক্ষুধা নিবারণ কর।

লীলা। (প্রবুদ্ধ হইয়া) কি বল্লি কলাবতি! প্রভু সত্যনারায়ণের প্রসাদ? কোথায় পেলি?

কলা। গত নিশায় নানা স্থানে ভ্রমণ কোত্তে কোত্তে, শেষে হরিদাস ঠাকুরের বাড়ীতে যাই। সেখানে সত্যব্রত হচ্ছিল। সত্যব্রতের কথা শুন্‌তে শুন্‌তে রাত্রি প্রভাত হয়ে গেচে। হরিদাস ঠাকুর আমাকে সত্যদেবের প্রসাদ ভিক্ষা দিয়েচেন।

লীলা। মা কলাবতি! আমি তোকে বৃথা কষ্ট দিয়েচি—বৃথা গাল মন্দ দিয়েচি। কিছু মনে করো না মা। এতক্ষণে আমার চৈতন্য হ'ল। মা, আমরা ভগবান্ সত্যনারায়ণকে ভুলে আছি বোলেই আমাদের এত দুর্দ্দশা! আয় মা, আবার মা মেয়েতে মিলে শূন্যভবনে যাই, সেখানে আবার ভক্তিভরে প্রভু সত্য নারায়ণের পূজা করি, আমাদের পুনর্ব্বার মঙ্গল হবে। দে মা প্রসাদ দে। (উভয়ের প্রসাদভক্ষণ)

উভয়ে। (গীত)

কাফি মিশ্র—খং।

ভুলেছিলেম মোহের ভুলে,
ভুল্‌বো না আর তোমায়, হরি।
পূজ্‌বো তোমায় ভক্তিভরে,
ছাড়্‌বো না ও চরণতরী।
যে জন ভোলে তোমার শ্রীপদ,
তার কপালে দারুণ বিপদ,
যে জন পূজে তোমার শ্রীপদ,
মুক্তি যে তার সহচরী॥
যে জন যা চায়, সে জন তা পায়,
নিরুপায়ের হয় সদুপায়,
পরম সিদ্ধি ওই রাঙা পায়,
ওই রাঙা পা থাক্‌বো ধরি;—
সত্যদেবের দয়ার গুণে
ভবের সাগর যাব তরি॥

উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রত্নসারপুর—কারাগার।

কারাগার মধ্যে লক্ষপতি নিদ্রিত ও
কঙ্কণকুমার বিমর্ষচিত্তে
উপবিষ্ট।

কঙ্কণ। (গীত)

মেঘ—ফের্‌তা।

কি হ'তে কি হল, হায়, ঘটিল দারুণ দায়,
নিরুপায় অসহায় ঘোর কারাগারে।
দারুণ কুগ্রহ যোগ দ্বাদশ বৎসর ভোগ,
অবসন্ন দেহ মন নিগড়ের ভারে॥
(যাতনা সহিতে পারিনে আর,
এ বিপদে কবে পাব পার?
কি হবে কি হবে হায়!
পলকে পলকে আকুল প্রাণ,
মরমে বিঁধেছে বেদনা-বাণ,
এ দুখ কহিব কায়?)
শ্বশুর আকুল হ'য়ে, ভূতলে আছেন শুয়ে,
এ দশা দেখিতে, হায়, হইল আমারে।
এ হ'তে মরণ ভাল, কেন না মরণ হ'ল,
মরণো স্মরণ নাহি করে অভাগারে॥

হা অদৃষ্ট! শ্বশুর মহাশয়ের অঙ্গে অত্যন্ত ঘর্ম্ম হয়েচে, কিন্তু আমার হস্ত শৃঙ্খলে আবদ্ধ, বস্ত্র সঞ্চালন কোরে বাতাস কোত্তেও পাচ্চি নি! হায় হায়, এত দুঃখও কপালে ছিল! (রোদন)

লক্ষ। (কঙ্কণকুমারের রোদনশব্দে ভগ্ননিদ্র হইয়া শশব্যস্তে) বৎস, তুমি রোদন কোচ্চো? এখন কাঁদ্‌লে অমঙ্গল হবে।

কঙ্কণ। দেব! অমঙ্গলের আর বাকি কি?

লক্ষ। অমঙ্গলের শেষ হয়েচে। আমি নিদ্রিতাবস্থায় অপূর্ব্ব দৈব স্বপ্ন দর্শন কল্লেম। পদ্মালয়া লক্ষ্মীদেবী আমার শিয়রে বোসে বোলে গেলেন,—'লক্ষপতি! তুমি নিজদোষে তোমার জামাতার সহিত দুঃসহ কারাবাসযন্ত্রণা ভোগ কোচ্চো। আমার স্বামী—ত্রিভুবনের স্বামী ভগবান্ সত্যনারায়ণকে অবহেলা করাতেই তোমাদের এই নিদারুণ দুর্গতি ঘটেচে। তোমার পত্নী লীলাবতী এবং কন্যা কলাবতীও তাঁকে বিস্মৃত হ'য়ে যার-পর-নাই কষ্ট পেয়েছিল। আবার তারা ভগবান্ সত্যদেবের ব্রতপূজা কোরে বিপদ হ'তে উত্তীর্ণ হয়েচে। তুমিও তোমার জামাতার সহিত ভক্তিভরে সত্যনারায়ণের শরণাগত হও, মঙ্গল হ'বে। নতুবা যাবজ্জীবন কষ্ট পাবে—অন্তে নরকে যাবে।' বৎস কঙ্কণকুমার! আমি মহাপাতকী, নরাধম, তাই ভগবান্ সত্যনারায়ণকে অবহেলা কোরে, এই নিদারুণ কারা-যন্ত্রণা ভোগ কচ্চি। আমার দোষে তুমিও কারাবাসী। আর না, এস উভয়ে মিলে ভয়ত্রাতা সর্ব্বসিদ্ধিদাতা ভগবান্ সত্যনারায়ণ প্রভুকে ডাকি।

উভয়ে। (স্তব)

(জয়) সত্যনারায়ণ, পাপনিবারণ
তাপবিনাশন মাধব হে।
কৃষ্ণ কৃপাময়, অব্যয় চিন্ময়,
সত্য সনাতন রাঘব হে!

(প্রণাম)

বেগে রাজা চন্দ্রকেতুর প্রবেশ।

চন্দ্র। (শশব্যস্তে) হায় হায়, এ কি সর্ব্বনাশ!
পলকে প্রলয়!
গেল গেল রাজ্য মোর!
প্রজাগণ করে হাহাকার!
ঝঞ্ঝাবাত, অগ্নিদাহ, জলোচ্ছ্বাস ঘোর।
ধ্বংস হ'ল সর্ব্বস্ব আমার!

(নেপথ্যে প্রজাগণের আর্ত্তনাদ)

ঐ ঐ ভীষণ চীৎকার! মরিল মরিল প্রজাগণ!
দুঃস্বপ্ন ভীষণ আকুল করিল মোরে।
সদাগর লক্ষপতি! কঙ্কণকুমার!
অন্যায় করিয়া আমি
তোমা দোঁহে রাখিয়াছি লৌহ কারাগারে।
তোমরা তস্কর নহ,
ভ্রান্তিবশে তস্কর ভাবিয়া,
বৃথা শাস্তি দিনু তোমা দোঁহে।
পাতকের প্রায়শ্চিত্ত মোর হইয়াছে বিধিমতে।
নিজে সত্যনারায়ণ
দেখাইলা অদ্ভুত স্বপন
কারামুক্ত করিবারে তোমা দুইজনে।
খুলিলাম কারাদ্বার, খুলিলাম নিগড়বন্ধন।

(তদ্রূপকরণ)

আইস আমার সনে,
অমূল্য বসন ভূষা দিব;
ধনপূর্ণ দশ তরী করিব প্রদান।
সাধু লক্ষপতি! ক্ষমা কর অপরাধ মোর,
ক্ষমার নিধান তুমি।

লক্ষ। মহারাজ! আপনার অপরাধ কি? আমরাই কলির কুহকে অন্ধ হ'য়ে ভগবান্ সত্যনারায়ণ প্রভুকে অবহেলা কোরে, কারাগারে নিগড় বন্ধনে কর্ম্মফল ভোগ কচ্ছিলেম। যাঁর অপূর্ব্ব স্বপ্নগুণে আমার কলিমোহ বিদূরিত হয়ে, চৈতন্যোদয় হ'ল, আপনার স্নেহোদয় হল, আসুন সকলে মিলে ভক্তিভরে সেই আনন্দময় ভগবান্ সত্যনারায়ণকে প্রণাম করি।

(সকলের প্রণাম)

কঙ্কণ। (গীত)

মালকোষ-বাহার—ঝাঁপতাল।

সত্যদেবে ডাক্ রে আমার মন।
সত্য বিনে, ত্রিভুবনে,
নাই কো রে আর নিত্যধন॥
সত্যদেবের দয়ার বলে,
কঠিন নিগড় গেল খুলে,
যমের নিগড় গুঁড়িয়ে যাবে,
পূজ্‌লে প্রভুর শ্রীচরণ॥
সত্যদেবে ভক্তি-ফুলে,
আয় পূজি, মন, হৃদয় খুলে,
স্থান পাব তাঁর চরণতলে,
সত্যচরণ সুখ-নিকেতন॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সমুদ্র-তট।

বৃদ্ধব্রহ্মচারিবেশে সত্যনারায়ণের প্রবেশ।

সত্য। নানারত্নে ভরি তরী,
রত্নসারপুর হ'তে জামাতার সনে
গৃহমুখে লক্ষপতি আসিছে হরিষে।

মোরে করি অবহেলা
দারুণ দুর্গতি ভোগ কৈল কারাগারে।
মম ইচ্ছা-স্বরূপিণী লক্ষ্মীর কৃপায়
দৈব স্বপ্নে প্রবুদ্ধ হইয়া
ভজিল আমায়ে দুই জনে।
দানধর্ম্মে কত দূর মতি,
করিব পরীক্ষা এবে সমুদ্রের তটে।
অন্তরালে রহি এবে।

[প্রস্থান।

বাণিজ্যপোতারোহণে লক্ষপতি, কঙ্কণকুমার ও নাবিকগণের প্রবেশ।

নাবিকগণ। (গীত)

সারী—কার্‌ফা।

দেশ বিদেশে ঘুরে তরী,
ফির্‌লো আবার ঘরের পানে।
চালিয়ে নে চল্ দ্বিগুণ বলে,
দাঁড় ফেলে ভাই সমান টানে ॥
সাগর ছেড়ে খানিক বাদে,
পড়্‌বো গিয়ে নদীর খাদে,
ঝিঁকে মেরে চল্ রে হেঁকে,
সারী গানের মধুর তানে ॥

লক্ষ। কর্ণধার! এই স্থলে সিন্ধুতটে কিয়ৎক্ষণের জন্য তরী স্থির কর। প্রভাত হয়েচে। এই স্থলে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করি।

১ম নাবিক। যে এজ্ঞে, কত্তা মশাই! (পোতরক্ষাকরণ)

বৃদ্ধব্রহ্মচারিবেশে সত্যনারায়ণের পুনঃপ্রবেশ।

সত্য। সদাগর! তোমার মঙ্গল হোক্।

লক্ষ। কে তুমি?

সত্য। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ।

লক্ষ। এখানে কেন?

সত্য। কিঞ্চিৎ ভিক্ষা প্রার্থনা।

লক্ষ। এখানে কি আমার ঘর বাড়ী?

সত্য। আপনি মহাধনী, নানাবিধ ধনরত্নে আপনার বাণিজ্যতরণী পরিপূর্ণ। মনে কোল্লেই তো গরীব ব্রাহ্মণকে যৎকিঞ্চিৎ দান কোত্তে পারেন।

লক্ষ। কি আপদ! নির্জ্জন সমুদ্রতটেও ভিক্ষুকের প্রাদুর্ভাব!

সত্য। যেখানে মধু, সেইখানেই মক্ষী; যেখানে অর্থ, সেখানেই ভিক্ষুক।

লক্ষ। এখানে ভিক্ষা দেবার যোগ্য কিছুই নাই।

সত্য। তোমার তরীতে তবে কি আছে?

লক্ষ। লতা, পাতা, ঘাস, খড়।

সত্য। সত্যই কি তাই?

লক্ষ। হ্যাঁ গো ঠাকুর হ্যাঁ।

সত্য। তবে তোমার কথাই সত্য হোক্।

কঙ্কণ। (শশব্যস্তে) আর্য্য! এ কি সর্ব্বনাশ! তরীগর্ভে একবার দৃষ্টিপাত করুন্।

লক্ষ। (দেখিয়া হতাশে) হায় হায়, এ কি বিভ্রাট! এ কি বিড়ম্বনা! আমার তরীপূর্ণ ধনরত্ন কোথায় গেল! এ যে বাস্তবিক লতা পাতা ঘাস খড়! (তরী হইতে শশব্যস্তে তটে অবতরণ করিয়া ব্রহ্মচারীর পদ ধারণপূর্ব্বক) ঠাকুর! আমার পাপকর্ম্মের উপযুক্ত প্রতিফল হয়েছে। আপনি তেজস্বী ব্রাহ্মণ, আপনার অভিশাপ পূর্ণরূপে ফলেচে। আমি ঘোরতর অপরাধী, অপরাধ ক্ষমা করুন্।

সত্য। তুমি আস্তিক না নাস্তিক?

লক্ষ। আস্তিক!

সত্য। কে তোমার ইষ্টদেবতা?

লক্ষ। ভগবান্ সত্যনারায়ণ।

সত্য। সত্যনারায়ণের ভক্ত মিথ্যাবাদী! বড় লজ্জার কথা!

লক্ষ। প্রভু! দাসকে ক্ষমা করুন্।

সত্য। দেখ, বণিক্! যে ব্যক্তি সত্যনারায়ণের সেবক, তার সত্যপথে সর্ব্বদা অবস্থান করা কর্ত্তব্য।

তা ছাড়া, সাধ্যানুসারে তার দান-ধর্ম্ম প্রতিপালন করা উচিত। যে সত্যভক্তের দানধর্ম্মে প্রবৃত্তি নাই, সে সত্যভক্ত সত্যের অবমাননাকারী।

লক্ষ। এবার হ'তে আমি আপনার আদেশ প্রতিপালন কোর্ব্বো। আপনি আমার তৃণপূর্ণ তরণীকে পূর্ব্ববৎ রত্নপূর্ণ কোরে, যত ইচ্ছা রত্ন গ্রহণ করুন্।

সত্য। আচ্ছা, তোমার বাণিজ্যতরণী পূর্ব্ববৎ রত্নপূর্ণ হোক্। যাও দেখ গিয়ে।

কঙ্কণ। আর্য্য, আর্য্য! আবার তরণী রত্নপূর্ণ হয়েচে।

১ম নাবিক। (সবিস্ময়ে) এ ঠাকুর কেটাবে, ভাই? হীরেকে জীরে করে, জীরেকে হীরে।

২য় নাবিক। এ ঠাকুর বোধ হয় মলিস্থি লয়।

১ম নাবিক। ওগো কত্তা মশাই! ঠাকুরের পায ধুলো নিয়ে ঝট্ কোরে নায়ে পালিযে এসো, লৈলে আবার ঘাস খড়।

লক্ষ। স্থির হও, নাবিক। (ব্রহ্মচারীর প্রতি) প্রভু! আপনার অলৌকিক ক্ষমতা দর্শনে বিস্মিত হয়েচি। আপনি কে?

সত্য। আমিও তোমার ন্যায় সত্যনারায়ণের একজন ভক্ত।

লক্ষ। আমি সামান্য ভক্ত, আপনি পরম-ভক্ত। আশীর্ব্বাদ করুন, প্রভু সত্যনারায়ণের প্রতি আপনার ন্যায় আমারও যেন অচলা ভক্তি হয়।

সত্য। তথাস্তু।

লক্ষ। ইচ্ছামত ধনরত্ন গ্রহণ করুন্।

সত্য। আমাকে যে ধনরত্ন দিতে ইচ্ছা কোচ্চো, গৃহে গিয়ে ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও দরিদ্রগণকে তা দান কোরো; তা হ'লেই আমি সন্তুষ্ট হব।

লক্ষ। যে আজ্ঞে। (ব্রহ্মচারীকে সকলের প্রণাম)

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রত্নাবতীপুর—লক্ষপতির বাটীস্থ একটি কক্ষ।

লীলাবতী ও কলাবতীর প্রবেশ।

লীলা। বাছা! প্রতিদিনই আমরা সত্যদেবের পূজা কোচ্চি, এইবার আমাদের বাসনা পূর্ণ হবে। তোমার পিতা আর আমার জামাতা শীঘ্রই গৃহে ফিরে আস্‌বেন। তুমি আর ভেবো না, মা। এস মায়ে ঝিয়ে মিলে সত্যনারায়ণের প্রসাদ ভক্ষণ করি। (উভয়ের প্রসাদভক্ষণের আয়োজন)

একজন নাবিকের প্রবেশ।

নাবিক। গিন্নী মা, পেন্নাম করি।

লীলা। মঙ্গল হোক্। সংবাদ কি?

নাবিক। কত্তা মশাই জামাই মশাইএর সাথে ঘাটে পঁউছেচেন।

লীলা। (সানন্দে) মা কলাবতি! সত্যদেবের কৃপায়, বোল্‌তে বোল্‌তেই আমাদের বাসনা পূর্ণ হল।

কলা। চল মা, আমরা নাবিকের সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে তাঁদের আনি।

লীলা। প্রভুর প্রসাদভক্ষণ শেষ কোরে যাই চল।

কলা। এখন প্রসাদভক্ষণ থাক্। অগ্রে যাই চল, মা। (অবহেলাপূর্ব্বক প্রসাদ রক্ষা) চল্, নাবিক! এসে তোকে যথোচিত পুরস্কার দেবো।

নাবিক। যে এজ্ঞে, যে এজ্ঞে। দু'ছড়া মুক্তোর মালা আর টাকা এক থালা নেবো।

কলা। আচ্ছা, তাই দেবো। (লীলাবতীর প্রতি) মা, আমি একটি ইচ্ছা করেচি।

লীলা। কি ইচ্ছা, মা?

কলা। তোমার জামাতার কাষ্ঠ-পাদুকা দুখানি নিয়ে গিয়ে, তাঁর পায়ে পরিয়ে দেবো। তিনি পাদুকা পায়ে দিয়ে গৃহে আস্‌বেন, এই ইচ্ছা।

লীলা। বেশ কথা। পাদুকা দুখানি নিয়ে চল, মা।

পুরমহিলাগণের প্রবেশ।

পুরমহিলাগণ। (গীত)

সাহানা-বাহার—একতালা।

দুখের স্বপন ভাঙ্গিল রে,
সুখের স্বপন জাগিল রে।
মিলিয়ে সকলে, চল কুতূহলে,
—তরণী ঘাটে আসিল রে!
অনেক দিন পরে জীবন নিধি,
আনি আবার পুন দিলেন বিধি,
বিষাদ যামিনী হইল ভোর,
সুখে প্রাণ বিভোর হইল রে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রত্নাবতীপুর—নদীতট।

বৃদ্ধব্রহ্মচারিবেশে সত্যনারায়ণের প্রবেশ।

সত্য। নদীর ও ঘাট হতে
অবিলম্বে এই ঘাটে আসিবে তরণী।
কলাবতী মোহান্ধ হইয়া
প্রসাদভক্ষণে মোর কৈল অবহেলা।
নিক্ষেপ করিয়া ভূমে
ধাওয়া-ধাই আসিল ছুটিয়া
জননীর সনে নদীতটে।
অবহেলা-প্রতিফল অবিলম্বে দিব তারে।
কঙ্কণকুমার মরিবে তরণী সহ ডুবি নদীজলে।
অনলে সুবর্ণশুদ্ধি যথা,
সেইরূপ শুদ্ধ করি তারে পতির বিচ্ছেদানলে,
পুনর্ব্বার জীয়াইব স্বামীরে তাহার।

[প্রস্থান।

বাণিজ্য-পোতারোহণে লক্ষপতি,
কঙ্কণকুমার ও নাবিকগণের
প্রবেশ।

লক্ষ। (সানন্দে) ভগবান্ সত্যনারায়ণের কৃপা-গুণে এত দিনে পুনর্ব্বার স্বদেশে প্রত্যাগত হলেম। (তটে অবতরণ করিয়া) নাবিকগণ। তরী হতে ধনরত্ন উত্তোলন কোরে প্রথমে কোথায় রক্ষা করবে, তার স্থান নির্ব্বাচন কর। (নাবিকগণের তটে অবতরণ)

(সহসা পোতমগ্ন হওন)

কঙ্কণ। (ব্যাকুল হইয়া সকাতরে) আর্য্য! আর্য্য! সর্ব্বনাশ হ'ল—ডুবে ম'লেম—ডুবে ম—(সম্পূর্ণরূপে পোতমগ্ন হওন)

লক্ষ। (অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া) হায় হায়, এ কি বিড়ম্বনা! অকস্মাৎ বিনামেঘে বজ্রপাত! হা কঙ্কণকুমার! হা স্নেহের জামাতা! (সরোদনে) অকূল ভয়সঙ্কুল সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়ে, শেষে ঘাটে এসে তোমাকে হারালেম! হায় হায়, কি হ'ল কি হ'ল। কঙ্কণকুমার! কঙ্কণকুমার! বৎস রে! কলাবতীকে কি বোলে প্রবোধ দেবো। হা ভাগ্য! হা নিয়তি! হা প্রভু সত্যনারায়ণ! (ভূতলে পতন)

লীলাবতী, কলাবতী ও নাবিকের প্রবেশ।

লীলা। (লক্ষপতিকে ভূতলে লুণ্ঠিতাবস্থায় বিলাপ করিতে দেখিয়া সাতঙ্কে) স্বামিন্! স্বামিন্! এ কি একি!

লক্ষ। (সরোদনে) পত্নি! স্নেহের কঙ্কণকে হারিয়েচি! এই এখনি তরীসহ কঙ্কণকুমার আচম্বিতে জলমগ্ন হয়েচে।

কলা। (অত্যন্ত শোকে) হা, আমি স্বামিহারা! হা নাথ! (মূর্চ্ছা)

লীলা। (সরোদনে) হায় হায়, কঙ্কণ আমার নাই! বাছা রে! বড় সাধ কোরে তোমার চাঁদমুখখানি দেখ্‌বো বোলে ছুটে এলেম, কিন্তু আস্‌তে না আস্‌তে নির্দ্দয় কালরাহু তোমায় গ্রাস কোল্লে! বাছা রে! বাপ্ রে! কঠিন হয়ে কোথায় পালালি! তোর অনাথিনী পত্নীকে কি বোলে প্রবোধ দেবো! বিধাতা, কি পাপে আমাদের প্রতি এত নিদয় হোলে! হা কঙ্কণ! হা বৎস! (ভূতলে পতন)

কলা। (চেতনা লাভ করিয়া সরোদনে গীত)

সাওঁন মিশ্র—আড়াখেম্‌টা।

নিদয় বিধি, প্রাণের নিধি
নিদয় প্রাণে হরিয়ে নিলি।
অযুত শেল, যাতনা ঘোর,
মরম-প্রাণে বিঁধিয়ে দিলি॥
প্রাণের প্রাণ, ত্যজিল প্রাণ,
এ প্রাণ রাখিব না ;—
দাঁড়াও স্বামী, যাইব আমি,
যেয়ো না যেয়ো না দাসীরে ফেলি॥

হায় হায়, আমার সকল সাধ ঘুচে গেলো, সকল আশা ভরসা শূন্য হ'লো। স্বামী যে পথে, আমিও সে পথে। বড় সাধ কোরে পাদুকা এনেছিলেম, পতির পাদপদ্মে পরিয়ে দোবো। সে সাধ পূর্‌লো না! (ক্ষণকাল পরে অধিকতর অস্থির হইয়া) কেন পূর্‌বে না? কে বোল্লে, আমার সাধ পূর্‌বে না? নদীগর্ভে আমার পতি। আমিও নদীগর্ভে ঝাঁপ দিয়ে, পতির কাছে যাই, মনের সাধে পাদুকা পরাই। (মস্তকে পাদুকাযুগল ধারণ করিয়া মৃত্যু আশায় ঝম্পপ্রদানোদ্যোগ)

লক্ষ। (শশব্যস্তে সকাতরে) মা মা! ক্ষান্ত হ। মৃতের সঙ্গে মৃত হ'লে মৃত কি আর জীবিত হবে।

কলা। পিতা! পতিব্রতা সতীর পতি বই গতি কই? পতি কায়া, সতী ছায়া—পতি তরু, সতী লতা—পতি প্রাণ, সতী দেহ—পতি ইষ্টদেবতা, সতী ভক্তসেবিকা। পতি যেথা, আমিও সেথা। পিতা, বাধা দিয়া মর্ম্মে ব্যথা দিও না। (পুনর্ব্বার ঝম্পপ্রদানোদ্যোগ)

লীলা। (সকাতরে শশব্যস্তে কলাবতীর হস্ত ধারণ করিয়া) মা আমার! বাছা আমার! একে আমি জামাতার শোকে আকুল হয়েচি, আর অকুলাকে আকুল করিস্‌নি মা আমার! প্রাণ বিসর্জ্জন করিস্ নি; দুঃখিনী শোকাকুলা মায়ের অনুরোধ রাখ্, মা।

কলা। (সরোদনে) মা গো! বৈধব্যযন্ত্রণা কথনই সহ্য কোত্তে পার্‌বো না। তোমার চরণে ধরি, মিনতি করি, মা হ'য়ে মেয়েকে যাবজ্জীবন শোকযন্ত্রণা ভোগবার জন্য, মরণে বাধা দিও না পিতা! অন্তিম প্রণাম। মা! অন্তিম প্রণাম অন্তিম বিদায়! (পুনর্ব্বার ঝম্পপ্রদানোদ্যোগ)

লীলা। (সরোদনে) জামাতা গেল! দুহিতাও যায়! তবে আমার জামাতা দুহিতা হারা প্রাণে কি প্রয়োজন! আমিও জলে ঝাঁপ দিয়ে শোকতাপ শীতল করি। (ঝম্পপ্রদানোদ্যোগ)

লক্ষ। (সরোদনে) জামাতা, দুহিতা, বনিতা সকলই যদি আমায় ত্যাগ কল্লে, তবে একাকী শূন্যপ্রাণে শূন্যভবনে গিয়ে, কোন্ সুখে যন্ত্রণাময় জীবনভার বহন কর্‌বো! দাঁড়াও লীলাবতি! দাঁড়া মা কলাবতি! সকলে একসঙ্গে জীবিত ছিলেম, একসঙ্গে জীবন বিসর্জ্জন করি। এস সকলে মিলে, জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে মৃত্যুর সময় দয়াময় সত্যনারায়ণকে ভক্তিভরে প্রাণ ভোরে ডেকে প্রাণত্যাগ করি।

সকলে। জয় হরি সত্যনারায়ণ!

বেগে সদানন্দ শর্ম্মার প্রবেশ।

সদা। আহা, বড়ই মধুর, বড়ই সুধাময় সত্যনারায়ণ নাম! কারা এ নাম উচ্চারণ কোল্লে?

লক্ষ। যারা আজ প্রাণত্যাগে নদীগর্ভে ঝাঁপ দিতে উদ্যত।

সদা। কারা তারা?

লক্ষ। এই হতভাগ্য আর এই হতভাগিনীরা।

সদা। যাদের মুখে এমন অমৃতময় সত্যনাম তাদের মৃত হবার ইচ্ছা!

লক্ষ। আমার জামাতা কঙ্কণকুমার সহসা তরী সমেত এই নদীগর্ভে নিমগ্ন হ'য়ে প্রাণত্যাগ কোরেচে। তাই পতিশোকে আমার পতিপ্রাণা দুহিতা কলাবতী নদীগর্ভে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগে সমুদ্যতা। আমরা পতি পত্নী, জামাতা দুহিতার মৃত্যু দর্শনে কোন্ প্রাণে জীবিত থাক্‌বো! সকলে

মিলে প্রাণ বিসর্জ্জন কর্‌বো, তাই মর্‌বার সময় প্রাণের দেবতা সত্যদেবকে স্মরণ কোরে, প্রাণ পরিহারে উদ্যত হয়েচি।

সদা। (সকাতরে) আহা, আহা! বড় শোচনীয় ঘটনা! সত্যনারায়ণের ভক্তগণের ভাগ্যে কেন এমন ঘট্‌লো? আচ্ছা, মহাশয়! আপনার জামাতা যখন আচম্বিতে অকালে কালকবলিত হলেন, তখন আপনার দুহিতা ভগবান্ সত্যনারায়ণের শ্রীপাদপদ্মে কোনরূপ অপরাধে অপরাধিনী কি না জিজ্ঞাসা করুন দিকি?

লক্ষ। মা কলাবতি! তুমি প্রভুর পাদপদ্মে কোনরূপ অপরাধ করেচ কি?

কলা। (ভাবিয়া) হাঁ পিতা, আমি অপরাধিনী। আমি নাবিকের মুখে পতির আগমন-সংবাদ শুনে, প্রভু সত্যনারায়ণের প্রসাদ ভূতলে ফেলে রেখে, এখানে এসেচি।

সদা। মা! তুমি নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করেচ। ভগবান্ সত্যদেবের প্রসাদে কোন ভক্তের কখনই এমন তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা উচিত নয়। তোমার এইরূপ পাপাচরণে তোমার স্বামী জলমগ্ন হ'য়ে জীবন বিসর্জ্জন করেচেন্। আমার নিকট আমার ইষ্টদেবতা সত্যনারায়ণের মহাপ্রসাদ আছে, ভক্তিভরে গ্রহণ কোরে ভক্ষণ কর। প্রভুর পাদপদ্মে কৃতাপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা কর। তা হ'লে সত্যনামের গুণে তোমার মৃত পতি পুনর্জ্জীবিত হবেন।

সকলে। (প্রসাদ গ্রহণ করিয়া ভক্তিভরে ভক্ষণ পূর্ব্বক) জয় প্রভু সত্যনারায়ণ!

কলা। (কৃতাঞ্জলিপুটে) হে দেবের দেবতা পরম দেবতা সত্যদেব! আমি অবোধ বালিকা, না জেনে তোমার মহাপ্রসাদে অবহেলা করেছিলেম; আমায় ক্ষমা কর। দয়াময়! জীবজীবন! দয়া গুণে আমার মৃত পতিকে পুনর্জ্জীবিত কর। (প্রণাম)

(সহসা নিমগ্ন তরীসহ জীবিতাবস্থায় কঙ্কণকুমারের উত্থান)

সকলে। জয় জয় সত্যনারায়ণ!

লক্ষ। বৎস কঙ্কণকুমার! শীঘ্র নেমে এস। যাঁর অমৃতময় পরামর্শগুণে পুনর্ব্বার তোমাকে জীবিত দর্শন কল্লেম, এস, সকলে মিলে এই সেই সত্যভক্ত ব্রাহ্মণকে প্রণিপাত করি।

(কঙ্কণকুমারের তটে অবতরণ ও সকলে মিলিয়া সদানন্দকে প্রণাম)

সদা। ভগবান্ সত্যনারায়ণের পাদপদ্মে তোমাদের সকলের অচলা ভক্তি হোক্।

লক্ষ। (কৃতাঞ্জলিপুটে) বিপ্রবর! আপনি সামান্য মনুষ্য নন্। অনুগ্রহ কোরে বলুন, আপনি কে?

সদা। (সহাস্যে) আমিও তোমাদের ন্যায় একজন সত্যভক্ত। দীনহীনের নাম শ্রীসদানন্দ শর্ম্মা।

লক্ষ। (আনন্দে) যিনি নিদারুণ কলিকালে সর্ব্বজীবের মুক্তিসিদ্ধিদাতা ভগবান্ সত্যনারায়ণের সর্ব্বপ্রথম ব্রতপ্রবর্ত্তক, আপনি সেই পুণ্যবান সদানন্দ ব্রাহ্মণ?

সদা। হাঁ মহাশয়, আমি সেই দিনহীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ।

লক্ষ। (সানন্দে) প্রভু! আপনি সত্যধর্ম্মের আদিগুরু। আজ আপনার শ্রীচরণদর্শনে যার-পর-নাই আনন্দিত হলেম—কৃতকৃতার্থ হলেম—পবিত্র হলেম। আপনি যে সহসা এখানে আস্‌বেন, তা আমাদের স্বপ্নের অগোচর।

সদা। আমি দেশ বিদেশে সত্যধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশে ভ্রমণ কচ্চি। এই দিকে এসে সহসা আপনাদের মুখে সত্যনাম শুনে দৌড়ে এলেম। আজ আমি ধন্য! ভগবান্ সত্যনারায়ণের কৃপায় এতগুলি সত্যভক্ত দর্শন কোল্লেম—সত্যভক্ত কঙ্কণকুমারকে পুনর্জ্জীবিত দেখ্‌লেম। জয় সত্যনারায়ণ!

সকলে। জয় সত্যনারায়ণ!

লক্ষ। বিপ্রবর! দীনহীন সত্যভক্তগণকে চরণধূলি দিন্ (সকলের সদানন্দের পদধূলিগ্রহণ)

সদা। সত্যভক্তগণ আমার আলিঙ্গন-যোগ্য।

(লক্ষপতি ও কঙ্কণকুমারকে আলিঙ্গনপ্রদান)

লক্ষ। বিপ্রবর সত্যদেবের কৃপায়! এবং

আপনার আশীর্ব্বাদে আমরা সকলে নানা বিঘ্ন বিপত্তি হ'তে মুক্ত হলেম। এই বার গৃহে গিয়ে ষোড়শোপচারে ভগবান্ সত্যনারায়ণের ব্রতপূজা কোরবো। আপনি সত্যধর্ম্মের আদিগুরু। অনুগ্রহ কোরে আপনি যদি আমার সামান্য গৃহে পদধূলি দেন, তা হলে আমরা সকলে পরম পবিত্র হই।

সদা। (সানন্দে) অত কাকুতি মিনতি করবার প্রয়োজন নাই। সত্যভক্তগণেব গৃহই আমার স্বর্গ। চলুন, সকলে মিলে সত্যসংকীর্ত্তন কোত্তে কোত্তে আপনার গৃহে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রত্নাবতীপুর—রাজপথ।

বৃদ্ধ ব্রহ্মচারিবেশে সত্যনারায়ণের প্রবেশ।

সত্য। পূর্ণ হ'ল বাসনা আমার;
কলিগর্ব্ব খর্ব্ব এত দিনে;
সর্ব্বজীবমুক্তির সোপান
সত্যনারায়ণ নাম হইল প্রচার।
সত্যধর্ম্ম, সত্যব্রত,
সত্যপূজা সত্যালোকে হইল প্রকাশ।
সদানন্দ ব্রাহ্মণ হইতে
সত্যনারায়ণ ব্রত আরম্ভ হইয়া
পৃথিবীর নানা স্থানে হইল প্রচার।
যে মানব ভক্তিভরে পূজিবে আমারে,
করিবে আমার সত্যব্রত,
সত্য সত্য অন্তে তারে দিব পদে স্থান।
ইহলোকে সর্ব্বসুখে সুখী হবে সেই,
ধনপুত্র লক্ষ্মীলাভ হইবে তাহার,
স্বাস্থ্য শুভ আনন্দ অপার লভিবে সে জন;
লক্ষ্মী সরস্বতী সনে
বাঁধা রব সদা আমি ভবনে তাহার।
মোর নামে অবিশ্বাসী জন কষ্ট পাবে পলে পলে,
কিন্তু, বিশ্বাসী হইলে, ভক্তিজলা টলিলে,
মনস্কাম পুরিবে তাহার।

[প্রস্থান।

সদানন্দ, লক্ষপতি, কঙ্কণকুমার, লীলাবতী,
কলাবতী ও নাবিকগণের সত্যসঙ্কীর্ত্তন
করিতে করিতে প্রবেশ।

সকলে। (সত্যসঙ্কীর্ত্তন)
সত্যময় হরিনাম জীবের জীবন।
কলিকালে এক সত্য সত্যনারায়ণ॥
ভক্তিভরে মধুর স্বরে
করি সত্যসঙ্কীর্ত্তন।
(একবার হরিবোল বল রে মন)
হরি সত্য, পরম তত্ত্ব,
ত্রাণ পায় নামে মর্ত্ত্যজন॥
(এমি নামের গুণ রে ভাই,
মরণগ্রাসেও জীবন পাই)
জয় জয় হরি, ভব-সিন্ধু-তরী,
দাও দীনগণে শ্রীচরণ।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রত্নাবতীপুর—লক্ষপতির ভবনস্থ ঠাকুরদালান।

ঠাকুরদালানের মধ্যস্থলে শ্রীশ্রী৺সত্য-
নারায়ণ দেবতার সপীঠ বেদী
সজ্জিত ও পূজার দ্রব্য,
নৈবেদ্য, পুষ্প, শঙ্খ,
ঘণ্টা প্রভৃতি
সুসজ্জিত।

পূর্ব্বোক্ত সঙ্কীর্ত্তন গাহিতে গাহিতে সদানন্দ শর্ম্মা, লক্ষপতি, কঙ্কণকুমার, লীলাবতী, পুরোহিত, নাবিকগণ ও অন্যান্য স্ত্রীপুরুষগণের প্রবেশ।

সকলে। (সঙ্কীর্ত্তন সমাপনান্তে) জয় সত্যনারায়ণ! (সত্যবেদী প্রতি সকলের প্রণাম)

লক্ষপতি। পুরোহিত মহাশয়! আমি কোটি-কোটি অপরাধে অপরাধী, আমার মহাপাপের সংখ্যা নাই। অদ্য হ'তে প্রতি পূর্ণিমা ও সংক্রান্তিতে ভগবান্ সত্যনারায়ণের ব্রত কোরে অমুচ্য পাপাপরাধ হ'তে মুক্ত হব। তা ছাড়া প্রত্যহ নিশাকালে সত্যদেবের পূজা আর নামসঙ্কীর্ত্তন কোরবো। আপনি শীঘ্র পূজার আয়োজন করুন্।

পুরোহিত। আপনার শুভাগমন-সংবাদ প্রাপ্ত হ'য়ে, আমি পূর্ব্বেই ভগবৎপূজার সমস্ত আয়োজন কোরে রেখেছি।

লক্ষপতি। সত্যভক্তের উপযুক্ত কর্ম্মই কোরেচেন। এই বার ভগবানের পূজারম্ভ করুন।

পুরোহিত। যে আজ্ঞে। (যথাবিধানে সত্যনারায়ণের পূজাকরণ)

সদা। বাঞ্ছাময় হরি! ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ কর। যুগল মূর্ত্তিতে দেখা দিয়ে ভক্তগণের সত্যব্রত সফল কর।

দৈববাণী। তথাস্তু। ঐ দেখ আমার যুগল মূর্ত্তি।

[সহসা পট পরিবর্ত্তন]

দৃশ্য—বৃন্দাবনধাম—লতাকুঞ্জ।

গোপীগণবেষ্টিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তির আবির্ভাব।

সদানন্দ ও লক্ষপতি প্রভৃতি সকলে। জয় জয় প্রকৃতিপুরুষ রাধাকৃষ্ণের জয়।

গোপীগণ। (গীত)

সিন্ধুড়া-মিশ্র—চৌতাল।

জলদে বিজলী মিশিল।
সরসে নলিনী ভাসিল॥
শ্যামল চাঁদের সুধাপানে,
বামে চকোরী হাসিল॥
যুগল মুরতি কিবা রে!
উছলে অতুল বিভা রে!
অপরূপ রূপ মাধুরী হেরি,
নয়ন মন ভুলিল॥
প্রাণমাতানো শোভা রে!
ভকত-মনোলোভা রে!
আভার কোলে আভা খেলে,
ভাবুক ভাবে মোহিল॥

সম্পূর্ণ।

সত্যমঙ্গল নাটকের তৃতীয় পরিশিষ্ট।

রাজা বংশধ্বজ।

(নাটক)

নাট্যোক্ত ব্যক্তি।

পুরুষ।

বংশধ্বজ ... পুষ্পপুরের রাজা।
হংসধ্বজ ... বংশধ্বজের পুত্র।
সদানন্দ শর্ম্মা ... কাশীপুরনিবাসী ব্রাহ্মণ।
ধুরন্ধর ... সদানন্দ শর্ম্মার প্রথম শিষ্য।
দিগম্বর ... " দ্বিতীয় শিষ্য।
কাষ্ঠকেতু ... প্রধান কাঠুরিয়া।
পুষ্টাঙ্গ ... প্রধান গোপ।

এতদ্ব্যতীত অনেক সৈনিক, কাঠুরিয়াগণ, গোপগণ ও বাদ্যকারগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

মণিমালা ... ... বংশধ্বজের পত্নী।

এতদ্ব্যতীত কাঠুরিয়াগণ ও গোপিনীগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পুষ্পপুর—রাজান্তঃপুর।

বংশধ্বজ ও মণিমালা।

বংশ। মহিষি! রাজার উচিত, সর্ব্বতোভাবে প্রজা রক্ষা করা। প্রজার অনেক শত্রু। এক দিকে যেমন দস্যু, তস্কর প্রভৃতি হিংস্রক মনুষ্য, অন্য দিকে সেইরূপ সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংসালু পশু, প্রজাদের প্রাণবিনাশের জন্য যত্নবান্। কেবল দণ্ড প্রদানে দস্যু, তস্করাদিকে শাসন কোল্লেই প্রজাগণের মঙ্গল বিধান করা হয় না, প্রাণবিনাশক রক্ত-লোলুপ শ্বাপদগণকেও বিনাশ করা চাই। সেই নিমিত্ত রাজাদের মৃগয়াবিধি প্রচলিত আছে। অদ্য প্রাতে আমার রাজ্যান্তর্গত কাশীপুর গ্রাম ও তন্নিকটবর্ত্তী অন্যান্য গ্রামের প্রজারা সমবেত হয়ে এসেছিল। তারা হিংস্র পশুদের উৎপাতে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়েচে। সুতরাং তাদের প্রাণ রক্ষার জন্য, অদ্যই আমি সৈন্যগণের সহিত মৃগয়াযাত্রা কোর্‌বো।

মণি। মহারাজ! কত দিনে ফিরে আস্‌বেন?

বংশ। চার পাঁচ দিন পরে রাজধানীতে পুনঃপ্রত্যাগত হব। রাজ্ঞি! তুমি বিচক্ষণা, বুদ্ধিমতী। আমার অবিদ্যমানে এই কয় দিন রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা কোরো। রাজমন্ত্রিগণ তোমার সহিত মন্ত্রণা কোরে, রাজ্য শাসন কোর্‌বেন।

বেগে হংসধ্বজের প্রবেশ।

হংস। (ব্যস্ততাসহ) বাবা, বাবা! বড় মন্ত্রী বোল্লেন, আজ তুমি শিকারে যাবে। সত্যি কি, বাবা?

বংশ। (সহাস্যে) বৎস! সত্য।

হংস। আমি তোমার সঙ্গে যাব।

মণি। সে কি, বাছা, এমন দুঃসাহসের কথা

বোল্‌তে আছে কি? মহারাজ যাবেন নিবিড় বনে, সেখানে বাঘ ভালুক প্রভৃতি হিংস্রক জন্তু আছে।

হংস। তা থাক্‌লেই বা, মা? বাবার হাতেও তো তীর ধনুক তলোয়ার থাক্‌বে।

মণি। তোর হাতে তো কিছু থাক্‌বে না।

হংস। কেন থাক্‌বে না? আমিও তো কতক কতক অস্ত্র শিক্ষে কোর্‌চি। মা! আমি বাবার সঙ্গে গিয়ে শিকার দেখ্‌বো। এর পর, বাবার মত বড় হোলে, আমাকেও তো শিকার কোত্তে হবে।

বংশ। (সহাস্যে) মহিষি! বালক হংসধ্বজের বীরোচিত মনোভাব দেখ।

হংস। মা! আমায় যেতে দাও।

মণি। এর পর বড় হোলে যেয়ো। এখন ছেলে মানুষ, ভয় পাবে।

হংস। না; আমি যাব। নৈলে কিছু খাবো না।

বংশ। আচ্ছা, মহিষি! হংসকে আমার সঙ্গে যেতে দাও, ওকে সৈন্য-বেষ্টিত শিবিরে রেখে, আমি মৃগ শিকার কোর্‌বো। আর এক কথা, হংসধ্বজ যা ইচ্ছা কোচ্চে, তা অসঙ্গতও নয়। কারণ রাজ পুত্রদের বাল্যকাল হোতেই মৃগয়া স্থলে যাওয়া ও মৃগশিকার দর্শন করা ভাল। দুর্ঘট ঘটনা সাধন কোত্তে হোলে, শৈশব সময় থেকেই সাহস সঞ্চয় করা উচিত। তুমি কোন চিন্তা কোরো না।

মণি। মহারাজ! মা হোয়ে এতটুকু ছেলেকে ভয়ঙ্কর জন্তুময় বনে যেতে দিতে সাহস হয় না।

বংশ। রাজ্ঞি! হংসধ্বজ বীরপুত্র, তুমি বীর-পত্নী, সুতরাং তোমার সাহস না হওয়া কি ভাল?

মণি। তবে আমিও পুত্রের সঙ্গে যাব।

বংশ। বীরপত্নীর উচিত বাক্য। এস তবে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কালীপুর গ্রাম—সদানন্দ শর্ম্মার বাটীর সম্মুখ।

ধুরন্ধরের প্রবেশ।

ধুর। সত্যদেবের যেমন অপূর্ব্ব মহিমা, আমার গুরুদেবেরও তেমনি অচলা সত্যভক্তি। গুরু-দেবের আহার নাই, নিদ্রা নাই, সর্ব্বদাই সত্যধর্ম্ম-প্রচারে নিযুক্ত। এরি মধ্যে তিনি হাজার হাজার নর নারীকে সত্যধর্ম্মে দীক্ষিত কোরে, সত্যভক্তির আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখালেন। মাসের মধ্যে বড় জোর সাত আট দিন বাড়ীতে থাকেন, বাকি বাইশ তেইশ দিন, এ গ্রাম সে গ্রাম, এ দেশ সে দেশ কোরে, কত স্থানেই ভগবান্ সত্যনারায়ণের ব্রত পূজা প্রচার করেন। অদ্য আবার আমাকে নিয়ে, দেবগ্রামে যাবেন। আমি এই বেলা স্নানাহ্নিক সেরে নি।

দিগম্বরের প্রবেশ।

(দেখিয়া সহাস্যে) কি হে মৌমাছী ভায়া! ঘেঁটু ফুলের কাছে ভন্‌ভনাতে এলে কেন হে? ধুরন্ধর-ঘেঁটু যে মধুশূন্য!

দিগ। (বিরক্তভাবে) তুমি যখন তখন মৌমাছী মৌমাছী বোলে, আমাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ কর কেন হে?

ধুর। রাগ কর কেন, ভাই, মৌমাছী! সত্য সত্যই তো তুমি মৌমাছী।

দিগ। (সরোষে) কোথায় দিগম্বর, কোথায় মৌমাছী!

ধুর। আচ্ছা আচ্ছা, তুমি দিগম্বর মৌমাছী।

দিগ। যাও যাও, মিছি মিছি জ্বালাতন করো না।

ধুর। মিছি মিছি জ্বালাতন করবো কেন? সত্যি সত্যি জ্বালাতন কোচ্চি, এ কথা তোমার বলা উচিত। যদি বুঝ্‌তে না পার, তবে বুঝিয়ে বল্‌চি শোন,—দুঃসময়ে মানুষের কাছে যে সে মানুষ আসে না, সুসময়ে আসে; তেক্তি ফুলে মধু

না থাক্‌লে মৌমাছী পোছেও না, কিন্তু মধু থাক্‌লে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এসে, ফুলটির কাছে ঘেঁসে ঘেঁসে, ভোঁ ভোঁ, ভন্ ভন্, উঁও উঁও কোরে কত রকম আওয়াজই করে। তেম্নি হে ভায়া, তুমি। শুধু তুমি নও, এখন সুসময় দেখে তোমার মত ছ শো তিন শো মৌমাছী গুরুদেবের ছাত্র হোয়েচে, কিন্তু, ভায়া! এই গরীব ধুরন্ধর গুরুদেবের পুরো দুঃসময়ের ছাত্র হোয়ে, আজ পর্য্যন্ত সমান ভাবে প'ড়ে আছে।

দিগ। তেম্নি তুমিও তো গুরুদেবের প্রধান ছাত্র হোয়েচো, অন্য ছাত্রদের চেয়ে পুরো খাতির পাচ্চো।

ধুর। পাব না কেন? পোড় খেয়েচি কত? শতেক পোড়ে সোণার জেল্লা ফোটে জান তো?

দিগ। জানি।

ধুর। তবে তুমিও শতেক পোড় খাও দিকি, পাকা সোণার জেল্লা ফুটে বেরুবে।

দিগ। কি কোরে খাব?

ধুর। আমি এই খানে উবু হয়ে বসি। তুমি বেশ কোরে আমার পিঠটে টিপে দাও দিকি।

দিগ। আমার অমন পোড় খেয়ে দরকার নাই।

ধুর। (বিরক্ত হইয়া) সাধে কি বলি, আমি ঘেঁটু, তুমি মৌমাছী। আজ যদি আমি, গুরুঠাকুরের মত মধুভরা ফুল হোতেম, বঁধু! তা হোলে পিঠ, তো পিঠ, পা পর্য্যন্ত টিপে দেবার জন্য, তোমার জিবে জল সোরতো।

দিগ। (অত্যন্ত রোষে) আমি চোল্লেম।

ধুর। (ব্যঙ্গরঙ্গে) উড়ে না দৌড়ে?

দিগ। (রোষে) উড়্‌বো কেন?

ধুর। ও, বুঝিচি, বুঝিচি,—আমার বাক্য আঠায় মৌমাছীর পালক ছিঁড়ে গেচে। শুয়ে পড়, ছাই চাপা দি, ফের পালক গজাবে।

সদানন্দ শর্ম্মার প্রবেশ।

দিগ। (সাভিমানে কাঁদো কাঁদো ভাবে) দেখুন তো, গুরুদেব! ধুরন্ধর আমাকে যখন তখন গাল মন্দ দেয়।

ধুর। বা, দিগম্বর, তুমি আচ্ছা লোক তো! মৌমাছী বোল্লে বুঝি গাল মন্দ দেওয়া হয়? শুধু মাছী বোল্লে বরং তা হোত্তো।

দিগ। শুধু মাছীও যা, মধু মাছীও তা।

ধুর। এখনও তোমার বুদ্ধি নেহাৎ কাঁচা। শুধু মাছী কিসে মুখ দেয়, আর মধু-মাছী কিসে মুখ দেয় তা যদি জান্‌তে, তা হোলে তাড়াতাড়ি গুরুঠাকুরের কাছে চোক থেকে কলসী খানেক জল চাল্‌তে না।

সদা। ধুরন্ধর! তোর উদ্ধত স্বভাব আজো ঘুচ্‌লো না। যে কথা বোল্লে লোকে অসন্তুষ্ট হয়, তোর পক্ষে সে কথা ভাল হোলেও, তার পক্ষে মন্দ। সাবধান, আর অমন কোরে দিগম্বরকে জ্বালাতন করিস্ নি।

ধুর। (স্বগত) মজাটা দেখ্‌লে একবার! চোখের দু ফোঁটা গরম জলের গরমাইটে কত! গুরুদেব পর্য্যন্ত আমার উপর গরম্! বা ভাই দিগম্বর-মৌমাছী, তোমার চোকের জলের হুল ফুটুনোর তারিফ আছে।

সদা। বাপু দিগম্বর, অনেকটা দূর। ধুরন্ধর কেবল আমার সঙ্গে গেলে চোল্‌বে না; তুমিও এস

দিগ। যে আজ্ঞে।

ধুর। (স্বগত) মধুর গুণই এম্নি বে! আমি পিঠ টিপ্‌তে বল্লেম, কত কথাই শুনিয়ে দিলে; কিন্তু গুরুদেব যেমন বোল্লেন, 'তুমিও এস' অম্নি 'যে আজ্ঞে'। সাধে কি বলি—মৌমাছী!

সদা। ধুরন্ধর! চল।

ধুর। আজ্ঞে স্নানটা কোরে নেবো না?

সদা। বেলা বেড়ে উঠ্‌চে। এর পর পথের ধারে কোন পুষ্করিণী বা নদীতে স্নান কোরো। বাড়ীর মধ্যে সত্যদেবের পূজা-সামগ্রীর দুটো বড় বোচ্‌কা আছে, দুজনে নিয়ে এস।

ধুর। (জনান্তিকে) দিগম্বর ভায়া, যাও বোচ্‌কা দুটো নিয়ে এস, লক্ষ্মী দাদাটি আমার!

দিগ। (বিরক্তভাবে) গুরুদেব কি আমাকেই দুটো আন্‌তে আদেশ কল্লেন?

সদা। কি হোল আবার?

ধুর। আজ্ঞে, কিছু না। এস হে দিগম্বর।

উভয়ের প্রস্থান ও বোচ্‌কা লইয়া পুনঃপ্রবেশ।

সদা। এনেচ?

ধুর। আজ্ঞে, এনেচি।

সদা। এস তবে। জয় সত্যনারায়ণ।

[সদানন্দ শর্ম্মার প্রস্থান।

ধুর। দাদা দিগম্বর! দোর থেকে বেরিয়ে আস্‌বার সময়, পায়ে ভারি চৌকাঠের হোঁচোট লেগেচে! ভারি টন্ টন্ কন্ কন্ কোচ্চে। আপা তত খানিক দূর তুমিই দু কাঁধে দুটো বোচ্‌কা নিয়ে চল। তার পর যদি টন্ টনানি কমে, অবশ্য তোমার একটা কাঁধ খালি কোর্‌বো।

দিগ। পায়ে হোঁচোট লেগেচে তা কাঁধে কি?

ধুর। কাঁধও তো বোচ্‌কার হোঁচোটে এখনি টন্ টন্ কোর্‌বে!

দিগ। তুমি তো ভয়ানক খল।

ধুর। তা খল গোল খিল যাই হই, কিন্তু তোকে ভাই ঘাড় পাততেই হোচ্চে।

দিগ। আমি কখনই দুটো ভারি বোচ্‌কা নিতে পার্‌বো না।

ধুর। অবিশ্যি পার্‌তে হবে। সাধে কি বলি মৌমাছি! আমার কাছে যদি অর্থরূপ মধু থাক্‌তো, আর তোমার লোভের মুখে তা ঢেলে দিতে পাত্তেম, তা হোলে বোচ্‌কা তো বোচ্‌কা, আমাকে পর্য্যন্ত মাথায় তুলে, বিশ কোশ ছুট্‌তে। হাত্তোর মৌমাছি!

দিগ। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া রাগত ভাবে উচ্চৈঃস্বরে) গুরুদেব! গুরুদেব! আবার ধুরন্ধর মৌ—মা—

ধুর। (হস্ত দ্বারা মুখ চাপিয়া) চুপ কর, বৌ মা! ঘাট হোয়েচে। আর গর্দ্দভগর্জ্জন কোরো না, কানে তালা লাগে। এই ঘাড়ে তুলেম নিজের বোচ্‌কা, আস্‌তে হয় এসো, না হয় বোসো।

দিগ। তুমি আগে আগে চল।

ধুর। আমি মৌমাছি নই, হুল্ ফোটাবো না, ভয় কি?

দিগ। ভরসাই বা কি?

ধুর। এত যার ভয়, তার ধুতী উড়ুনী ফেলে দিয়ে, আধ হাত চওড়া কস্তা-পেড়ে শাড়ী পরাই উচিত।

[অগ্রে ধুরন্ধর পশ্চাৎ দিগম্বরের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কাশীপুর গ্রামের অদূরবর্ত্তী বনভূমি।

বটবৃক্ষতলে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণের সপীঠবেদী স্থাপিত।

কাষ্ঠকেতু প্রভৃতি কাঠুরিয়াগণ ও তাহাদের নারীগণ এবং পুষ্টাঙ্গ প্রভৃতি গোপগণ ও তাহাদের নারীগণ সত্যব্রতে নিযুক্ত।

সকলে। (গীত)

সত্যদেবের নামের গুণে।
কাঙাল গরীব, দীন দুখী জীব,
হয় রে ধনী অতুল ধনে॥
ভয়াকুলের ভয় ঘুচে যায়,
নিরুপায়ের হয় সদুপায়,
বামনে চাঁদ হাতে পায়,
সত্যদেবের নাম সাধনে॥
সত্য বিনে নাই তত্ত্ব,
সত্য নামে হও মত্ত,
সত্যপুরের ভোগ-সত্ব
পাকা হবে শেষের দিনে॥

সত্য-চরণ কর্ রে স্মরণ,
সত্য-চরণ পাপ-নিবারণ,
কলি-জীবের মুক্তি-কারণ,
ভক্তি-মূলে নে রে কিনে ॥

কাষ্ঠ। ও ভাই পুষ্টু!

পুষ্টাঙ্গ। কি ভাই কাষ্টু।

কাষ্ঠ। বাবা সত্যিনারাণ ঠাকুরের কাছে এইবার বাগ্যি বাজনা চাই, তার যোগাড় করিস্ নি কি?

পুষ্টা। কোরেচি বই কি? এক্ষুণি বাজুন্দেরেরা আস্‌বে। (নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি শুনিয়া) ঐ যে, নাম কোত্তে কোত্তেই এসে পড়্‌লো।

বাদ্যবাদন করিতে করিতে বাদ্যকারগণের প্রবেশ।

কাষ্ঠ। খুব যুৎ কোরে বাজাও হে।

(বাদ্যকারগণের বাদ্যকরণ)

মৃগয়া-বেশে দূরে বংশধ্বজ ও হংসধ্বজের প্রবেশ।

হংস। বাবা, তাঁবু থেকে যে বাজনা শুন্‌তে পেয়েছিলেম, সে বুঝি এই বাজ্‌না?

বংশ। এই বাজ্‌না।

(বংশধ্বজকে দেখিয়া কাষ্ঠকেতু, পুষ্টাঙ্গ, বাদ্যকারগণ প্রভৃতির প্রণাম করণ)

সকলে। জয় হোক্, মহারাজ!

বংশ। ওরে কাঠুরিয়াগণ! ওরে গোপগণ! তোরা বটমূলে এ কি কচ্চিস্?

পুষ্টা। মহারাজ! বাবা সত্যিনারাণ ঠাকুরের বেত্তো।

বংশ। কি? সত্যনারায়ণ ঠাকুর?

সকলে। এজ্ঞে, মহারাজ, এজ্ঞে।

বংশ। এ ঠাকুরের ব্রত প্রচার কোল্লে কে?

কাষ্ঠ। কাশীপুর গাঁয়ের সদাই ঠাকুর।

বংশ। তোরা মূর্খ, সে ব্রাহ্মণ ভণ্ড। সার্থসাধনের জন্য সে তোদের মুগ্ধ কোরে, কি একটা উপদেবতার ব্রত পূজা রটিয়েচে।

কাষ্ঠ। না রাজা মশয়, তা নয়। সদাই ঠাকুর ভণ্ড নয়, স্বাথিসাধনও করে নি। সত্যিনারাণ ঠাকুরের বেত্তো কোরে, ভিকিরী সদাই ঠাকুর মস্ত বড়্‌নোক হোয়েচে গো রাজা মশয়!

বংশ। দূর মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চকগণ!

পুষ্টা। না, মহারাজ! সত্যি বোল্‌চি। সত্যিনারাণ ঠাকুর বড় জ্যান্ত দেব্‌তা। আমরা এ ঠাকুরের বেত্তো পূজো কোরে, বেশ সুখে কাল কাটাচ্চি। সত্যিনারাণ ঠাকুরের পেসাদ আর মানুষের মঙ্গল—এক জিনিষ। মহারাজ, এই পেসাদ নেও, নিজে খাও, রাজপুত্তুরকে দেও আর রাণীমার তরেও নিয়ে যাও। ভক্তিপূর্ব্বক সত্যিনারাণ ঠাকুরকে দণ্ডবৎ কর; রাজ্যির ছিরি বিদ্দি হবে। (প্রসাদপ্রদান)

বংশ। (অবজ্ঞাপূর্ব্বক তাচ্ছিল্যভাবে) দূর মূর্খগণ! তোদের উপদেবতাটার উচ্ছিষ্ট ভোজন করবো?—ভূতযোনিকে প্রণাম করবো?—ছি ছি!

হংস। বাবা! আমি সত্যনারায়ণ ঠাকুরের প্রসাদ খাবো।

বংশ। ছি ছি, খাওয়া দূরে থাক্, ছুঁতে নেই। চল, আমরা এখান থেকে শিবিরে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

পুষ্টা। (দুঃখিত মনে) অ্যাঁ, রাজা কোল্লে কি! বোল্লে কি! নিজেও পেসাদ খেলে না, ছেলেটি খেতে চাইলে, তাকেও দিলে না, ঠাকুরকে দণ্ডবৎও কোল্লে না।

কাষ্ঠ। রাজাটার উচ্ছুনি যাবার নক্ষণ দেখা দিয়েছে। সত্যিনারাণকে ঘেন্না কোল্লে, কান্না সার হয়, রাজা মিন্সে তা বুঝ্‌লে না হে বুঝ্‌লে না।

পুষ্টা। মানুষ করে দোষ, হয় ঠাকুরের রোষ। যে কোর্‌বে পাপ, সেই ভুগ্‌বে তাপ। আমরা কি কোর্‌বো বল? আমরা যেন সত্যিনারাণ পিভুর পিতি ছেদ্দা ভক্তি না হারাই এই মিনতি।

কাষ্ঠ। গাঁ থেকে যে সকল কাণা, খোঁড়া, অথর্ব্বি, আতুররা আস্‌তে পারেনি, চল তাদেরকে বাবার পেসাদ বিলুই গে।

সকলে। (ঢোলবাদ্যসহ গীত)

দয়াল ঠাকুর দয়া কোরে,
সত্যনারায়ণ নামটি ধোরে,
স্বর্গ ছেড়ে মর্ত্ত্যপুরে
এসেছে রে ভাই।
নামের প্রেমে মাৎলো সবে,
মুগ্ধ হোলো নামের ভাবে,
সত্য-নামে মর্ত্ত্য-ধামে,
স্বর্গ-সুধা খাই॥
সত্যহরি চরণ-তরী,
ভাসিয়ে দেছে, আয় রে ধরি,
ভবের সাগর যাই রে তরি,
কলির মুখে ছাই;—
সত্য ভোজে, সত্য পূজে,
সত্যপুরে যাই॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অরণ্য-পথ।

নেপথ্যে হংসধ্বজ। বাবা, তুমি এই গাছ থেকে ফুলগুলি পাড়, আমি গিয়ে ঐ ছোট গাছের ফুল পাড়ি।

নেপথ্যে বংশধ্বজ। আচ্ছা বৎস যাও। আমি এ ফুলগুলি তোমার জন্যে পাড়চি।

হংসধ্বজের প্রবেশ।

হংস। আহা, রাঙা রাঙা ফুলে ঐ গাছটির বড় শোভা হোয়েচে। আমি ঐ মনোহর ফুলগুলির মালা গেঁথে, গলায় পর্‌বো; আমারও খুব শোভা হবে। (পুষ্পিত বৃক্ষতলে গমন ও পুষ্পচয়নে হস্তোত্তোলন) ঐ যা, হাত বাড়ায় না যে। আচ্ছা, ঐ ডালটা নুইয়ে ফুল পাড়ি (যেমন তদ্দিকে গমন, অমনি তৎক্ষণাৎ ভূতল ভেদ করিয়া একটা ভয়ঙ্কর বৃহদাকার সর্পের ফণা বিস্তারসহ হংসধ্বজের সম্মুখে উত্থান ও গর্জ্জন করণ) কি ফোঁস্ ফোঁস্ করে! (দেখিয়া অত্যন্ত ভয়ে উচ্চৈঃস্বরে) বাবা, বাবা, দৌড়ে এস, দৌড়ে এস, ভয়ানক কাল সাপ!

বেগে বংশধ্বজের প্রবেশ।

বংশ। (শশব্যস্তে) তাইতো! ভয়ঙ্কর অজগরই যে! কি সর্ব্বনাশ! (তৎক্ষণাৎ ভাবিয়া হংসধ্বজের প্রতি) স্থির হও, বৎস! অত উতলা হোয়ো না। আমি এখনি বিষাক্ত শরে বিষাক্ত সর্পের চক্রভেদ কোচ্চি। তুমি নোড়ো চোড়ো না, পুতুলের মত চুপ কোরে থাক।

(তাড়াতাড়ি ধনুতে বিষাক্ত শর যোজনা করিয়া সর্পের প্রতি নিক্ষেপ, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া হংসধ্বজের বক্ষঃস্থলে উক্ত শরের প্রবেশ)

হংস। (অত্যন্তকাতরে) উঃ, বাবা! বিষবাণে আমারি বুক বিঁধে গেলো! প্রাণ যায়! (ভূতলে পতন ও তদ্দর্শনে সর্পের ভূগর্ভে গমন)

বংশ। (কাতরকণ্ঠে অস্থির হইয়া) হায় যায়, কোল্লেম কি! সর্ব্বনাশ হ'ল! সর্ব্বনাশ হ'ল! কি হবে! কি করি!

হংস। (অত্যন্ত যন্ত্রণায়) বাবা! বিষবাণে প্রাণ গেল! বড় যন্ত্রণা! আর কথা কইতে প্যারি নি! বাবা! এ সময় মাকে একবার দেখ্‌বো! মা! মা!

বংশ। হা ভাগ্য! এ কি হ'ল! চল, বৎস, তোমাকে কোলে কোরে শিবিরে যাই।

হংস। না, বাবা! আমার বড় কষ্ট হোচ্চে! নাড়াচাড়া কোল্লে দ্বিগুণ কষ্ট হবে। (ক্ষণকাল পরে) উহুহু! বুকের ভিতর জ্বোলে উঠ্‌চে। গেলেম! গেলেম! বুক পুড়ে গেল! উঃ—হা—ম'লেম—ম'লেম—ম—(মৃত্যু)

বংশ। (শোক-রোদনে) হা পুত্র! হা পুত্র! হা

হংসধ্বজ! তোর অভাগা পিতাকে ফেলে কোথায় পালালি! ধিক্ আমাকে! আমি পুত্রহন্তা নরাধম পিতা! স্বহস্তে স্নেহের ধনকে হত্যা কোল্লেম। নরকেও আমার স্থান নাই। হায় হায়, কোল্লেম কি! পুত্র রে! পুত্র রে! একবার চাঁদমুখে পিতা বোলে ডাক্ রে! একবার হেসে, কোলে এসে, দগ্ধ বক্ষ শীতল কর্। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আর বৃথা আশা! পুত্রের প্রাণের সঙ্গে, পুত্রঘাতী দস্যু পিতারও আশা বাতাসে মিশে গেছে। হায় হায়, আজ এই নিদারুণ সংবাদ পেয়ে, পুত্র-প্রাণা মণিমালা আমাকে কি বোল্‌বেন। আর মহিষীর নিকট যাব না। (ভাবিয়া) না না, যাব বই কি। আমি যেমন নৃশংসের কার্য্য কোরেচি, তেমনি শাস্তি ভোগ করা উচিত। মৃত পুত্রকে স্কন্ধে কোরে, মহিষীর কাছে যাই। পুত্রহারা অভাগিনী রাণীর সম্মুখে বিষবাণে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দি। আত্মহত্যা বই পুত্রহত্যার দ্বিতীয় প্রায়শ্চিত্ত নাই। পুত্রও যেথা, আমিও সেথা। (মৃত হংসধ্বজকে স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া) হা ভাগ্য! হা নিয়তি! হা পুত্র! হা হংসধ্বজ!

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শিবির-পার্শ্বস্থ অরণ্যভূমি।

মৃতপুত্রস্কন্ধে বংশধ্বজের প্রবেশ।

বংশ। হাঁ, এই তো শিবিরের নিকট উপস্থিত হোলেম। এখন কোন্ মুখে শিবিরে গিয়ে, মহিষীর সম্মুখে দাঁড়াই! আমি এখন মনুষ্য নয়, জীবন্ত বজ্র! কোমলপ্রাণা মণিমালা আমাকে দেখ্‌লে, এখনি মর্ম্মাহত হয়ে, প্রাণত্যাগ কোর্‌বেন। যাব না—যাব না। ঘোরা রজনীর ঘোর অন্ধকারে বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে গোপনে থাকি।

আলোকহস্তে একজন সৈনিকের দূরে প্রবেশ।

(দেখিয়া স্বগত) ও কিসের আলো! আমারই একজন সৈনিক না? বিলম্ব দেখে, রাজ্ঞী ওকে আমার অনুসন্ধানে পাঠিয়ে দিয়েচেন। আমি আরো অন্তরালে যাই। ভৃত্যকেও আমার মুখ দেখাতে ভয় হোচ্চে। তা তো হবেই। আমি যে এখন মণিমালার জীবনমণি চুরি কোরে লুকিয়ে আছি। যে চোর, সে সকলের কাছেই ভয় পায়। কিন্তু ভয়ও আমার পক্ষে দুঃসহ হয়েচে। যত ভয় করি, ততই ভয় বাড়ে। আমি সৈনিককে ডাকি। (উচৈঃস্বরে) সৈনিক!

সৈনি। (স্বগত) মহারাজের কণ্ঠরব না? স্বর অমন ভাঙা ভাঙা কেন?

বংশ। সৈনিক!

সৈনি। আপনি কি আমাদের মহারাজ?

বংশ। এক দিন তোমাদের মহারাজ ছিলেম, আজ আমি পুত্রঘাতী!

সৈনি। (স্বগত) অ্যাঁ, রাজা এ কি বোল্‌চেন! (নিকটে গমন)

বংশ। ওরে, দেখ্ রে, দেখ্ রে, আমি কি সর্ব্বনাশ কোরেচি! প্রাণের পুত্রকে স্বহস্তে বিষবাণে হত্যা কোরেচি।

সৈনি। (সকাতরে) হা মহারাজ! এ কি দেখি! হায় হায়, আমরা সকলে আজ রাজকুমারকে হারালেম! (রোদন)

বংশ। সৈনিক রে! আলো নিবিয়ে ফেল্! আলোকে শোকের অন্ধকার বাড়ে—আলোকে মৃত পুত্রের মূর্ত্তি আর দেখ্‌তে পারিনি।

সৈনি। (আলোক নির্ব্বাণ করিয়া) মহারাজ! রাজকুমারকে আমার স্কন্ধে দিন্। আপনি ধীরে ধীরে শিবিরে আসুন।

বংশ। শিবিরে আর যাব না। রাণীর ঘুমন্ত শোককে জাগন্ত কোর্‌বো না।

সৈনি। মহারাজ! আপনি তবে এখানে অপেক্ষা করুন্। আমি মহারাণীকে সংবাদ দি।

বংশ। হা, বিপদের সময় সবাই শত্রু হয়। তা না হোলে তুই এমন নিষ্ঠুর কথা উচ্চারণ কোর্বি কেন?

সৈনি। (সসম্ভ্রমে) না, মহারাজ! আমি শত্রু নই। আচ্ছা, আমি শিবিরে যাব না।

বংশ। (ভাবিয়া স্বগত) না না, সৈনিককে রাণীর নিকট পাঠাই। রাণী এলে, তাঁর কোলে মৃতপুত্র দিয়ে, তাঁরই সম্মুখে আত্মহত্যা কোর্বো। (প্রকাশে) আচ্ছা, সৈনিক, তুই রাজ্ঞীকে ডেকে আন্।

সৈনি। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

[প্রস্থান।

বংশ। এখনি পুত্রহারা রাণী হাহাকারে ছুটে আস্‌বে। আমিও আত্মহত্যায় প্রস্তুত হই। (ভূতলে হংসধ্বজের মৃতদেহ বাখিয়া ধনুকে শর সংযোজন পূর্ব্বক) এস, মহিষি! আমিও প্রস্তুত!

নেপথ্যে মণিমালা। (সরোদনে) কই, কই, আমার প্রাণের বাছা কই।

বংশ। (সোৎকণ্ঠায়) হায় হায়! ঐ শোকের জীবন্ত মূর্ত্তি ছুটে আস্‌চে।

বেগে মণিমালার সহিত সৈনিকের পুনঃপ্রবেশ।

মণি। (হাহাকারে) মহারাজ! মহারাজ। কই আমার বাছা! কই আমার বাছা! (ভূতলস্থিত মৃত হংসধ্বজকে দেখিয়া) এই যে অভাগিনীর জীবন-রতন! বাপ্ রে! বাছা রে! তোর অভাগিনী মাকে ফেলে কোথায় পালালি। পুত্র রে। তোর এ কি হোলো! কোথা গেলি! কোথা লুকালি! (বংশধ্বজের প্রতি) মহারাজ। আমি তোমার চরণে কিসে অপরাধিনী! কোন্ অপরাধে আমার বাছাকে জন্মের মতন কেড়ে নিলে।—অফুটন্ত ফুল গরলশরানলে দগ্ধ কোল্লে! (ভূতলে পতন)

বংশ। মহিষি! দেখ, এখনও আমার তূণ গরলশরশূন্য হয়নি। এই দেখ, পুত্রহন্তা রাক্ষস পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত! (আত্মহত্যায় উদ্যত)

সৈনি। (শশব্যস্তে) ক্ষান্ত হোন্, মহারাজ। আত্মহত্যা কোর্‌বেন না। (হস্ত ধরিয়া বাধা দিয়া) মহারাজ! মৃতের জন্য মৃত হোলে, মৃত কি আর ফিরে আসে?

বংশ। মৃত না ফিরুক, কিন্তু জীবিতের তো মৃতের চিরসঙ্গী হওয়া যায়। সৈনিক। হস্ত ত্যাগ কর্; আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না।

সৈনি। ক্ষমা করুন্, নরনাথ। রাণী মাকে আর আমাদেরকে শোকের উপর আর শোক দেবেন না। (সবলে ধনুঃশর কাড়িয়া লওন)

বংশ। (ভূতলে পতিত হইয়া) সুখের অবসান হোলো, শোকের অবসান হোলো না।

মণি। (মৃত পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া)

(গীত)

দারুণ বিধি, দারুণ প্রাণে,
করুণ প্রাণে দিলি বেদনা।
মায়ের বুকে, হানিলি বাজ,
কাঁদালি বাড়ালি ঘোর যাতনা॥
বদন চাঁদে, মধুর ছাঁদে,
কে আর বলিবে মা ;—
জনমের মত, মা বলা ফুরালো,
মনেই রহিল মনোবাসনা॥

সদানন্দ শর্ম্মা, ধুরন্ধর ও দিগম্বরের প্রবেশ।

ধুর। গুরুদেব। সোজা পথ ছেড়ে, বাঁকা পথে এলেন কেন? একে রাত্রি, তায় জঙ্গল।

সদা। ধুরন্ধর! এ দিকে আস্‌বার কারণ আছে। রোদন-শব্দ শুনেই, এ দিকে এলেম। কে যেন পুত্রহারা হোয়ে কাঁদ্‌চে।

মণি। (সরোদনে) হা পুত্র। হা হৃদয়ের নিধি! কোথা গেলি!

সদা। এই যে, এই খানেই শোকের উচ্ছ্বাস। কে এখানে রোদন কোচ্চে?

সৈনি। মহাশয়! আমাদের মহারাজ, মহারাণী পুত্র-শোকে অধীর হোয়ে, রোদন কোচ্চেন।

বংশ। মহাশয়! আমার নাম বংশধ্বজ, ইনি আমার পত্নী মণিমালা; আর এই দেখুন, ভূতলে আমাদের প্রাণের প্রাণ হংসধ্বজ প্রাণহীন হোয়ে প'ড়ে আছে।

সদা। আপনিই পুষ্পপুরাধিপতি মহারাজ বংশধ্বজ?

বংশ। আমিই সেই নরাধম পুত্রহন্তা।

সদা। (সবিস্ময়ে) কি বোল্লেন,—পুত্রহন্তা। (ভাবিয়া) মহারাজ! আমি তো কিছুই বুঝ্তে পাচ্চি না।

বংশ। আমি অস্ত সন্ধ্যার সময় এই অরণ্যের অপর পার্শে পুত্রের সহিত ভ্রমণ কোত্তে গিয়েছিলেম। সেখানে কাঠুরিয়া এবং গোপগণ মিলে সত্যনারায়ণ নামে কি এক দেবতার পূজা কচ্ছিলো। আমাকে তারা সেই দেবতার প্রসাদ ভক্ষণ কোত্তে দিলে এবং প্রণাম কোত্তে বোল্লে। কিন্তু আমি প্রণামও করিনি, প্রসাদও ভক্ষণ করিনি। অনন্তর পুত্রের সহিত শিবিরে ফিরে আস্বার সময়, হঠাৎ একটা অজগর ফণা বিস্তার কোরে, আমার পুত্রকে দংশন কোত্তে উদ্যত হয়েছিলো। আমি আসন্ন বিপদ হোতে, পুত্রকে উদ্ধার করবার জন্য, ধনুতে বিষবাণ যোজনা কোল্লেম। সেই কাল-সর্পকে বিনিহত কর্‌বার আশায়, যেমন বাণত্যাগ কোল্লেম, অমনি শর লক্ষ্যভ্রষ্ট হোয়ে, পুত্রের বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হোলো। বালক পুত্র অমনি যন্ত্রণায় অস্থির হোয়ে, চিরকালের জন্য হতভাগ্য পিতামাতাকে ছেড়ে গেল! হা পুত্র! হা হংসধ্বজ!

সদা। মহারাজ! আপনি দেবনিন্দা কোরে যার-পর নাই অন্যায় কার্য্য কোরেচেন।

বংশ। সে কি দেবতা? আমার বিবেচনায় সেটা একটা উপদেবতা। তার নিন্দায় ক্ষতি কি হোতে পারে?

সদা। ক্ষতি বোলে ক্ষতি, আপনি পুত্রধনে বঞ্চিত হয়েচেন। সেই ভগবান্ সত্যনারায়ণের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করার এই নিদারুণ প্রতিফল। আর নিন্দা কোর্‌বেন না, কোল্লে আপনার রাজ্যধন প্রভৃতি সমস্ত উৎসন্ন হোয়ে যাবে।

বংশ। (অতিবিস্ময়ে) বলেন কি! বাস্তবিক।

সদা। বাস্তবিক। এখন আপনার উচিত, গললগ্নীকৃতবাস হোয়ে, কৃতাঞ্জলিপুটে সুরাসুর-নরারাধ্য জগদীশ্বর সত্যনারায়ণ দেবের পাদপদ্মে ক্ষমা ভিক্ষা করা।

বংশ। আপনি সত্যনারায়ণ দেবতার প্রতি এত অনুরক্ত কেন?

সদা। আমি তাঁরই অপার করুণাবলে ঘোরতর দৈন্যদুঃখ হোতে মুক্তিলাভ কোরেচি। মিথ্যা-পূর্ণ কলিকালে এক মাত্র সত্যনারায়ণই সত্য। তিনি রুষ্ট হোলে, পাপিষ্ঠ মানবকে একবারে নষ্ট করেন; আবার তুষ্ট হোলে, ভক্তগণের সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট সাধন করেন। আপনি অবিলম্বে তাঁর শরণাগত হোন্। বটবৃক্ষতলে গিয়ে, পূজিত স্থানকে ভক্তিভরে প্রণাম করুন্, অবজ্ঞায় পরিত্যক্ত সত্য-প্রসাদ ভক্ষণ করুন্, আপনার মৃত পুত্র পুনর্জ্জীবিত হবে।

বংশ। (সবিস্ময়ে) বলেন কি!

সদা। আর বিলম্ব কোর্‌বেন্ না। পুত্রশোক নিদারুণ শোক।

মণি। (গীত)

দৈবের স্বপন সম বচন শুনিনু কানে।
চল চল, মহারাজ, এ দাসীরে লয়ে বনে॥
হারা-নিধি কোলে নিয়ে,
সত্যদেবে নমি গিয়ে,
হারা-নিধি আবার্ পাব,
সত্যদেবের দয়াগুণে॥
নিমীলিত আঁখি দু'টি
আবার উঠিবে ফুটি,
নীরব বদন-চাঁদে
ফুটিবে হাসি;—
সুধামাখা মা বাণী,
হাসিমুখে পুন শুনি,

হৃদয় জুড়াবে মোর,
আনন্দ খেলিবে প্রাণে ॥

[বস্ত্রাচ্ছাদিত মৃত হংসধ্বজকে লইয়া
সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অরণ্যমধ্যে বটবৃক্ষতল।

আপাদমস্তক বস্ত্রাচ্ছাদিত মৃত হংসধ্বজকে
লইয়া বংশধ্বজ, মণিমালা, সদানন্দ
শর্ম্মা, ধ্রুবন্ধব, দিগম্বর ও
সৈনিকের প্রবেশ।

সদা। মহারাজ! এই বটবৃক্ষতল?

বংশ। এই বটবৃক্ষতল। (ভূতলে মৃত হংস-ধ্বজকে রক্ষা)

সদা। এই বৃক্ষতলেই কাষ্ঠকেতু প্রভৃতি কাঠুরিয়াগণ ও পুষ্টাঙ্গ প্রভৃতি গোপগণ ভগবান্ সত্যনারায়ণের পূজা কোরে থাকে। আহা, তেমন সরল ভক্তদের প্রদত্ত সত্যনারায়ণ-প্রসাদ আপনি ভক্ষণ করেন নি?

বংশ। মহাশয়! আমি ভ্রমবশতঃ যে মহাপাপ কোরে, প্রাণাধিক পুত্রকে হারিয়েছি, এক্ষণে তার প্রায়শ্চিত্ত করি। (কৃতাঞ্জলিপুটে) হে দেবদেব সত্যনারায়ণ! আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা কর। আমি তোমার পাদপদ্মে কোটী কোটী প্রণাম কোচ্চি। (প্রণাম)

সদা। এই যে পত্রোপরি প্রসাদ রোয়েচে।

বংশ। কাঠুরিয়া ও গোপগণ এই প্রসাদই আমাকে দিয়েছিল। আমি ভক্তিভরে এই সত্য-প্রসাদ ভক্ষণ করি। (প্রসাদভক্ষণ করিয়া) কই, মহাশয়, আমার মৃত পুত্র জীবিত হোলো কই?

সদা। (নেপথ্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) মহারাজ! ও ছেলেটি কে আস্চে?

বংশ। কই, মহাশয়?

সদা। ঐ দেখুন।

'মা, মা'—'বাবা বাবা' বলিতে বলিতে
পুনর্জ্জীবিত হংসধ্বজের প্রবেশ।

বংশ। (দেখিয়া বিস্ময়ানন্দে) এই যে আমার প্রাণের কুমার! এই যে আমার হারানিধি! আয় আয় বাপ!

মণি। (বিস্ময়ানন্দে) আয় রে আমার হারা নিধি বাপ আমার, বাপ আমার! (ক্রোড়ে গ্রহণ)

বংশ ও মণি। জয় জয় সত্যনারায়ণ!

মণি। (গীত)

মধুর বোলে, মা বোলে,
ডাক্ রে চেয়ে মুখের পানে।
শোকের জ্বালা, জুড়িয়ে গেল,
সুখের খেলা প্রাণের প্রাণে ॥
হারিয়ে তোরে বিষাদ-ভরে কেঁদেছি কত,
এখন্ আবার গেলেম ভুলে যাতনা যত;—
বিষাদে হরিষ ঘটিল রে,
প্রমাদে প্রমোদ ফুটিল রে;—
শোকের স্বপ্ন লুকালো দূরে,
সুখের স্বপ্ন জাগিল মনে ॥

সৈনি। (সবিস্ময়ে) অলৌকিক ঘটনা! মরে বেঁচে জীবন। জয় সত্যনারায়ণ!

ধ্রুব। দিগম্বর ভায়া! এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা ভয়েতে বোবা হোয়ে ছিলেম, মনে ভেবেছিলেম, ফাঁক পেলে হাঁফ্ ছাড়্‌বো, কিন্তু, ভায়া! এখন যে আবার হাবাগোবা বোবা হোলেম। অ্যাঁ! মরা ছেলে প্রাণ পেলে! সত্যনারায়ণ ঠাকুরের মহিমা বড়ই অদ্ভুত! বল সকলে আবার—

সকলে। জয় জয় সত্যনারায়ণ!

কাষ্ঠকেতু প্রভৃতি কাঠুরিয়া ও কাঠুরিয়াণী
গণ এবং পুষ্টাঙ্গ প্রভৃতি গোপ ও
গোপীগণের প্রবেশ।

সদা। ওহে কাষ্ঠকেতু! ওহে পুষ্টাঙ্গ! তোমরা সকলে বাবা সত্যনারায়ণের কৃপায় কেমন আছ?

কাষ্ঠ ও পুষ্টা। খুব সুখে আছি, ঠাউর মশাই।

(সদানন্দ শর্ম্মাকে সকলের প্রণাম)

সদা। ভগবান্ সত্যনারায়ণের পাদপদ্মে তোমাদের অচলা ভক্তি হোক্।

কাষ্ঠ। মহারাজ! আমরা আড়াল থেকে সব দেখেচি, আর কখন সত্যিনারাণ ঠাকুরের নিন্দে কোরো না।

বংশ। না, কাষ্ঠকেতু, আর কখন ভগবান্ সত্যনারায়ণের প্রতি ভক্তিশূন্য হব না। আমি রাজধানীতে ফিরে গিয়ে, আমার সমস্ত প্রজাদের নিয়ে, সত্যস্বরূপ সত্যদেবের সর্ব্বদা ব্রত পূজা কোর্‌বো। সত্যদেবের কৃপায় হারানিধি আবার পেয়েচি। (সদানন্দের প্রতি) বিপ্রবর! আজ হোতে আপনি আমার ধর্ম্মাচার্য্য হোলেন।

সকলে। (গীত)

সকলে মিলে, হৃদয় খুলে,
ডাকি সত্যনারায়ণে।
দয়ায় যাঁর, পেনু আবার,
হারানিধি তনয়-ধনে।
সুধার নাম, শুনেছি বটে,
দেখি নি সুধা নয়নে।
দেখিনু আজ, অতুল সুধা,
মৃত শিশুর জীবনে॥
সত্য নাম-সুধা সেই,
এমন সুধা আর নেই,
জয় সত্যদেব হরি,
বল রে সবে সঘনে॥

সম্পূর্ণ।

অদ্ভুত ডাকাত।

উপন্যাস।

প্রথমাংশ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শিকার।

আলোকের পর অন্ধকার—উত্থানের পর পতন। গৌড়ের উত্থান, পতনে পরিণত হইয়াছে। যে স্থান এক দিন লোকারণ্য ছিল, সেই স্থান এখন বৃক্ষারণ্য। রাজার প্রাসাদ, প্রজার গৃহ ধূলায় পড়িয়া, ভাঙিয়া চুরিয়া আজ কয় শতাব্দী হইতে নূতন রাজা ও নূতন প্রজাদিগকে বলিতেছে,—"চিরদিন কখনই সমান না যায়!"

সেই ভগ্নাবশিষ্ট, সুনিবিড় অরণ্যাবৃত প্রাচীন গৌড়ে মানুষের পরিবর্তে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুদের বংশবৃদ্ধি হইয়াছিল। তাহাদের অত্যাচারে দশ পনর ক্রোশের মধ্যে মনুষ্য ও গ্রাম্যপশুদের জীবন লইয়া অনেক সময় টানাটানি ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছিল। এ গ্রাম সে গ্রাম করিয়া, যে যে গ্রামে বলিষ্ঠ ও সাহসী লোক ছিল, সকলেই তখনকার ভাল ভাল শিকারীদের নিকট শিকার শিক্ষা করিয়াছিল। তাহার ফল ফলিয়াছিল ভাল, কিন্তু দুর্ব্বল ও ভীরু লোকের সংখ্যা সকল সময়েই অধিক, এবং বলিষ্ঠ ও সাহসীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম; সুতরাং গ্রামবাসীদের প্রাণের ভয় সম্পূর্ণরূপে ঘুচিয়াও ঘুচে নাই।

কোন কোন গ্রামের জমীদার প্রজাগণের ভীতিনিবারণের জন্য পারিতোষিকের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং প্রাচীন ও নূতন শিকারীরা বাঘ মারিয়া বিলক্ষণ দশ টাকার সঙ্গতি করিয়াছিল।

এক দিন পৌষ মাসের ঠিক্ সন্ধ্যার সময় কুড়ি পঁচিশ জন শিকারী নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া, গৌড়ের নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করিল। সকলেই একত্র হইয়া, বিশেষ সতর্কতার সহিত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। এমন সময়ে হঠাৎ এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, "খুব হুঁসিয়ার, ভাই সকল! খুব হুঁসিয়ার। ঐ দিকটে থেকে বড্ড বোট্‌কা গন্ধ আস্‌চে।"

আর একজন নাক সিট্‌কাইতে সিট্‌কাইতে বলিল, "হঁ তাই তো। সকলে বন্দুক ঠিক্ কোরে ধর।"

অনন্তর শিকারীরা একটা দীঘির পাড়ের নিকট উপস্থিত হইল। অনেক কালের দীঘি—অনেক কালের পাড়। দীঘি অনেকটা মজিয়া গিয়াছে—চারিদিকের পাড়ও বৃষ্টির জলে ভিজিয়া ভিজিয়া অনেকটা ক্ষয় পাইয়াছে; তথাপি পাড় যেন ক্ষুদ্র পাহাড়। জানি না, সেই সুবিশাল দীর্ঘিকাটি গৌড়ের কোন্ রাজার কীর্ত্তি। তিনি যিনিই হউন, এত দিনে তাঁর কঠিন হাড় হয় তো মাটি হইয়াছে, কিন্তু তাঁর মাটির পাড় যেন কঠিন হাড় হইয়া, আজিও জাগিয়া আছে। কীর্ত্তির নিয়মই এই—কঠিনকে কোমল করিয়া কোমলকে কঠিন করা।

সশস্ত্র শিকারীরা দীঘির পাড়ের উপর উঠিয়া, কতকগুলা গাছের আড়ালে গোপনে অপেক্ষা করিতে লাগিল। এ দিক ও দিক করিয়া চাহিয়া দেখিল, কিন্তু শিকার্য্য জীবের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইল না। কিয়ৎকাল পরে দেখিতে পাইল, দূরে একটা বাঘী ঝোপের ভিতর হইতে বাহির

হইয়া তাহাদের লক্ষ্যপথে আসিয়া দাঁড়াইল, ব্যাঘ্রী কিন্তু তাহাদিগকে দেখিতে পাইল না। সে দীঘির পাড়ের একটা গহ্বর হইতে বাহির হইয়া, শিকার জন্য প্রস্তুত হইল। সন্ধ্যার সময় বাহির হইয়া, গ্রামগ্রামান্তরে যাইবার বড় সুবিধা; তাই বাঘিনী এতক্ষণের পর গহ্বর ত্যাগ করিয়া, কোন্ দিকে যাইবে, তাই যেন ভাবিতে লাগিল। বাঘিনী যাইবে গ্রামে মানুষ শিকারে; এ দিকে বনে মানুষ আসিয়াছে বাঘিনী শিকারে।

অল্পক্ষণ পরেই রক্তলোলুপা ব্যাঘ্রী চলিতে আরম্ভ করিল। কিয়ৎ দূর গিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল। দুই চারি বার ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া নাক সিট্‌কাইল। অমনি ঘ্রাণশক্তির বলে বুঝিতে পারিল, শিকারের জিনিষ কাছে আছে। দেখিতে দেখিতে ব্যাঘ্রীর মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইল—ভীষণ মূর্ত্তি ভীষণতর হইল—চক্ষু বিস্ফারিত হইল—তন্মধ্য দিয়া তীব্র জ্যোতিঃ বাহির হইতে লাগিল—ধীরে ধীরে দীর্ঘ লাঙ্গুল সঞ্চালিত হইতে লাগিল।

এ দিকে শিকারীরা নিশ্চল স্থাণুর ন্যায় দাঁড়াইয়া ছিল; পরে যেমন দেখিল, লক্ষ্য আর ভ্রষ্ট হইবার নহে, অমনি এক জন একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া ইঙ্গিত করিল। যেমন ইঙ্গিত, অমনি এক সঙ্গে সমস্ত বন্দুকের শব্দ ফুটিয়া উঠিল। শব্দ হইবার অব্যবহিত পুর্ব্বেই বিদ্যুতের ন্যায় জলন্ত অগ্নি প্রত্যেক বন্দুকের মুখে চমক দিয়াছিল। যেমন বন্দুকের শব্দ, অমনি ব্যাঘ্রী বিকট গর্জ্জন করিয়া ভূমিতে লুটিয়া পড়িল, ছটফট করিতে লাগিল। আবার বন্দুকের শব্দ হইল। ব্যাঘ্রীও নিশ্চল হইয়া রহিল।

অনন্তর শিকারীরা ব্যাঘ্রীর নিকটে গিয়া দেখিল, বন্দুকের গুলিগুলি কাজ সারিয়াছে—বাঘ মারিয়াছে। তার পর, পুরস্কারের কথা মনে জাগাতে, সকলে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া মৃতা ব্যাঘ্রী উঠাইয়া লইয়া যাইতে লাগিল। কএক পদ যাইবার পর শুনিতে পাইল, যেন নিকটে অথচ কোথায় শিশুর রোদন-শব্দ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। বাঘের বনে মানুষের ছেলে কাঁদিতেছে! বড় আশ্চর্য্যের কথা! কাজে কাজেই শিকারীরাও চমৎকৃত ও কৌতূহলাক্রান্ত হইল।

তখন সকলে মৃতা ব্যাঘ্রীকে সেখানে রাখিয়া, শিশুকণ্ঠের শব্দ লক্ষ্য করিয়া যাইতে লাগিল। কএক পদ গিয়া বুঝিতে পারিল, দীঘির পাড়ের একটা গহ্বর হইতে সেই শব্দ আসিতেছে। শিকারীদের কৌতূহল দ্বিগুণতর হইল। দলের ভিতর হইতে এক জন শিকারী বলিল, "বাঘের গর্ত্তে কচি ছেলেই তো কাঁদ্‌চে হে! একবার ঢুকে গিয়ে দেখ্‌লে হয় না?"

আর এক জন বলিল, "যদি বাঘ থাকে, তবে—"

অমনি আর একজন তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "গর্ত্তর মুখে গোটা দুই ফাঁকা আওয়াজ করি। বাঘ থাকে তো বেরুবে। যেমন বেরুবে, অমি গুলি কো'র্‌বো।"

অপর ব্যক্তি বলিল, "যদি বন্দুকের আওয়াজ শুনেও বাঘ না বেরোয়।"

আর এক জন হাসিয়া উত্তর করিল, "তবে মাটির গর্ত্তে ঢুকে, শেষে বাঘের পেটের গর্ত্তে ঢুক্‌তে হবে।"

তাহারা এইরূপ পরামর্শ করিতেছে, এমন সময়ে গর্ত্তের ভিতর শিশুর রোদনধ্বনি আরও বাড়িয়া উঠিল। তখন শিকারীদের মধ্য হইতে এক জন লোক বলিয়া উঠিল, "যা থাকে কপালে, চল, গুলিভরা বন্দুক ও অগ্নি অগ্নি অস্তর ঠিক্ কোরে গর্ত্তের ভিতর ঢুকে পড়ি। আলো জ্বালো!"

তাহাই হইল। শিকারীরা সাহসে ভর করিয়া গহ্বরে প্রবেশ করিল। ভিতরে ভয়ানক দুর্গন্ধ! এখানে হাড়, ওখানে চামড়া, সেখানে মাথার খুলি ছড়াছড়ি হইয়া রহিয়াছে। স্ত্রীলোকের শাড়ী, পুরুষের কাপড়, সোণা রূপার দু' পাঁচখানা গহনাও ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে। বাঘিনী যে কত লোকের প্রাণনাশ করিয়াছে, এই সকল চিহ্নই তার প্রমাণ।

দুর্গন্ধের জ্বালায় শিকারীরা নাকে কাপড় চাপিয়া রহিল। দেখিল, গর্ত্তের ভিতর বাঘ নাই,

কেবল একটি নয় দশ মাসের শিশুকন্যা রহিয়াছে। তাহা বাহির হইতে যার কান্না শুনিতে পাইয়াছিল, সেই এই শিশুকন্যা। কন্যাটি কতকগুলা ছেঁড়া কাপড়ের উপর পড়িয়া হাত পা নাড়িতেছে—যন্ত্রণার চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে। শিকারীরা তাহাকে তাড়াতাড়ি তুলিয়া লইল। একজন কন্যাটিকে কোলে লইয়া আদর করিতে লাগিল। যে কয়খানা গহনা পড়িয়াছিল, সেগুলিও তাহারা তুলিয়া লইল। এমন সময়ে একজন বলিল, "আর বিলম্ব কোরে কাজ নি, ভাই! চল, কচি মেয়েটিকে নিয়ে যমের অন্দরমহল থেকে পালাই।"

অনন্তর সকলে মেয়েটিকে লইয়া বাহিরে আসিল। কএক জন মিলিয়া মৃতা ব্যাঘ্রীকে স্কন্ধে উঠাইল, কএক জন আলোক ও অস্ত্র লইয়া প্রস্তুত হইল, একজন শিশুকন্যাটিকে কোলে করিয়া রাখিল। ক্রমে ক্রমে সকলে জঙ্গল ছাড়াইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ধনেশ্বর সিংহ রায়।

গৌড় জঙ্গলের ছয় ক্রোশ দক্ষিণে একটি গণ্ডগ্রাম ছিল। গ্রামটির নামটি সাম্টী। সেখানে সকল প্রকার জাতিরই নিবাস ছিল, তবে রজপুতের বাসই বেশী। সেই গ্রামে ধনেশ্বর সিংহ রায় নামে একজন দুরন্ত রজপুত বাস করিত। ধনেশ্বর, এক ধনের লোভে না করিয়াছে এমন কর্ম্মই নাই। জাল জালিয়াত, উৎপীড়ন, অত্যাচার, আত্মীয় স্বজনের সহিত মর্ম্মান্তিক বিবাদ প্রভৃতি অসংখ্য অসংখ্য পাপকর্ম্ম ধনেশ্বরের অঙ্গভূষণ। টাকাই ধনেশ্বরের জপমালা। ধার্ম্মিকের জিহ্বা নড়িতে চড়িতে হরি বলে, ধনেশ্বরের জিহ্বা নড়িতে চড়িতে টাকা বলে। যার জিহ্বা টাকা বলিতে এত মজবুৎ, না জানি তার মন টাকার জন্য কি বলে। ধনেশ্বরের পত্নীও তথৈবচ। 'যেমন দেবা, তেম্নি দেবী।' নহিলে উভয়ের মনস্কামনা পূরে কই? ধনেশ্বরের ধনেশ্বরীর পরিচয় এক লাইনে সারিয়া দি—

"এক ভস্ম আর ছার, দোষগুণ কব কার?"

প্রভাত হইয়াছে। ধনেশ্বর বাহির বাড়ীর রোয়াকে বসিয়া বাসিমুখ ধুইতেছে। প্রথমে দাঁতন, দ্বিতীয়ে গলমধ্যে অঙ্গুলিপ্রবেশ, তৃতীয়ে অঙ্গুল মর্দ্দনে গর্জ্জন, চতুর্থে ঘন ঘন কুল্লা, পঞ্চমে চক্ষে মুখে জলসিঞ্চন ও ষষ্ঠে মুখাদিমুঞ্ছন। এইরূপে বৃহৎ ব্যাপার সমাপ্ত হইল। কিন্তু একটা কথা হইতেছে, এতটা সময়ের মধ্যে ধনেশ্বর কয় বার কার সর্ব্বনাশ করিবার কয়টা উপায় ভাবিয়াছে? ঈশ্বর জানেন।

এমন সময়ে এক জন খানসামা একটা রূপা-বাঁধান হুঁকায় উত্তম অম্বরী-তামাক সাজিয়া দিয়া গেল। ধনেশ্বর রোয়াকের উপর বেড়াইতে বেড়াইতে তামাক টানিতে লাগিল। পায়েচারির ভাবে ও হুঁকার টানে বেশ বোধ হইল, ধনেশ্বর কোন সরল ব্যক্তির প্রাণে গরল ঢালিবার যোগাড়ে মনের সঙ্গে কি পরামর্শ করিতেছে।

এমন সময়ে কতকগুলি লোক আসিয়া উপস্থিত। কারা তারা? সেই শিকারীরা। তাহাদের মধ্যে এক জনের ক্রোড়ে সেই ব্যাঘ্রীগহ্বরলব্ধা শিশুকন্যাটি নড়িতেছিল। এক জন শিকারী ধনেশ্বরকে নমস্কার করিয়া কহিল।

"বাবু মশাই! কাল সাঁঝের পর গৌড়ের জঙ্গলে একটা মস্ত মাদী বাঘ শিকের কোরেচি। ও পাড়ার শীতল চাটুয্যে মশাই দশ টাকা আর যদু দত্ত মশাই সাত টাকা আট আনা বক্‌সিস্ দিয়েচেন। এখন আপনকার কাছে বক্‌সিস্ চাই। যেমন তেমন বক্‌সিস্ লব, এক এক জনে এক এক টাকা নেবো। আপনি মস্ত জমীদার।"

ধনেশ্বর বিরক্ত হইল। বলিল, "তাদের বেশী বাঘের ভয়, তাই বক্‌সিস্ দেয়। আমার কাছে কেন?"

তখন সেই শিকারী কি ভাবিয়া মনে মনে বলিল, "তা ঠিক! তুমিই তাদের বাঘ। চার পেয়ে

বাঘে যা না কোত্তে পারে, তুমি হেন দু পেয়ে বাঘে কত লোকের যে কত সর্ব্বনাশ কোরেচো, তা ভাব্‌লে শরীর শিউরে উঠে।"

অপর এক জন শিকারী বলিল, "বড় আশা কোরে এসেচি, আপনকার যা খুসি, তাই দিন্‌।"

ধনে। আমি কি বাঘ মাত্তে হুকুম দিয়ে ছিলেম? মারা বাঘ বেচে নিগে যা। তো ব্যাটারা কি জানিস্‌নি, জ্যান্ত রাখ্‌লে কিছু লাভ হয় না, মেরে ফেল্লেই লাভ। বাঘ মেরেচিস্‌, লাভ ক'রে ছিস। হাটে গিয়ে ওটার চামড়া, দাঁত, নখ সব বেচে টাকা তুলগে।"

এই কথা শুনিয়া সেই শিকারী মনে মনে বলিল, "তা যথার্থি, তোমার মত মানুষ বাঘটাকে মাত্তে পাল্লে অনেক গরীব গুর্ব্বো লোকের লাভ আছে। তোমার হাড় গুঁড়ুলে অনেকের হাড় জুড়োয়।"

সে এইরূপ ভাবিতেছে, এমন সময় সদর দর জায় সহসা কোলাহল উঠিল। অমনি ধনেশ্বর শশব্যস্তে মুখের হুঁকা হাতে ঝুলাইয়া ধরিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, "দেউড়ীতে কিসের গোল রে?'

একজন শিকারী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, 'সত্যি মিথ্যে দেখুন না, মশাই।"

ধনে। সত্যি মিথ্যে কি?

শি। আপনি মনে ভেবেচো, হয়তো আমরা বাঘ মারিনি, মিছিমিছি ফাঁকি দিয়ে বক্‌সিস্‌ চাচ্চি। তা নয়, বাবু মশাই, তা নয়। ঐ দেখ কত বড় মাদী বাঘ। ল্যাজ তো নয়, যেন বাব হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি।"

শিকারীর কথা সাঙ্গ হইতে না হইতে বাঘবওয়া শিকারীরা ধনেশ্বরের বিস্তৃত প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিয়া মৃতা শার্দ্দূলীকে ভূতলে শোয়াইল। সামটী গ্রামের স্ত্রী পুরুষ করিয়া, অনেক লোক উঠানে জমিয়া গেল। তন্মধ্যে বালক বালিকার ভাগই অনেক বেশী।

একটি ষষ্ঠবর্ষীয় বালক মৃতা ব্যাঘ্রীর নিকটবর্ত্তী হইয়া দাঁড়াইল। তদ্দর্শনে একটি বৃদ্ধা তাহাকে টানিয়া পিছাইয়া লইল। বালক বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে বলিল, "কেন, বুড়ি, আমাকে টান্‌লি?"

বৃদ্ধা। অত কাছে এগিয়ে যাস্‌ কেন? বাগে পেলে বাঘ ঝাপ্‌টে ধোরে ঘাড় ভেঙে দেবে যে।

বালক। মরা বাঘে কামড়ায় বুঝি?

বৃদ্ধা। আঁকা মউরে হার গিল্‌তে পারে, মরা বাঘে কাম্‌ড়াতে পারে না?

বুড়ীর এইরূপ যুক্তি শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল। আর একটি লোক বুড়ীকে হাসিতে হাসিতে বলিল, "ওগো, মরা বাঘের কিছুই পদার্থ নেই।"

বুড়ী চটিয়া উঠিল, বলিল, "নেই তো 'মরা হাতী লাক টাকা' বলে কেন?"

এ দিকে বুড়ীর সঙ্গে এইরূপ তর্কবিতর্ক চলিতেছে, ও দিকে কতকগুলা ছেলে নূতন তর্কে মাতিয়াছে। কেহ বলিতেছে, "বাঘের পেট তো খুব ঢাক্‌ঢোল পানা নয়, ভাই। তবে মানুষ গরু কোথায় থাকে?"।

কেহ বলিতেছে, "বাঘের পেটে জাতাকল আছে। তাইতে হাড় গোড় পিশে ফেলে।"

কেহ বলিতেছে, "আমাদের মেনী বেরালটা কি এর ছেনা? ঠিক, ভাই, তার মত দেখ্‌তে, না?"

কেহ বলিতেছে, "তা কেন, রে ভাই? বেরাল যে বাঘের মাসী। এই বাঘটাই মেনার বোনঝি।"

কেহ বলিতেছে, "তাও কি হতে পারে? ছোট্ট বেরালের পেটে এত বড় বাঘ জন্মায় কি?"

কেহ বলিতেছে, "কেন জন্মাবে না? একটা মটরের মত মাকড়শার পেট থেকে যে কালে থালার মত সূতোর জাল বেরুতে পারে, সে কালে মেনীর পেট থেকে এত বড় বাঘও বেরুতে পারে।"

যার যা মনে আসিতেছে, সে তাই বলিতেছে। এইরূপে ব্যাঘ্রীবর্ণন চলিতে লাগিল।

উঠানময় ভিড় দেখিয়া ধনেশ্বর বড় বিরক্ত হইয়া উঠিল। বলিল, "ওরে শিকারীরে। যা, মরা বাঘ বাড়ী থেকে বা'র কোরে নিয়ে যা।"

এক জন শিকারী বলিল, "দয়া কোরে কিছু বক্সিস পেলেই নিয়ে যাই," বাবু মশাই।"

ধনে। (অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া) আবার সেই কথা? তামাসা পেয়েছিস্ কি রে ব্যাটারা? (দেহুড়ীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) এই মাধো সিং, এই হনুমান্ চুবে! জল্দি এ লোক্কো নিকাল দেও।"

ধনেশ্বরের এই মধুর ধ্বনিতে উঠানভরা লোক ব্যস্ত হইয়া বাহির হইতে লাগিল। সেই সময়ে, যে শিকারী লোকটির ক্রোড়ে সেই শিশুকন্যাটি ছিল, তাহার গায়ে কএক জন লোকের ধাক্কা লাগিল। আচম্কা ধাক্কা লাগাতে ক্রোড় হইতে কন্যাটি ভূতলে পড়িয়া গেল। আঘাত লাগিল; কন্যা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। লোকটি তাড়াতাড়ি কন্যাটিকে পুনর্ব্বার ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিল। ধনেশ্বর স্বচক্ষে ইহা দেখিয়াও দেখিল না, একটু কষ্টবোধও করিল না। ধনেশ্বরের হৃদয়, বোধ হয়, জীবদান পাওয়া পাষাণ।

আরও একজন দেখিল। সে কে? ধনেশ্বরের পত্নী ভামিনী। বাড়ীর আর কয় জন স্ত্রীলোকের সঙ্গে দোতালার জানালায় দাঁড়াইয়া ভামিনীও বাঘিনা দেখিতেছিল। সে তখন এক জন দাসীকে বলিল, "রাখালের মা! শীগ্গির গিয়ে কর্ত্তাকে বল্, যেন মেয়ে-কোলে লোকটি বেরিয়ে না যায়। আহা, কচি মেয়ে! পোড়ে গিয়ে বড্ড আঘাত পেয়েছে। মরি মরি, দিব্যি মেয়েটি। যা শীগ্গির যা।"

রাখালের মা কর্ত্তার নিকট আসিল। গিন্নীর সমস্ত কথা বলিল। গিন্নীর হুকুম রদ করে, কর্ত্তার সাধ্য কি? হুকুম তামিল হইল। কন্যাটিকে লইয়া শিকারী দাঁড়াইয়া রহিল। ভাবিল, "আমার কপালে কিছু নাচ্লো বুঝি। ভাগ্যে মেয়েটা পোড়ে গিয়েছিল।"

[illegible]র্কেরা চলিয়া গেল। অপর শিকারীরা মরা বাঘ ঘা[illegible] তুলিয়া সদর দরজার বাহির হইল। যাইবার সময় [illegible]রি জন শিকারী সেই শিকারীকে চুপ্ চুপ্ ব[illegible] গেল, "তিন চার মোণ বাঘ-বোয়ে তো সিংহির কাছে নবডঙ্কা পেলুম। তুই সের দুই আড়াই মেয়ে বোয়ে কিছু মাল মারলি দেখ্চি। যাই পাস্, কিছু আমাদের দিস্, ভাই!"

সে বলিল, "মেয়েটির দুধের কড়ির যো বেধে তবে তো।"

"আচ্ছা আচ্ছা" বলিয়া তারা চলিয়া গেল।

বাড়ীর ভিতর হইতে আবার আর একজন দাসী আসিল। ধনেশ্বরকে বলিল, "মা ঠাকরুণ বোল্লেন, আপুনি এই মেয়ে-কোলে লোকটিকে নিয়ে বাড়ীর ভিতর একবার আসুন।"

ধনে। কেন?

দাসী। তা জানি নি।

ধনে। (কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া, শিকারীর প্রতি) ওরে, আমার সঙ্গে আয়।

অগ্রে ধনেশ্বর, পশ্চাৎ দুইজন দাসী ও শিশুকন্যাটি লইয়া শিকারী অন্দরমহলে গিন্নীর নিকট গমন করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিলাপ ও সান্ত্বনা।

কপিলপুর গ্রামের পূর্ব্ব দিকের সীমায় কাছাকাছি সাত আটখানি সামান্য রকমের খোড়ো ঘর ছিল। তারই একটী ঘরে কোন দরিদ্র দম্পতি বাস করিত। স্বামীর নাম ভীমভাম ও পত্নীর নাম দ্রবময়ী। দরিদ্রতা যেন তাহাদের সঙ্গের সাথী হইয়াছিল। ঘর দেখিলে, অবস্থা দেখিলে, তাহারা যে নিতান্ত বিপন্ন, তার আর কোন সন্দেহ থাকিত না। ভীমভাম খাটিয়া খুটিয়া আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া আনিত, দ্রবময়ী তাহাই রন্ধনাদি করিয়া স্বামীকে খাইতে দিত। দুঃখকে সুখ জ্ঞান করিয়াও উভয়ে একপ্রকার কালযাপন করিত। কিন্তু আজ কয় দিন ধরিয়া, তারা নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে। [illegible] যেন কি একটি প্রাণের জিনিষ হারাইয়াছে। সুখ নাই, সোয়াস্তি নাই—দ্রবময়ী

কেবল কাঁদে। উৎসাহ নাই, স্ফূর্ত্তি নাই—ভীমভাম কেবল ভাবে। কুটীর নিরানন্দ। তাহাতে আবার কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। দম্পতি-হৃদয়ের সহিত প্রকৃতির হৃদয়ও অন্ধকার।

ভীমভাম দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "আর কেঁদে কি কোর্‌বে বল? 'যা হবার, তাই হয়' এ কথা তো তুমি আমাকে কত বারই বোলেচো। তবে আর এখন নিজে কেন সে কথা পালন কোচ্চো না? কেঁদো না, চুপ কর।"

দ্রবময়ী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ওগো, মনে করি, কাঁদবো না, কিন্তু সেই মুখখানি মনে পোড়্‌লে চক্ষের জল যে আপনি উথ্‌লে পড়ে। সবেমাত্র সেইটিই আশা ভরসা ছিল, তাও পোড়া কপালে সইল না। আজ এগার দিন হ'ল, বাছা আমার কোথায় গেলো! আর কি তাকে পাবো! বাঘের মুখে পোড়্‌লে জোয়ান মানুষই বাঁচে না, তা অমন কচি মেয়ে! মাকে আমার তখনি সব্বনেশে বাঘ টিপে মেরে, খেয়ে ফেলেচে! হায় হায়! তুমিও যদি সে রাত্রে ঘরে থাকৃতে, তা হ'লেও বাছা আমার হয় তো—" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই দ্রবময়ী আবও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। চক্ষের জলে মলিন বসন ভিজিয়া গেল।

ভীমভাম ললাটে হস্ত চাপিয়া অধোমুখে কি ভাবিতে লাগিল। ভাবনা ক্রমে গাঢ় হইল। চক্ষু-যুগল হইতে কয় বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। নাসা হইতে আবার একটি দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ হইল।

শোকময়ী দ্রবময়ী মুখে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে-ছিল। সহসা দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ শুনিল। বুঝিতে পারিল, তার স্বামীর এই শোক-নিশ্বাস! সে নিজে শোকাতুরা, তথাপি শোকাতুর স্বামীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। সে দৃশ্য অতি অপূর্ব্ব! যেন কণ্টকে গোলাপ!

এইরূপে পরস্পরের বিলাপে ও সান্ত্বনায় কিয়ৎ-ক্ষণ কাটিয়া গেল।

এমন সময়ে কে বাহির হইতে ডাকিল, "বড় কর্ত্তা ঘরে আছ?"

ভীমভাম বুঝিতে পারিল, কণ্ঠ পরিচিত। গৃহ হইতে উত্তর করিল, "দাঁড়াও যাচ্চি হে।" এই বলিয়া বাহিরে গেল। আগত লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। সে কাছে সরিয়া গিয়া ধীর স্বরে জিজ্ঞাসিল, "আজ ক'দিন ধোরে যাও নি কেন? অসুখ টসুক হয়েচে কি?"

ভীমভাম দুঃখের সহিত ধীর স্বরে বলিল, "পাঁচু রে, এমন অসুখ যেন অতি বড় শত্রুরও না হয়।"

আগন্তুক লোকটির নাম পাঁচু। সে ভীমভামের মুখে সহসা এই কথা শুনিয়া চঞ্চল হইয়া ব্যগ্রভাব সহিত বলিল, "ব্যাপার কি?"

ভীমভাম সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। পাঁচু শুনিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। বলিল, "আহা, তাই তো! আর তোমাদের ছেলেপুলে নেই, কেবল সেই মেয়েটিই সম্বল হয়েছিল। তাও ভগবান্ বাঘের পেটে দিলে!" এই বলিয়া সে নীরব হইয়া দণ্ডায়মান রহিল।

অনন্তর ভীমভাম বলিল, "কোন বিশেষ দর-কার পোড়েচে কি?"

পাঁচু। তা নয়, তবে তোমার এত দিন বিলম্ব দেখে মেজো কর্ত্তা আমাকে পাঠিয়ে দিলে।

ভীম। তা বটে, আজ দশ দিন উপরি উপরি যাই নি! যাই বা কেমন কোবে। তা যাক্, তুই গিয়ে স্বরূপকে বল্, পরশু তরশু নাগাদ আমি যাব।

পাঁচু চলিয়া গেল। ভীমভামও পুনর্ব্বার পর্ণ কুটীর প্রবেশ করিল।

এখন পাঠক মহাশয় ও পাঠিকা মহাশয়ার কাছে আমার একটা নিবেদন আছে। তাঁরা হয় তো ভাবিতেছেন, এত নাম থাকিতে এ আবার কি নাম—ভীমভাম? ভাবিবার কথা বটে। যাঁহাদের কর্ণকুহররূপ পানের খিলিটি যামিনী, কামিনী, মলিনী, ক্ষীরোদ, নীরদ প্রভৃতি নামরূপ মৌরী, ধনের চাল, কর্পূর, এলাইচ প্রভৃতি মসলা ভরিয়া আছে, সে খিলিতে কোথা হইতে পাকা কষা সুপারি আসিল—ভীমভাম!

তা আমি কি করিব। কষা সুপারি বুঝিয়া চিবাইলে বেশ বসা হয়। এলাচ, কর্পূর হারি মানে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ব্যথার ব্যথী।

রাত্রি প্রভাত হইল, কিন্তু ভীমভাম ও দ্রবময়ীর শোকরজনীর প্রভাত হইল না। পল্লীর দুই এক জন প্রতিবাসী আসিয়া মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিত। আজিও আসিল। আচ্ছা, দুই এক জন এই বিপদের সময় কেন আসে? বেশী আসে না কেন? এ প্রশ্নের উত্তর যাহাকে জিজ্ঞাসিবে, সেই দিবে। ধনীকে জিজ্ঞাসা কর, ঠিক্ উত্তর পাইবে;—দরিদ্রকে জিজ্ঞাসা কর, তাহাই পাইবে। ঠিক উত্তরটা কিরূপ?—টাকা।

তবে কি টাকাই বড়? ধর্ম্ম বড় নয়? না না, তা কেন? ধর্ম্মই বড়, টাকা কিছুই নয়। যারা ধর্ম্মভয় করে, তারা নরাকারে দেবতা, যারা টাকার টান রাখে, তারা নরাকারে নরকের ভূত! আজ যদি ভীমভামের টাকার জোর থাকিত, তা হ'লে দেখিতে নিজ গ্রাম তো দূরের কথা, কত ভিন্ন গ্রাম হইতে সান্ত্বনাকারী ও সান্ত্বনাকারিণীর আমদানী হইত! কত বন্ধু, মিত্র, সুহৃদ, সখা দেখা করিতে ছুটিত! কত আত্মীয় স্বজন চক্ষের জল মুছিত। কিন্তু তা তো হইবার নয়। ধর্ম্মভয় ও কর্ত্তব্যজ্ঞান ক' জনের আছে? তুমি মর, উচ্ছন্ন যাও, পথের ভিখারী হও, তাতে আসে যায় কি? নরকের ভূতদের টাকা চাই। তাই প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা বলিয়া গিয়াছেন, "অর্থেন সর্ব্বে বশাঃ।"—অর্থেই সবাই বশ। টাকা ঢালিলে তোমার ব্যথার ব্যথী পাইবে—সুহৃদ, সখা, বন্ধু, বান্ধব পাইবে—কত কি পাইবে। আর যেই তোমার টাকা বন্ধ হইল, অমনি যারা তোমায় মাথায় তুলিয়া নাচিত, তারাই পরম শত্রু হইবে—তোমার গলায় ছুরী বসাইবে—জেলে দিবে—গালি দিবে—উচ্ছন্ন দিবে—পিণ্ডি দিবে নহিলে এই দরিদ্র দম্পতির এমন দুর্দ্দশা হইবে কেন?

দুই এক জন লোক ভীমভাম ও দ্রবময়ীকে সান্ত্বনা করিতে আসিত, এ কথা আগেই বলিয়াছি। সেই দুই এক জন লোক যে পরদুঃখকাতর এবং তাদের প্রাণ যে ব্যথীর ব্যথা বুঝিতে অগ্রসর, তা আর বলিতে হইবে না। অদ্য যে লোকটি আসিয়াছে, সেও তাই। এ লোকটি পুরুষ নহে, স্ত্রী। স্ত্রীলোকের হৃদয় পুরুষের অপেক্ষা কোমল। বিশেষতঃ অপত্যস্নেহে একটি নারীহৃদয় এত মহান্ যে, শত শত নরহৃদয় তাহার সহিত তুলিত হইতে পারে না। এই স্ত্রীলোকটির বয়স অন্যূন বত্রিশ বৎসর। প্রৌঢ়ত্বের প্রথম অবস্থা; মস্তকে কাঁচা গোচা চুল; বর্ণ গৌর; দেহ নাতিস্থূল নাতিকৃশ; বিধবা; নাম মহামায়া।

দ্রবময়ী মহামায়াকে বসিবার পীঁড়ি দিয়া বসিতে বলিল। মহামায়া বসিল। বসিয়া জিজ্ঞাসিল, "তোমার সোয়ামী কোথা গেলো? আমি দেখে এলেম মনসাতলার দিক দিয়ে বরাবর কোথা যাচ্চে।"

দ্রব। নাইতে।

মহা। নাইতে?

দ্রব। হ্যাঁ, দিদি!

এই কথা শুনিয়া মহামায়া সদুঃখে বলিল, "আহা, কখুই নাইতে গেলো গা!"

দ্রব। (সবিষাদে) যেমন কপাল, দিদি! আমাদের থাকৃতেও নেই। যদি তাও সঙ্গে থেকে মেয়েটিকে নিয়ে এক রকম কোরে দিন কাটাচ্ছিলেম, তাতেও শেষে বিধেতা বিমুখ হোলো। আর জন্মে অনেক পাপ করেছি, তাই আমার দুঃখের উপর দুঃখু। কত দিনে যে, দিদি, আমার মরণ হবে, এখন তাই কেবল দিনরাৎ ভাবৃচি।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া দ্রবময়ী কাঁদিতে লাগিল।

মহামায়া সান্ত্বনাসূচক বচনে বলিল, "হরিকে ডাক, বোন্! তিনিই বিপন্নের একমাত্র ভরসা।

দেখ্‌বো! চিরদিন সমান যায় না। আজ সুখ, কাল দুখ; আজ হাসি, কাল কান্না। আবার কাল ফের সব ফিরে যায়। আমরা তো সামান্যি মানুষ বৈ তো নয়। অমন যে রাজা রামচন্দর, অমন যে রাজা যুধিষ্ঠির, অমন যে রাজা নল, অমন যে রামের সীতে, অমন যে যুধিষ্ঠিরের দ্রৌপদী, অমন যে নলের দময়ন্তী, তাঁদেরো এক সময় কত কষ্ট ভুগ্‌তে হয়েছিল। কিন্তু শেষে আবার কত সুখ হয়েছিল।"

দ্রবময়ী ম্লানমুখে বলিল, "তা বটে, দিদি! কিন্তু যত দিন যাচ্চে, ততই হতাশ হচ্চি। আমাদের দুঃখ গোচবার নয়।"

মহা। রেতের পর যদি দিন আর না আসে, তবে বল্‌তে পারি যে, দুঃখুর পর সুখও আর আস্‌বে না। কিন্তু ভগবানের রাজ্যে সবই ঠিক।

মহামায়া এই পর্য্যন্ত বলিয়া একখানি কাপড়ের ফালিতে বাঁধা সের খানেক চিড়া, আধ সেরটাক মুড়্‌কি এবং খানিকটা তিলকুটা সন্দেশ লইয়া দ্রবময়ীকে বলিল, "এইগুলি রেখে দাও, বোন্। তোমার স্বোয়ামী নেয়ে এলে খেতে দিও। তুমিও খেও।"

দ্রবময়ী কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সহিত মহামায়ার প্রদত্ত আহার্য্য গ্রহণ করিল। বলিল, 'দিদি! এই নির্ব্বান্ধব পুরে তুমিই আমাদের বড় আপনার। এত দয়া আমি প্রায় আর কারও দেখি নি। আজ এক বছর চার মাস হ'ল, আমরা তোমাদের গাঁয়ে এসে বাস কচ্চি। তখন খুঁকী আমার পেটে। দিদি! বল্‌বো কি, কেউই এখেনে আত্মিস্বজন নেই যে, আমাদের দুটো মুখের কথাও কয়। ভাগ্যে তুমি ছিলে, তাই রক্ষে।"

মহা। হ্যাঁ দেখ্‌বো! কত দিন তোমায় জিজ্ঞেস কোরেচি, কিন্তু তুমি একটি দিনও তোমাদের কথা খুলে বোল্লে না। তোমরা কারা? কেন এ গাঁয়ে এসে বাস কচ্চো?

দ্রবময়ী বলিল, "দিদি! স্বোয়ামীর নিষেধ, আমারো বোল্‌তে ইচ্ছে নেই। সময়ে সকলি জান্তে পার্‌বে।"

মহা। আচ্ছা। তবে এখন আসি।

এই বলিয়া মহামায়া চলিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দরিদ্র দম্পতির মনের কথা।

নির্দ্দিষ্ট দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। ভীমভাম দ্রবময়ীকে ডাকিয়া বলিল, "দেখ, এখন আমি চল্লেম। আজ আর বিলম্ব হবে না। সন্ধ্যের আগেই ফির্‌বো।"

দ্রবময়ী পতির বাক্য শ্রবণে আগ্রহের সহিত বলিল "না না, আজ আর কোথাও যেয়ো না।"

ভীম। খরচপত্র নেই, কিছু যোগাড় কোরে আনি।

দ্রব। মহামায়ার মায়া তো আছে।

ভীম। বাস্তবিক; মহামায়া আমাদের প্রতি বড় দয়াবতী। তার নিজের অবস্থা তত ভাল নয় তবু আমাদের চাল, ডাল, খাবার দাবার যখন তখনই দিচ্চে। বোল্‌তে কি, মহামায়া যেন সাক্ষাৎ মহামায়া অন্নপূর্ণা।

দ্রবময়ী এই কথায় অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিল, "আহা, এমন দয়াময়ী মেয়ে আমি কখন দেখি নি। সে রাক্ষসী যদি মহামায়ার গুণের তিলটুকুও পেত, তা হোলে কি তোমাকে আমাকে আজ এত অসহ্যি যন্ত্রণা——"

কথা শেষ হইবার অগ্রেই ভীমভাম বিরক্ত হইয়া বলিল, "থাক্, তাদের নাম পর্য্যন্তও আর উচ্চারণ কোরো না।" এই বলিয়া ভীমভাম আবার বলিল, "আর বিলম্ব কর্‌বো না, এখন যাই। বেলা বেড়ে যাচ্চে।"

দ্রব। আবার সেই কথা?

ভীম। তা বটে; কিন্তু মহামায়াকে বারম্বার বিরক্ত করা উচিত নয়। নিজে কিছু যোগাড় টোগাড় কোরে আনি। যদি কখন দিন পাই, তবে মহামায়ার ঋণ সহস্র গুণে শুধ্‌বো।

দ্রব। হরি আমাদের সেই শুভদিন শীগ্‌গির দিন্‌।

ভীম। আমিও সেই শুভদিন দেখ্‌বার চেষ্টায় আছি।

দ্রব। কি চেষ্টা?

ভীম। এখন বোল্‌বো না; পরে জান্‌তে পাব্‌বে।

দ্রবময়ী আর কিছু বলিল না। কিন্তু তাহার স্বামী যেরূপভাবের কথা কহিল, তাহাতে সে কথা জানিতে কাহার না কৌতূহল হয়? তা হইলে হইবে কি, ভীমভামের নিষেধ আছে যে, সে যদি কোন কথা বলিতে না ইচ্ছা করে, কাহার সাধ্য তাহাকে তা বলায়। দ্রবময়ী সেটা বিশেষরূপে জানিত, সুতরাং কিছুই বলিল না। সে কথা ছাড়িয়া দ্রবময়ী এই কথা বলিল, "তবে যাও, কিন্তু খুব শীগ্‌গির ফিরে এসো। আমি এখন মহামায়া দিদির বাড়ী যাই।"

অনন্তর উভয়ে উভয়ের গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিল। ভীমভাম অগ্রে চলিয়া গেল। পশ্চাৎ দ্রবময়ী কুটীরদ্বারে তালা বন্ধ করিয়া প্রস্থান করিল।

দূরস্থলে যাইতে হইলে ভীমভাম একটা শক্ত বাঁশের লাঠী সঙ্গে রাখিত। এক্ষণে সে সেই লাঠী লইয়া, "জয় মা কালি!" বলিয়া, অল্প সময়ের মধ্যে কপিলপুর গ্রাম ছাড়িয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ভগ্ন মস্‌জিদে।

কোন্‌ সময়ে আমাদের বর্ণিত উপন্যাসের ঘটনাটি ঘটিয়াছিল, পাঠকপাঠিকাগণকে তাহা বলিয়া রাখা উচিত। যখন বঙ্গদেশে এক দিকে মুসলমান রাজত্বের অবসান এবং অন্য দিকে ইংরেজ-শাসনের সূত্রপাত, ইহা সেই অরাজক সময়ের ঘটনা। রাজ্য-পরিবর্ত্তনের সময় রাজ্যের যে কি এক শোচনীয় অবস্থা ঘটে, তা যাঁরা ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন বিশেষরূপে অবগত আছেন। পুরাতন রাজা হৃত-রাজ্য, সুতরাং তাঁহার কিছুই ক্ষমতা থাকে না, এবং নূতন রাজা হঠাৎ লব্ধরাজ্য, সুতরাং পাকা আইন কানুন, পাকা বন্দোবস্ত কিছুই তাড়াতাড়ি ঠিক করিতে পারে না। এই জন্যই অরাজকের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি, অগ্নিসংযুক্ত বারুদের ন্যায় অকস্মাৎ জ্বলিয়া উঠিয়া রাজ্য ছারখার করিয়া ফেলে।

অরাজকের সময় অন্যান্য অত্যাচারের সহিত ডাকাতিটাও অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে। ডাকাতকে তখন কে শাসন করে? কাজেই প্রজারা সর্ব্বদা সশঙ্কিত হইয়া কষ্টেসৃষ্টে কালযাপন করে। এই পুস্তকের ঘটনাটিরও মূলভিত্তি ডাকাতির উপর।

সেই অরাজক সময়ে, কোথাও জঙ্গলে, কোথাও পাহাড়ে, কোথাও জঙ্গলাবৃত ভগ্ন অট্টালিকা প্রভৃতিতে ডাকাতদের গুপ্ত আড্ডা ছিল। ডাকাতেরা দিবসে তত্তৎ স্থানে লুকাইয়া থাকিত; রাত্রে দলবলে সজ্জিত হইয়া গ্রামে গ্রামে প্রবেশ করিয়া ধনী, মধ্যবিত্ত প্রজাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত। এইরূপ অরাজকী ডাকাতি বার তের বৎসর প্রবল ছিল।

ডাকাতের অনেক আড্ডা। এই স্থলে একটি আড্ডার কথা বলিতেছি। কপিলপুর হইতে প্রায় পাঁচ ক্রোশ পশ্চিমে একটি ক্ষুদ্র নদী। সেই নদীর তীরে প্রায় অর্দ্ধক্রোশব্যাপী একটা নিবিড় অরণ্য। নানাবিধ বৃক্ষলতারূপ সন্তানসন্ততি লইয়া অরণ্যটা নদীতটে অবস্থিত ছিল। সেই অরণ্যের মধ্যে একটি বৃহৎ মস্‌জিদ্‌ ছিল। অনেক দিনের মস্‌জিদ্‌, সুতরাং কালের কুঠারে তাহার অনেক স্থান ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছিল। কালের কুঠারাঘাত নিবারণের নিমিত্ত অনেকগুলি বট অশ্বত্থ বৃক্ষ মস্‌জিদের দেহ মস্তক, শিকড়ে জড়াইয়া ধরিয়াছিল। তাহারা যেন মস্‌জিদ্‌কে বলিয়াছিল, "ভয় কি, ভাই, আমাদের শিকড়রূপ হস্তের মধ্যে তুমি আত্মসমর্পণ কর, কাল তোমার তিল-প্রমাণ ক্ষতিও করিতে পারিবে না।" তাহাদের

আশ্বাস-বাক্যে বিশ্বাস করিয়া, মস্‌জিদ্ তাদের শিকড়ে জড়াইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়! যে সকল অশ্বত্থ বট মস্‌জিদ্‌কে কালকুঠার হইতে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহারাই শেষে পাকের উপর পাক দিয়া বেচারার ইষ্টকরূপ পাঁজরাগুলি এক এক খানি করিয়া খসাইয়া লইয়াছিল। যাহারা বলিয়াছিল, কাল তোমার তিলপ্রমাণ ক্ষতিও করিতে পারিবে না; তাহারাই শেষে সেই বিপন্ন মস্‌জিদের তাল প্রমাণ সর্ব্বনাশ করিল! আহা, এই মস্‌জিদের ন্যায় বিপন্ন মানুষেরাও, দুষ্টবুদ্ধি অশ্বত্থ বটের ন্যায় কুটিল স্বার্থপর নরপিশাচদের দ্বারা কত কষ্টই ভুগিতেছে—কতই কাঁদিতেছে!

সেই মুমূর্ষদশাপন্ন মস্‌জিদের মধ্য প্রকোষ্ঠে পঞ্চাশ ষাট জন লোক বসিয়া নানাবিধ কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। কেহ বক্তা, কেহ শ্রোতা, কেহ বা শ্রোতা বক্তার মধ্যস্থ। একে একটি মাত্র বৈঠক (বসিবার স্থান) তাহাতে এতগুলি লোকের জমায়েৎ, সুতরাং আলাপের মধ্যে বিশৃঙ্খলতার প্রলাপও ঘটিতেছিল। সেই পঞ্চাশ ষাটটি লোককে দেখিলে সহজ লোক বলিয়া বিশ্বাস হইত না। আকার প্রকারে তাহারা বেকার যে, তাহাও নহে। কোন এক প্রকার দুঃসাহসের কার্য্যে তাহাদের হস্ত পদ মন বুদ্ধি বল সমস্তই নিযুক্ত ছিল। সে দুঃসাহসের কার্য্যটা কি? ডাকাতি।

তবে সেই লোকগুলা ডাকাত? তার আর সন্দেহ? সেই ডাকাতদের মধ্যে ইতর জাতির সংখ্যাই অধিক; দুই তিন জন ব্রাহ্মণও ছিল। ভিতরে তাহারা কএক-খানা খেজুর চাটাই বিছাইয়া বসিয়া গল্প করিতেছিল। কেহ খেলো হুঁকায় গুড়ুক টানিতেছিল। কেহ চক্‌মকি ঠুকিয়া গুড়ুকজীবনের সোলা ধরাইতেছিল। গুড়ুকের জীবন কি? অগ্নি। আচ্ছা, তাই যদি হইল, তবে অগ্নিতেই আবার গুড়ুক মরে কেন? ইহার উত্তর অতি সহজ—যাতে উৎপত্তি তাতেই নিবৃত্তি। একটা দৃষ্টান্ত দেখাইয়া এই অতি সহজ অথচ অতি শক্ত কথাটা বুঝাইয়া দি। যথা,—যে বাঙ্গালি ষড়যন্ত্র করিয়া সুখের কামনায় ইংরেজের হস্তে নবাব সিরাজুদ্দৌলার রাজ্যটা ফেলিয়া দিয়াছিল, সেই বাঙ্গালি এখন ইংরেজের জুতার তলায় পড়িয়া অশেষ প্রকারে দুঃখভোগ করিতেছে।

তাৎপর্য্য।—এখানে ইংরেজের হস্তে বাঙ্গালির আশার উৎপত্তি, আবার ইংরেজের হস্তেই নিবৃত্তি। যথা পূর্ব্বোক্ত গুড়ুকাগ্নিসংবাদ।

ভীমভাম বরাবর জঙ্গল ভাঙিয়া ভাঙিয়া সেই মস্‌জিদে আসিয়া উপস্থিত হইল। মস্‌জিদের বাহিরে ইতস্ততঃ কএক জন লোক দাঁড়াইয়াছিল; তাহাদের সহিত ভীমভামের সাক্ষাৎ ও আগত স্বাগত প্রশ্নাদি হইল। বাহিরে তাহারা কাহারা? দস্যুপ্রহরী। এ বড় বিচিত্র কথা! ধনীও প্রহরী রাখে, দস্যুও প্রহরী রাখে। এরূপ হইবার অর্থ কি? অর্থ ও অনর্থ।

অনন্তর ভীমভাম মস্‌জিদ্‌মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। উপবিষ্ট লোকেরা সানন্দে গাত্রোত্থান করিয়া, ভীমভামের সবিশেষ সমাদর ও অভ্যর্থনা করিল। এক মুখের সহিত অনেকগুলি মুখের বাগ্‌ব্যবহার চলিতে লাগিল। অন্যাপেক্ষা অল্পবয়স্ক এক জন ডাকাত ভীমভামকে নূতন গুড়ুক তৈয়ার করিয়া দিল। ভীমভাম তামাক টানিতে টানিতে, ধুঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে, কথা কহিতে কহিতে, কিয়ৎ কাল অতিবাহিত করিল।

পাঁচুর মুখে পূর্ব্বেই স্বরূপের নাম ব্যক্ত হইয়াছে। ভীমভাম দস্যুমণ্ডলীর প্রধান দলপতি, স্বরূপচাঁদ সহকারী দলপতি। ভীমভাম যখন উপস্থিত না থাকিত, স্বরূপচাঁদ তখন দলের কার্য্য সমাধা করিত।

অনন্তর কি কি নিগূঢ় কথা বলিবার জন্য স্বরূপচাঁদকে লইয়া ভীমভাম মস্‌জিদ হইতে বহির্গত হইল। মস্‌জিদের কিঞ্চিৎ দূরে পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে একটি আরণ্যকুঞ্জ ছিল। ছোট বড় বৃক্ষগুলি তার খুঁটি এবং সপত্রপুষ্প লতিকাগুলি তার চালা বা ছাউনি। উপরে রৌদ্র, নীচে ছায়া। মাঝে মাঝে

ফাঁকের ভিতর দিয়া রৌদ্রের টুকরা নামিয়া তলস্থ ছায়ার সঙ্গে কায়া হইয়া, ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। যেন দুঃখে সুখে জড়াজড়ি। সেই নির্জ্জন কুঞ্জটির মধ্যে উভয়ে প্রবিষ্ট হইয়া কর্ত্তিত বৃক্ষকাণ্ডের আসনোপরি পা ঝুলাইয়া বসিল। উভয়ে অতি গোপনীয পরামর্শ করিতে লাগিল। ছাউনী-লতার পার্শ্ব ভেদ করিয়া, এক টুকরা রৌদ্র আসিয়া, ঠিক ভীমভামের ওষ্ঠপ্রান্তে বসিয়া পড়িল। ভীমভামের ওষ্ঠবিনির্গত অমুচ্চভাষিত গুপ্ত কথা শুনিবার জন্যই যেন সেই রৌদ্র টুকরাটি এক বার তাহার গালে, একবার গোঁফে, একবার দাড়িতে, এক-বার ওষ্ঠে, একবার বা নাসাগ্রে নড়িয়া চড়িয়া বসিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রূপ ও গুণ।

ভীমভাম দেখিতে সুশ্রী পুরুষ, কিন্তু দারিদ্র্যের চরম সীমায় আসিয়া রূপের অনেকটা বিরূপতা ঘটিয়াছিল। অঙ্গ ও কেশগুচ্ছ তৈলাভাবে রুক্ষ, বস্ত্র ও উত্তরীয় অর্থাভাবে মলিন, অর্থের অভাবে মুখমণ্ডলে বিষাদ-ছায়া। তথাপি ভীমভাম সুশ্রী পুরুষ। যেন মেঘের অন্তরালে মধ্যাহ্নভাস্কর। ভীমভামের বয়ঃক্রম অন্যূন পঁয়ত্রিশ বৎসর। শরী-রের গঠন বলিষ্ঠ; তবে উপযুক্ত আহারাভাবে কিঞ্চিৎ বলহানি হইয়াছিল। ভীমভামের বক্ষঃ-স্থল বিশাল, বাহুযুগল বর্ত্তুলাকার ও নিটোল, কটিদেশ ক্ষীণ, উদরপ্রদেশ অনতিস্ফীত, গ্রীবা কঠিন, ললাটপট্ট প্রশস্ত, মুখমণ্ডল শ্মশ্রুগুম্ফপরি-শোভিত, নাসিকা দীর্ঘোচ্চ, চক্ষুযুগল মধ্যমাকার ও জ্যোতিঃপূর্ণ। কিন্তু সেই জ্যোতি যেন অনেক দিন ধরিয়া কি একটা অতি নিগূঢ় লক্ষ্যের দিকে সর্ব্বদাই ধাবিত ও আবদ্ধ। আর একটা কথা, ভীমভাম কে? যখন আসিয়া ডাকাতের দলে মিশিল তখন ডাকাত।

আর স্বরূপ? সেও ডাকাত। স্বরূপ দেখিতে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। আকার নাতিদীর্ঘ, গঠন বলিষ্ঠ কেশগুচ্ছ দীর্ঘ ও স্কন্ধ পর্য্যন্ত লম্বিত, ওষ্ঠাধর কিঞ্চিৎ স্থূল, চিবুক কতকটা চাপা, চক্ষু দুটি ছোট, গলায় মালা, ডান হাতে একগাছা রূপার তাগা। বয়সে ভীমভামের অপেক্ষা দুই চারি বৎসর বড়।

এই তো গেল রূপের কথা। এই বার গুণের কথা।

ভীমভাম আরণ্য তরুলতার কুঞ্জে বসিয়া জিজ্ঞাসিল, "স্বরূপ! এ কয় দিনের মধ্যে দলে তো দলাদলি ঘটে নি?"

স্বরূপ ঘাড় চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে উত্তর করিল, "তোমার ভাল বন্দোবস্তে দলাদলি ঘটে নি, তবে কি না টাকার বড় টানাটানি ঘটেচে। সেই জন্যে সকলে কিছু অসুখী।"

এই কথা শুনিয়া ভীমভাম বিমর্ষচিত্তে বলিল, "তা তো হবারই কথা। খেতে প'র্‌তে কষ্ট হ'লে, মানুষের অসুখ তো সঙ্গের সাথী।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, কিয়ৎক্ষণ নীরবে কি ভাবিতে লাগিল। দক্ষিণ বাহু উরুর উপর স্থাপিত এবং বাম বাহুর অঙ্গুলিগুলি কপালের সম্মুখস্থ চুলগুলির মধ্য দিয়া যাওয়া আসা করিতে লাগিল। স্বরূপ নীরবে পার্শ্বভাগ হইতে হাত বাড়াইয়া, লতা হইতে একটা পাতা ছিঁড়িয়া লইল। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যে পাতাটির বোঁটা ধরিয়া, ঘুরাইতে ঘুরাইতে দেখিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে ভীমভাম চক্ষু মেলিয়া বলিল, "দেখ, স্বরূপ! সেই ভাঙা বাড়ীটের মাটির নীচে যে এক কলসী আর দুই ভাঁড় টাকা পাওয়া গিয়েছিল, তার আর কিছুই নেই?"

স্বরূপ। একটি টাকাও নেই। থাক্‌বেই বা কেমন করে? কম্‌বেশ চল্লিশ জন লোক সেই টাকাতেই দিন গুজ্‌রোন্ কোচ্চে। তুমি আমি তো অতি কষ্টেই আধপেটা খেয়ে কাল কাটাচ্চি।

ভীম। তোমার আমার আধপেটাই হোক্ আর নাই হোক্, কিন্তু অপর লোকদের তো চোল্‌বে না। এখন উপায় করি কি?

স্বরূপ। তুমি একবার মুখ ফুটে হুকুম দিলেই তারা দু এক জায়গায় ডাকাতি কোত্তে বেরুতে পাবে।

ভীম। না, স্বরূপ, তা পারবো না। তোমরা যখন দয়া কোরে আমাকে তোমাদের প্রধান সর্দার কোরেচো, তখন আমার উপরোধে তোমাদের আরো কিছু কাল কষ্ট ভোগ কোত্তে হবে। আমি ডাকাত বটে, কিন্তু ধর্ম্মের ডাকাত। অধর্ম্মের ডাকাতিকে আমি নরকের চেয়েও ভয় করি। স্বরূপ! আমার প্রতিজ্ঞা, অধর্ম্মের জগতে ধর্ম্মের ডাকাতি কোরে স্বর্গের পথ নিষ্কণ্টক কোরবো। চল, স্বরূপ! দুজনে মিলে মসজিদে গিয়ে সকলকে বলি, অধর্ম্মের লোভে পোড়ে প্রাণ থাকতে ধর্ম্মের অপমান করা কারই উচিত নয়। বরং ধর্ম্মের জন্য যাবজ্জীবন কষ্ট পাই, সেও ভাল, তবু অধর্ম্মের রাজছত্রও চাই নি। একমনে ধর্ম্মমূর্ত্তি ভগবান্ হরিকে ভক্তিভরে ডাকি চল, তিনিই ক্ষুধার সময় আহার দেবেন, পিপাসার সময় জল দেবেন, দুঃখের সময় সুখ দিবেন। স্বরূপ হে! বেশী বোলবো কি, আমরা সকলে শ্রীহরির হুকুমের ডাকাত। যে ডাকাতিতে পাপের বদলে পুণ্য হবে, দুঃখের বদলে সুখ হবে, অন্ধকারের বদলে আলো হবে, যন্ত্রণার বদলে শান্তি হবে, সেই ডাকাতিই ডাকাতি। তা বই যে ডাকাতি, তা পাপিষ্ঠ লোকেরাই ভালবাসে। ভগবান্ নারায়ণের কৃপায় ভীমভাম যে সকল ডাকাতের প্রধান কর্ত্তা, তারা ধর্ম্মের ডাকাত। সুতরাং আমার পরামর্শ ভিন্ন তাদের কোন কাজই করা ভাল নয়।

ভীমভাম নীরব হইল। নীরব স্বরূপ রব তুলিয়া, সহর্ষে বলিল, "ভাই ভীম! তোমার এই সকল চমৎকার কথাতেই তো আমরা মোহিত হোয়ে যাই। সত্যি বোলচি, ভীম! সত্যি বোলচি, যখন দাবানলের মত জঠরানলে জ্বলি, তখন তোমার এই সুধাভরা কথাগুলি যেন শীতল জলের মত কানের ভিতর দিয়ে গিয়ে পড়ে। জ্বলন্ত জঠরানল তখনি নিবে যায়।"

ভীমভামের মনে সন্তোষ আসিল; ওষ্ঠাধরে হাসির রেখা দেখা দিল; বদনমণ্ডল প্রফুল্ল হইল তখন বলিল, "দেখ, স্বরূপ! সঞ্চিত অর্থ ফুরিয়েচে, কিন্তু ক্ষুধা ফুরায় নি। সুতরাং এইবার সকলের মিলে মিশে গোটাকতক বিশেষ কাজ করবার সময় এসেচে।"

স্বরূপ। কি, সে সব কাজ?

ভীম। ধর্ম্মের কাজ, অধর্ম্মের বাজ। যেখানে ধার্ম্মিক গৃহস্থ বা ধার্ম্মিক ধনী লোক আছে, সেখানে আমরা কখনই ডাকাতি কোত্তে যাব না। ধার্ম্মিকের ধন-সম্পত্তি হরণ বা লুণ্ঠন করা মহাপাপ। কিন্তু যে সকল অধার্ম্মিক ও পরপীড়ক লোক হরির জীবগণকে যার-পর-নাই কষ্ট দেয়, পাপরূপ সমুদ্রের ভয়ঙ্কর তরঙ্গের মত উচ্চে উঠিয়া দীনদুঃখী ধর্ম্মভীরু লোকদের ঘাড়ে চাপিয়া পড়ে, তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব লুঠ করি গে চল। তাদের বিষয়-সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে গরীব দুঃখীদের দান করি গে চল। তার মধ্যে কিছু কিছু অর্থ নিজেদের জীবন ধারণের জন্য রাখবো। আবার শোনো, যদি কোথাও তেমন পাপিষ্ঠ লোকদের দেখা না পাই, তবে সকলে মিলে ভিখারী সেজে দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা কোরে দিন যাপন ক'রবো; তথাপি অধর্ম্মের অধম ডাকাতি কোরবো না। শেষ কথা, হরি দিন দিলে তোমাদের দুঃখের সঙ্গে আমারও দুঃখের অবসান হবে।

স্বরূপ ভীমভামের এই সকল কথা বিস্ময়ের সহিত শুনিতেছিল। যখন ভীমভামের জিহ্বা বিরাম লইল, তখন স্বরূপ অতিশয় আহ্লাদে বিভোর হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। হর্ষগদগদভাবে দক্ষিণ হস্তে ভীমভামের হস্ত ধারণ করিয়া বলিল, "ভীম! ভীম! তুমি কে?"

ভীমভাম ঈষৎ হাসিল, কিন্তু কোন উত্তর করিল না।

স্বরূপ আবার আগ্রহের সহিত বলিল, 'ভাই ভীম! আমি কত বার জিজ্ঞেসা কোরেচি, কিন্তু তুমি কে, তা বল নি। আজ আবার জিজ্ঞেসা কোচ্চি, তুমি কে?"

এ বার ভীমভাম উত্তর করিল, কিন্তু উত্তরটা বড় বাঁকা। স্বরূপকে বাধা দিবার জন্য বলিল, "ও স্বরূপ! আহা, দেখ দেখ, ঐ আধফোটা ফুলটিকে দুরন্ত কীটে কেটে কুটে খণ্ড বিখণ্ড কোরেচে।"

স্বরূপ। তাতে তোমার কি?

ভীম। ঐ ফুলের ব্যথায় আর আমার ব্যথায় কিছুই তফাৎ নেই।

স্বরূপ। তুমি কি বোল্‌চো, বুঝ্‌তে পাচ্চিনি।

ভীম। আমি কে, জান্‌তে চাচ্চো, তাই পরিচয় দিলেম।

স্বরূপ। তুমি সকল সময়েই এই জড়ানে কথা কও।

ভীম। যে নিদারুণ জ্বালা যন্ত্রণায় জড়িয়ে আছে, সে জড়ানো কথাই তো বলে।

স্বরূপ। দোহাই তোমার, খুলে বল, তুমি কে?

ভীম। আমাকে খুলে বোল্‌তে হবে না। ভগবান্ হরি যে দিন মুখ তুলে চাবেন, সে দিন আমি কে, আপনা আপনি খুলে যাবে।

স্বরূপ। এখন্ বোল্‌তে দোষ কি?

ভীম। চল, এখন মস্‌জিদে যাই।

এই বলিয়া ভীমভাম স্বরূপের হাত ধরিয়া বনকুঞ্জ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মহামায়া ও দ্রবময়ী।

এখানে দ্রবময়ী একাকিনী কুটীরে থাকিতে না পারিয়া, মহামায়ার বাড়ীতে গিয়া, নানাবিধ বাক্যালাপে কালক্ষেপ করিতেছিল। পাঠক মহাশয় আর পাঠিকা মহাশয়াকে, ইহার পূর্ব্বে মহামায়ার বিষয় কতকটা বলিয়াছি। এই বার আর একটু বিশেষ করিয়া বলা যাউক। কপিলপুর গ্রামে মহামায়ার নিজ বাটী ছিল না। তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যা স্নেহময়ীর শ্বশুরবাটী এই গ্রামে ছিল। স্নেহময়ীর শ্বশুর শাশুড়ীর পরলোক প্রাপ্তি হওয়াতে একমাত্র স্বামী ও দুইটি দেবর ব্যতীত আর কেহ অভিভাবক ছিল না। সেই জন্য মধ্যে মধ্যে মহামায়া বড় মেয়ের বাড়ীতে আসিয়া, অন্ততঃ তিন চার মাস করিয়া থাকিত এবং অভিভাবিকার কার্য্য করিত। ইহার পূর্ব্বে আর দুই এক বার আসিয়া, দ্রবময়ীর সহিত মহামায়ার আলাপ আত্মীয়তা হয়। এবার সেই পুরাতন আলাপ আত্মীয়তা আরও ঘনীভূত হইয়াছিল। মহামায়ার নিজ বাটী কাজীর হাট নামক একটি গ্রামে। কপিলপুর হইতে প্রায় কুড়ি ক্রোশ পশ্চিমে কাজীর হাট। এই দুই গ্রামের একটি হইতে অন্যটিতে আসা যাওয়া করিতে হইলে পথিমধ্যে দুইটা ছোট ও একটা মাঝারি গোছের নদী পার হইতে হইত।

অদ্য মহামায়া, দ্রবময়ী ও স্নেহময়ীতে অনেকক্ষণ ধরিয়া সাংসারিক কথা, গল্প কাহিনী হইতে লাগিল। মহামায়া যথাসময়ে স্নেহময়ীকে দিয়া দ্রবময়ীর জলযোগের আয়োজন করাইয়া দিল। ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা হইল। হিন্দুর গৃহে সন্ধ্যার সময় ধুনা দেওয়া, দীপ জ্বালা, তুলসীতলায় দীপদান শঙ্খবাদ্য প্রভৃতি যে সকল মাঙ্গলিক ক্রিয়া হইয়া থাকে, তৎসমস্ত সমাপন হইল।

ক্রমে সন্ধ্যার আবির্ভাব দেখিয়া দ্রবময়ী মহামায়াকে বলিল, "তাই তো, দিদি! দিন গেল, রাত এলো! তবুও যে দেখা নেই। দিন থাক্‌তেই ফের্‌বার কথা, তার তো কিছুই দেখ্‌চি নি।"

মহামায়া ঈষৎ হাস্যমুখী হইয়া বলিল, "দিন থাক্‌তেই ফের্‌বার কথা, না হয়, রাত থাক্‌তেই ফিরবে। যদি নেই ফেরে তবে দু বোনে একসঙ্গে রাত কাটাবো। আজ বোলে নয়, এমন তো আরও কত দিন হোয়েচে।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া মহামায়া আবার বলিল, "বলি, হ্যাঁলা দ্রবো! তোর সোয়ামী মাঝে মাঝে কোথায় সারা রাতটা কাটায়?"

দ্রব। তা তো কিছুই জানি নি। জিজ্ঞেসা কোল্লে বলেন, "চাক্‌রির চেষ্টায় উমেদারী কোত্তে

হয়, অনেকের খোসামুদ কোত্তে হয়, কাজে কাজে অনেক রাত্রি হোয়ে পড়ে। আস্তে পারি নি, সেইখানেই রাত কাটাই।"

মহা। তা সত্যি, বোন্! চাকুরির চেয়ে ঝক্‌মারি আর কিছুই নেই। বরং ভিক্ষে করা ভাল, তবু যেন চাকরি কোত্তে না হয়। আমার ছেলেটি একটি চাকুরি পাবার জন্যে দেশ বিদেশে ঘুরে কত কষ্টই না পাচ্চে। তবু ছাই ভাল চাকুরি যোটে না।"

উভয়ের এইরূপ সুখ দুঃখের কথা হইতেছে, এমন সময়ে স্নেহময়ীর কনিষ্ঠ দেবর বাড়ীর মধ্যে আসিয়া দ্রবময়ীকে বলিল, "তোমায় ডাক্‌চে।"

দ্রবময়ীর উত্তর দিবার অগ্রেই মহামায়া বগলাচরণকে জিজ্ঞাসা করিল, "কে ডাক্‌চে? ভীম?"

স্নেহময়ীর কনিষ্ঠ দেবরের নাম বগলাচরণ। সে বলিল, "হ্যাঁ গো।"

"তবে চল্ দেয়্‌বো, তোকে রেখে আসি।"

মহামায়া ও দ্রবময়ী প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় অংশ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

লুঠ।

একটির পর একটি, তার পর একটি করিয়া আটটি বৎসর কাটিয়া গেল। নবম বৎসরটির ভোগ আরম্ভ হইল। অদ্য নবম বৎসরের প্রথম দিন—১লা বৈশাখ। জমীদার, তালুকদার ইত্যাদির অদ্য পুণ্যাহ এবং ব্যবসাদারের নূতন খাতা। অদ্য দেনা পাওনা, আদায় বিদায় বা আদান প্রদানের দিন। সঙ্গে সঙ্গে মুখমিষ্টিরও আয়োজন আছে।

আজ বেলপাড়ার কাছারিতে নাএব ও আমলারা বসিয়া রাইয়েৎদের নিকট খাজনা আদায় করিতেছে। হিন্দু, মুসলমান প্রজারা, যার যেমন সঙ্গতি, তাহার অপেক্ষা বেশী করিয়া জমিদারের প্রাপ্য খাজনা দাখিল করিতেছে। কাছারির খাজনা-খানার টাকার ঘন ঘন ঝন্ ঝন্ শব্দ হইতেছে। সেই শব্দ এক কানে রসা, এক কানে কষা লাগিতেছে। রসা লাগিতেছে জমিদারের কানে, কষা লাগিতেছে প্রজার কানে। এ আবার যে সে জমিদারের কাছারি নহে,—সাক্ষাৎ যমের দ্বিতীয় মূর্ত্তি ধনেশ্বর সিংহ রায়ের কাছারি। মেথর যেরূপ জোঁক প্রতিপালন করে, ধনেশ্বর সেইরূপ আমলা, নাএব প্রতিপালন করিত। সেই সব জোঁকরূপী আমলা নাএব অনবরত প্রজাদের অর্থরূপ রক্ত শোষণ করিত। জমিদার ভয়ঙ্কর কড়া, সুতরাং গরীব প্রজারা জীয়ন্তে মড়া। অনেক কষ্টে—অনেক দুঃখে আজ বেলপাড়া তালুকের প্রজারা, এক দিকে অনর্থের (বিপদের) হাত এড়াইবার জন্য, এবং অপর দিকে অনর্থ (অর্থশূন্য) হইবার জন্য, সিন্দুক, গেঁজে ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া, অর্থ আনিয়া নাএবের সম্মুখে ঢালিয়া দিতেছে। আমলারা দুই একটা করিয়া "রসকরা" দিয়া প্রজাগণকে যেন "বশকরার" মন্ত্র শুনাইতেছে। কিন্তু মিষ্টরসকরার রসে প্রজারা তুষ্ট কি রুষ্ট হইয়াছে, তাহা উৎপীড়ক জমিদারের জমিদারিতে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখুন। এই উপন্যাসখানির পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে তেমন উৎপীড়িত প্রজার, বোধ হয়, অভাব নাই।

এইরূপে সমস্ত দিন ও রাত্রির প্রায় দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত খাজানা-খানায় ধনেশ্বরের খাজনা আদায় হইল। তার পর গণনা করিয়া, খাতার সহিত মিলাইয়া, সমস্ত টাকা তোড়াবন্দী হইল। প্রত্যেক তোড়ায় দুই হাজার হিসাবে টাকার জমাট। এই রূপ সতেরটি পূরা তোড়া। তা ছাড়া একটি ছোট তোড়াও হইল। তার কোলে বা খোলে তিন শত সাঁইত্রিশ টাকা দশ আনা এক পাই ঠাঁই পাইল। মোট চৌত্রিশ হাজার তিন শত সাঁইত্রিশ টাকা দশ আনা এক পাই অদ্যকার আদায়। আবার আশ্বিন মাসেও সেইরূপ এক দফা আদায় হইত। প্রজারা ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িত। এই তো গেল ধনেশ্বরের একটি জমি-

দাবী, এইরূপ আরও তিন চারিটি জমিদারী ছিল। তৎসমস্তের আয় ইহার অপেক্ষা বেশী বই কম ছিল না। জমিদারীর আয় বাদে ধনেশ্বরের অন্যান্য প্রকারে অনেক টাকা আয় হইত। যে সমস্ত ঘৃণিত ও ভয়ঙ্কর উপায়ে ধনেশ্বর সিংহ রায় স্বীয় ধনসম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিল, তাহা মনে করিলেও পাপ হয়। দূর হউক, সে সকল কথায় আর প্রয়োজন নাই।

ক্রমে হিসাব পত্র ঠিক্ করিয়া, নাএব ও আমলারা প্রায় রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় আহারাদি সম্পাদন করিল। তার পর কাহারো নিদ্রায়, কাহারো জাগায় রাত্রি প্রভাত হইল। বৈশাখের ১লা ভাসিল, ২রা আসিল।

জমিদার ধনেশ্বরের হুকুম ছিল যে, দুই তিন শতের বেশী টাকা কোন কাছারীতে মজুত থাকিবে না। সুতরাং প্রাতঃকালে নাএব মহাশয় যথোপযুক্ত লোক সংগ্রহ করিয়া সাম্‌টী গ্রামে সমস্ত টাকা পাঠাইয়া দিলেন। "চিনির বলদেরা" টাকার তোড়া মাথায় করিয়া প্রস্থান করিল। সঙ্গে পঞ্চাশ জন অস্ত্রধারী ভোজপুরী দ্বারবান্ ও পাঁচ জন আমলা চলিল। এ সময়ে ডাকাতি ও রাহাজানির ভয়টা বড় বেশী ছিল, তাই এত অস্ত্রধারীর প্রয়োজন হইয়াছিল।

বেলপাড়া হইতে সাম্‌টী গ্রাম দুই দিন ও এক রাত্রির পথ। অর্থবাহক, অস্ত্রধারক ও গুড়ুক-টানক লোকেরা বরাবর যাত্রা করিয়া ছয় ক্রোশ গমন করিল। উপনীত স্থলে একটি চটী ছিল। সেখানে সকলে স্নানাহার করিয়া, কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর, আবার চলিতে লাগিল। আরও চার পাঁচ ক্রোশ গিয়া সন্ধ্যার সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। রাত্রিকালে রাশি রাশি টাকা লইয়া পথ চলা অনুচিত, সুতরাং তাহারা আর একটা চটীতে উপস্থিত হইল। যে গ্রামে সেই চটী, সে গ্রামের নাম মধুসূদনপুর। অতি ক্ষুদ্র গ্রাম, কিন্তু অতি বৃহৎ নাম। সেখানে দুই চারিখানি আবাস্ত দোকান ছিল। সকলে যামিনী যাপনের নিমিত্ত একটা দোকানে আশ্রয় লইল। কিন্তু স্থান কুলাইল না। তজ্জন্য ঠিক পার্শ্বের দোকানেও স্থান লইতে হইল।

নানা দিকে নানা লোক যায়, যেখানে চটী পায়, সেখানে রাত কাটায়। অপর দোকানগুলিতেও অন্যান্য স্থানের লোকেরা বাসা লইয়াছিল। ধনেশ্বরের লোকেরা যখন সেই চটীতে আসিয়াছিল, তখন আর চার জন লোকও সেখানে আসিয়া অপর একটা দোকানে বাসা লইয়াছিল। অপরিচিত লোক; কে কার খবর রাখে?

যখন রাত্রি প্রায় অর্দ্ধ প্রহর, তখন সেই চারি জন লোকের মধ্যে দুই জন, অপর দুই জনকে চুপি চুপি কি বলিয়া, দোকান ছাড়িয়া গেল। কোথায় গেল, কি জন্য গেল, তাহা বলিতে পারি না। মধ্যে দোকানদার একবার উপস্থিত দুই জনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, তাহাদের মধ্যে অপর দুই জন আহারাদি না করিয়া কোথায় গেল। তাহারা উত্তর করিয়াছিল, "সে দুই জন আজি বাড়ী যাইবে, কারণ তাহাদের বাড়ীতে কার মর মর ব্যারাম হইয়াছে। আমারা কাল সকালে যাইব।" এই পর্য্যন্ত।

রাত্রি যখন দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে, সেই সময়ে মধুসূদনপুরের আধ পোয়া দূরে একটা জঙ্গল মধ্যে অনেকগুলা বড় বড় মশাল জলিয়া উঠিল। বড় অন্ধকার রাত্রি, সুতরাং প্রজ্বলিত মশালগুলার আভা প্রভা, জ্যোতি ভাতি, যা কিছু চাও, সমস্তই বেশ ফুটিয়া উঠিল। সেই আলোকচ্ছটায় তরবারি, সড়কি প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্ররাজি ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। দুই শতের অধিক লোক সেই সকল অস্ত্র ধরিয়া কোথায় যাইবার জন্য তাড়াতাড়ি আয়োজন করিতে লাগিল। আয়োজন ঠিক হইল, সকলে জঙ্গল ছাড়িল। এত রাত্রে এত লোক, হাতে বিশাল মশাল, তরবারি ঢাল, সড়কি বাঁশ! কথা ভাল নয় তো! কারা এরা? বলিতে ভয় হয়।

হঠাৎ ভয়ঙ্কর ঘটনা উপস্থিত। সেই সকল অস্ত্রধারী লোকেরা প্রবল জলপ্রবাহের ন্যায় অতি

সত্বর মধুসূদনপুরের দুইটা দোকান ঘেরিয়া ফেলিল। গর্ভিণীর গর্ভপাত হয়, এইরূপ অতীব বিকট চাৎকার নৈশগগন কাঁপাইয়া তুলিল। যে দোকানে সেই দুই জন লোক ছিল, তাহারা তৎক্ষণাৎ কি একটা সঙ্কেত শব্দ করিয়া, অস্ত্রধারী ও চীৎকারকারীদের দলে মিশিয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে আগন্তুক অস্ত্রধারীরা, প্রখর অস্ত্রসমূহ উত্তোলন করিয়া, ধনেশ্বরের লোকগণকে অতি ভীষণ তর্জ্জন গর্জ্জনে বলিতে লাগিল, "এইও শূয়ার লোক! লাও, সব রূপিয়াকা তোড়া—জলদি লাও—আভি লাও—তোড়া দেখলাও—নেহি তো আভি সব কোইকো গর্দ্দান্ লেঙ্গে।"

মহাবিভ্রাট উপস্থিত! কি হইবে, কি করিবে, কি বলিবে, কেহই কিছু ঠিক্ করিতে পারিল না। চার জন আমলা ও মুটিয়ারা তো ভয়ে জড়সড় হইয়া, আঁকু পাঁকু করিতে লাগিল। কিন্তু নিমক্‌হালাল ভোজপুরীরা একচোট রুখিয়া উঠিল। ঢাল তরবাল ধরিয়া, "আও ডাকু, আও ডাকু" বলিয়া কিয়ৎক্ষণ যুঝিল। কিন্তু পারিল না, হারিয়া গেল। ডাকুর সংখ্যা বেশী এবং অডাকুর সংখ্যা কম, সুতরাং হারিবারই কথা।

অনন্তর দস্যুরা সমস্ত তোড়াবন্দী টাকা মস্তকে উঠাইয়া নির্ভীকচিত্তে প্রস্থান করিল। অস্ত্রধারী দস্যুরা, তাহাদিগকে ঘেরিয়া, সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল। ধনেশ্বরের ধনশূন্য লোকেরা অল্পক্ষণের মধ্যেই সমস্ত দোকান শূন্য দেখিতে লাগিল। একে ডাকাতের হাতে জখম, তাহাতে ধনপিশাচ ধনেশ্বর না জানি আরও কি শাস্তি দিবে, এই ভাবিয়া বেচারীরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল।

"টাকা" উল্টাইলে কি হয়? "কাটা" হয়; যথা—"টাকা"—"কাটা"। এই উল্টা পাল্টার কি বুঝায়? বুঝায় এই, যেখানে টাকা, সেই খানেই কাটা। মনিবের টাকার দায়ে গরীব চাকর বেচারীদের মধ্যে কতকগুলির হাত পা আঙুল কাটা পড়িল। বাস্তবিক, যে শব্দবিৎ ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথমে অর্থের নাম "টাকা" রাখিয়াছিল, সে বড় ভুক্তভোগী।

যৎকিঞ্চিৎ ভাড়া পাইবার আশায় গরীব দোকানদার আজ কি কুক্ষণেই টাকার তোড়াওয়ালাদের স্থান দিয়াছিল। বেচারার ভাড়া তো গেলই, শেষে দোকানে যা কিছু জিনিষপত্র ছিল, তাহাও লণ্ডভণ্ড হইয়া নষ্ট হইয়া গেল। এক ভাড়ার আশায় গরীব ভেড়া হইয়া গেল! কিন্তু এখনও যে, সে দস্যুহস্তে নিষ্কৃতি পাইয়া খাড়া আছে, এই তার পরম সৌভাগ্য!

ডাকাতেরা জয়লাভের সহিত অর্থলাভ করিয়া, ফিরিয়া যাইবার সময় কতকগুলা বন্য লতা ফেলিয়া দিয়া, বলিয়া গিয়াছিল, "জখমীরা এই লতার রস কাটা জায়গায় দিস্। রক্ত পড়া বন্ধ হবে—ব্যথা টাটানি সেরে যাবে।" আহতেরা তাই করিল ও উপকার পাইল। কিন্তু বড় আশ্চর্য্যের কথা যে, ডাকাতেরা ডাকাতি করিতে আসিয়া, কোথায় খুন জখম করিয়া আনন্দলাভ করিবে, তা না হইয়া, আবার ঔষধ দিয়া গেল। এরা কি রকম ডাকাত? কে এই ডাকাতদলের দলপতি? আমার বোধ হয়, সেই—থাক্, আর বলিবার অবশ্যক নাই—পাঠক পাঠিকারা বুঝিতে পারিয়াছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সংবাদ—প্রমাদ—বিষাদ।

পরদিন সন্ধ্যার সময় ধনেশ্বর সিংহ রায়ের লোকেরা সামটী গ্রামে উপনীত হইল। সকলেই ভয়বিমর্ষ ও দুঃখলজ্জিতচিত্তে ধনেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত কথা আদ্যোপান্ত খুলিয়া বলিল। ধনেশ্বর অবাক্ হইয়া শুনিল। মুখ শুকাইল, ধড় ছাড়িয়া প্রাণ যেন কোথায় উড়িয়া গেল। একটি অতি দীর্ঘনিশ্বাস তাহার নাসারন্ধ্র ভেদ করিয়া, তাহার অন্তর্বিপ্লবের অবস্থা টানিয়া লইয়া বাহির হইল। ধনেশ্বরের নিদারুণ কষ্ট হইল। কিন্তু, ধনেশ্বর! তোমার এ কষ্টে অপরের কষ্ট হইবে না। তুমি শত শত দীন দরিদ্র প্রজাকে বিজাতীয় কষ্ট দিয়া, যে অর্থশোষণ করিয়াছিলে,

আশা করি, তাদের কষ্টসমষ্টি একমুষ্টি তুমি এখন বুঝিতে পারিয়াছ। পরকে কষ্ট দিলে নিজেকে কষ্ট পাইতে হয়, পরকে কাঁদাইলে নিজেকে কাঁদিতে হয়, এবং পরের মন্দ করিতে গেলে নিজের মন্দ আগে হয়, এই মহানীতি-বাক্য যদি তুমি মান্য করিতে, মান্য করিয়া স্বায়পথে চলিতে, তবে কি আজ তোমাকে আব্রহ্মস্তম্ভভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িতে হইত? ধনেশ্বর। এখনও হিতাহিতের দর্পণস্বরূপ বিবেকের নির্ম্মল ফলকে আপনার মনের মুখ দেখ, ভবিষ্যতে আর কষ্ট ভুগিতে হইবে না। কিন্তু সে আশা বৃথা! ধনেশ্বর ধনান্ধ—লোভান্ধ। ধনেশ্বর নরপিশাচ।

অনেকক্ষণ নীরবে নীরবে চলিয়া গেল। ধনেশ্বরের মুখে একটিও শব্দ নাই, কিন্তু মনের ভিতর শোক তাপ কষ্ট নৈরাশ্য, দুশ্চিন্তা, যন্ত্রণা যুগপৎ শব্দ করিতে লাগিল। তাহারই দুই একটা ছিন্ন ভিন্ন শব্দ নাসারন্ধ্র দিয়া বহির্গত হইতে লাগিল। পরে অন্তঃসমুদ্রের অনন্ত শব্দতরঙ্গ হইতে একটা শব্দ উথলিয়া ধনেশ্বরের মুখবিবর দিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল। সে শব্দটা এই,—"হায় হায় একবারে চৌত্রিশ হাজার তিন শ সাঁইত্রিশ টাকা দশ আনা এক পাই ডাকাতে লুটে নিলে।"

ক্রমে অন্দরমহলে এই সর্ব্বনাশের কথা প্রবেশ করিল। ধনেশ্বরপত্নী শ্রীমতী ভামিনী ছায়াস্বরূপিণী অর্দ্ধাঙ্গী, সুতরাং কায়াস্বরূপ অর্দ্ধাঙ্গ পতির অবস্থা পাইতে তাহার আর কালবিলম্ব ঘটিল না। দেখিতে দেখিতে বাহিরে অন্দরে শোকোচ্ছ্বাস ও দীর্ঘনিঃশ্বাসের স্রোত ছুটিল—তোড় উঠিল।

বাড়ীর দাস দাসী ও অন্যান্য পরিজনেরাও কর্ত্তা গিন্নীর দশা পাইল। কিন্তু তাদের মধ্যে, বোধ হয়, সাড়ে পনর আনা লোকের হা-হুতাশটা কেবল মৌখিক। কারণ, ধনেশ্বরের জ্বালায় অনেককেই পরমেশ্বর-স্মরণ করিতে হইত।

ধনেশ্বরের দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠার নাম সরলা, বয়স প্রায় নয় বৎসর। কনিষ্ঠার নাম তরলা, বয়স প্রায় সাত বৎসর। রূপে দুইটিই যেন দুইটি জীবন্ত চাঁদ। যখন অন্দরমহলে, ডাকাতে টাকা লুট করিয়াছে, এই কথা রাষ্ট্র হইল, তখন সরলা, তরলা, খেলা করিতেছিল। কথা উঠিল। একে, তাহারা শুনিল আর। উভয়ে ভাবিল, বাহির-বাড়ীতে বুঝি ডাকাত ধরিয়া আনিয়াছে। তাই দেখিবার নিমিত্ত দুই জনে দৌড়িয়া বৈঠকখানায় পিতার নিকট আসিল। উভয়েই অতি ব্যগ্রতা ও কৌতূহলের সহিত "বাবা, ডাকাত! বাবা, ডাকাত!" বলিয়া, মধুর কণ্ঠের মধুর ধ্বনিতে বৈঠকখানা ধ্বনিত করিল।

ধনেশ্বর সাড়া শব্দ দিল না। "নির্ব্বাতনিষ্কম্প-প্রদীপমিব" বসিয়া রহিল।

যে চার জন আমলা, বেলপাড়ার কাছারী হইতে ধনেশ্বরকে টাকা বুঝাইয়া দিতে আসিয়াছিল তাহারা বৈঠকখানায় এখনও বসিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে তিনটি প্রৌঢ় এবং একটি যুবা ছিল। সেই যুবাটির নাম যাদবেন্দ্র রায়। বয়সের সীমা ত্রিশের মধ্যেই। দেহবর্ণ উজ্জ্বল গৌর, মুখশ্রী অতি সুন্দর। সরলা ও তরলার রূপমাধুরী যাদবেন্দ্রের অক্ষিযুগলে প্রতিফলিত হইল। ক্ষণপরেই সরলার নব ফুটন্ত বদনকমলের দিকে যুবকের অক্ষিভ্রমর যুগল অচল হইয়া রহিল।

পূর্ব্বে যাদবেন্দ্র আরো দুই চারি বার ধনেশ্বরের বাটিতে আসিয়াছিল। কিছু দিন হইল ধনেশ্বরের বেলপাড়ার কাছারীতে যাদবেন্দ্র রায় নকলনবিশের একটি কার্য্য পাইয়াছিল। খোরাক পোশাক ছাড়া মাসিক বেতন আট টাকা। মাঝে মাঝে কিছু উপরি পাওনাও ছিল, কিন্তু অসৎ উপায়ে নহে।

ধনেশ্বর যাদবেন্দ্রকে কতকটা ভালবাসিত। সে ভালবাসা তাহার নকলনবিশী কার্য্যের জন্য নহে, অন্য একটি মহৎ কার্য্যের জন্য। এখানে সেই কার্য্যটির উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়া আমি ভরসা করিতে পারি। যখন সর্ব্ব প্রথম যাদবেন্দ্র, চাকুরির প্রার্থনায় ধনেশ্বরের নিকট আসে, তখন তাহার অত্যন্ত আর্থিক কষ্ট ঘটিয়াছিল। সে, সে জন্য ধনেশ্বরের বাটীতে চাকরি পাইতে

পাইলেই, ধনেশ্বরের ফায় ফরমাইস খাটিতে প্রস্তুত ছিল। ধনেশ্বরও একে পায়, আরে চায়। যদি কেবল দুবেলা দুমুঠা খাইয়াও একটা লোক তাহার দপ্তরের কাজ কর্ম্ম করে, তার চেয়ে সুখের বিষয় কি? কাজেই ধনেশ্বর সম্মত হইয়াছিল এবং নিজ গ্রামের নিজ কাছারীবাড়ীতেই যাদবেন্দ্রকে রাখিয়াছিল।

যাদবেন্দ্র আপাততঃ পেটভাতার চাকুরি করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে প্রায় এক বৎসর গত হইল। তবু সেই পেটভাতা। যাই হোক্, পেটভাতার তাহার ভবিষ্যতের পথটা অনেকটা পরিষ্কার হইয়াছিল। কার্য্যকরী বুদ্ধি ও হস্তাক্ষর অতি সুন্দর হইয়াছিল।

সেই সময়ে এক দিন যাদবেন্দ্র মধ্যাহ্নসময়ে ধনেশ্বরের বাটীপার্শ্বস্থ একটা বড় পুষ্করিণীতে স্নান করিতে গিয়াছিল। যখন জলে নামিয়া স্নান করিতেছিল, তখন পুষ্করিণীর অপর পারে সরলা ও তরলা খেলা করিতেছিল, ছোট ছোট গাছ থেকে ফোটা ফোটা ফুল তুলিতেছিল। পুষ্করিণীর পাড়ে অনেকগুলি ফুলের গাছ ছিল। গাছের ঝাড়ে স্থানটা ঝোপের মত হইয়াছিল। দুই ভগিনী অন্যমনস্ক হইয়া, এদিক ওদিক ঘুরিয়া আঁচল ভরিয়া ফুল রাখিতেছিল। এমন সময়ে হঠাৎ একটা বৃহদাকার ভেক, ঝোপের ভিতর হইতে সরলার পায়ের উপর লাফাইয়া পড়িল। অন্যমনস্কা সরলা তৎক্ষণাৎ ভয়ে দৌড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু দুর্দ্দৈবক্রমে ভয়বিহ্বলা বালিকা, পদস্খলিত হইয়া, পুষ্করিণীর জলে গড়াইয়া পড়িয়া গেল। পুষ্করিণীর ঢালুভাগটা জলের ভিতর পর্য্যন্ত গড়ানে ভাবে থাকাতে অভাগিনী সরলা জলের ভিতর তলাইয়া গেল। সরলাকে আর দেখা গেল না, কিন্তু তাহার অঞ্চলসঞ্চিত পুষ্পরাশি জলের উপর ভাসিয়া উঠিল। আহা, জীবন্ত ফুলটি ডুবিল, কিন্তু ভাসিল না, আর অজীবন্ত ফুলগুলি ডুবিল, কিন্তু ভাসিল। কেন এমন হইল? জীবন তো সামান্য বায়ুমাত্র। বায়ু যে অতি লঘু, জলে ডোবে না। কিন্তু এখন দেখিতেছি, যে জীবন বা প্রাণকে আমরা অতি লঘু ভাবি, তা অতি ভারী. এবং যে অজীবন্ত পদার্থকে ভারী ভাবি, তা অতি লঘু। তার প্রমাণ, পুষ্করিণীর জলে সরলা ও ফুল।

এ দিকে কনিষ্ঠা ভগিনী তরলা, কিঞ্চিৎ দূরে অন্য দিকে ফুল তুলিতেছিল। জলে কি পড়িল, শব্দে এই অনুমান করিয়া সেই দিকে চাহিয়া দেখিল। তরলা দেখিল, তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী সরলা ফুলবনে নাই। আরো দেখিল, পুষ্করিণীর জলে মেলাই ফুল ভাসিতেছে এবং অসংখ্য বুদ্বুদ উঠিতেছে। অমনি সে বুঝিতে পারিল, সরলা জলে ডুবিয়া গিয়াছে। কনিষ্ঠা ভগিনীর কনিষ্ঠ প্রাণ, ব্যথা কিন্তু বলিষ্ঠ হইল। তৎক্ষণাৎ সে উচ্চৈঃস্বরে, "দিদি ডুবে গেলো—দিদি ডুবে গেলো" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ও দিকে যাদবেন্দ্রও সরলাকে জলে গড়াইয়া পড়িতে ও ডুবিতে দেখিয়াছিল। সে, তরলার রোদন-চীৎকারের পূর্ব্বেই অতি দ্রুত জল হইতে উঠিয়া আর্দ্রবসনে পুষ্করিণীর পাড় দিয়া দৌড়িয়া আসিল, এবং পলকমধ্যে জলে ঝাঁপিয়া পড়িয়া ডুব দিল।

এ দিকে তরলা কাঁদিতে কাঁদিতে, পিতামাতাকে এই ভয়ঙ্কর সংবাদ দিতে বাড়ীর ভিতর ছুটিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে ধনেশ্বর, ভামিনী ও অন্যান্য লোকেরা "হায় হায়, কি হ'ল, কি হ'ল" বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিল। আসিয়া দেখিল, জলে কেবল ইতঃস্ততঃ ফুল ভাসিতেছে, ঘন ঘন বুদ্বুদ উঠিতেছে—জল কাদায় ঘোলা হইতেছে। ধনেশ্বরের এই শোচনীয় দৃশ্য যেমন দেখা, অমনি বলা—"এস সবাই, জলে ডুবে খুঁজি।"

এই কথা বলিতে বলিতে ধনেশ্বর ও অন্যান্য পুরুষেরা জলে ঝাঁপ দিবার উপক্রম করিল এবং ভামিনী প্রভৃতি রমণীরা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। এমন সময়ে অকস্মাৎ "হারানিধি বিধি মিলাইল।"

সরোবর-সলিলে পদ্ম ফুটিয়া উঠিল। যাদবেন্দ্র অচেতনা সরলাকে, পূর্ব্বে দুই তিন ডুবে পায় নাই, এইবার তুলিয়া ভাসিয়া উঠিল। তটে চাহিয়া দেখিল, লোকে লোকারণ্য—সকলেই ব্যাকুল বিষণ্ণ।

এই আশাতীত দৃশ্য দেখিয়া ধনেশ্বর ও ভামিনী কি পর্য্যন্ত যে আহ্লাদিত হইল, তা আর বলিতে হইবে না। ধনেশ্বর হর্ষভরে বলিয়া উঠিল, "কে? যাদব? বাবা, আজ আমাদের মৃত দেহে প্রাণ দিলি।"

ধনেশ্বরের এই কথা শেষ হইতে না হইতে যাদবেন্দ্র জল ছাড়িয়া স্থলে উঠিল।

ভামিনী হাত তুলিয়া যাদবেন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করিল।

অনন্তর যথাবিহিত প্রক্রিয়ায় সরলার উদরস্থ জল বাহির করা হইল। সরলা চেতনা লাভ করিল; কিন্তু দুর্ব্বল থাকাতে কথা কহিতে পারিল না। ভামিনী তাড়াতাড়ি স্নেহের কন্যা সরলাকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া বাটীর দিকে আস্তে আস্তে যাইতে লাগিল। অন্যান্য সকলে তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। যাইতে যাইতে ধনেশ্বর যাদবেন্দ্রকে বলিল, "যাদব! তুমি এখানে কিরূপে এসেছিলে?"

যাদবেন্দ্র আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা বলিল। তখন ধনেশ্বর যার-পর-নাই পুলকিতচিত্তে বলিল, "বাবা যাদব! ভাগ্যে তুমি স্নান কোত্তে কোত্তে সরলাকে দেক্তে পেয়েছিলে, নৈলে আজ জন্মের মতন হারিয়েছিলেম। তুমি আজ আমার যে অপরিসীম উপকার কোল্লে, তার প্রত্যুপকার কর্বার ক্ষমতা আমার নেই। তবে আমার ক্ষমতায় যার চেয়ে আর বেশী কিছু হতে পারে না, তাই কোর্‌বো। তুমি আমার স্বজাতি, অতএব তোমার সহিত আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলার বিবাহ দেবো। দুই তিন মাসের মধ্যেই এই শুভকার্য্য সমাধা কোর্‌বো। আমি সকলের সমক্ষে তোমার নিকট এই প্রতিজ্ঞা কল্লেম্।"

ধনেশ্বরের এই উপযুক্ত প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া অন্যান্য সকলে তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিল। ভামিনী অতিশয় সন্তুষ্ট হইল।

অনন্তর সকলে বাটীমধ্যে প্রবেশ করিল।

পাঠক মহাশয়! পাঠিকা মহাশয়া! এই সেই যাদবেন্দ্র।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

একের প্রতিজ্ঞাভঙ্গে অপরের আশাভঙ্গ।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, যাদবেন্দ্রের সহিত সরলার শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে কি না? উত্তর,—হয় নাই। দ্বিতীয় প্রশ্ন,—সে কি! গত বৎসরে সরলা জলে ডুবিয়াছিল, সেই সময়ে ধনেশ্বর দুই তিন মাসের মধ্যেই যাদবেন্দ্র ও সরলার দুই হাত এক করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু বৎসর পার হইয়া গিয়াছে, তথাপি দুই হাত দুই ঠাঁই কেন? দ্বিতীয় উত্তর,—ধনেশ্বর ধনলোভে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছে—ধর্ম্মের মাথায় পা দিয়াছে। যতটুকু সময়ের জন্য ধনেশ্বরের মনে টাকার নাম জাগে না, ততটুকু সময়ের মধ্যে ধনেশ্বর ধার্ম্মিক, সাধু, সচ্চরিত্র, বড় উদার। কিন্তু যাই টাকা জাগিল, অমনি ধনেশ্বর কুবিশেষণসমুদ্রে গা ভাসান দিল। সুতরাং যাদবেন্দ্রের সঙ্গে সরলার বিবাহব্যাঘাত ঘটিয়া গিয়াছিল।

ধনেশ্বর এত দূর পিশাচ যে, পাছে যাদবেন্দ্র কাছে থাকিলে, তাহার সহিত সরলার বিবাহের কোনরূপ সুযোগ ঘটে, এই নিমিত্ত, সরলা-উদ্ধারের এক মাস পরেই, নিজ কাছারী হইতে তাহাকে বিদায় দিয়া, বেলপাড়ার কাছারীতে পাঠাইয়া দিয়াছিল। যাদবেন্দ্র সেখানে গিয়া, বিবাহের পরিবর্ত্তে, খোরাক পোষাক ছাড়া আট টাকার নকলনবিশী চাকুরি পাইয়াছিল। ইহাতে যে, সে সুখী হইয়াছিল, তা' তো বোধ হয় না। কিন্তু দরিদ্রের আশা মনে জাগিয়া, আবার মনেই ঘুমাইয়া পড়ে। যাদবেন্দ্রেরও তাই।

ইতিমধ্যে বেলপাড়ার কাছারীতে থাকিয়া যাদবেন্দ্র শুনিয়াছিল যে, বৈশাখ মাসের আটাশে তারিখে অপর পাত্রের সহিত ধনেশ্বরের জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলার বিবাহ হইবে। সেই পাত্র এক জন ধনবান্ জমীদারের পুত্র। নির্ধন যাদবেন্দ্র, তাহার পক্ষে এই নিদারুণ সংবাদে যে, বজ্রাঘাতের অপেক্ষা মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা পাইয়াছিল, তাহা আর বলিতে হইবে না। সংবাদ পাইবার দিন হইতেই তাহার আর ধনেশ্বরের অধীনে চাকুরি করিতে ইচ্ছা রহিল না। যাদবেন্দ্র দেখিল, ধনেশ্বর মিতাবী, মিথ্যা-প্রতিজ্ঞ, কপট, পিশাচ। সুতরাং এমন লোকের অন্নগ্রহণ করায় পাতক আছে। যাদবেন্দ্রের মনে বিজাতীয় ঘৃণা জন্মিল। সেই ঘৃণাই তাহাকে পিশাচের চাকুরি ছাড়িতে উত্তেজিত করিল। তাই আজ ভগ্নহৃদয় যাদবেন্দ্র কর্ম্মে ইস্তফা দিতে আসিয়াছে। অন্য সময় আসিবার সুযোগ পায় নাই। আজ খাজনা জমা দিতে আসিবার সুযোগে মনের কথা বলিতে আসিয়াছে। কিন্তু পথে লুঠ হওয়াতে এবং তজ্জনিত সংবাদে ধনেশ্বরের ঔদ্বিগ্ন ঘটাতে বলি বলি করিয়াও বলিতে পারিতেছে না। বৈঠকখানায় চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

যাদবেন্দ্র সরলাকে বড় ভালবাসিত। সাম্টী গ্রাম ছাড়িয়া, বেলপাড়ায় যাইবার তার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু প্রভুর আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারে নাই। তথাপি মধ্যে মধ্যে বেলপাড়ার কাছারীর কার্য্যাদির সংবাদ লইয়া, এখানে আসিত। পাঁচ ছয় দিন থাকিত। সেই সুযোগে ভবিষ্যা পত্নী সরলাকে দেখিয়া লইত। সেই দেখায়, যাদবেন্দ্র আপনাকে কি পর্য্যন্ত সুখী জ্ঞান করিত তা এরূপ দেখা যে দেখিয়াছে, সেই বুঝিতে পারে। আহা, সে সাধের দেখা ঘুচিয়াছে! আজ যাদবেন্দ্র বিষাদের দেখা দেখিতে আসিয়াছে। বিধি বাদ সাধিয়াছে; যাদবের আশার বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে! যাদবেন্দ্র আজ প্রাণে মরা! মরা প্রাণ আজ বিষে ভরা!

পূর্ব্বে বলিয়াছি, হতাশ যাদব সরলার মুখপানে চাহিয়াছিল। এখন বলিতেছি, আর সে সহিতে পারিল না। কেন পারিল না? তার কারণ আছে। তরলা যাদবেন্দ্রকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে সরলাকে বলিল, "বড় দিদি! তোর বর এয়েচে।" তাই যাদবেন্দ্র আর চাহিতে পারিল না। ভাঙা মরমে শরম বাজিল! তাহার ফল হইল আঘাতের উপর আঘাত—মর্ম্মভেদিনী যন্ত্রণা!

যাদবেন্দ্র বৈঠকখানার বাহিরে গেল। বাহিরে কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া, বাটীর বাহিরে গেল। তথা হইতে সাম্টী গ্রাম ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেল।

টাকার শোকে ধনেশ্বরের কি হইল, না হইল তা বলিতে আমার ইচ্ছা নাই। ধনেশ্বর শীঘ্র ধ্বংস হউক!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

টাকার ভাগ।

এইবার অন্য দিকে যাই। রাত্রি ভোর ভোর হইয়াছে, সুতরাং অন্ধকারের ঘোর ঘোর নাই। উষার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, কিন্তু এখনও ভাল করিয়া চক্ষু মেলিতে পারিতেছে না, তাই আধফোটা আলো আর আধফোটা কালোর কোলে গাছ পালা, লতা পাতা, জল স্থল ঘেসাঘেসি মেশামেশি করিতেছে।

ক্রমে পূর্ব্বদিকের দিগঙ্গনা ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসি কিন্তু এখনও মলিন, যেন অমার্জ্জিতদন্তা রমণীর হাসি। তাহার সেই মলিন হাসি দেখিয়া, আনন্দেই হউক, বা পরিহাসেই হউক, নানাবিধ পক্ষী বৃক্ষশাখায় ডাকিয়া উঠিল। তাহাদের ডাক ডাকিতে নিদ্রিতা পৃথিবী জাগিল।

এমন সময়ে সেই অরণ্যের ভগ্ন মসজিদের নিকট অনেকগুলি লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের সংখ্যা আড়াই শতের কম হইবে না। সকলেই প্রফুল্ল। দেখিলে বোধ হয়, যেন অনেকগুলি স্ফূর্ত্তির মূর্ত্তি একত্র হইয়াছে। এরূপ হইবার একটা বিশেষ কারণ আছে। তাহাদের সঙ্গে অনেক টাকার তোড়া রহিয়াছে।

অনন্তর সকলে মস্‌জিদের মধ্যে টাকার তোড়াগুলি রাখিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। কেহ শুইয়া পড়িল। কেহ তামাক টানিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে আকাশ বেশ ফর্সা হইল। অরুণময় প্রভাত-সূর্য্যের নবীন কিরণ ছড়াইয়া পড়িল। অরণ্যের যেমন অন্ধকাররূপ দুঃখের অবসান হইয়া আলোকরূপ সুখের উদয় হইল, সেইরূপ এই সকল লোকের অনর্থরূপ দুঃখ ঘুচিয়া, অর্থরূপ সুখ দেখা দিল।

প্রায় বেলা এক প্রহর হইয়াছে, এমন সময়ে একটি বলিষ্ঠকায় ব্যক্তি সেই স্থানে দ্রুতগতিতে উপনীত হইল। তাহাকে দেখিয়া তত্রস্থ লোকেরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত বলিয়া উঠিল, "বড় সর্দ্দার! প্রায় সাড়ে সতের তোড়া। এক এক তোড়ায় দুই দুই হাজার টাকা।"

বড় সর্দ্দার কে? ভীমভাম। ভীমভাম এই কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিল, "এইবার তোমাদের খাওয়া পরার দুঃখ ঘুচবে তো?"

তাহারা একবাক্যে বলিল, "খুব খুব।"

পাচু বলিল, "বড় সর্দ্দার? তুমি খুব সন্ধানী। কি বুদ্ধি কৌশল ঘটিয়েই আমাদের পাঠিয়েছিলে, যা হোক্।"

ভীমভাম বলিল, "কি করি, পাচু বল। তোমাদের কষ্ট দেখে আর তিষ্টুতে পারি নি। সর্ব্বদাই ভাবিত ছিলেম। আর তোমরা তো জানই যে, দুষ্ট লোকের ধন হরণ করাই আমার উদ্দেশ্য। আজ প্রায় আট বৎসর হোয়ে গেল, সে কথা মনে আছে তো? আমি বলেছিলেম, অধার্ম্মিকদের উপর আমার ডাকাতি। এই আট বৎসর মধ্যে, চার পাঁচটা সেই রকম বই পাইনি। তোমাদেরো আশ মিটিয়ে কুট্ জোতে পারিনি। অনেক দিনের পর এইবার আর একটা অধার্ম্মিকের টাকা লুঠ হোলো। ভগবান্‌কে সকলে মিলে দণ্ডবৎ কর।"

এই কথা শুনিবামাত্র ডাকাতেরা "জয় ভগবান্!" বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পূর্ব্বদিকে সূর্য্যের পানে চাহিয়া প্রণাম করিল। তার পর ভীমভাম তাহাদের মুখে লুঠন ঘটনার সমস্ত বিবরণ আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিল।

স্বরূপ শৌচক্রিয়া সারিতে গিয়াছিল। এতক্ষণে ফিরিয়া আসিল। ভীমভাম তাহাকে দেখিয়া বলিল, "কেমন স্বরূপ। মঙ্গল তো?"

স্বরূপ হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল, "ভীম যাহাদের সহায় সম্পত্তি, আশা ভরসা, বল বুদ্ধি দাতা, তাদের মঙ্গল অতি উঁচুদরের, ভাই!" এই বলিয়া আবার বলিল, "চল একবার তোমার কৌশলের সুফল দেখাই!" এই বলিয়া ভীমভামের হস্ত ধারণ করিয়া, যেখানে তোড়াগুলি রক্ষিত ছিল, সেখানে উপস্থিত হইল। ভীমভাম দেখিয়া সন্তোষ লাভ করিল।

অনন্তর ভীমভাম স্বরূপকে বলিল, "এখন গোটা কতক কাজ কোত্তে হবে।"

স্বরূপ। কি?

ভীম। কালী মার পূজা আর হরিলুটের জন্য যার যেমন মানসিক, সেই মত রেখে, এই লুটের ঠিক অর্দ্ধেক টাকা মাটীর ভিতর পোঁতে রাখতে হবে।

স্বরূপ। কেন?

ভীম। সময়ে দরকার লাগিবে?

স্বরূপ। বেশ কথা। আচ্ছা, তার পর?

ভীম। যে দোকানদারের দোকানে এই ঘটনা ঘটে, তার কত টাকার জিনিষপত্র লোকসান হয়েচে?

স্বরূপ। আন্দাজ ত্রিশ চল্লিশ টাকার।

ভীম। তাকে একশ টাকা দিয়ে আসতে হবে।

স্বরূপ। তা বেশ কথা। কিন্তু—কে—যা—

ভীম। (বাধা দিয়া) তার চিন্তা কি? আমিই মধুসূদনপুরে গিয়ে দোকানদারকে টাকা দেবো।

স্বরূপ। এখন এ ডাকাতির কথা চাদ্দিকে চাউর হয়েচে। যদি ধরা টরা পড়, তবে—

ভীম। (বাধা দিয়া সহাস্যে) কোন ভয় নেই।

এখন আমার শেষ কথা এই, যাকি টাকা যোগ্যানুসারে সকলকে ভাগ কোরে দাও। তুমিও সেও আমাকেও কিছু দাও।

ভীমতাবের আদেশানুসারে সেই কার্য্য সমাধা হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গভীর নিশায়।

যাদবেন্দ্র সেই রাত্রেই ধনেশ্বরের বাটী ত্যাগ করিয়া, বরাবর কোথায় চলিয়া গেল। অন্ধকার রাত্রে মাঠ ভাঙ্গিয়া, কণ্টকিত ঝোপ ঝোড়ের ভিতর দিয়া পথ চলা বড় সহজ কথা নহে। কিন্তু যাহার প্রাণ মন হৃদয়, নৈরাশ্যের দুর্ভেদ্য অন্ধকারে মগ্ন, যন্ত্রণার কণ্টকাঘাতে ভগ্ন, তার আবার জড়প্রকৃতির অন্ধকার ও কণ্টকে ভয় কি? যাদবেন্দ্র বরাবর চলিল, এ দিক ও দিক করিয়া, পথকে অপথ, অপথকে পথ করিয়া চলিল। দেখিলে বোধ হয়, যেন হাইল-ভাঙ্গা একখানি নৌকা দুর্দ্দমনীয় স্রোতের মুখে পড়িয়া, ঘুরপাক খাইয়া, লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া, কোথায় যাইতেছে। যেরূপ অবস্থা, নৌকা ডোবে কি ভাসে, তার ভরসা নাই।

আজ যাদবেন্দ্রের যে মর্ম্মভেদিনী যন্ত্রণাময়ী দশা, ইহার জন্য যাদবেন্দ্র দোষী, না ধনেশ্বর দোষী? ন্যায়সঙ্গত বিচার করিলে, ইহাতে যাদবেন্দ্রের অণুর অণুমাত্রও দোষ নাই, যত দোষ সেই নরপিশাচ ধনেশ্বরের। দরিদ্র যুবা যাদবেন্দ্র যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, ধনবান্ ধনেশ্বরের কন্যাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করিত, তবে যাদবেন্দ্রই সমস্ত অপরাধে অপরাধী হইত। সে যেমন, পঙ্গুর পর্ব্বতলঙ্ঘনের ন্যায়, পক্ষহীনের আকাশে উড্ডয়নের ন্যায়, দরিদ্র হইয়া ধনীর কন্যালাভে দুরাকাঙ্ক্ষা করিত, তেমনি উপযুক্ত আশা ভঙ্গা ভোগ করিত; তাহাতে কাহারই তাহার প্রতি সহানুভূতি জন্মিত না। কিন্তু সে বেচারা তো তা করে নাই। সে স্বপ্নেও ধনেশ্বরের কন্যালাভের ভাবনা ভাবে নাই। তাহার সর্ব্বনাশ তো মহাপাপিষ্ঠ, ঘোর মিথ্যাবাদী, দেবতার অপেক্ষাও পূজনীয়া প্রতিজ্ঞার অবমাননাকারী ধনেশ্বর করিয়াছে, তাহাকে আজ পাগল করিয়াছে, প্রাণে মারিয়াছে, নৈরাশ্যের অকূলপাথারে ভাসাইয়াছে। ধিক্ ধনেশ্বর! তুমি সামান্য ধনের লোভে, অমূল্য ধন ধর্ম্মের অপমান করিলে! শুধু তুমি নও। তোমার মত শত শত মনুষ্যরূপী নরকের কীট তোমার পাপ পথের পথিক। তোমার ন্যায় তারাও, নানা বিষয়ে নানা লোককে আশ্বাস দিয়া, বিশ্বাস ভাঙ্গে—কথা দিয়া ব্যথা দেয়—আশা দিয়া দুস্তর নৈরাশ্যসাগরে ভাসায়—বিদ্যুজ্জ্বালার ন্যায় ক্ষণিক হাসাইয়া, শেষে নিদারুণ যন্ত্রণার অন্ধকারে কাঁদায়। তোমাকেও ধিক্, তাদিগেও ধিক্! লোকে সংসারকে যে দুঃখের মরুভূমি বলে, সে কেবল তোমাদের ন্যায় দ্বিজিহ্ব নারকীদের নরকলীলা দেখিয়া।

যাদবেন্দ্র মলিনমুখে, শূন্যবুকে, দারুণ অসুখে, গন্তব্য পথের অন্ধকার ভেদ করিয়া চলিতে লাগিল। তাহার সেই শোচনীয় মূর্ত্তিখানি দুই চক্ষে দেখিলে, ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যাইবে না বলিয়া, বিশাল আকাশ যেন নক্ষত্ররূপ লক্ষ লক্ষ চক্ষু মেলিয়া, নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়া দেখিতে লাগিল। তমসাচ্ছন্ন পাদশাখে ঝিল্লীকুল ঝিঁ ঝিঁ করিয়া, কি একটা একটানা শব্দ করিতে লাগিল। বৈশাখী যামিনী, তাই মলয় সমীর সুধীর সঞ্চরণে, কখন ফুলটি, কখন ফলটি, কখন ডালটি, কখন বা পাতাটি নাড়িতে লাগিল। ঝিল্লীকুল এবং মলয় সমীর, বোধ হয়, হতাশ যাদবেন্দ্রকে আশ্বাস দিবার জন্য এইরূপ করিতে লাগিল। যাদবেন্দ্র কিন্তু নৈরাশ্যের তাড়নায় এখন অন্ধ ও বধির, সুতরাং বেচারা চক্ষু থাকিতেও কিছুই দেখিতে পাইল না—কর্ণ থাকিতেও কিছুই শুনিতে পাইল না। আপন মনে হতাশ প্রাণে সম্মুখভাগে পদক্ষেপ করিতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে রজনী অন্ধকার ঘুচিল, কিন্তু যাদবের হৃদয়ের অন্ধকার ঘুচিল না, বরং বাড়িল। রাত্রির অন্ধকারে তার বিষন্ন মুখচ্ছবি বড় কেউ দেখিতে পায় নাই, কিন্তু প্রভাতালোকের প্রভায় সকলেই বিষন্ন মুখ দেখিল, অবসন্ন বুক দেখিল। কাজেই অসুখের উপর চতুর্গুণ অসুখ বাড়িল। এইবার যাদবেন্দ্র বিশ্রামের জন্ত একটি স্থানের অন্বেষণে অন্য দিকে যাইতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসী।

মধুসূদনপুরের দোকানে ধনেশ্বরের ধনলুণ্ঠন ও ভয়ঙ্কর ডাকাতির কথা চারি দিকে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। ধনেশ্বর ডাকাত ধরিবার ও অপহৃত টাকাব তোড়াগুলি পুনঃ পাইবার আশায় তাৎকালিক ইংরেজরাজের ফৌজদারীতে বিধিমত চেষ্টা করিল। ফৌজদারীর মাজিষ্ট্রেট হুকুম জারি করিলেন। চারি দিকে চর গোয়েন্দা ঘুরিতে লাগিল, থানায় নুটিশ জারি হইল, দারোগা প্রভৃতিরা তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু ডাকাতির কিছুই কূল কিনারা করিতে পারিল না।

মধুসূদনপুরের দোকানগুলিতেও যথাবিধি তদন্ত করা হইল! আশে পাশে, গ্রাম গ্রামান্তরে চেষ্টাব ত্রুটি হইল না, কিন্তু আসল কাজে "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া" হইয়া দাঁড়াইল।

ডাকাতির ছুই তিন দিন পরে সেই দোকানদারটি দোকানে কেনা বেচা করিতেছিল। কিন্তু খরিদ্দারকে আশামত জিনিষ দিতেও পারিতেছিল না, অর্থাভাবে পাইকারদের নিকট হইতে জিনিষ কিনিতেও পারিতেছিল না। একে দরিদ্রের স্বল্প পুঁজি, তা যদি নষ্ট হয়, তবে আর রক্ষা থাকে না। গরীব দোকানদার বিষম কষ্টেই পড়িয়াছিল। পয়সা আনিয়া খরিদ্দার ফিরিয়া যায়, দোকানদারের চক্ষের উপর ইহা বড় অসহ্য হইল।

এমন সময়ে যাদবেন্দ্র রায় সেই দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইল। দোকানদার ডাকাতির রাত্রে যাদবেন্দ্রকে নিজ দোকানে দেখিয়াছিল। এখন দেখিয়া, প্রথম দেখায় না হউক, খানিকক্ষণ দেখিয়া চিনিতে পারিল। চিনিতে পারিয়া বলিল, "মশায়, এসেচেন, ভালই হল। সংবাদ কি বলুন দেখি? আপনি এত বিমর্ষ কেন?"

যাদবেন্দ্র মনের ভাব চাপা রাখিয়া, দোকানদারকে বলিল, "যে সংবাদ তুমি জান্তে চাচ্ছ, তারই জন্য আমি বিমর্ষ! তোমার দোকানে আমাব মনিবের অত টাকা ডাকাতে লুটে নিয়ে গেলো, মনিব মহাশয় তাই শুনে বড় দুঃখিত হয়েচেন। তাঁর দুঃখই আমার বিমর্ষতার কারণ।"

দোকানদার এই কথা শুনিয়া দুঃখিত হইল। বলিল, "তা সত্যি, মহাশয়! ডাকাতের পাল্লায় পোড়ে আমারও যা কিছু ছিল, তাও লুটপাট হয়ে গেচে। টাকা গেলে যে কি কষ্ট হয়, তা যার যায়, সেই বোঝে। তা আর ভেবে কিই বা হবে। সকলি ভগবানের ইচ্ছে।" এই বলিয়া আবার বলিল, "এখন এখানে একটু জিরুবেন কি?"

যা। হাঁ একটু বিশ্রাম কোর্‌বো।

দো। বেশ, বেশ। আসুন, বসুন। ওরে ফোট্‌কে! ও ধারে একখানা সপ্ বিছিয়ে, হুঁকো ফিরিয়ে বাবুকে তামুক দে।

যা। আমি তামাক খাইনে।

দো। বেশ কোরেচেন। ও ছাই না খাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। (ফোট্‌কের প্রতি) ওরে, বাবুকে তবে শুধু সপ্ দিয়ে, খপ্ কোরে আমাকে এক ছিলিম তামুক দে।

ফোট্‌কে একটি দশমবর্ষীয় বালক। দোকানদারের নিকটে খাটিত খুটিত এবং যাত্রীদের নিকট দুই চারিটা পয়সা পাইত। যে দিন দোকানে যাত্রীদের শুভাগমন হইত না, সে দিন দোকানদার তাকে দুই কুণিকা মুড়ি, এক কুণিকা মুড়কি ও একটি পয়সা দিত।

দোকানদারের নাম জনার্দ্দন মোদক। ফটিক

চন্দ্র জনার্দ্দনের অনুমতিক্রমে কার্য্য নির্ব্বাহ করিল। যাদবেন্দ্র সপের উপর উপবেশন করিল। জনার্দ্দন ভুড়ুৎ ভুড়ুৎ করিয়া গুড়ুক টানিতে লাগিল। কিয়ৎকাল কাটিয়া গেল।

দোকানের সম্মুখের পথ দিয়া নানাবিধ লোক গতায়াত করিতে লাগিল। এমন সময়ে "বোম ভোলানাথ" বলিয়া একটি সন্ন্যাসী জনার্দ্দনের দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইল। সন্ন্যাসী আবার বলিল, "বাবা! তেরা মঙ্গল হোগা। সাধু সন্ন্যাসীকো কুছ্ ভিক্ষা দে, বাবা!"

সন্ন্যাসীর প্রার্থনা শুনিয়া দোকানদার বলিল, "ঠাকুরজী! সে দিন ডাকাত পোড়ে আমার সব লুটপাট করা হ্যায়। আমি ভারি দুঃখিত হুয়া হ্যায় যে, আপকো কিছু দিতে পারতা নেহি হ্যায়।"

সন্ন্যাসী জনার্দ্দন মোদকের মুখে আগ্রহের সহিত সমস্ত ব্যাপার শুনিল। শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। সন্ন্যাসীর মস্তকে দীর্ঘজটাজূট। তন্মধ্যে কতকগুলি পৃষ্ঠদেশে দোদুল্যমান, কতকগুলি কুণ্ডলী আকারে মস্তকোপরি মণ্ডলীকৃত। আপাদমস্তক ভস্মাচ্ছাদিত। গলদেশে, বাহুমূলে ও মণিবন্ধে রুদ্রাক্ষের মালা বিজড়িত। একখানি শার্দ্দূলচর্ম্ম পরিহিত ও আর একখানি বামকুক্ষিতে পরিচাপিত। বামহস্তে একটি তুম্বী এবং দক্ষিণ হস্তে লোহার দীর্ঘ চিম্‌টা। গলদেশে ভস্মলেপিত যজ্ঞসূত্র। সন্ন্যাসী পরম যোগী। বাহিরের ভাব দেখিয়া বোধ হয়, ভিতরে তার কুভাব নাই।

অনন্তর আগন্তুক সন্ন্যাসী জনার্দ্দনকে বলিল, "বাবা! ভগবান্‌কি খেল্ হ্যায়। হাম্ তুম্ আপ্‌সোস্ কর্‌কে ক্যা করেঙ্গে?"

জনার্দ্দন বলিল, "ঠাকুরজী! ও কথা ঠিক্ হ্যায়, কিন্তু আমি গরিব মানুষ হ্যায়, দোকানপাট বা বন্ধ কোর্ত্তে হোগা হ্যায়।"

সন্ন্যাসী এই কথা শুনিয়া বলিল, "আচ্ছা, বাবা! কুছ্ ভাওনা চিন্তা মৎ কর্। নারায়ণকো এক মন্‌সে চিন্তা কর্। তেরা ভাল হোয় গা।" এই বলিয়া সন্ন্যাসী জনার্দ্দনের মুখের দিকে ক্ষণকাল নিশ্চলচক্ষে চাহিয়া রহিল। তারপর বলিল, "বাবা। তেরা ললাটপট্ বড়া ভালা হ্যায়। ধনলাভকা রেখা দেখা যাতি হ্যায়।"

ভাগ্যে ধনলাভ আছে শুনিয়া জনার্দ্দন তৎক্ষণাৎ সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "গোঁসাই ঠাকুর! আপ্‌নি গুণ্‌তে জান্তা হ্যায়?"

স। হাঁ, বাবা, জান্তা হঁ।

জ। তবে দয়া কোরে গুণে বল্‌ন, কবে ধন লাভ হবে।

স। নীচে উতর আও।

জনার্দ্দন তাড়াতাড়ি দোকানমঞ্চ হইতে নামিয়া সন্ন্যাসীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। সন্ন্যাসী কিয়ৎক্ষণ দূর হইতে তার কপাল দেখিল। তার পর হাসিতে হাসিতে বলিল, "বাবা! মেরা উপর তেরা বিশোয়াস্ হ্যায়?"

জনার্দ্দন প্রণাম করিয়া বলিল, "হাঁ সন্ন্যাসী ঠাকুর, খুব হ্যায়।"

সন্ন্যাসী। ঠিক্ বোল্‌তা?

জনা। ঠিক বোল্‌তা।

সন্ন্যাসী। অচ্ছা। তুম্ আভি যায়কে তুমারা এহি গাঁওকা কিনারেমে যো শিউমন্দির হ্যায়, উস্‌কা পিছে যো বড়া পিপল্‌কা পেড়্ * হ্যায়, উস্‌কা দচ্ছিন্ তরফ্, মূলসে তিন হাত তফাৎমে মট্টি উখাড়্‌কে দেখো।"

এই কথা শুনিয়া জনার্দ্দন যার পর নাই পুলকিত হইল। দৈবধন পাইবে, ইহা শুনিলে ও জানিলে জনার্দ্দন তো জনার্দ্দন, চৌদ্দ ভুবন আহ্লাদে আটখানা হইয়া উঠে। জনার্দ্দন সন্ন্যাসীকে বলিল, "আপনিও দয়া কোরে আসুন। জায়গাটা যদি না ঠিক কোত্তে পারি, গুণে দেখিয়ে দেবেন।"

সন্ন্যাসী সম্মত হইল।

* পিপল = (সংস্কৃত পিপ্পল) অশ্বথ, পেড় = বৃক্ষ। অশ্বথবৃক্ষ।

অনন্তর সন্ন্যাসীকে লইয়া জনার্দ্দন দৈবধন উদ্ধার করিতে চলিল। যাদবেন্দ্র এতক্ষণ বসিয়া সন্ন্যাসীজনার্দ্দনসংবাদ শুনিতেছিল। তাহারও কৌতূহল হইল। সুতরাং সেও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। কেবল জনার্দ্দনের আদেশে ফটিকচাঁদ দোকান ঘর আগলাইয়া রহিল।

যথা সময়ে তিন জনে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইল। সন্ন্যাসীর গণনা সত্য হইল! জনার্দ্দন মোদক মাটি খুঁড়িয়া একটি খুরীতে মুখঢাকা মাটির ভাঁড় পাইল। খুরি খুলিয়া দেখিল, এক ভাঁড় টাকা। আহ্লাদে বিভোর হইয়া গণিয়া দেখিল, এক শত টাকা। জনার্দ্দনের সন্ন্যাসীভক্তি দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। ভাবিল, আবার একবার কপাল-গণাই, হয় তো আরও কোথাও ভাঁড়ভরা টাকা পাইব। এই ভাবিয়া সন্ন্যাসীকে যোড়হস্তে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিয়া বলিল, "গুরুজী! আপনি দেবতা হ্যায়, সাক্ষাৎ এই বুড়া শিব ঠাকুর হ্যায়।" এই বলিয়া শিবমন্দিরের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিল।

সন্ন্যাসী হাসিতে হাসিতে বলিল, "নেহি বাবা! হাম্ শিউ নেহি হ্যায়, ভগবান্ শিউকো কিঙ্কর হ্যায়। যাও বাবা, ঘর যাও।

জনার্দ্দন আগ্রহের সহিত বলিল, "ঠাকুরজী! আর একটি নিবেদন আছে।"

স। ক্যা?

জ। আর একবার আমার কপালটা যদি গুণে দেখেন।

স। আর তেরা কপালমে ধনরেখা নেহি মিল্‌তি হ্যায়।

জ। তবু একবার।

সন্ন্যাসী এবার বিরক্ত হইয়া বলিল, "আরে লোভী! এত্না লালচ কেঁও করতে হো? তেরা ভাগমে যো থা, ওহি মিলা হুআ হ্যায়। লোভ করনেসে এক মুঠ্‌ঠি ধূলিভি নেহি মিলতি হ্যায়। যাও ঘর যাও।

জনার্দ্দন সন্ন্যাসীর মুখভাব দর্শন ও বাক্যভাব শ্রবণ করিয়া, কিঞ্চিৎ ত্রস্ত হইল। আর কিছু না বলিয়া, দণ্ডবৎ করিয়া নিজের দোকানে চলিয়া গেল।

সন্ন্যাসী "বোম্ ভোলানাথ" বলিয়া অন্য দিকে যাইতে লাগিল। কিছু দূর যাইয়া অকস্মাৎ পশ্চাৎ দিকে পদবিক্ষেপের শব্দ শুনিয়া, মুখ ফিরাইল। দেখিল, একটি যুবা তাহার পশ্চাতে আসিতেছে। সন্ন্যাসী তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসিল, "বেটা! তুম্ কোন্ হ্যায়?"

যুবা উত্তর করিল, "যাদবেন্দ্র রায়।"

সন্ন্যাসী বলিল, "তুম্ আভি ওহি দুকান্‌মে আউর পিপল্‌কা পেড়কা লগে থা নেহি?"

যাদবেন্দ্র উত্তর করিল, "হাঁ প্রভুজী!"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গুরু ও শিষ্য।

মধুসূদনপুর গ্রামের উপকণ্ঠে শিবমন্দির, তার পর মাঠ। সন্ন্যাসীর সঙ্গে মাঠে যাদবেন্দ্রের ঐ কথা হইল।

অনন্তর সন্ন্যাস যাদবেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া মাঠের মধ্যস্থ একটা কপিত্থ বৃক্ষমূলের ছায়ায় গিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিল, "বচ্চা! কাহে তুম্ মেরা পাছু পাছু আওতা হ্যায়?"

যা। আপনার নিকট আমার একটি নিবেদন আছে।

স। ক্যা? বোলো।

যা। আমি আপনার শিষ্য হতে প্রার্থনা করি।

স। (সহাস্যে) কেঁও, বাবা! এয়সা ইচ্ছা কাহে করো? সংসারীকা সন্ন্যাসীকো চেলা হোনা অচ্ছা নহি। পুত্র পরিবার ধন জন ছোড়্‌কে কেঁও কষ্টসাগরমে ডুবো গে?

যা। প্রভু! আমার স্ত্রীপুত্র নাই।

স। তুমারা স্ত্রীপুত্র ক্যা মর্ গেয়া?

এবার যাদবেন্দ্রের বাক্‌রোধ হইল, নয়নযুগল অশ্রুভারে উথলিয়া উঠিল। যুবা কাঁদিয়া ফেলিল।

তদ্দর্শনে সন্ন্যাসী ব্যথিত হইল এবং সান্ত্বনা-বাক্যে বলিল, "বচ্চা! রোয়কে ক্যা করোগে? সভি নারায়ণ কি ইচ্ছা। মেরা বচন শুনো, রোও মৎ।"

যাদবেন্দ্র আর থাকিতে পারিল না। মুখ ফুটিয়া সাশ্রুনয়নে বলিল, "প্রভু! আমার স্ত্রীপুত্র মরে নাই।"

স। তব কেঁও রোতে হো?

যা। আমার বিবাহই হয় নাই।

স। তব তো আউর ভলা। কেঁও খালি খালি রোয়কে কষ্ট ভোগ কর্‌তে হো?

যা। ঠাকুর! সাধ কোরে কি আজ চোখের জল ফেল্‌চি। আমার মত হতভাগ্য পুরুষ আর কেউ নেই।

এই কথা শুনিয়া সন্ন্যাসীর মনে কি এক চিন্তার উদয় হইল। কিসের জন্য যুবা কাঁদিতেছে, কি এমন তাহার বিপদ ঘটিয়াছে, কিসে বা তাহার মনোভঙ্গ হইয়াছে, বিশেষ করিয়া জানিবার জন্য সন্ন্যাসীর মনে অতিশয় কৌতূহল হইল। নিতান্ত ব্যগ্রতার সহিত যাদবেন্দ্রকে বলিল, "বাবা! তুমারা ক্যা হুআ হ্যায়, সব মুখ্‌কো জল্‌দি খোল্‌খাল্ বোলো তো।"

তখন যাদবেন্দ্র, ধনেশ্বর ও তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত কথা খুলিয়া বলিতে লাগিল।

সন্ন্যাসী নির্ব্বাক্ হইয়া শুনিতেছিল। যেমন যাদবেন্দ্রের কথা শেষ হইল, অমনি তাহার হস্ত ধরিয়া বলিল, "লড়্‌কা! মেরা উপর তেরা বিশ্বোয়াস হ্যায়?"

যাদবেন্দ্র সন্ন্যাসীর পদযুগল স্পর্শ করিয়া বলিল, "হাঁ প্রভু! আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমার অচল বিশ্বাস আছে। আমি স্বচক্ষে এই কতক্ষণ আপনার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখেচি। আপনি সামান্য মানুষ নন, আপনি দেবতা"

সন্ন্যাসী বলিল, "বেটা! মেরা উপর তেরা বিশ্বোয়াস্ হুআ হ্যায় তো এক কাম কর্।"

"আজ্ঞা করুন্" বলিয়া যাদবেন্দ্র সন্ন্যাসীর পদত্যাগ পূর্ব্বক উঠিয়া দাঁড়াইল।

সন্ন্যাসী কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিল। ভাবিয়া বলিল, "তুম্ যো মেরা চেলা হোনে কা ইচ্ছা পর্‌কাশ কিয়া থা, উহ ইচ্ছা কার্য্যমে ঠিক্ কর্‌নে কো শকোগে?"

যা। হাঁ, প্রভু! আমি আপনার শিষ্য হব।

স। বিবাহ কা ইচ্ছা একদম্ ছোড়্‌নে শকোগে?

যা। বিবাহের ইচ্ছা পূর্ব্বেই ছেড়েছি। চির-জীবন আমি কুমারাবস্থায় থেকে আপনার শিষ্য হোয়ে আপনার চরণসেবা করবো।

স। তব মেরা সঙ্গ্ আও।

বাস্তবিক, যাদবেন্দ্র নিজের অবস্থা ভাবিয়া, লোকচরিত্রের ছলনা বুঝিয়া, লোকসমাজের কাণ্ড কারখানা দেখিয়া, মনুষ্যজিহ্বার চাতুরীপূর্ণ বাক্য শুনিয়া, সাধারণ লোকের সহিত মিশিতে অনিচ্ছুক হইয়াছিল। নির্জ্জনে একাকী থাকিতে বা কোন সাধু সন্ন্যাসীর শিষ্য হইয়া, তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া, জীবন কাটাইতে মনন করিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে তার সে আশা পূর্ণ হইল। আজ যাদবেন্দ্র সন্ন্যাসীর শিষ্য। আজ সে বিবাহের শত্রু ও চিরকৌমার্য্যের বন্ধু।

অনন্তর সন্ন্যাসী যাদবেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া বরাবর কোথায় যাইতে লাগিল। অনবরত হাঁটিয়া চার পাঁচ ক্রোশ দূরে একটি ক্ষুদ্র নদীতটে উপনীত হইল। সেখানে একটি ঘাটের উভয় পার্শ্বে ছয়টি করিয়া বারটি শিবমন্দির স্থাপিত ছিল। মন্দির-গুলির অবস্থা দেখিয়া বোধ হইত, তাহাদের বয়স এক শত বৎসরের কম ছিল না।

সন্ন্যাসী সেই স্থলে গিয়া, যাদবেন্দ্রকে নদীতে স্নান করিতে বলিল। যাদবেন্দ্র স্নান করিল। স্নানের পর সন্ন্যাসী ঠাকুর যাদবেন্দ্রের মস্তকে শিবের প্রসাদী ফুল দিয়া যথাবিধানে শিষ্যত্বে বরণ করিল। যাদবেন্দ্র ভক্তিভরে গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিল।

তার পর সন্ন্যাসী ঠাকুর তাহাকে বলিল, "বেটা! অব্ তোম্ এক কাম করো। হাম্ ভিচ্ছা

কর্‌কে দো তিনঠো রূপেয়া জমা কিয়া হ্যায়। তোম্ লেও। ইস্‌মেসে খরচ উবচ কর্‌কে ভোজন উজন করো। এই মন্দিরমে রহো। থোড়া দূর এক গাঁও হ্যায়, উস্‌কা নাম চণ্ডীবাটী। উহাঁ বাজার আউর দোকান হ্যায়। যো দরকার হোগা, উহাঁসে মোল্ লাও। আজ হাম্ দুস্‌রা জাগামে যাউঙ্গা।” এই বলিয়া সন্ন্যাসী তুম্বীর ভিতর হইতে একখানা নেক্‌ড়ায় বাঁধা তিনটি টাকা যাদবেন্দ্রের হস্তে দিল।

যাদবেন্দ্র টাকা লইয়া বলিল, “আপনি কোথা যাবেন?”

স। আজ তপস্যা করনেকো যাউঙ্গা। কল্ ফের দু পহর কো আউঙ্গা। তোম্ রাৎমে এই মন্দিরকে ভিতর শো রহো।

“যে আজ্ঞে” বলিয়া যাদবেন্দ্র গুরুকে প্রণাম করিল।

সন্ন্যাসী আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেল।

এক্ষণে যাদবেন্দ্রকে আমি একটা কথা বলি, যাদবেন্দ্র! যে সন্ন্যাসীর তুমি শিষ্য হইলে, এ সন্ন্যাসী সাধারণ লোক নয়। তুমি জান না, কিন্তু আমি জানি, এ সন্ন্যাসী সেই ভীমভাম। ঈশ্বর তোমাকে অকূলপাথারে কাণ্ডারী মিলাইয়া দিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ভীমভামের প্রতিজ্ঞা।

নবীন শিষ্য যাদবেন্দ্রকে শিবমন্দিরে রাখিয়া চতুর সন্ন্যাসী গুরুফে ভীমভাম বরাবর ভগ্ন মস্‌জিদে চলিয়া গেল। এমনি কৌশলময় বেশ-ভূষা, এমনি কৌশলময় কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তন যে, বিশেষ পরিচিত লোকেরাও ভীমভামকে প্রকৃত সন্ন্যাসী ব্যতীত ভীমভাম বলিয়া চিনিতে পারিত না।

সন্ন্যাসী যথাসময়ে মস্‌জিদারণ্যে প্রবেশ করিল। বনরক্ষক দস্যুরা এক জন অপরিচিত সন্ন্যাসীকে বনপ্রবিষ্ট দেখিয়া, তাহার গতিপথ রোধ করিল। বলিল, “তুমি কে?”

“সন্ন্যাসী।”

“এখানে কি দরকার?”

“কুছ্ নেহি।”

“তবে কেন জঙ্গলে ঢুকেছ?”

“তপ্ করনেকা ওয়াস্তে একঠো নির্জ্জন স্থান ঢুঁড়তা হুঁ।”

এই কথা শুনিয়া দস্যুদের মনে সন্দেহ জন্মিল। সন্ন্যাসী একবার বলিল, ‘এখানে কিছু দরকার নাই।’ আবার বলিল, ‘তপ করবার জন্য একটা নির্জ্জন স্থান অন্বেষণ করিতেছি।’ এক জিহ্বায় এক পলকে দুই কথা, সুতরাং ডাকাতদের মন সন্দিগ্ধ হইবে না তো কি?

তৎক্ষণাৎ তাহারা, সন্ন্যাসীকে গ্রেপ্তার করিল। এক জন দস্যু দৌড়িয়া গিয়া মস্‌জিদে সংবাদ দিল। দেখিতে দেখিতে স্বরূপ, পাঁচু প্রভৃতি দস্যুরা ধৃত সন্ন্যাসীর নিকট ছুটিয়া আসিল। একটা কোলাহল উঠিল।

তখন সন্ন্যাসী যেন কিছু বিরক্ত হইয়া বলিল, “হ্যাঁএ ক্যা ডাঁকু হ্যায়?”

স্বরূপ নির্নিমেষ চক্ষে সন্ন্যাসীর আপাদমস্তক পরীক্ষা করিতেছিল। সে সন্ন্যাসীর এই কথা শুনিয়া, কি একটা চিহ্ন দেখিয়া, হাসিতে হাসিতে বলিল, “আপ্ ক্যা বোল্‌তে হে, ঠাকুরজী?”

সন্ন্যাসী পুনর্ব্বার বলিল, “হ্যাঁএ ক্যা ডাকু হ্যায়?”

“আপ ডাঁকুকা সর্দ্দার হ্যায়!” বলিয়া স্বরূপচাঁদ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিল। পরে আবার হাসিতে হাসিতে বলিল, “এত ঢংও তুমি জান, ভীম!”

এই বলিয়া স্বরূপ স্বহস্তে সন্ন্যাসীর জটাজূট কাড়িয়া লইল, বাঘছাল খুলিয়া দিল, মুখের ভস্ম মুছিয়া ফেলিল। পরক্ষণেই সন্ন্যাসী হইল—ভীম-ভাম!

বড় একটা হাসির তরঙ্গ উঠিল। বনান্তরালে প্রতিধ্বনির মুখেও সেই হাস্য তরঙ্গ ফুটিল। ডাকা-

তদের মধ্যে অনেকে অবিচ্ছেদে এত হাসি হাসিতে লাগিল যে, শেষে কাসিতে পেটে ও মাথায় ব্যথা ধরিল, মুখ রাঙা হইল। তার পর সকলে ভীমভামকে লইয়া মস্‌জিদে আসিল। ভীমভাম জলে আচ্ছা করিয়া দেহ ধৌত করিল, গামোছায় উত্তম করিয়া গা মুখ মুছিল।

অনন্তর দোকানদারকে কি কৌশলে এক শত টাকা দেওয়া হইল, ভীমভাম সকলকে সে কথা বলিল। সকলে তাহার বুদ্ধিকৌশলের প্রশংসা করিতে লাগিল। তার পর ভীমভাম, যাদবেন্দ্রের কথা পাড়িল। সকলে আদ্যোপান্ত শুনিয়া তুষ্ট হইল। শেষে হাসিতে হাসিতে স্বরূপ বলিল,

"ভাই ভীম! তুমি তো সন্ন্যাসী সেজে এক দিনেই এক চেলা কোরে এলে। মাস খানেক সন্ন্যাসী বেশে থাক্‌লে, না জানি কত শত চেলা জুটুবে।" এই বলিয়া আবার বলিল, "তা তোমার পক্ষে এ বড় আশ্চয্যির কথা নয়। তুমি বিনি সন্ন্যাসীর সাজেই যখন আড়াই শো, তিন শো চেলা জুটিয়ে মস্‌জিদের জঙ্গল গুল্‌জার কোরেচো, তখন মনে কোল্লে এক এক সাজে কত লোককে যে নিজের অধীন কোত্তে পারো, তা বলাই বাহুল্যি। ভাই ভীম! তুমি কি কিছু মন্তর তন্তর জান? ভোজ ভেল্কি জান?"

ভীমভাম হাসিতে হাসিতে উত্তর দিল, "স্বরূপ দাদা? আমার মন্ত্র তন্ত্র ভোজ ভেল্কি তোমরাই।"

অনন্তর দস্যুদলের মধ্যে যে কয় জন ব্রাহ্মণ ছিল, তাহারা ভীমভামের আহারের আয়োজন করিয়া দিল। ভীমভাম আহারে বসিবার পূর্ব্বে সকলকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের সকলের খাওয়া দাওয়া চুকে গেচে তো?"

স্বরূপ বলিল, "তোমার তো হকুম আছে যে, যদি তোমার আস্তে দেরি হয়, তবে সকলে যেন খাওয়া দাওয়া কোত্তে অপেক্ষা না করে। তুমি তো ভাই শুধ্যি ডুবিয়ে এলে। কাজে কাজে—"

"বেশ কোরেচো, খেয়েচো। যে নির্ব্বোধ, সেই খালি পেটে থাকে।" এই বলিয়া ভীমভাম আহার করিতে আরম্ভ করিল। যথা সময়ে ভোজনব্যাপার সমাপ্ত হইল।

আহারান্তে তামাক টানিতে টানিতে ভীমভাম স্বরূপ প্রভৃতিকে নিকটে বসাইয়া একটা বিশেষ কথার অবতারণা করিল। ভীমভাম বলিল, "স্বরূপ দাদা! আমি মনে মনে একটা গুরুতর প্রতিজ্ঞা কোরেচি। সে প্রতিজ্ঞা পূরণ কোত্তে হবে। কিন্তু তোমরা সকলে সে বিষয়ে আমার সাহায্য না কোল্লে, আমার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন হবে। তোমাদের সাহায্য চাই।"

স্বরূপ বলিল, "কি পিতিজ্ঞে, ভাই?"

"যে যুবা যাদবেন্দ্রকে আমি শিষ্য কোরেচি, তার মনের কষ্ট দূর করা।"

"তার মনে কি কষ্ট হয়েচে?"

"তাকে এক জন দুরন্ত লোক এক প্রকার পাগল কোরেচে।"

"কে সে দুরন্ত লোক?"

"ধনেশ্বর সিংহ রায়।"

এই কথা শুনিয়া স্বরূপ প্রভৃতি দস্যুরা বিস্মিত হইল। স্বরূপ সাগ্রহে বলিল, "কে? ধনেশ্বর সিংহ রায়? যে রাক্ষসের টাকা লুট কোরেচি, সেই ধনেশ্বর?"

"হাঁ, স্বরূপ!"

সে তোমার চেলাকে কি এমন কষ্ট দিয়েচে, শীগ্‌গির বল। এখনি তার দাদ তুল্‌বো! তোমার চেলাকে কষ্ট দেয়, কার এমন ঘাড়ের উপর মাথা? ঢোঁড়া হোয়ে কেউটের সঙ্গে বাদ!"

"ধনেশ্বর সিংহ রায় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কোরেচে—সামান্য ধনের লোভে ধর্ম্মের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কোরেচে—প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের সঙ্গে তার জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলার প্রাণদাতা যাদবেন্দ্রের হৃদয় ভঙ্গ কোরেচে। স্বরূপ! বেশী বোল্‌বো কি, ধনেশ্বরের প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ ভীমভামের প্রতিজ্ঞার সৃষ্টি কোরেচে।" এই বলিতে বলিতে ভীমভামের রূপান্তর ও ভাবান্তর ঘটিল। ভীম যেন সাক্ষাৎ ভীম হইয়া দাঁড়াইল।

ভীমভামের সেই রোষকষায়িত চক্ষু, দশন-

দংশিত অধর ও রক্তবর্ণ মুখমণ্ডল দেখিয়া স্বরূপ মনে মনে বলিল, "নিতান্ত অত্যাচার না হোলে, ভীম কখনো এমন মূর্ত্তি ধরে না।" অনন্তর প্রকাশে বলিল, "ভীম! ধনেশ্বর কি পিতিজ্ঞে ভঙ্গ কোরে তোমার মনে এমন ভয়ঙ্কর আগুন জ্বেলে দিয়েচে?"

তখন ভীমভাম ধনেশ্বরের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কথা আদ্যোপান্ত বিবৃত করিল। স্বরূপ প্রভৃতি দস্যুরা শ্রবণ করিয়া ধনেশ্বরের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা ও যাদবেন্দ্রের প্রতি মর্ম্মের করুণা প্রকাশ করিতে লাগিল।

তাহাদের ঘৃণা ও করুণার ভাবনা না থামিতে থামিতে ভীমভাম বলিল, "শোনো, স্বরূপ! আমার প্রতিজ্ঞা;—ধনেশ্বর যেমন দীনহীন যাদবেন্দ্র রায়কে আশায় বঞ্চিত কোরেচে, তাকে তেমনি উপযুক্ত প্রতিফল দিয়ে আশায় বঞ্চিত কোত্তে হবে।"

স্বরূপ উত্তর করিল, "কিরূপ প্রতিফল?"

ভীমভাম বলিল, "ধনেশ্বরের জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলাকে সরল যাদবেন্দ্রের হস্তে অর্পণ কোরবো।"

এই কথা শুনিয়া স্বরূপ প্রভৃতি অত্যন্ত আনন্দিত হইল। "উপযুক্ত প্রতিফল, ঠিক প্রতিফল" বলিয়া সকলে প্রধান সর্দ্দারের প্রশংসা করিতে লাগিল। অনন্তর স্বরূপ বলিল,

"কবে তুমি এ শুভ কর্ম্মটা কোত্তে মৎলব কোরেচো?"

"এই বৈশাখ মাসের আঠাশে তারিখে ধনেশ্বর অপর এক জন ধনীর পুত্রের সহিত সরলার বিবাহ দেবে। আমি যাদবেন্দ্রের মুখে শুনেচি, ধনেশ্বর এই বিবাহে অনেক টাকার গহনা পাবে। তা ছাড়া, সেই ধনীর আর পুত্র নাই। সুতরাং ধনেশ্বর, বৈবাহিক অবর্ত্তমানে জামাতার ধনদৌলৎ নিজেই তদারক কোরবে। স্বরূপ! তা হইলেই বুঝেচো, সময়ে কি দাঁড়াবে?"

স্বরূপ সহাস্যে বলিল, "ধনী জামাই গরীব হবে। আমি অনেক লোকের মুখে শুনেচি আর চোখেও দেখেচি, এমন ঘটনা ঢের ঘটে।"

ভীমভাম বলিল, "সুতরাং ধনেশ্বরের ধনলোভ নষ্ট কোরে এবং তাকে জব্দ কোরে যাদবেন্দ্রকেই তার জামাই কর্‌বো। আজ থেকেই তার বিহিতরূপে আয়োজন কর। আমাদের দলে আড়াই শো তিন শো মাত্র লোক আছে। কিন্তু অন্ততঃ হাজার লোকের প্রয়োজন। অতএব যে টাকা মাটিতে গেড়ে রেখেচি, সেই টাকা এইবার কাজে লাগ্‌বে। তোমরা আজ থেকেই সেই টাকার সাহায্যে আরো সাত আট শো বলিষ্ঠ ও চতুর ডাকাত সংগ্রহ কর, অস্ত্র শস্ত্রের যোগাড় কর।"

স্বরূপ। আচ্ছা। তার পর?

ভীম। তার পর যা যা কোত্তে হবে, এর পর বোল্‌বো। এখন আর একটা কথা বলি। তোমরা কেউই যাদবেন্দ্রের কাছে যেও না বা তাকেও এখানে এনো না। খুব সাবধান, সে যেন কোন মতে জাস্তে না পারে যে, আমরা ডাকাত। আমি যে তার গুরু, সন্ন্যাসী, এ ভাব যেন তার মন থেকে না নড়ে। কেবল আমিই তার সঙ্গে সন্ন্যাসীবেশে দেখা সাক্ষাৎ কোর্‌বো!"

স্বরূপ বলিল, "তোমার কথা আমরা কি কখনও লঙ্ঘন করি? তুমি আমাদের যা বোল্‌বে, আমরা তাই কোর্‌বো।"

এইবার পাঁচু বলিল, "আচ্ছা, বড় সর্দ্দার! তুমি তোমার নতুন চেলার সঙ্গে ধনেশ্বরের মেয়ের যে বে দেবে, সে কথা তাকে বোলেচো?"

ভীমভাম উত্তর করিল, "না বলিনি। বোল্‌বোও না। আমার মৎলব মত কাজ কোর্‌বো।"

এ সকল কথোপকথনে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। তখন ভীমভাম সকলের নিকট বিদায় লইয়া কপিলপুরে নিজ কুটীরে প্রস্থান করিল। ভীমভাম ভুবনময়ীকে এ সকল কথা বলিবে কি? জানি না।

নবম পরিচ্ছেদ।

শিষ্যের পরিচয়।

পর দিন প্রাতে বেলা এক প্রহরের অল্পক্ষণ পরেই নূতন শিষ্য যাদবেন্দ্রের নিকট গুরুদেব সন্ন্যাসী ঠাকুর উপস্থিত হইলেন।

যাদবেন্দ্রের গত রাত্রে নিদ্রা হইয়াছিল কি না, তাহা জানি না। কিন্তু প্রাতঃকালে স্নানাদি সারিয়া, এক একটি করিয়া, দ্বাদশটি শিবের মস্তকে নদীজল ও বিল্বদল দিল। গত কল্য চণ্ডীবাটীর এক জন কাংস্যকারের নিকট হইতে একটা পিত্তলের বড় ফাঁপা ঘটী, একটি ছোট তামার ঘটী এবং একটি তামার ছোট পুষ্পপাত্র ক্রয় করিয়া আনিয়াছিল। তামার ঘটীতে নদীজল এবং তামার পুষ্পপাত্রে ফুল বিল্বদল, আতপ তণ্ডুল, কাঁঠালী কলা ও বাতাসা পূর্ণ করিয়া, যাদবেন্দ্র অদ্য প্রাতে শিবপূজা সারিয়াছিল। তার পর, দ্বাদশটি মন্দিরের মধ্যে শেষটিতে বসিয়া এখন পর্য্যন্ত শিবের আরাধনা করিতেছিল। যাদবেন্দ্র শিবপূজার মন্ত্র বা স্তোত্র জানিত না। "বোম মহাদেব! হর হর বোম!" বলিয়া হরপূজা করিয়াছিল। এখন শেষ মন্দিরটির মধ্যে বসিয়া আপন মনে শিবের নামগান করিতেছিল। যাদবেন্দ্র বেশ সুকণ্ঠ, মিষ্ট সুরে গান করিতে পারিত। সে টৌড়ী-ভৈরবী রাগিণীতে এই গানটি গাহিতেছিল;—

"ভোলানাথ নাম হে তোমার,
পর ভুলিয়ে নিজেও ভোলো।
এ দাসে আজ্ ভোলাও, প্রভু!
নৈলে আমার প্রাণ যে গেলো॥
সব ভুলেচি আমি, ভোলা!
একটি যে আর যায় না ভোলা,
তাই ভুলিয়ে, নিবাও জ্বালা,
প্রাণের জ্বালাহারী;—
ভক্তজনে সদয় হয়ে,
তোমার দয়ার দুয়ার খোলা॥"

সন্ন্যাসী ধীরপদসঞ্চারে যাদবেন্দ্রের অলক্ষ্যে মন্দিরপার্শ্ব হইতে স্থির হইয়া, এই গানটি শুনিল। সন্ন্যাসীর হৃদয়ে আঘাত লাগিল। সন্তপ্তচিত্তে মনে মনে বলিল, "বৎস! আর দুঃখ করিও না। ভগবান্ মহাদেবই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। ভোলানাথ তোমাকে ভোলাবেন, কিন্তু তুমি যে ভাবে ভুলিতে চাও, সে ভাবে নহে, অন্য ভাবে। বৎস যাদব! সে ভাব তুমি জান না, আমি জানি। তুমি ধনেশ্বরের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে না দেখিয়া ভুলিতে চাও, কিন্তু দেখিয়া ভুলিবে। বৎস! তুমি কি জান না যে, যে ভোলার কাছে তুমি ভোল্‌বার প্রার্থনা কোচ্চো, সে ভোলা প্রেমের যোগী।"

সন্ন্যাসী এই পর্য্যন্ত মনে মনে বলিয়া, মন্দিরের দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইল। মন্দিরমধ্যে একটি অস্ফুট ছায়া পড়িল। তদ্দর্শনে গানমগ্ন যাদবেন্দ্র গ্রীবা বক্র করিয়া দেখিল, তাহার গুরুদেব দণ্ডায়মান। তৎক্ষণাৎ গান বন্ধ করিয়া, তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। ভক্তিভরে গুরুদেবকে প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী "মনোবাঞ্ছা পূরণ হোয়" বলিয়া, হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিল।

সন্ন্যাসী দেখিল, এখনও শিষ্যের মুখমণ্ডলে বিষাদের নিবিড় ছায়া ভাসিয়া রহিয়াছে। কিন্তু তৎসম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। করিলে পাছে আহত যুবা আরো মর্ম্মাহত হয়। তাই সন্ন্যাসী অন্য কথা পাড়িল। বলিল, "বেটা! কল্ ক্যায়সা থা?"

"প্রভু! আপনার আশীর্ব্বাদে ভাল ছিলেম।"

"ভোজন কিয়া থা?"

"করেছি, প্রভু।"

"তুমারা পাশ আউর খরচ উরচ কুছ্ হ্যায়?"

"এই সকল তৈজসপত্র আর আহার সামগ্রী কিন্‌তে প্রায় তিন টাকার সমস্ত খরচ হোয়েচে, সাড়ে তিন আনা আছে।"

"অচ্ছা, আজ পাঁচ রূপেয়া লেও। হাম্ তুমারা লিয়ে ভিচ্ছা করকে লায়া হুঁ।"

যাদবেন্দ্র টাকা গ্রহণ করিল। কিন্তু মনে কি একটা চিন্তা হইল। বলিল, "প্রভু! আপনি প্রত্যহ ভিক্ষা কোরে এত টাকা কোথায় পান?"

চতুর সন্ন্যাসী উত্তর দিল, "মেরা এক জমীদার শিষ্য হ্যায়। ওহি মুঝ্‌কো রূপেয়া দেতা হ্যায়। রূপেয়া মে মেরা কুছ্ দরকার নেহি হ্যায় ম্যাঞ এহি সব রূপেয়া দীনদুঃখিন্দর লোগোঁকো দে দেতা হুঁ। তুম্ মেরা চেলা হুআ হ্যায়, এহি লিয়ে তুমারা ওয়াস্তে লা চুকা হুঁ।"

অনন্তর সন্ন্যাসী শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া, মন্দিরের কিছু দূরে নদীতটে অবস্থিত একটি পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিল। সেখানে একটি কদম্ব বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া, শিষ্যকে বসিতে বলিল। গুরুর কিঞ্চিৎ দূরে শিষ্য উপবেশন করিল।

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসিল, "অচ্ছা, বেটা! তুমারা পিতা মাতা হ্যায়?"

"প্রভু! পিতার পরলোক হয়েচে। মাতা আছেন।"

"পিতাকা নাম?"

"৺মাধবেন্দ্র রায়।"

"মাতা কি নাম?"

"শ্রীমত্যা মহামায়া দেব্যা।"

"তুমারা নিবাস কাঁহা?

"কাজীর হাট গ্রামে।"

যাদবেন্দ্রের পিতা, মাতা ও বাসস্থানের নাম শুনিয়া সন্ন্যাসী কতকটা চমকিয়া উঠিল। তাহার মনে কি একটা গভীর চিন্তা আসিয়া উথলিয়া উঠিল। কিন্তু মনের ভাব ও মুখের চমক-ছায়া চাপিয়া, সন্ন্যাসী আবার বলিল,

"আউর তুমারা কোন্ হ্যায়?"

"একটি কনিষ্ঠ ভগিনী। নাম স্নেহময়ী। শ্বশুরালয় কপিলপুর গ্রামে।"

সন্ন্যাসী পূর্ব্বের পরিচয়েই বুঝিয়াছিল। এই-বার সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিল। কি বুঝিল? বুঝিল এই—"যাদবেন্দ্র আমার ও আমার পত্নীর পরমোপকারিণী মহামায়ার পুত্র।" বুঝিবার কথাই তো বটে। সন্ন্যাসী তো আর কেহই নয়—সেই ভীমভাম।

সন্ন্যাসী ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া মনে মনে বলিল, "হরির লীলা বোঝা মানুষের সাধ্য নয়। আজ তাঁর অদ্ভুত লীলা নাটকের একটি অঙ্ক অভিনীত হল। এই অঙ্কের অভিনেতা 'গুরু ও শিষ্য—'ভীমভাম ও যাদবেন্দ্র।' ধন্য হরিলীলা! ধন্য অপূর্ব্ব ঘটনা! ধন্য বিচিত্র অভিনয়! আমার পরম মাননীয়া মহামায়ার পুত্র আজ আমারই শিষ্য। ভগবন্ মহাদেব! আজ তোমার সমক্ষে প্রতিজ্ঞা কোচ্চি, এই শিষ্যের প্রাণ আমার প্রাণের অপেক্ষাও মূল্যবান্। আমার তুচ্ছ প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়ে, সেই উচ্চপ্রাণা মহামায়ার এই স্নেহের নিধি যাদবেন্দ্রের উপকার কোর্‌বই কর্‌বো।"

সন্ন্যাসী মনে মনে এই পর্য্যন্ত বলিয়া, শেষে স্ফুটিতবচনে বলিল, "বচ্চা! তুম্ হিন্দী ভাখামে বাৎ চিৎ করনে শক্তে হো?"

যাদবেন্দ্র উত্তর করিল, "পারি, প্রভু!"

সন্ন্যাসী সানন্দে বলিল, "ভলা ভলা।" এই বলিয়া আবার বলিল, "আজ হাম ফের্ নির্জ্জন জঙ্গলমে তপস্যা করনেকো যাতা হুঁ। কল্ ফের্ আউঙ্গা। তুম্ ইঁহাসে কহি মৎ যাও। থোড়া রোজ্‌মে মেরা তপস্যা হো যায়গি। তব্ তুম্‌কো সাথ্ লেকে বৃন্দাবন যাউঙ্গা।"

শিষ্য গুরুকে পুনর্ব্বার প্রণাম করিল। গুরুও আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করিল।

তৃতীয় অংশ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কুসংবাদ।

মহামায়া এখন কাজীর হাটের নিজ বাটীতে অবস্থিতি করিতেছিল। হঠাৎ বৈশাখ মাসের আটই তারিখে তাহার নিকট সংবাদ আসিল, যাদবেন্দ্র নিরুদ্দেশ। মহামায়া এই কুসংবাদ শুনিয়া

অস্থির হইয়া উঠিল। সংবাদদাতাকে ব্যাকুল-হৃদয়ে বলিল,

"ও বাছা, তুমি বল কি! যাদব আমার কোথা গেল! তোমাদের জমীদার বাবুর বাড়ীতে বা তাঁর কাছারী বাড়ীতে কি নেই?"

সংবাদদাতা বলিল, "না।"

"অন্য কোন জায়গায় কি গিয়েচে?"

"কোন সংবাদ পাচ্চিনি।"

"জমীদার বাবুর সঙ্গে কি তার ঝগড়া বিবাদ হয়েছিল?"

"তাও না।"

"তবে কোথা গেল! বাড়ীতেও তো আসে নি।"

সংবাদদাতা বলিল, "এর পূর্ব্বে কবে এসেছিল?"

মহামায়া বলিল, "এক বছরের বেশী হল, আসে নি। পূর্ব্বে আট ন খানা চিটী লিখেছিল। কিন্তু ক'মাস ধোরে তাও লেখেনি।"

"চিটীতে কি লিখেছিল?"

"কুশলসংবাদ। কাজের ঝঞ্ঝাট, তাই বাড়ী যেতে পাচ্চিনি, শীগ্‌গিরি যাব। মাইনে জমা কোরে রাখ্‌চি, যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে যাব। এই সব কথা।"

"এ ছাড়া অন্য কোন কথা?"

"কই, তা তো মনে হচ্চে না।"

"বিবাহের কথা?"

"বিবাহের কথা? কই না। আমার বেশ মনে হচ্চে, সে কথা তো একখানিও চিটীতে লেখেনি।"

এই বলিয়া মহামায়া ব্যগ্রতার সহিত বলিল, "হ্যাঁ বাবা! বিয়ে কি বোল্‌চো? সব ভাল কোরে খুলে বল।"

তখন সংবাদদাতা ধনেশ্বর, সরলা ও যাদবেন্দ্র-ঘটিত সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। মহামায়া নির্ব্বাক হইয়া শুনিল। শুনিয়া আবার বলিল,

"তুমি এ সকল কথা কি কোরে জান্‌লে?"

"আমার সঙ্গে আপনার পুত্রের বড় বন্ধুত্ব। সে সমস্ত কথা আমাকে বোল্‌তো। আমিও বেল পাড়ার কাছারীতে কাজ করি। আমি আদ্যো-পান্ত সমস্ত জানি।" এই বলিয়া সে নিজের পির-হানের বগ্লী হইতে একখানি পত্র বাহির করিল।

পত্রখানি দেখিয়া মহামায়া শশব্যস্তে জিজ্ঞাসিল, "ও কিসের চিটী, বাবা?"

সংবাদদাতা পত্রখানি খুলিতে খুলিতে বলিল, "মা গো! এ পত্রখানি আপনার যাদবের। যাদব আমার নামে এই পত্র লিখে, তার বিছানার মাথার বালিশের নীচে রেখে সাম্‌টী গ্রামে গিয়েছিল।"

মহামায়া আকুল-কৌতূহলের সহিত পত্রখানির মর্ম্ম শুনিতে চাহিল। সংবাদদাতা পত্র পড়িতে লাগিল। পত্রে এই লিখিত ছিল;—

"বন্ধুবর শ্রীযুক্ত লুটবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়,

প্রিয়বরেষু—

বেলপাড়ার কাছারী হইতে এই আমার শেষ বিদায়। আমি আজ সামটী চলিলাম। সেখানে মনিব মহাশয়কে পুণ্যাহের সমস্ত টাকা জমা দিয়া কর্ম্মে ইস্তফা দিব। আর আমার চাকুরি করিবার অণুমাত্রও ইচ্ছা নাই। মন অত্যন্ত অস্থির হইয়াছে, প্রাণ কাতর হইয়াছে, হৃদয় নিস্তেজ হইয়াছে এবং শরীর অবসন্ন হইয়াছে। কেন যে এমন হইয়াছে, তাহা বিশেষরূপে অবগত আছ। যে মনিব এক মুখে দুই কথা কহে, যাঁর অন্তঃকরণ পাষাণের অপেক্ষাও কঠিন, যাঁর কার্য্য বাতুলের অপেক্ষাও অতি তুচ্ছ, তাঁর নিকট চাকুরি করা আমার সাধ্য নহে। তিনি ধনী, আমি দরিদ্র, সুতরাং নীরবে প্রস্থান করাই উচিত। তাই, ভাই! নীরবে চলিলাম। কোথায় চলিলাম, তার স্থিরতা নাই; কারণ আমার মন অস্থির। তুমি যদি এই পত্রখানি পাও, তবে দয়া করিয়া একবার আমাদের বাড়ী গিয়া, আমার পরম পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণীকে সান্ত্বনা করিয়া আসিবে। আরও তাঁকে বলিবে, আমার জন্য তিনি যেন কোন চিন্তা না করেন। চিত্ত স্থির হইলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। তোমার নিকট আমার যে ১০০৲

টাকা জমা আছে, আমার মাকে দিও। ইতি তারিখ ২রা বৈশাখ, ১১৭০ সাল।

তোমার

যাদবেন্দ্র।

হাল সাকিম্ বেলপাড়া।

মহামায়া এই সাংঘাতিক লিপিমর্ম্ম শ্রবণ করিয়া আর স্থির থাকিতে পারিল না। চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। "যাদব রে, বাপ যাদব রে!" বলিয়া অবিশ্রান্ত বিলাপ করিতে লাগিল। তাহার আকস্মিক রোদন-শব্দে বাড়ীর অপর সকলে ছুটিয়া আসিল। নিকটস্থ প্রতিবেশীরাও মহামায়ার বাড়ীতে প্রবেশ করিল। লুটবিহারীবাবুর প্রমুখাৎ সকল বিবরণ শুনিয়া বিস্মিত ও দুঃখিত হইল। পুত্রহারা শোকাতুরা মহামায়াকে বিবিধবচনে সান্ত্বনা করিতে লাগিল।

কিয়ৎকাল শোকবিষাদে কাটিয়া গেল।

অনন্তর যাদবেন্দ্রবন্ধু লুটবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় মহামায়ার নিকট ১০০৲ টাকা রাখিয়া সদুঃখে বলিল, "আপনি আর শোকাকুল হবেন না। পত্রের মর্ম্মে তো জানা যাচ্চে, যাদবেন্দ্র একটু স্থির হলেই আপনার নিকট আসবে। আমিও বিশেষরূপে সন্ধান করি গিয়ে। অল্প দিনের মধ্যে আবার আপনার নিকট আসবো।" এই বলিয়া যাদবসখা গাত্রোত্থান করিল।

তখন শোকাকুলা অশ্রুভারকাতরা মহামায়া সরোদনে লুটবিহারীকে বলিল, "বাবা! তুমিও আমার ছেলে। যাদব আর তুমি ভিন্ন নও। এই অভাগিনী বিধবা যাতে শীগ্‌গির যাদবকে পায়, তার জন্য বিশেষ কোরে চেষ্টা কোরো।"

লুটবিহারী বলিল, "তা আর বোল্‌তে হবে না, মা! আপনিও যেমন পুত্রশোকে কাতরা, আমিও তেমনি বন্ধুবিরহে অধীর! বেশী আর কি বল্‌বো, যদি ঈশ্বর সত্য হন, তবে নিষ্ঠুর ধনেশ্বর সিংহ যার অবিলম্বেই আপনার বাক্যের আর আমার এই নিদারুণ মর্ম্মব্যথা প্রদানের উপযুক্ত ফলভোগ করবে।" এই বলিয়া লুটবিহারী বন্ধুবিরহে ব্যথিত-হৃদয় ও সজলনয়ন হইয়া প্রস্থান করিল।

পর দিন প্রাতে মহামায়া কপিলপুর গ্রামে জ্যেষ্ঠা কন্যার ভবনে যাত্রা করিল। যদি সেখানে গিয়া যাদবকে দেখিতে পায়। তাও যদি না হয়, তবে জামাতাকে দিয়া পুত্রের সন্ধান লওয়াও হইবে, এই মহামায়ার আন্তরিক ইচ্ছা!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কন্যাভবনে।

যথাসময়ে সুতশোকসন্তপ্তহৃদয়া মহামায়া কপিলপুরে কন্যাগৃহে পঁহুছিল। কন্যা, জামাতা প্রভৃতি তাহার মুখে এই কুসংবাদ শ্রবণ করিল। স্নেহময়ী সহোদরের শোকে অত্যন্ত কাতর হইল, কাঁদিতে লাগিল। মহামায়ার জামাতাও কাতর হইল, কিন্তু তত নহে। না হইবারই কথা। তা যাই হউক, তথাপি শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে সান্ত্বনা করিল এবং যাদবেন্দ্রের অনুসন্ধান জন্য সচেষ্ট হইল।

এ দিকে ধ্রুবময়ী দিনের কার্য্য সারিয়া মহামায়ার কন্যা স্নেহময়ীর বাটীতে আসিল। কি মহামায়ার থাকিবার সময়, কি না থাকিবার সময়, সকল সময়েই ধ্রুবময়ী স্নেহময়ীর বাটীতে আসিত। রাত্রে তাহার স্বামী ভীমভাম আসিলে, বাড়ী যাইত। আজ ধ্রুবময়ী আসিয়া দেখিল, তাদের পরম হিতৈষিণী মহামায়া আসিয়াছে। কিন্তু অনেক দিনের পর আজ তাহাকে দেখিয়া কোথা আনন্দ লাভ করিবে, না নিরানন্দ-সাগরে ডুবিয়া গেল!

মহামায়া কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত বলিল। ধ্রুবময়ী আকুলান্তঃকরণে শুনিল। হৃদয়ে গুরুতর ব্যথা বাজিল। চক্ষু ফুটিয়া জলবিন্দু ঝরিতে লাগিল। একে ধ্রুবময়ী কোমলহৃদয়া রমণী, তাহাতে হিতৈষিণীর পুত্রশোক, সুতরাং বলা বাহুল্য যে, ধ্রুবময়ীর হৃদয়যন্ত্রণা প্রকৃত কি কৃত্রিম!

পরস্পরের বিলাপ সন্তাপে, দীর্ঘনিশ্বাসে সন্ধ্যা আসিল। সন্ধ্যার পর রজনী আসিল। এমন

সময়ে ভীমভাম স্নেহময়ীর বাটীর দ্বারদেশে আসিয়া, ব্রহ্মময়ীকে তাহার আগমন-সংবাদ পাঠাইল। মহামায়া ভীমভামকে নিকটে ডাকাইল। স্নেহময়ী অন্তরালে গেল। ভীমভাম বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, মহামায়ার নিকটে উপস্থিত হইল। মহামায়ার মুখে তৎপুত্রের সমস্ত ঘটনা শুনিয়া দুঃখ প্রকাশ করিল। কিন্তু ভীমভামের এ দুঃখ গড়া দুঃখ। তা তো হবেই। ভীমভাম যে, যাদবেন্দ্রের সমস্ত ব্যাপার জানে। জানা বলিয়া জানা, গুরুশিষ্য সম্বন্ধ। তা যাউক, ভীমভাম মহামায়াকে সান্ত্বনা করিয়া বলিল, "অত উতলা হয়ো না। তোমার যাদবকে শীঘ্রই পাবে। আমিও তার সন্ধান নিচ্চি। তুমি এই বৈশাখ মাসটা কপিলপুরেই কাটাও।" এই বলিয়া একবার ভাবিল, "প্রকাশ করি।" আবার ভাবিল, "না। কার্য্যসিদ্ধির পূর্ব্বে যে কথা প্রকাশ করে, সে নিতান্ত নির্ব্বোধ।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জয়পরাজয়।

অদ্য ২০এ বৈশাখ। ধনেশ্বরসিংহ রায় জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলার বিবাহের আয়োজনে ব্যস্ত। প্রায় অধিকাংশ জমীদারদের মধ্যে এইরূপ শুভকার্য্যের সময়, প্রজাদের উপর একটা ভয়ানক অশুভ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। সেটা এক রকম সখের ডাকাতি। জমীদার দিবেন নিজ পুত্রকন্যার অন্নপ্রাশন বা বিবাহ, গরীব প্রজারা দিবে তাহার খরচ। অথচ জমীদার যথেষ্ট অর্থব্যয় ও জাঁকজমক করিয়া শুভ কার্য্য সারিলেন, এ কথাটা রাষ্ট হওয়া চাই। জমীদার ধনেশ্বরও এই উপায় অবলম্বন করিল। নিজ জমীদারীর প্রজাদের নিকট বেশীহারে মাথট—বরং ডাকাতি বলিলে আরও সঙ্গত হয়—আদায় করিতে লাগিল। প্রত্যেক প্রজার নির্দ্দিষ্ট খাজনার প্রতি টাকায় বড় জোর দুই আনা হিসাবে মাথট ধরিলে বরং কাহারো কষ্ট হইত না, কিন্তু টাকার টাকা মাথট ধরা হইল। দরিদ্র প্রজার জিব বাহির হইয়া পড়িল। কোথায় তাহারা জমীদারের কন্যার শুভবিবাহে যথেষ্ট আনন্দভোগ করিবে, না নির্জ্জনে চক্ষের জল মুছিয়া ভগবান্‌কে মনের দুঃখ জানাইতে লাগিল।

বলা বাহুল্য যে, এতাদৃশ উঁচুহারে মাথট বা চাঁদা আদায় করিয়া ধনেশ্বরের অনেক টাকা জমা হইল। প্রজাদের এক বৎসরের খাজনার টাকা খামখা ফাঁকতালে ধনেশ্বরের লৌহসিন্দুক পূর্ণ করিল। সহজ কথা কি? আজ দুই মাস ধরিয়া প্রজাদের এই রক্তশোষণ আরম্ভ হইয়াছে। এই সময় আর একটা দরকারী কথা বলিয়া রাখি। এক বড় মেয়ের বিবাহ উপলক্ষ করিয়া ধনেশ্বর অন্যদিকে ধনবৃদ্ধিটা করিয়া লইল। ধনেশ্বর যেরূপ পিশাচ, যেরূপ অর্থলোভী, তাহাতে সে যে এই রাশীকৃত আদায়ী টাকার মধ্যে ষোল আনার বড় জোর দুই আনা অংশ ব্যয় (তার পক্ষে অপব্যয় বলিলে ভাল হয় না!) করিবে কি? পুঁজি বাড়িল। ও মা সরলা! তোর দৌলতে তোর বাবার আজ পোয়া বারো!

ধনেশ্বর ব্যয়সংক্ষেপ পক্ষে আর একটা কুটিল কৌশল খাটাইল। গত ২রা বৈশাখে মধুসূদনপুরের দোকানে তাহার অনেক টাকা ডাকাতে লুঠিয়াছে, সুতরাং "বড় দুঃসময়" বলিয়া আশানুরূপ খরচপত্র করিতে পারিল না। ধনেশ্বরের শাপে বর হইল!

এক্ষণে ধনেশ্বর কোথায়? অন্দর-মহলে ভামিনীর নিকট। পতিপত্নীতে মিলিয়া সরলার বিবাহের কথা হইতেছিল। সকল কথায় আমার বা পাঠক পাঠিকার প্রয়োজন নাই। গোটা কএক কথার উল্লেখ করা যাউক।

ভামিনী বলিল, "একটা কথা বল্‌বো কি?"

ধ। কি?

ভা। যাদবেন্দ্র তো হতাশ হোলো। তাকে হাজার দুই টাকা দিলে ভাল হয় না?

ধ। সে এখানে নাই। আমার চাকুরি ছেড়ে দিয়ে চোলে গিয়েছে।

ভা। কেন চাকরি ছাড়লে?

ধ। (মনের ভাব গোপন করিয়া) তা জানি না।

ভা। আমার বোধ হয়, সরলার সঙ্গে তার বিয়ে হোলো না বোলেই মনের দুঃখে এ কাজ কোরেচে।

ধ। (বিরক্ত হইয়া) তোমার সঙ্গে পরামর্শ করেচে নাকি?

ভামিনী লজ্জিত হইল। বলিল, "আমার বলার উদ্দেশ্য এই, সে সরলার প্রাণ বাঁচিয়েছিলো, তাকে কিছু টাকা দেওয়া তো ন্যায়ের কাজ।"

ধ। অন্যায়ই বা কি কোরেচি? খোরাক পোশাক ছাড়া মাসিক আট টাকা বেতনের নকলনবিশী কাজ দিয়েছিলেম।

ভা। তবু—

ধ। (বাধা দিয়া বিরক্তভাবে) আঃ, ও সকল কথা ছাড়। আর যদি কিছু বল্‌বার থাকে, বল।

ভা। (কিঞ্চিৎ হাস্যমুখে) আমি কিছু প্রার্থনা করি।

ধ। কন্যার বিবাহে প্রসূতির প্রার্থনা!

ভা। আর তো কখন কোন সুযোগ পাইনি। বাড়ীতে দোল দুর্গোচ্ছব, পালপার্ব্বণ কিছুই তো কর না। কোন্ সময় তোমার কাছে কি চাই? কাজে কাজে আজ সরলার বিয়ের দৌলতে কিছু চাইতে পারি নি কি?

ধ। কি চাও?

ভা। এক লাখ্ টাকার জড়োয়া গহনা।

ধ। (সবিস্ময়ে) বল কি!

ভা। (সাবদারে) হ্যাঁ।

ধ। তোমার কি গহনা নেই?

ভা। আছে। তবু—

ধ। (বাধা দিয়া) ওগো না না। স্ত্রীলোকের অত টাকার গহনায় লোভ হ'লে পতিভক্তি কোমে যায়।

ভা। ও মা! সে কি কথা গো! কে বোল্লে?

ধ। শাস্ত্রকারেরা।

ভা। (সপরিহাসে) সে সকল শাস্ত্রকারদের বুঝি মাগ নেই!

ধ। আর কি বোলবে বল?

ভা। আচ্ছা, সরলাকে কি কি গহনা দিচ্চ?

ধ। তা আমি দেবো কেন? বরের বাপ সমস্ত অলঙ্কার দেবে।

ভা। কত টাকার গহনা?

ধ। নগদ টাকাটা তো আর নিতে পারবো না। সুতরাং সেই টাকাটাও গহনায় মিশিবে দু' লক্ষ টাকার জহবতের অলঙ্কার।

ভা। তা বেশ হোয়েচে। এখন আর একটা কথা জিজ্ঞেস করি। ছোট মেয়ে তরলাকে কি দেবে?

ধ। (সপরিহাসে) কে? সরলার শ্বশুর?

ভা। বেশ্ যা হোক্। সরলার শ্বশুরের সঙ্গে তরলার কি সম্বন্ধ? তোমার ছোট মেয়েকে তুমি কি গহনা দেবে?

ধ। তার বিয়ে যখন হবে, তখন দেবো।

ভা। সে কি কথা গো! বড় মেয়ের বিয়েয় ছোট মেয়ে ভিখিরীর মেয়ের মত ঘুরে বেড়াবে?

ধ। তার কি গহনা নাই?

ভা। থাকলেই বা। সরলা প'রবে নতুন গয়না, তরলা পরবে পুরুণো গয়না? আমাকে না হয় না দিলে। ছোট মেয়ে সাজসজ্জারই পুতুল। তাকে একখানিও গয়না দেবে না? বল, কি কি দেবে?

ধ। এর পর দেবো গো, এর পর দেবো।

ভা। না না, তা হবে না। মায়ের চক্ষে দুই মেয়েই সমান। কি কি গয়না দেবে বল।

ধ। এখন হাতে তেমন টাকা কড়ি নেই। জান তো, সে দিন ডাকাতিতে কত টাকা লুট হোয়ে গেচে।

এইবার ভামিনী সাক্ষাৎ ভামিনী হইল। রোষভরে বলিল, "তুমিও কোন্ কম ডাকাতি কোল্লে। প্রজারা তার সাক্ষী।"

ধনেশ্বর একটু ব্যতিব্যস্ত হইল। বলিল, "এই

সকল কাজে জমীদারেরা এইরূপ কোরে থাকে।”

ভামিনী বলিল, “এই সকল কাজে জমীদারের পত্নীও জমীদার পতির কাছে মাথট দেয়। শোনো, আমি মনের কথা খুলে বল্‌চি—তরলাকে অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার টাকার জড়োয়া দিতে হবে। পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে বড় মেয়ের দু'লাখ টাকার গহনা দিলে, ছোট মেয়েটার বেলায় নিজে থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকাও বুঝি দিতে দম্‌ ফাটে! মেয়ে বড়, না টাকা বড়!”

ধনেশ্বর ইতস্তত করিয়া উত্তর করিল, “তুমি দেখ্‌চি বড় বাড়াবাড়ি কোল্লে।”

রুষ্টা ভামিনী আরও রুষ্টা হইল। বলিল, “আচ্ছা, দেখি তুমি আমার কথা শোনো কি না। আমি আজই যাদবেন্দ্রের সঙ্গে সরলার বিয়ের যোগাড় কচ্চি। তোমার কলকৌশল, জারিজুরি সব ভাঙ্‌চি।”

এইবার ধনেশ্বর ফাঁফরে পড়িল। “তোমার কলকৌশল, জারিজুরি সব ভাঙ্‌চি” কথাটা বড় শক্ত, বড় গভীর, বড় জটিল। পাঠকপাঠিকারা এই কথার রহস্যটা জান্‌বার জন্য, বোধ হয়, বড় উৎসুক হইলেন। কিন্তু সেটা এখন বলিতে পারিলাম না। তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

ভামিনীর উৎকট বাক্‌তাড়নায়, উন্মত্তবায়ু-তাড়িত বৃক্ষের ন্যায় ধনেশ্বর অত্যন্ত অস্থির হইল। কথা কাটিবার আর কোন উপায় না দেখিয়া, বাধ্য হইয়া বলিল, “আচ্ছা। তরলাকে পঞ্চাশ হাজার টাকার গহনা দেবো।”

ভামিনী বলিল “তুমি এখনি পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদ এনে আমার হাতে দাও। আমি জহরী-দের ডাকিয়ে পছন্দসই গহনা কিনে দিচ্চি। তোমার উপর আমি নির্ভর কোরে থাকতে পারিনি। তোমার পলকে পলকে কথা পাল্টায়।”

চামুণ্ডার হস্তে রক্তবীজ “পপাত ধরণীতলে।” আর উপায় নাই—পথ নাই—আলোক নাই—রক্ষা নাই। ধনেশ্বর গুড় গুড় করিয়া পঞ্চাশ হাজার টাকার পচিশটি তোড়া আনাইয়া উগ্রচণ্ডার নিকট বলিদান দিল। হইল ভামিনীর জয়! ধনেশ্বরের পরাজয়!

ধনেশ্বর উঠিয়া যাইবার সময় বড় মনের দুঃখেই বলিয়া গেল, “পঞ্চাশ হাজার টাকাই মাটি। পঞ্চাশ হাজার টাকার জহরাৎ বেচ্‌তে গেলে বড় জোর ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা পাওয়া যাবে। নগদ টাকার গুণ মেয়েমানুষে বুঝ্‌লে কি সুখই হোতো।”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিয়ে-বাড়ী।

“দিন যায় রাত্তি আসে, রাত্তি যায় দিন আসে” এই শব্দ করিয়া কালচক্র পাকে পাকে ঘুরিতে লাগিল। কএক পাক ঘুরিবার পর দেখা গেল, বৈশাখ মাসের ২০এ, ২১এ, ২২এ, ২৩এ, ২৪এ, ২৫এ, ২৬এ, ২৭এ তারিখ বা দাগগুলি পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে এবং ২৮এ তারিখ বা দাগটির পাক দেখা দিয়াছে, অর্থাৎ অদ্য ২৮এ বৈশাখ—সরলার বিবাহের দিন।

নহবৎখানায় নহবৎ ও রোশনচৌকীর বাদ্য হইতেছে। প্রাঙ্গণে ঢোল, কাঁসী, জগঝম্প, কাড়া, যোড়ঘাই, সানাই লইয়া বাদ্যকারেরা বিবাহের নানাবিধ বাদ্য বাজাইতেছে। ধনেশ্বরের দাস দাসী দ্বারবানেরা গোলাপী রঙের কাপড়, চাদর, শাড়ী ও রূপার বালা পরিয়াছে। কিন্তু সেগুলা কম দামের অথচ ভড়ংটা বেশ। এ সকল ধনে-শ্বরের হাতটানের কায়দা কৌশল। বড় বড় আমলা-দের মধ্যে কেহ কেহ শাল রুমালও বক্‌সিস্‌ পাই-য়াছে। কিন্তু সে গুলার মূল্য কসিয়া দেখিলে আমলাদের পক্ষে শাল “শাল” হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবু যাই হউক, “নাই মামার চেয়ে কাণা মামাও ভাল।” খাওয়ানো দাওয়ানোর বিষয়টাও তথৈ-বচ। সাবাস্‌ ধনেশ্বর! বলিহারি যাই। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বাবু! তোমার সকল

কাজেই কি ছ রমক চালটা চালা অভ্যাস? গ্রামবাসী কন্যাযাত্রীদের বেলায় গুড়ে মণ্ডা আর বরযাত্রীদের বেলায় আধা ছানার কাঁচা গোল্লা! তুমি গোল্লায় যাও।

গ্রামের ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলি বিয়েবাড়ী আর ছাড়িতে চায় না। ঢোলের আওয়াজে তাদের ঘুমন্ত আমোদ জাগিয়া উঠিয়াছে। মধ্যে মধ্যে ঢোল কাঁসী সানাইয়ের আওয়াজ থামে, তবু তাদের আমোদ আর থামিবার নয়। মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডের অনন্ত উষ্ণজলোচ্ছ্বাসের ন্যায় তাহাদের হৃৎকুণ্ডের জীবন্ত আমোদোচ্ছ্বাস অনন্ত হইয়া বাহির হইতেছে। বাস্তবিক, শৈশব দশার আমোদের অপেক্ষা জীবন্ত আমোদ আর নাই। সংসারে প্রবেশ করিবার পর যে আমোদ, সে তো মবন্ত। শৈশবের আমোদে হাসির গোলাপ ফুল ফোটে, শৈশবের পরের আমোদে গোলাপ ডাঁটার কাঁটা ফোটে—কান্না ওঠে। হা কপাল! আমার সে সুখের দিন গিয়াছে। এখন গোলাপ ফুল আর ফোটে না, ফোটে কেবল তীক্ষ্ণধার কাঁটা!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যুগল সন্ন্যাসী।

বেলা তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে। বৈশাখের প্রখর সূর্য্যের তেজ কমিয়াছে। সূর্য্যঠাকুরের প্রত্যহই শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বার্দ্ধক্য ঘটে। প্রভাতে শৈশব, প্রথম প্রহরে কৈশোর, মধ্যাহ্নে যৌবন এবং অপরাহ্নে বার্দ্ধক্য। মানুষেরও তাই। মানুষ জীবনের সকালবেলায় বালক, দুপুরবেলায় যুবা, বিকালবেলায় বৃদ্ধ। সূর্য্যের ন্যায় মানুষও দুপুরবেলায় অর্থাৎ যৌবনে বড় তেজ প্রকাশ করে। কিন্তু মহতের তেজ সহ্য করা যায়, ক্ষুদ্রের তেজ বড় অসহ; এই জন্য সূর্য্যের মধ্যাহ্ন তেজ বরং প্রাণে সয়, মানুষের মধ্যাহ্ন তেজ সয় না। একটা সুন্দর কথা প্রচলিত আছে,—"বরঞ্চ সূর্য্যের প্রখর তাপ মাথার সহিতে পারি, কিন্তু তাঁ'র তাপে উত্তপ্ত সামান্য বালুকাকণার তাপ পায়ের তলাতেও সহিতে পারি না।" কথাটির প্রত্যেক অক্ষরই অনন্ত জীবন্ত।

সাম্টী গ্রামের এক পোয়া পথ দূরে মাঠের মধ্যে একটি দীর্ঘিকা ছিল। উহার উত্তর দক্ষিণে দুইটি ঘাট। প্রত্যেক ঘাটের চাতালের দুই পাশে বকুল বৃক্ষ। বৈশাখী বৈকালে মলয় সমীর হিল্লোলে বকুল-ফুল-কুলের মনোহর সৌরভ শূন্য কোলে খেলিয়া বেড়াইতেছিল। ফুলে বসিবে কি সৌরভে মিসিবে, এই ভাবিয়া মৌমাছিরা, যেন দিশাহারা হইয়া উড়িয়া বেড়াইতেছিল। মহাভারতে দেখিতে পাই, মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের সময় মহাবীর দাতা কর্ণকে ধন বিতরণের ভার দিয়াছিলেন। বকুলবৃক্ষগুলিও মলয়সমীরণকে দানকার্য্যের ভার দিয়াছিল। মলয়সমীর মনের সাধ মিটাইয়া, বকুল বৃক্ষের অনন্ত পুষ্পরত্ন, তলস্থিত ভূতল, জল, চাতাল, তৃণদলকে বিলাইতেছিল। বিতরণকার্য্যে শ্রম নাই, বিশ্রাম নাই, কেবল পুষ্পরত্নবর্ষণ। সেকালের রাজারা, ধনীরা দরিদ্রদিগকে এইরূপ রাশি রাশি ধনদান করিতেন, এ কালের বৃক্ষেরা সেই স্বর্গীয় গুণ পাইয়াছে। কিন্তু এখনকার রাজা, ধনীরা বিপরীত হইয়াছে— এইরূপ সাত্বিক দানধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছে।

দীর্ঘিকার চারি দিকেই নানাবিধ ফলফলের গাছ চলন্ত বাতাসের সহিত খেলা করিতেছিল,—ডাল পাতা দুলাইতেছিল। বাতাস আশ মিটাইয়া বাঁশী বাজাইতেছিল। বড় বড় ঝাউগাছগুলি বাতাসের বাঁশীবাজানো শিখিতেছিল, তাই সাঁই সাঁই শব্দ হইতেছিল। যার কান আছে, কানে আবার সুরবোধ আছে, সেই ব্যক্তিই সেই সাঁই সাঁই" রাগরাগিণীর মর্ম্ম বুঝিতে পারে। তোমার আমার ক্লারিয়নেট্, ফ্লুট্ ইত্যাদি বিলাতী শুষির যন্ত্রের আওয়াজে তার আর কান বসে না, প্রাণ রসে না।

আকাশের পশ্চিম দিকে সূর্য্য যত গড়াইতেছিল, বৃক্ষরাজির ছায়াকে পূর্ব্বদিকে তত বাড়াইতেছিল। দীর্ঘিকার পশ্চিমতীরস্থ তরুদলের নিবিড় ছায়া জলের উপর গা-ভাসান দিয়া দুলিতেছিল। বৃক্ষবংশ দোলা বড় ভালবাসে। এত ভালবাসে যে, কায়া দোলাইয়া সাধ মিটে না, তাই জলে ছায়াও দোলায়। বাস্তবিক, বড় মনোহর ছবি! স্থলে দোলে কায়া, জলে দোলে ছায়া।

দীর্ঘিকার স্বচ্ছ সলিলের কোন অংশে কমল, কোন অংশে কুমুদ, কোন অংশে কহ্লার, আবার কোন অংশে কমল, কুমুদ, কহ্লার একসঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া ভাসিতেছিল। কমলদল ফুটিয়া হাসিতেছিল, কুমুদদল মুদিয়া কাঁদিতেছিল। দীর্ঘিকাটি যেন একটি ক্ষুদ্র সংসার, হাসিকান্নার হাট। ভ্রমরেরা উড়িয়া আসিয়া গুঞ্জন ভাবিয়া, কমলের মধু লুটিতেছিল, কিন্তু ভুলিয়াও কুমুদের কাছে যাইতেছিল না। তা তো না যাইবারই কথা। এত বড় লম্বা চৌড়া মানুষ যখন এত সূক্ষ্মবুদ্ধির ভাণ্ডার হইয়াও, "যেখানে রস, সেখানে বশ", তখন অতটুকু ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ভ্রমর যে কমলের গোলাম হইবে এবং কুমুদের মলিন মুখখানির পানে ফিরিয়াও তাকাইবে না, তার আশ্চর্য্য কি!

দীর্ঘিকার জলরাজ্যের আর একটা জীবের কথা মনে পড়াতে, একটা সংস্কৃত শ্লোকও আমার মনে জাগিল,—

"অগাধজলসঞ্চারী বিকারী ন চ রোহিতঃ।
গণ্ডূষজলমাত্রেণ শফরী ফর্ফরায়তে॥"

অগাধজলে সঞ্চরণকারী রোহিত মৎস্য বিকৃত হয় না, কিন্তু অল্পজলে পুঁটীমাছও লাফালাফি করে। কথাটা সত্য। এই জলরাজ্যের রুই ও পুঁটীর ন্যায় স্থলরাজ্যেও অনেক মানুষ-রুই ও মানুষ পুঁটী দেখিতে পাই। দীঘির জলে বড় বড় রুই, কাৎলারা নীচের দিকেই গম্ভীর ভাবে সঞ্চরণ করিতেছিল, আর ছোট ছোট চুনো পুঁটী কিনারার অল্পজলে ঝাঁকঝাঁকে দিয়া লঘুতা প্রকাশ করিতেছিল। মানুষের মধ্যেও এইরূপ ঠিক্ না?

সেই দীর্ঘিকার দক্ষিণ দিকের ঘাটের চাতালে একটি লোক বসিয়াছিল। আকার প্রকারে লোকটি রাজা উজীর নয়, সৌখিন বাবু নয়, একটি সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর যে সব চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারও তাই ছিল। পরিধানে কৃত্তিবাস, সর্ব্ব-অঙ্গে ভস্মরাশ; তন্মধ্যে বদনমণ্ডলেই ভস্মের ভাগটা বেশী। ভাল জিজ্ঞাসা করি, সচরাচর সন্ন্যাসীরা মুখেই কেন বেশী ছাই মাখে? আমার বোধ হয়, ইন্দ্রিয়বিকারের প্রথম ও প্রধান পথ মানুষের মুখ। চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা ও নাসিকাই যত সর্ব্বনাশের মূল। এই কয়টা পদার্থই মানুষকে কুপথে টানিবার প্রধান শত্রু। এমন দুরন্ত শত্রুকে ষোল আনা শাস্তি দেওয়া উচিত; তাই সন্ন্যাসীরা অন্যান্য অঙ্গাপেক্ষা মুখখানাতেই বেশী করিয়া ছাই চাপায়। আমাদেরো সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য যে, সন্ন্যাসীদের অন্য সকল গুণ যদিও আদায় করিতে না পারি, কিন্তু মুখে ছাইমাখাটা যেন আসল করিয়া আদায় করি। "মানুষের মুখে ছাই" কথাটা নির্ব্বোধের পক্ষে গালাগালি, কিন্তু জ্ঞানীর পক্ষে প্রশংসা।

চত্বরোপবিষ্ট সন্ন্যাসী—যুবা। হস্তে একটি রক্তচন্দনমণ্ডিত ক্ষুদ্র লৌহত্রিশূল। মস্তকে পৃষ্ঠলম্বিত জটাভার। সন্ন্যাসী একমনে, ত্রিশূল ধরিয়া বসিয়াছিল। তাহার দৃষ্টিরেখা সলিলশোভিত একটি আধফোটা পদ্মফুলের উপর পতিত ছিল। সন্ন্যাসী মুখে কোন কথা কহিতেছিল না বটে, কিন্তু তাহার অচল চক্ষু যেন সেই অর্দ্ধবিকসিত পদ্মটির সঙ্গে কি কথা কহিতেছিল।

এমন সময়ে অপর এক জন দীর্ঘত্রিশূলধারী সন্ন্যাসী আসিয়া, উপবিষ্ট সন্ন্যাসীর পশ্চাদ্ভাগ হইতে বলিল, "উঠো, বেটা, চলো।"

উপবিষ্ট সন্ন্যাসী তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া দাঁড়াইল। দীর্ঘত্রিশূলধারী সন্ন্যাসী অগ্রে অগ্রে চলিল। ক্ষুদ্রত্রিশূলধারী সন্ন্যাসী তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল।

কিয়ৎ দূর গিয়া, ক্ষুদ্রত্রিশূলধারী সন্ন্যাসী বিনয়-

নম্রবচনে দীর্ঘত্রিশূলধারী সন্ন্যাসীকে বলিল, "গুরুজী। সাম্টী গাঁওকে তরফ কেঁও আপ্ যাতে হো ?"

"তুমারা আজ্ উহাঁ পরীচ্ছা হোগা।"

"ক্যায়সা পরীচ্ছা, গুরুজী ?"

"চিত্ত তেরা স্থির হুআ কি নেহি, ওহি আজ ম্যাঞ দেখুঙ্গা।"

"আচ্ছা, গুরুজী! সাম্টী গাঁওমে কোন্ চিজ্‌সে মেরা চিত্তপরীচ্ছা হোয়গি ?"

'আজ উহাঁ ধনেশ্বরকা বড়ী লড়্‌কী কি সাদি হোয়গি। তোম্ ওহি ঘটনা দেখ্ কর চঞ্চল হোও ক্যা অচঞ্চল রহো, ম্যাঞ নে উসিকা পরীচ্ছা করুঙ্গা। আজ কো ঘটনা সে অগর ম্যাঞ দেখে যো তুম্ নির্ব্বিকার হুআ হ্যায়, তো তুম্‌কো যোগাভ্যাস শিখ্‌লাউঙ্গা; নেহি তো তুম্‌কো শিষ্যত্বসে খারিজ করুঙ্গা।"

"আচ্ছা, গুরুজী। মুঝ্‌কো পরীচ্ছা কিজিয়ে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কালীবাড়ী।

সাম্টী গ্রামে একটি কালীবাড়ী ছিল। ধনেশ্বর সিংহ রায়ের পিতা ৺শিবনাথ সিংহ রায় সেই কালীবাড়ী স্থাপন করিয়াছিলেন। কালীবাড়ীটি দেখিতে অতি সুন্দর। দক্ষিণদ্বারী উচ্চমন্দির মধ্যে পাষাণময়ী কালীমূর্ত্তি। মূর্ত্তিটির নাম শ্রীশ্রী৺আনন্দময়ী। মন্দিরের সম্মুখে সুবিস্তৃত নাটমন্দির। দেবীমন্দির ও নাটমন্দিরের চতুর্দ্দিকে দূরবিস্তৃত তৃণাচ্ছাদিত ভূমি। লোকজনের যাতায়াতের জন্য সেই তৃণাচ্ছাদিত ভূখণ্ডের ইতস্ততঃ সুরকিঢালা পথ। মন্দিরের পশ্চিম দিকে দ্বাদশটি শিবমন্দির। বাম দিকে ফুলের বাগান ও একটি পুষ্করিণী। এই সমস্তের পর চারি দিকে উচ্চ প্রাচীর। প্রাচীরের চারি দিকেই চারিটি প্রবেশদ্বার, তন্মধ্যে দক্ষিণ দিকের দ্বারটি সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ও বৃহৎ। সেই দ্বারের বহির্ভাগে দাঁড়াইয়া মন্দির মধ্যে আনন্দময়ীর দর্শন পাওয়া যাইত। প্রবেশদ্বারে একটি, নাটমন্দিরের মধ্য স্থলে একটি এবং আনন্দময়ীর খাসমন্দিরে একটি, এইরূপ তিনটি পিত্তলনির্ম্মিত বৃহৎ ঘণ্টা লৌহ শৃঙ্খলযোগে কড়িকাঠ হইতে ঝুলিতেছিল। নাটমন্দিরের একটি কোণে একটি বৃহদাকার নাগারা যন্ত্র ছিল। আরতির সময় শঙ্খ, ঘণ্টা, ঝাঁঝ, কড়ী, কাঁসরের সহিত সেই নাগারাও বাজিত। কালীবাড়ীর স্থানটি অতি মনোহর ও অতি পবিত্র। না হইবে কেন ? যেখানে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্তস্থানসৃজন কারিণী জগজ্জননী স্বয়ং বিরাজমানা, সে স্থান যে ভক্তের চক্ষে স্বর্গাপেক্ষাও গরীয়সী। প্রাচীরসংলগ্ন দক্ষিণ দিকের প্রধান দ্বারের বহির্ভাগে দুই তিন বিঘা পতিত জমী ছিল। তীর্থযাত্রী সন্ন্যাসীরা দলে দলে সেখানে আসিয়া দুই এক দিন বিশ্রাম করিত। শিবনাথ সিংহ রায়ের খরচে সকলে উত্তম উত্তম সিধা, কম্বল, বস্ত্র ইত্যাদি প্রাপ্ত হইত। কিন্তু সেই সদাশয় মহাত্মার মৃত্যুর পর, তৎপুত্র ধনেশ্বর সিংহ রায় পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারী হইয়া, স্বর্গীয় পিতার কীর্ত্তিলোপ করিয়াছিল। সন্ন্যাসীরা আর আসিত না। বালাই লইয়া মরি। এমন গুণধর পুত্র আর নাই!

প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময়ে উক্ত দুই জন সন্ন্যাসী সেই কালীবাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। উভয়ে প্রথমে নাটমন্দিরে গিয়া, আনন্দময়ীকে ভক্তিভরে প্রণাম করিল। তার পর তথা হইতে বাহিরে আসিয়া, তৃণাচ্ছাদিত ভূখণ্ডের মধ্যে বিশ্রামস্থান অন্বেষণ করিতে লাগিল। ঐ ভূমির স্থানে স্থানে কোথাও বট, কোথাও অশ্বত্থ, কোথাও একত্র বটাশ্বত্থ, কোথাও বা আম বৃক্ষ ছিল। উহারা উভয়ে একটি অশ্বত্থবৃক্ষতলে গিয়া উপবেশন করিল। উপবিষ্ট হইয়া, উভয়ে মুদিতনেত্রে ধ্যান করিতে লাগিল।

গ্রামের কোন কোন ভক্তিমান্ পুরুষ ও ভক্তিমতী স্ত্রীলোক আসিয়া ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসিদ্বয়কে প্রণাম করিতে লাগিল। কেহ কেহ এক একটা

পয়সা, কেহ কেহ এক আধ কুণিকা চাউল প্রণামী দিল। কেহ কেহ বা তাহাদিগের মুখে শাস্ত্রকথা শুনিবার ইচ্ছা করিল, কিন্তু কোন উত্তর পাইল না। তখন তাহারা ভাবিল, এই দুই জন সন্ন্যাসী মৌনব্রতী, সুতরাং আর কিছু বলিল না।

অনন্তর সূর্য্যদেব হীরকমুকুট খুলিয়া, মাণিকের মুকুট পরিলেন। পৃথিবীর লোককে অল্পক্ষণের জন্য লোহিতমণিমুকুটের বিভা দেখাইয়া, পশ্চিম দিকের কোন এক অজ্ঞাত প্রদেশে অন্তর্হিত হইলেন। সূর্য্যদেব নরচক্ষুর অন্তরালে গেলেন বটে, কিন্তু তখনও যে অনেক দূর যাইতে পারেন নাই, তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল পশ্চিমাকাশে উদীয়মান মেঘখণ্ডমণ্ডলে। কেন না মেঘখণ্ডমণ্ডলীর বক্ষোমুখমুণ্ডে সূর্য্যের মাণিকমুকুটের রক্তাভা প্রতিবিম্বিত হইতেছিল।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা আসিল। সন্ধ্যা যদিও শ্যামাঙ্গী, কিন্তু তার অতি সুন্দর মুখশ্রীর তুলনা মিলে না। আহা, কি মধুর মুখখানি! স্ত্রীলোকের স্বভাবসুলভ লজ্জায় মিশিয়া আছে। দিবা যদিও অতীব সুন্দরী, কিন্তু তার মুখশ্রীতে আদৌ লজ্জা নাই। দিবা বড় বেহায়া—বড় প্রগল্‌ভা। সুতরাং শ্যামাঙ্গী সন্ধ্যার কাছে গৌরাঙ্গী দিবা রূপে বড়, কিন্তু গুণে ছোট।

অদ্য আঠাশে বৈশাখ, শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথি। ত্রয়োদশকলাবিশিষ্ট মনোহর চন্দ্র আকাশে দেখা দিলেন। সায়ংচন্দ্রের বিধৌত কিরণ আসিয়া অশ্বত্থতলোপবিষ্ট ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসী যুগলের অঙ্গে পতিত হইল। উভয় সন্ন্যাসীর দেহলিপ্ত ভস্মলেপ ধপ্‌ ধপ্‌ করিতে লাগিল। সে শোভার তুলনা নাই।

সন্ধ্যার সময় আনন্দময়ীর আরতি আরম্ভ হইল। পুরোহিত ঠাকুর পঞ্চপ্রদীপাদি নাড়িয়া, শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া, নানাবিধ হস্তকৌশলে জগদীশ্বরীর আরতি করিতে লাগিলেন। এক জন ভৃত্য নাটমন্দিরস্থ বৃহৎ নাগারার চর্ম্মাবরণে তালে তালে দণ্ডাঘাত করিতে লাগিল। নাগারার গম্ভীর ধ্বনি সাম্‌টি গ্রামের আদ্যোপান্ত ছুটাছুটি করিতে লাগিল। অন্যান্য ভৃত্যেরা হাতঘড়ী, ঝাঁঝ, কাঁসর প্রভৃতি মাঙ্গলিক ঘনযন্ত্র বাজাইতে লাগিল। প্রায় পনর মিনিট পর্য্যন্ত আরতির ঘটা রহিল; তার পর থামিল। অমনি মন্দিরস্থ সমস্ত লোক "জয় মা আনন্দময়ি!" বলিয়া, ভূললাট হইয়া প্রণাম করিল। মন্দিরের বহির্ভাগে যে দুই জন সন্ন্যাসী ধ্যানোপবিষ্ট ছিল, তাহারাও স্বস্থানে বসিয়া ভগবতীকে প্রণাম করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ দূরে একটি কণ্ঠে "জয় মা" ও অপর কণ্ঠে "কালী" এই শব্দ হইল। সেই শব্দ শুনিয়া দীর্ঘত্রিশূলধারী সন্ন্যাসী চক্ষু উন্মীলন করিয়া, "বোম ভোলানাথ" বলিয়া শব্দ করিল। যে দিকে "জয় মা কালী" শব্দ হইয়াছিল, সে দিকে সাম্‌টি গ্রামের দুই জন অপরিচিত লোক দাঁড়াইয়াছিল। তাহারাই "জয় মা কালী" শব্দ করিয়াছিল। এখন তাহারা "বোম্ ভোলানাথ" প্রতিশব্দ শুনিয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিল।

ক্ষুদ্রত্রিশূলধারী সন্ন্যাসী এই শব্দকাণ্ডের কিছুই বুঝিতে পারিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রজাপতি যাগ।

এ দিকে সন্ধ্যার পর সরলার বর আসিয়া উপস্থিত হইল। বরের নাম নীলকান্ত রায় এবং তাহার পিতার নাম বংশীধর রায়। নিবাস মাধব নগর। বংশীধর রায়ও একজন ঐশ্বর্য্যশালী জমীদার। ধনেশ্বরের ন্যায় ধনে, কিন্তু মনে নহে। বংশীধর রায় সর্ব্বসাধারণের প্রশংসার অধিকারী ছিলেন।

বেশ জাঁকজমক করিয়া বর আসিল। তখন আর এখনকার মত দুঘোড়া, তিনঘোড়া বা চারঘোড়ার গাড়ী করিয়া বর বিবাহ করিতে আসিত

না। এখনও যেমন বরের জন্য চতুর্দোল, তাঞ্জাম, পাল্কী ও ক'নের জন্য মহাপায়া, ডুলীর চলন আছে, তখনও তাই ছিল। ধনীর পুত্র চতুর্দোল বা তাঞ্জামে এবং কন্যা মহাপায়ায় বিরাজ করিত। স্বল্পবিত্তের পুত্র পাল্কীতে এবং কন্যা ডুলীতে স্থান পাইত।

অষ্টাদশবর্ষীয় শ্রীমান্ নীলকান্ত রায় শ্রীমতী সরলাসুন্দরীকে জীবনের চিরসঙ্গিনী করিবার অভিলাষে শ্বশুরবাসের দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। কন্যাকর্ত্তা আত্মীয় স্বজনের সহিত সাদরে বরকে গ্রহণ করিল। অন্দরমহলে হুলুধ্বনি কুলকুলু করিয়া সাড়া দিল। বর বাবাজীও বুঝিলেন, অর্দ্ধাঙ্গী তৈয়ার আছে। মনের আনন্দ মনেই চাপা রহিল, লোকলজ্জায় ফুটিতে পারিল না। কতক ফুটিবে বিয়ের পরে বাসর-ঘরে। তাও ঠিক্ বলা যায় না। কেন না বাসরাসর-সবগরম্কারিণী রঙ্গিণী-গণের ঘোম্টাখোলা ন্যাংটা মুখের খৈ-ফুটুনির কাছে ছেলে বর তো দূরের কথা, অনেক বুড়ো বরও হাড়িকাঠে ঘাড় গুঁজড়াইয়া পড়ে! আবার এমনও ঘটে, দুই একটা বাচ্চা বরও আচ্ছা করিয়া মুখ ফুটাইয়া রস ছুটাইয়া দেয়।

ধনেশ্বরের বহির্ব্বাটীর বৃহৎ ঠাকুরদালানে সভা সজ্জিত হইয়াছিল। বরকর্ত্তা বর লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। সজ্জিত বরাসনে বর বসিল। সভাস্থলে বরযাত্রগণ বিরাজ করিল। দেখিতে দেখিতে কন্যাযাত্রগণেরও ভিড় হইল। গ্রামের ছেলেপিলেরাও প্রবেশাধিকার পাইল। নূতন থেলো হুঁকায় ঘন ঘন গুড়ুক পুড়িতে লাগিল। পানের রেকাবী ইতস্ততঃ ঘুরিতে আরম্ভ করিল। বরমজ্‌লিসে নানাবিধ তর্ক বিতর্ক, কথা বার্ত্তার স্রোত ছুটিতে লাগিল। এক ঘণ্টা কাল এইরূপে কাটিল।

এমন সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া ধনেশ্বরকে সংবাদ দিল, "আপনার সঙ্গে পরিব্রাজক অচ্যুতানন্দ সন্ন্যাসী সাক্ষাৎ কোত্তে চাচ্ছেন।"

ধনেশ্বর সবিস্ময়ে বলিল, "অচ্যুতানন্দ সন্ন্যাসী কে?"

ভৃত্য বলিল, "আজ্ঞে, তা আমি চিনি নি।"

ধনেশ্বর বলিল, "আচ্ছা, তাঁকে সঙ্গে কোরে নিয়ে আয়।"

ভৃত্য প্রস্থান করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে নূতন সংবাদ আনিল। বলিল, "সন্ন্যাসী ঠাকুর আপনাকে কি একটি বিশেষ গোপনীয় ও দরকারী কথা বোল্‌বেন, তাই তিনি ভিড়ের মধ্যে আস্‌তে চান্ না। আপনাকে ডাক্‌চেন।"

"আচ্ছা" বলিয়া ধনেশ্বর সিংহ রায় সন্ন্যাসীর নিকট গমন করিল।

যে দুই জন সন্ন্যাসী কালীবাড়ীর মাঠে অশ্বত্থতলে উপবিষ্ট ছিল, তাহাদের মধ্যে যে সন্ন্যাসীটি দীর্ঘত্রিশূলধারী, এটি সেটি। ক্ষুদ্রত্রিশূলধারী সন্ন্যাসীকে কালীবাড়ীর নাটমন্দিরের মধ্যে বসিতে বলিয়া নিজে ধনেশ্বরের বহির্দ্বারে আসিয়া উপস্থিত।

ধনেশ্বর বরাবর বহির্দ্বারে আসিয়া দেখিল, অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান। জিজ্ঞাসিল, "আপনিই পরিব্রাজক অচ্যুতানন্দ সন্ন্যাসী?"

সন্ন্যাসী ধীর গম্ভীর স্বরে উত্তর করিল, "হাঁ।"

ধনেশ্বর প্রশ্ন করিল, "আপনার মঠ কোথায়?"

সন্ন্যাসী তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "চন্দ্রশেখর তীরথ্মে।"

ধ। কোথায় যাবেন?

স। কাশী।

ধ। উত্তম। এখানে কি প্রয়োজনে?

স। ম্যাঁঞ্র শুনা থা, আজ্ তুমারা লড়্‌কী কি শুভ বিবাহ হোগা। তুমারা আউর তুমারা কন্যা কি মঙ্গলকে লিয়ে, তুম্‌কো এক বাৎ কহনেকো আয়া হুঁ।

ধ। আজ্ঞা করুন্।

স। ম্যাঁঞ্র গণনা কর্‌কে দেখা হুঁ যো, তুমারা লড়্‌কী কি কারণ এক প্রজাপতি যাগ করনা চাহি। নহি তো ইহ বিবাহমে তুমারা কন্যা সুখিনী নহি হোয়গি।

সন্ন্যাসীর মুখে এরূপ কথা শুনিয়া কাহার না বিশ্বাস হয়? এ বিবাহে কন্যা সুখিনী হইবে না,

ইহা পিতার প্রাণে সুখের কথা নহে। সুতরাং ধনেশ্বর ব্যগ্রতাসহকারে সন্ন্যাসীকে বলিল, "সে যাগ কে কোরবে? কোথায় হবে? কি কি চাই?"

স। ম্যাঞ্জ করুঙ্গা। তুমারা কালীবাড়ীমে হোগা। ঘৃত, তিল, কদলী, ফুল, যব সিন্দুর, চন্দন আউর একঠো নয়া বস্ত্র চাহি।

ধ। আচ্ছা, তাই হবে। আর কিছু চাই?

স। আর কুছ্ নেহি চাহি। এহি সব উপকরণ সমেত তুমারা লড়্কীকো লেকে কালীবাড়ীমে তুম্‌কো জানে হোগা।

কন্যার মঙ্গল হইবে, অথচ তেমন কোন ব্যয় ভূষণ নাই। ধনেশ্বর তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল। প্রজাপতি যাগের সমস্ত আয়োজন করিয়া, অন্দর মহলে গেল। ভামিনীকে সমস্ত কথা বলিল। ভামিনী তৎক্ষণাৎ সরলাকে স্বামীর হস্তে সমর্পণ করিল। ধনেশ্বর যাগদ্রব্য ও জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলাকে লইয়া কালীবাড়ী চলিল। সঙ্গে কএক জন লোক চলিল। অচ্যুতানন্দ সন্ন্যাসীও সঙ্গে সঙ্গে গমন করিল। দেখিতে দেখিতে সকলে কালীবাড়ীতে প্রবেশ করিল। নাটমন্দিরের মধ্যস্থলে যথাবিধানে যাগারম্ভ হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

কালীবাড়ীর বৃহৎ নাটমন্দিরের মধ্যস্থলে অচ্যুতানন্দ সন্ন্যাসী যজ্ঞকুণ্ডে যজ্ঞডুম্বুরের শুষ্ককাষ্ঠখণ্ডগুলি জ্বালিয়া ঘৃতাহুতি দিতে লাগিল। একবার যব, একবার তিল, একবার ফুল, একবার বা কাঁঠালী কলা গব্যঘৃতে ম্রক্ষিত হইয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। নাটমন্দির ধূপ ধুনার গন্ধে আমোদিত ও শঙ্খঘণ্টার বাদ্যে আরাবিত হইয়া উঠিল। ধনেশ্বর সিংহ রায় বধূবেশিনী জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলাকে লইয়া, যজ্ঞকুণ্ডের একপার্শ্বে উপবিষ্ট রহিল। ধনেশ্বরের লোকগুলি নাটমন্দিরের ইতস্ততঃ দাঁড়াইয়া, প্রজাপতি যাগ দেখিতে লাগিল। আর এক জনও নাটমন্দিরের দূরে অথচ একপার্শ্বে বসিয়া, যাগ দেখিতে দেখিতে ভাবিতে লাগিল,—তাহার গুরুদেবই এই যাগের হোতা, ব্যাপার কি? বোধ হয়, এই বুঝি শিষ্যের চিত্তপরীক্ষা।

নাটমন্দিরে এইরূপে যাগকর্ম্ম চলিতেছে। এ দিকে এমন সময়ে কালীবাড়ীর বাহিরের মাঠে বিবাহের বাদ্যরব উঠিল। কোন্ গ্রাম হইতে কোন্ গ্রামে অপর একটি বর যাইতেছিল। বর ও বরযাত্রগণের সাম্‌নী গ্রামের মধ্য দিয়া, গন্তব্য স্থানে যাইবার সুবিধা, তাই তাহারা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। খুব জাঁকালো বর, প্রায় হাজারো লোক। দলে দলে বাদ্যকারগণ, আলোকধারিগণ, সামগ্রীসম্ভারবাহকগণ, পাল্কীতাঞ্জামবাহকগণ ও বরযাত্রগণে কালীবাড়ীর মাঠ ভরিয়া গেল। চল্লিশ পঞ্চাশ খানা পাল্কী ডুলী। সমস্তই ঘেরাটোপে ঢাকা। একখানি সুন্দর তাঞ্জামের উপর চতুর্বিংশ বর্ষীয় বর উপবিষ্ট।

ও দিকে নাটমন্দিরের মধ্যে বসিয়া, বাহিরের বাদ্যকোলাহল শুনিয়া ধনেশ্বর ভৃত্যগণকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাইরে কিসের বাদ্যি রে?"

ভৃত্যগণ বলিল, "আজ্ঞে, দেখে এসে বোল্‌চি।"

এমন সময়ে আর দুই তিন জন ভৃত্য বাহির হইতে নাটমন্দিরে আসিল। ধনেশ্বর তাহাদিগকেও সেই প্রশ্ন করিল। তাহারা উত্তর করিল, "আজ্ঞে, কাদের বর যাচ্চে। মাঠে দম্ নিচ্চে।"

ধনেশ্বর পুনর্ব্বার যাগে মনোযোগ দিল। অপরিচিত বরযাত্রদের মধ্য হইতে চার পাঁচ জন লোক কালীবাড়ীতে প্রবেশ করিয়া, আনন্দময়ীকে প্রণাম করিল, নাটমন্দিরের সিঁড়িতে উঠিয়া যাগ দেখিল। আবার তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া, মাঠস্থ লোকদের সহিত মিশিল। মিশিয়া তাহারা উচ্চৈঃস্বরে কি একটা সঙ্কেতধ্বনি করিল। যেমন সঙ্কেতধ্বনি, অমনি সেই হাজার লোকের কণ্ঠে ভয়ঙ্কর চীৎকারধ্বনি উত্থিত হইল। সে চীৎকার যে সে চীৎকার নহে, ডাকাতের বিকট চীৎকার।

একটার পর একটা, এইরূপ মুহুর্মুহু চীৎকার হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সেই সকল লোক, মায় বরটি পর্য্যন্ত, প্রবল বেগে ও দুঃসাহসিক আবেগে, সমস্ত বস্ত্রাচ্ছাদিত পাল্কী ডুলী হইতে শত শত নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র বাহির করিয়া, বাঁধ-ভাঙ্গা স্রোতের ন্যায়, কালীবাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল। তাহাদের অনিবার্য্য বেগে ও রাগে দ্বার ভাঙ্গিয়া গেল, প্রাচীর পড়িয়া গেল। সশস্ত্র অনেক লোক ভিতরে ঢুকিল, অনেকে কালীবাড়ীর বাহিরের চতুর্দ্দিক ঘেরিয়া ফেলিল। আবার অনেকের হস্তে ঘন ঘন পিস্তলের আওয়াজ হইতে লাগিল।

ভয়ঙ্কর ঘটনা! লোমহর্ষণ ঘটনা! অদ্ভুত ঘটনা! অলৌকিক ঘটনা! সাম্টী গ্রাম কাঁপিয়া উঠিল! একটানা আনন্দস্রোত, ভয়ে বিস্ময়ে ধাঁধায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া মিশিয়া গেল।

যে সকল অস্ত্রধারী লোক কালীমন্দিরে প্রবেশ করিল, তাহাদের তাৎকালিক মূর্ত্তি দেখিয়া, চীৎকার শুনিয়া, মরা মানুষও ভয় পায়, জীবন্তের তো কথাই নাই। সভৃত্য ধনেশ্বর সিংহ রায় ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেল! বালিকা সরলা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া ফেলিল!

প্রবিষ্ট অস্ত্রধারীদের মধ্যে অনেকগুলি লোক বিদ্যুদ্বেগে নাটমন্দিরে উঠিয়া পড়িল। তন্মধ্য হইতে একজন অতিবলিষ্ঠ লোক ধনেশ্বরকে ধরিয়া ফেলিল। আর একজন, অচ্যুতানন্দ সন্ন্যাসীর হস্তে একখানি শাণিত তরবারি দিল। যজ্ঞকারী সন্ন্যাসীকে তরবারিধারী দেখিয়া, ধনেশ্বরের ভয়ের উপর ভয়, বিস্ময়ের উপর বিস্ময় বাড়িয়া উঠিল, মনে দারুণ সন্দেহ জাগিল। কিন্তু উৎকট আতঙ্কে বাগ্‌রোধ হইয়া গেল; কথা কহিতে পারিল না।

ভৃত্যগণ প্রাণের ভয়ে কাঁদিতে লাগিল, কিন্তু পলাইবার উপায় নাই। ভয়-ব্যাকুলা সরলাকে একজন অস্ত্রধারী কোলে তুলিয়া, "ভয় নেই, মা! ভয় নেই" বলিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিল। বালিকার মন কিন্তু তা বুঝিল না।

এমন সময়ে অচ্যুতানন্দ সন্ন্যাসী হঠাৎ তীক্ষ্ণ তরবারি উত্তোলন করিয়া, ধনেশ্বরকে গম্ভীর গর্জ্জনে বলিল, "তোমাকে আজ পাপের উপযুক্ত ফলভোগ কোত্তে হবে।"

এইবার ধনেশ্বর প্রাণের দায়ে ভয়-ব্যাকুলিত স্বরে বলিল, "আমি কি পাপ কোরেছি?"

অচ্যুতানন্দ। তুমি সামান্য ধন-লোভে দুইটা গুরুতর মহাপাপ কোরেচো।

ধ। (সবিস্ময়ে) কি দুইটা গুরুতর পাপ?

অ। একটা শোন।—যাদবেন্দ্র রায় নামে একটি দরিদ্র যুবা তোমার এই জ্যেষ্ঠা কন্যা সবলাকে পুষ্করিণীর জল থেকে তুলে প্রাণদান কোরেছিলো কি না?

ধ। হাঁ কোরেছিলো।

অ। তার প্রত্যুপকারস্বরূপ তুমি তার সঙ্গে তোমার এই কন্যা সরলার বিবাহ দিতে প্রতিজ্ঞা কোরেছিলে কি না?

ধ। (মনের ভাব গোপন করিয়া) কই, তা তো—

অ। (সরোষে) আমার তরবারির দিকে চেয়ে কথা কও।

ধ। (সভয়ে) হাঁ, মনে হয়েচে। যাদবেন্দ্রের সঙ্গে সরলার বিবাহ দিতে প্রতিজ্ঞা কোরেছিলেম।

অ। প্রতিজ্ঞা পুরণ কোরেচ কি?

ধ। না।

অ। কেন?

ধ। যাদবেন্দ্র দরিদ্র।

অ। প্রতিজ্ঞার কাছে ধনী দরিদ্র কি?

ধ। আমার কন্যা পাছে কষ্টে পড়ে, তাই।

অ। যে ব্যক্তির দয়া স্নেহ তোমার কন্যাকে জীবন দান কোরেচে, তার সেই দয়া, সেই স্নেহ কি তাকে পথের ভিখারিণী কোত্তো?

ধ। হাঁ,—তা বটে—তবু—

অ। (পুনর্ব্বার সরোষে) তুমি আর বৃথা বাক্যব্যয় কোরো না। তুমি নিতান্ত ধনলোভী। ধনের জন্য ধনেশ্বর না কোত্তে পারে, এমন কার্য্যই

জগতে নাই। ধনী জামাতার পিতার নিকট অপর্য্যাপ্ত ধনলাভ কোর্কে বোলে, ধর্ম্মতঃ দরিদ্র জামাতার মনোভঙ্গ কোরেচো, তাকে নির্জ্জীব কোরেচো। তার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মেরও ঘোরতর অপমান কোরেচো। আমি আর সকল সহ্য কোত্তে পারি, কিন্তু ধর্ম্মের অপমান কখনই সহ্য কোত্তে পারি না।"

অচ্যুতানন্দের এই সুকঠোর ভৎর্সনায় ধনেশ্বরের চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। অধোমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া অচ্যুতানন্দ আবার গর্জ্জিয়া উঠিল। বলিল, "আর বিলম্ব কোত্তে পারি না। হয় তুমি যাদবেন্দ্রের হস্তে তোমার জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলাকে, সর্ব্বসাক্ষিণী আনন্দময়ীর সমক্ষে সম্প্রদান কর, নয় অচ্যুতানন্দের তীক্ষ্ণতরবারিধারে মস্তকচ্যুত হও।"

এ ভয় বড় ভয়। ধনেশ্বর এই কথা শুনিয়া কি এক রকম হইয়া গেল। একটু ভাবিয়া বলিল, "শ্রীমান্ নীলকান্ত রায়ের হস্তে সরলাকে সম্প্রদান কোত্তে বাগ্দত্ত হোয়েচি, এখন তার অন্যথা কোল্লে আমার অধর্ম্ম হবে যে।"

অচ্যুতানন্দ এইবার তীব্র বিদ্রূপরোষে বলিল, "তোমার ধর্ম্ম তো সকল কাজেই জাজ্বল্যমান্! নীলকান্তকে বাগ্দান কর্‌বার পূর্ব্বে যাদবেন্দ্রকে কি বাগ্দান করনি? হে ধার্ম্মিকচূড়ামণি! এতই যদি তোমার ধর্ম্মভয়, তবে বল দেখি, যাদবেন্দ্র তোমার জ্যেষ্ঠা কন্যার স্বামী, কি নীলকান্ত?"

ধনেশ্বর পুনর্ব্বার নির্ব্বাক্।

অচ্যুতানন্দ, উত্তরের বিলম্ব দেখিয়া, সরোষে বলিল, "যাদবেন্দ্রের সহিত সরলার বিবাহ দেবে কি না? বল—বল—নৈলে—" এই পর্য্যন্ত বলিয়া অসি উত্তোলন করিল।

আর উপায় নাই। তৎক্ষণাৎ অসির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ধনেশ্বর বলিয়া ফেলিল, "দেবো দেবো।" এই বলিয়া আবার বলিল, "যাদবেন্দ্র তো আমার নিকটে নাই। কিরূপে সম্প্রদানকার্য্য হবে?"

অচ্যুতানন্দ বলিল, "মা আনন্দময়ী এখনি যাদবেন্দ্রকে এখানে এনে দেবেন।"

এই বলিয়াই অচ্যুতানন্দ ডাকিল, "যাদবেন্দ্র!"

আহ্বান মাত্রেই ক্ষুদ্রত্রিশূলধারী সন্ন্যাসী নাটমন্দিরের অপর পার্শ্ব হইতে "প্রভু!" এই সম্বোধন সহকারে অচ্যুতানন্দের সম্মুখে আসিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইল। গুরুজীর কাণ্ডকারখানা দেখিয়া যাদবেন্দ্র এতক্ষণ স্তম্ভিত ও অবাক্ হইয়া, দূরে দাঁড়াইয়াছিল। ভাবিতেছিল, "আমার গুরুজী কে? বরাবর আমার কাছে হিন্দী কথা কইতেন, এখন আবার বাঙ্গলা কথা কইচেন। বরাবর একাকী আমার কাছে আস্‌তেন, থাক্‌তেন, আজ ইনি এত লোক পেলেন কোথা? যে সে লোক নয়, সব্বাই অস্ত্রধারী বীর। বরাবর গুরুজী আমাকে বোল্‌তেন, 'তোর যখন বিবাহ হয় নি, তখন তুই আমার শিষ্য হবার যোগ্য।' আজ আবার বিকাল-বেলায় মাঠের পথে বোলেছিলেন, 'তুই যদি ধনেশ্বরের কন্যা সরলার বিবাহ দেখে চঞ্চল না হোস্, তবে তোকে যোগাভ্যাস করাবো, নৈলে শিষ্যত্ব থেকে খারিজ কোর্কো।' কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এ যে এক ঘোর গোলোকধাঁধায় পোড়লেম। গুরুজী আমারই হস্তে সরলা সম্প্রদানের উদ্যোগী। তাই তো, অচ্যুতানন্দ সন্ন্যাসী কে? নিশ্চয় দেবতা।

যাদবেন্দ্র গুরুদেবের নিকট দাঁড়াইল। গুরুদেব শিষ্যের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য এবং নিজের স্বর্গীয় প্রতিজ্ঞা সফল করিবার জন্য, ধনেশ্বরকে বলিল, "এর হস্তে তোমার জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলাকে আমাদের সমক্ষে ধর্ম্মরূপিণী আনন্দময়ীকে সাক্ষী করিয়া, সম্প্রদান কর।"

ব্যাপার দেখিয়া ধনেশ্বর ও ধনেশ্বরের লোকেরা অবাক্। দেখিয়া শুনিয়া ধনেশ্বর বলিল, "যাদবেন্দ্র কই? এ যে সন্ন্যাসী!" এই বলিতে বলিতে ধনেশ্বরের চক্ষে জল আসিল। কাঁদিতে কাঁদিতে অচ্যুতানন্দ সন্ন্যাসীকে বলিল, "হায় হায়, তোমার মনে কি এই ছিল! আমার স্নেহের সরলাকে এক জন সন্ন্যাসীর হাতে ফেলে দিলে!"

অ। আমি তোমার প্রবঞ্চক নই। এই সেই যাদবেন্দ্র। এইই তোমার সেই জ্যেষ্ঠ জামাতা।

এই বলিয়া অচ্যুতানন্দ নিজ কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া শিষ্যের মুখ ধুইয়া দিল। শিষ্য অধোবদনে লজ্জায় দাঁড়াইয়া রহিল।

এই ছিল শিষ্য, এই হইল যাদবেন্দ্র রায়। ধনেশ্বর তাহার ধৌত মুখ দেখিয়া অবাক্ হইল।

অচ্যুতানন্দ ধনেশ্বরকে বিদ্রূপবাক্যে বলিল, "কেমন, সন্দেহ মিট্‌লো কি? না মিটে থাকে তো তরবারির মুখে মেটাই।"

ধনেশ্বর কোন উত্তর করিল না। দুঃখ, ভয়, লজ্জায় স্বীয় জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সরলার সুকোমল দক্ষিণ হস্তটি শ্রীমান্ যাদবেন্দ্র রায়ের দক্ষিণ হস্তে রক্ষা করিয়া সর্ব্বসমক্ষে বলিল, "দেবী আনন্দময়ী সাক্ষী, ধর্ম্মসাক্ষী, শ্রীমান্ যাদবেন্দ্র রায় বাবাজীউর হস্তে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সরলাকে সম্প্রদান কোল্লেম।"

সম্প্রদানকার্য্য হইবামাত্র অচ্যুতানন্দ সন্ন্যাসী ও তাহার দলবল আনন্দকোলাহল করিয়া উঠিল।

অনন্তর অচ্যুতানন্দ সন্ন্যাসী ধনেশ্বরকে বলিল, "তোমার পাপের একটা প্রায়শ্চিত্ত হলো, এখনো একটা বাকি। কিন্তু সেটা হবার আগে, মাঝে আর একটা কাজ কর।"

ধ। আবার কি?

অ। নীলকান্ত রায় তোমার বাড়ী এসে, পিতার সহিত ভগ্নহৃদয়ে, বিষণ্নমনে, মলিনমুখে যে ফিরে যাবে, সেটা আমাদের সহ্য হবে না। তুমি এখনি তোমার লোক পাঠিয়ে, তোমার বাড়ীর বরসভা থেকে তা'র পিতার সহিত তাকে আনাও। তোমার কনিষ্ঠা কন্যা তরলা ও পত্নী ভামিনীকেও আনাও। এই আনন্দময়ীর সমক্ষে শ্রীমান্ নীলকান্ত রায়ের হস্তে শ্রীমতী তরলাকে সম্প্রদান কর। শীঘ্র লোক পাঠাও।

ধনেশ্বর তাহাই করিল। অচ্যুতানন্দ সন্ন্যাসী কি একটা সঙ্কেত করিল। সেই সঙ্কেতের গুণে তাহার অস্ত্রধারী লোকেরা ধনেশ্বরের ভৃত্যগণকে ছাড়িয়া দিল।

অল্পক্ষণ পরে পিতার সহিত নীলকান্ত রায় ও জননীর সহিত তরলা আসিল। আসিয়াই ভয়ে জড়সড় হইয়া গেল। কিন্তু অচ্যুতানন্দের সান্ত্বনা ও অভয় স্রোত ছুটিতে লাগিল।

পাঠক পাঠিকারা বলিতে পারেন যে, কালীবাড়ীর এই দুর্ঘটনা দেখিয়া ও জানিয়াও বরসভায় এখনো লোকেরা কি করিয়া নিশ্চিন্ত ছিল? পলায়ন করে নাই কেন? কিন্তু পলাইবার পথ যে ছিল না। অচ্যুতানন্দের অনেক অস্ত্রধারী বীরেরা ধনেশ্বরের বাড়ী ঘেরিয়া রাখিয়াছিল।

অনন্তর অচ্যুতানন্দের আদেশে ধনেশ্বর সিংহ রায় শ্রীমান্ নীলকান্ত রায়ের হস্তে নিজ কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী তরলা সম্প্রদান করিল।

এই বার অচ্যুতানন্দ গম্ভীর স্বরে পুনর্ব্বার ধনেশ্বরকে বলিল, "এই বার তোমার দ্বিতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর। তোমার সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির অর্দ্ধেকাংশ আমাকে দাও।"

ধনেশ্বর চমকিয়া উঠিল। বলিল, "সে কি!"

অচ্যুতানন্দ সন্ন্যাসী বলিল, "আমি তোমার অর্দ্ধেক সম্পত্তি নিয়ে, তার মধ্যে নগদ টাকার চার ভাগের এক ভাগ আমার এই সকল পরমোপকারী ও পরমসহায় সহচরদের দেবো। বাকি তিন ভাগ নগদ টাকা এবং সমস্ত অর্দ্ধেক সম্পত্তি আমার এই পরমস্নেহের পাত্র ও শিষ্য শ্রীমান্ যাদবেন্দ্র রায়কে প্রদান কোর্‌বো।"

এই কথা শুনিয়া ধনলোভী ধনেশ্বর মরিয়া গেল কি বাঁচিয়া রহিল, তাহা বুঝিতে পারে এমন নাড়ীবিজ্ঞ চিকিৎসক খুঁজিয়া পাওয়া ভার। ধনেশ্বরের মুখ শুকাইল, বুক শুকাইল। মুখ তো অগ্রেই শুকাইয়া ঝলসিয়া গিয়াছে! আকুলপ্রাণে ব্যাকুলভাবে বলিল, "আমার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে তো জোর কোরে যাদবেন্দ্রের হস্তে দিলে। শেষে জোর কোরে আমার ধনসম্পত্তিরও অর্দ্ধেক নেওয়া কি ধর্ম্মসঙ্গত?"

অচ্যুতানন্দ ধনেশ্বরের কথার শেষাংশটা শুনিয়া ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিল। তদ্দর্শনে ধনেশ্বরের প্রাণ উড়িয়া গেল। চক্ষে যেন অন্ধকার দেখিল। ভয়ে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মুখে আর কথা ফুটিল না।

গর্জ্জিত অচ্যুতানন্দ তীক্ষ্ণ তরবারি উত্তোলন করিয়া ধনেশ্বরকে বলিতে লাগিল, "কি বলিলে? ধর্ম্মসঙ্গত? কি লজ্জার কথা! কি ঘৃণার কথা! মহাপাপিষ্ঠ মহানারকী মহা-অধার্ম্মিক ধনেশ্বর সিংহ রায় অচ্যুতানন্দকে অধার্ম্মিক বোল্‌তে সাহস করে! শোনো, ধনেশ্বর! অধার্ম্মিক আমি নই, অধার্ম্মিক তুমি! অধার্ম্মিক তোমার প্রাণ! অধার্ম্মিক তোমার মন! অধার্ম্মিক তোমার আত্মা! অধার্ম্মিক তোমার কর্ম্ম! অধার্ম্মিক তোমার ধর্ম্ম! অধার্ম্মিক তোমার কায়া! অধার্ম্মিক তোমার ছায়া! তুমি অধর্ম্মে শত শত লোকের সর্ব্বনাশ কোরেচো—কত লোককে পথের ভিখারী কোরেচো—কত অবলা বালার চক্ষে অশ্রুপ্রস্রবণ সৃজন কোরেচো—কত শত দীনহীন দরিদ্র প্রজার এক মুষ্টি অন্ন, একখানি বস্ত্রেরও সংস্থান রাখ নি। তুমি দুর্ব্বৃত্ত, নারকী, পিশাচ, দস্যু।"

ধনেশ্বর উদ্বেলিত সমুদ্রের ন্যায় অস্থির হইল। অচ্যুতানন্দের এই তীব্র মর্ম্মভেদী বাক্যকুঠারে তার হৃৎপিণ্ড পর্য্যন্ত যেন কোটি খণ্ডে খণ্ডবিখণ্ড হইয়া গেল।

পুনর্ব্বার সেই তীক্ষ্ণতরবারিধারী সন্ন্যাসী তীক্ষ্ণতর বাক্যে গর্জ্জন করিল। বলিল, "আর বিলম্ব কোত্তে পারি নি। এই কাগজ, কলম, দোয়াত লও। আমার শিষ্য যাদবেন্দ্রের নামে তোমার অর্দ্ধেক ধনসম্পত্তির দানপত্র লেখ।" এই বলিয়া নিজকুক্ষিলম্বিত ভিক্ষার ঝুলী হইতে কাগজ, কলম, দোয়াত বাহির করিয়া দিল।

ধনেশ্বর দেখিল, বিভ্রাট ও সর্ব্বনাশের তো আর বাকি নাই। যদি না লেখে, মস্তক যাবে। উপায় নাই। তথাপি ধনের মায়ায় বিমোহিত হইয়া, প্রাণের মায়া কতকটা ভুলিয়া গেল। বলিল, "অর্দ্ধেক নয়, দুই আনা অংশ দানপত্রে লিখে দিচ্চি।"

অচ্যু। বটে! এখনও যে তোমার সমস্ত ধনসম্পত্তি অধিকার কচ্চি নি, এই তোমার পরম সৌভাগ্য। ফের্ যদি আপত্তি কর, তোমার সমস্ত ঐশ্বর্য্য দানপত্রে লিখিয়ে নেবো।"

সর্ব্বনাশ। ধনেশ্বর আর কথাটিও ফুটিয়া বলিল না। অচ্যুতানন্দের আদেশানুসারে দানপত্র লিখিল। নিজের নাম সহি করিল। নাম সহি করিবার সময় চক্ষু ফুটিয়া কএক বিন্দু অশ্রু কাগজের উপর টপ্ টপ্ করিয়া পড়িয়া গেল। তার পর অচ্যুতানন্দ সন্ন্যাসীর আদেশে ধনেশ্বরের লোকেরা এবং নীলকান্ত রায়ের পিতা সাক্ষী হইয়া, সেই দানপত্রে স্ব স্ব নাম সহি করিল। অচ্যুতানন্দ দানপত্রখানি লইয়া, "জয় মা আনন্দময়ী!" বলিয়া, নিজের নিকট যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দিল। ধনপিশাচ ধনেশ্বরের দ্বিতীয় দফা প্রায়শ্চিত্ত হইল! দফা রফা হইল!

যাদবেন্দ্র রায়ের সহিত জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলার বিবাহ ঘটিয়া গেল, তাহাতে ধনেশ্বর তত দুঃখিত হয় নাই, কিন্তু যাদবেন্দ্র যে শেষে তাহার অর্দ্ধৈশ্বর্য্যের অধিকারী হইল, ইহা বড়ই অসহ্য হইল। বুক ফাটিয়া গেল। ধনেশ্বর আর থাকিতে পারিল না; কপালে সবলে করাঘাত করিয়া, সরলার মুখপানে চাহিয়া, গভীর যন্ত্রণায় বলিয়া ফেলিল, "হাঁ বাঘিনি! তুই আমার যত সর্ব্বনাশের মূল! কেন তুই বাঘিনীর মুখ থেকে বেঁচেছিলি? কেন তোকে শিকারীরা আমার বাড়ীতে এনেছিল? কেন আমি আমার পত্নীর অনুরোধে তোকে লালন পালন কোরেছিলেম—নিজের কন্যার মত স্নেহ কোরেছিলেম? পুষ্করিণীতে ডুবেছিলি তো মরিলি নি কেন? তুই মর্‌বি কেন? আমাকে ধনে প্রাণে মার্‌বি বোলেই আমার ঘরে ঢুকেছিলি! বাঘিনীর গ্রাসেও যার প্রাণ নাশ হয় নি, সে যে আমার সর্ব্বনাশিনী হবে, তার আর আশ্চর্য্য কি?"

ধনেশ্বরের মুখে এই অভূতপূর্ব্ব কথা শুনিয়া

অচ্যুতানন্দ সন্ন্যাসী অত্যন্ত বিস্মিত হইল। মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে কি জাগিয়া উঠিল। অচ্যুতানন্দের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। ব্যগ্রতা ও কৌতূহল সহকারে বলিল, "কি বলিলে? সরলা তোমার আপন কন্যা নয়? বাঘিনীর গ্রাস থেকে শিকারীরা একে এনে তোমায় দিয়েছে? সত্য কথা?"

ধ। সত্য কথা।

অ। কত দিনের কথা?

ধ। আজ নবম বৎসর চোল্‌চে।

অ। যখন শিকারীরা একে আনে, তখন কি মাস?

ধ। পৌষ মাস।

এই কথা শুনিয়া অচ্যুতানন্দ আরো চঞ্চল হইল। যেন মনে ভাব জাগিবার অগ্রেই জিহ্বায় কথা ফুটিল। বলিল, "আচ্ছা, সে সময়ে এর অঙ্গে কোন অলঙ্কার ছিল?"

ধনেশ্বর কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া উত্তর করিল, "ছিল।"

অ। কি?

ধ। গলায় পৈতার সুতায় বাঁধা একটা বড় রূপার মাদুলী।

অ। সে মাদুলীটা কোথা? আছে কি?

ধ। আছে, কিন্তু আমার কাছে নয়।

অ। কোথা তবে?

ধ। (আনন্দময়ী প্রতিমার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) আনন্দময়ীর দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধে সে মাদুলীটা ঝোলান আছে।

অ। কি অভিপ্রায়ে?

ধ। এই কন্যা ব্যাঘ্রীর গহ্বর থেকে প্রাণ পেয়েছিল বোলে, আমার পত্নী, আনন্দময়ীর ষোড়শোপচারে পূজা দিয়েছিলেন এবং এর মঙ্গলোদ্দেশে এর সেই মাদুলীটিও আনন্দময়ীর হস্তে বরাবর ঝুলিয়ে রাখ্‌তে ইচ্ছা কোরেছিলেন। কার্য্যেও তাই করা হোয়েছিল।

অ। সেই মাদুলীটি একবার দেখ্‌তে চাই। পুরোহিতকে আন্‌তে বলুন।

অনন্তর ধনেশ্বরের আদেশে পুরোহিত ঠাকুর আনন্দময়ীর হস্ত হইতে রূপার মাদুলীটি খুলিয়া আনিল। অচ্যুতানন্দ তাড়াতাড়ি উহা লইয়া, বিশেষ করিয়া, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মনোমধ্যে কি জাগিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ মাদুলীটি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ভাঙ্গিবামাত্র তন্মধ্য হইতে একখানি ভূর্জ্জপত্রলিখিত রক্ষাকবচ বাহির হইল। অচ্যুতানন্দ তৎক্ষণাৎ একজনকে একটা দীপ উঠাইয়া ধরিতে বলিল। তাহাই হইল। তখন অচ্যুতানন্দ সন্ন্যাসী রক্ষাকবচ মনে মনে পড়িতে লাগিল। পাঠ শেষ হইবার পূর্ব্ব হইতেই অচ্যুতানন্দের ভাবান্তর ঘটিতেছিল। এই বার সেই অবস্থা পূর্ণসীমা স্পর্শ করিল। অচ্যুতের মুষ্টি হইতে তীক্ষ্ণ তরবারি বিচ্যুত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। এ অচ্যুতানন্দ যেন আর সে অচ্যুতানন্দ নয়। কি এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সপ্ত সাগরে দেহ, প্রাণ, মন, আত্মা, ভাব, আশা ভরসা, স্নেহ, মায়া সমস্তই যুগপৎ ভাসিতে লাগিল। অচ্যুতানন্দ সেই অনিবার্য্য আনন্দবেগে এবং সেই বেগজনিত অশ্রুপূর্ণ নয়নে "মা আমার, বেঁচে আছিস্! বেঁচে আছিস্! আয় মা কোলে আয়। তোর চিরশোকসন্তপ্ত পিতার কোলে আয়!" এই বলিয়া সরলাকে কোলে তুলিয়া লইল। স্নেহভরে ঘন ঘন মুখচুম্বন করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী অচ্যুতানন্দের আনন্দের সীমা নাই—স্নেহের অবধি নাই—ভাবের অভাব নাই। সন্ন্যাসীর অচ্যুতানন্দ নাম আজ সার্থক হইল। বাস্তবিক পৃথিবীর অচ্যুতানন্দ আজ স্বর্গের অচ্যুতানন্দ। ক্ষণকাল তরে সন্ন্যাসী সমস্ত ভুলিয়া গেল, কেবল চতুর্দ্দিকে সরলাময় দেখিতে লাগিল। আবার ঘন ঘন সরলার মুখচুম্বন করিতে লাগিল। এক বার বলিয়া উঠিল, "আজ আমি ধন্য হোলেম! বিধি হারানিধি মিলিয়ে দিলেন। ঐ মন্দিরমধ্যে আনন্দময়ী! এই আমার কোলেও আনন্দময়ী!"

এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া সকলে বার-পর-নাই বিস্মিত হইল। সে বিস্ময়ের কথা আমার

একটি লেখনী তো অতি তুচ্ছ, শত শত লেখনী-মুখেও ফুটিতে পারে না। "কি আশ্চর্য্য ব্যাপার। কি অদ্ভুত ঘটনা।" এই কথারই ঘন ঘন তরঙ্গ উঠিতে লাগিল।

ধনেশ্বর তো মর্ম্মে মরিয়াছিল, কিন্তু সেও অবাক্ হইয়া একবার সন্ন্যাসীর মুখপানে, একবার সবলার মুখপানে চাহিতে লাগিল। তাহারও ভগ্নমনে বিস্ময় ভরিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ বিস্মিত ধনেশ্বর কৌতূহলবিহ্বল হইয়া সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

সন্ন্যাসীর উত্তর দিবার পূর্ব্বেই, তাহার পার্শ্ব হইতে এক ব্যক্তি উত্তর করিল, "ইনি আমাদের দলপতি ভীমভাম!" উত্তরদাতা লোকটি সন্ন্যাসীর দক্ষিণহস্তস্বরূপ সেই স্বরূপ।

ধনেশ্বর আরও বিস্ময়ের সহিত বলিল, "ভীমভাম কে?"

এবার সন্ন্যাসী অপরের উত্তর দিবার অগ্রে নিজে আনন্দোন্মত্ত হইয়া বলিল, "আমি ভীমভাম নই—আমি আপনার কনিষ্ঠ সহোদর রত্নেশ্বর সিংহ রায়।" এই বলিয়া অদ্ভুতানন্দ সন্ন্যাসী ধনেশ্বরের পদতলে পতিত হইল। কমণ্ডলুজলে নিজ মুখ প্রক্ষালন করিয়া, কৃত্রিম জটাজূট ও সন্ন্যাসিবেশ খুলিয়া ফেলিল।

তদ্দর্শনে সকলের মনে বিস্ময়ের উপর বিস্ময় দ্বিগুণীকৃত হইল। ধনেশ্বর ও ভামিনী রত্নেশ্বরের মুখের দিকে তাকাইয়া অবাক্ হইয়া গেল। আর কালবিলম্ব না করিয়া, ধনেশ্বর অতিশয় হর্ষভরে, "ভাই রে! ভাই রত্নেশ্বর রে! আয় আয়" বলিয়া ঘন ঘন আলিঙ্গন করিতে লাগিল। ভামিনী বিস্ময়ানন্দে বলিয়া উঠিল, আঁা, ঠাকুরপো!"

স্বরূপ প্রভৃতি দস্যুগণও আনন্দে বিভোর হইয়া গেল। তাহাদের দলপতি ভীমভাম জমীদার ধনেশ্বরের কনিষ্ঠ সহোদর। ইহা আশ্চর্য্যের অপেক্ষা আশ্চর্য্য! তাই স্বরূপ নিতান্ত উৎফুল্ল চিত্তে ও প্রফুল্ল মুখে হাসিতে হাসিতে বলিল, "ভাই "ভাই ভীম! এখন নিশ্চয় বুঝলাম, তুমি যে সে ডাকাত নও—অদ্ভুত ডাকাত!

রত্নেশ্বর ঈষৎ হাস্য করিল।

আবার স্বরূপ সহাস্যে বলিল, "ধন্য ভাই, তোমার চতুরালী! তোমার জমীদার দাদা, তোমার ভাজ, তোমার চেলা ওরফে জামাই আর তোমার এই স্বরূপ, পাঁচু প্রভৃতি হাজারো সঙ্গী আজ হ্যাকা ভ্যাকা। সাবাস্ ভাই। বলিহারি যাই। তোমার ছদ্মবেশের কুলকিনারা নাই। সাবাস্ ভাই ভীমভাম। বাহবা অদ্ভুতানন্দ সন্ন্যাসী ঠাকুর! ধন্য শ্রীযুক্ত বাবু রত্নেশ্বর সিংহ রায় মহাশয়।

রত্নেশ্বর একটু লজ্জার হাসি হাসিলেন।

ধনেশ্বর বলিল, "ভাই রে! ধর্ম্মেরই জয় হয়, তাই আজ তোকে পেলেম, তুইও আমাকে পেলি। একমাত্র ধর্ম্মের অমোঘশক্তিতে আমাদের উভয়েরই ফললাভ হ'ল। আমার ফল—পরাজয়, তোমার ফল—জয়। ঋষিবাক্য মিথ্যা নয়—

"যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ।"

স্বরূপ সপরিহাসে ধনেশ্বরকে বলিল, "তাই আপনার আজ আষ্টেপিষ্টে দুর্গতি।"

ধনেশ্বর স্বরূপকে বলিল, "তোমার কথা মিথ্যা নয়। আমি আমার কনিষ্ঠ সহোদর রত্নেশ্বরকে যার পর নাই দুঃখ যন্ত্রণা দিয়েছি। পৈত্রিক ধন সম্পত্তির অর্দ্ধেক আমার, অর্দ্ধেক রত্নেশ্বরের। কিন্তু আমা হেন নীচ ধনলোভী মহাপাতকী নারকী কি গর্হিত কাযাই না করেছে। আমার ভাই আমারই কলকৌশলে ছলে বলে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে, পথের ভিখারী হয়ে, পত্নীর সহিত চোখের জল মুছতে মুছতে বাড়ী ছেড়ে গিয়েছিল। ভাই আমার এত দিন নিরুদ্দেশ হয়েছিল। আজ আমার পাপের সমুচিত শাস্তি হয়েছে।"

রত্নেশ্বর সলজ্জে ও সসম্ভ্রমে বলিলেন, "দাদা! যা হয়েছে, তা হয়েছে, তার আর উল্লেখ কর্ব্বেন্ না। আমি আজ আমার স্নেহের কন্যাকে আপনার কৃপাবলে পুনঃপ্রাপ্ত হয়ে, সমস্ত মর্ম্মযন্ত্রণা ভুলে গিয়েছি। দাদা! আপনাদের দ্বারা আমাদের যত

অনিষ্ট ঘটেচে, তার শত গুণ ইষ্টলাভও আজ হলো। ভাগ্যে আপনি সরলাকে লালনপালন কোরে বাচিয়ে রেখেছিলেন, তাই তো আমি আবার আমার স্নেহের ধনকে পেলেম। দাদা! আমি আহত ভুজঙ্গের ন্যায় আপনাকে বিষবাক্যদশনে যার-পর নাই দংশন কোরেচি, নিতান্ত অন্যায় কোরেচি, আমায় ক্ষমা করুন।" এই বলিয়া পুনর্ব্বার পদধারণ করিলেন।

ধনেশ্বর সস্নেহে কনিষ্ঠকে উঠাইয়া বলিল, "না, ভাই! তোমার কোন অপরাধ নাই। আমিই সম্পূর্ণ অপরাধী।"

ভামিনী সাগ্রহে বলিল, "ঠাকুর পো! কমলা কই?"

রত্নেশ্বর এবার বিমর্ষ হইলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কমলা এখন স্বর্গবাসী।" এই বলিয়া অধোমুখে কি ভাবিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে যাদবেন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে রত্নেশ্বরকে নিবেদন করিয়া বলিল,

"গুরুদেব! এই কি শিষ্যের চিত্তপরীক্ষা?"

রত্নেশ্বর ঈষদ্ধাস্যময় মুখে উত্তর করিলেন, "বৎস! আমি এইরূপেই চিত্তপরীক্ষা করি।"

স্বরূপ হাসিয়া বলিল, "উঁহু", এর নাম চিত্তপরীক্ষে নয়। এর নাম ভাঙাকে গড়া। আমি জানি, গড়াকে অনেকে ভাঙ্তে পারে, যেমন বাবু ধনেশ্বর সিংহ রায় জমীদার মহাশয়, কিন্তু ভাঙাকে গড়্তে পারে, এমন লোক প্রায় পাওয়াই যায় না। আজ সৌভাগ্যির বলে এক জনকে পাওয়া গেল। তাঁর নাম

ভীমভাম!

অচ্যুতানন্দ সন্ন্যাসী!

রত্নেশ্বর সিংহ রায়!

বা

অদ্ভুত ডাকাত!

নবম পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

অদ্ভুত ডাকাতের অদ্ভুত ঘটনার কোলাহলে রাত্রি প্রভাত হইল। প্রাতঃকালে রত্নেশ্বর সিংহ রায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধনেশ্বর সিংহরায়ের নিকট হইতে সমস্ত ধন সম্পত্তি ও ভূমিসম্পত্তি অর্দ্ধাৰ্দ্ধি ভাগ করিয়া লইলেন। নগদ টাকা, গহনা ও অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ নিজের লোক দিয়া, কপিলপুরে লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইলেন এবং স্থাবর সম্পত্তির অর্দ্ধাংশের পাকা বন্দোবস্ত ঠিকঠাক করিয়া, শিষ্য বা জামাতা যাদবেন্দ্র রায়, স্নেহের কন্যা সরলা এবং নিজের দলবলকে লইয়া, শুভযাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

তখন ধনেশ্বর কনিষ্ঠকে বলিল, "ভাই, আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, তোমাতে আমাতে একসঙ্গে এই সাম্‌টা গ্রামের পৈতৃক বাটীতেই বাস করি।"

রত্নেশ্বর বলিলেন, "আপনি যা বোল্‌চেন, তা সত্য। কিন্তু আমি ভেবে দেখ্‌লেম নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নি বাতাসের আভস পেলে আবার ভীষণ বেগে জ্বোলে উঠ্‌তে পারে।"

ধনেশ্বর বলিল, "না, ভাই! কোন চিন্তা নাই। অগ্নি নির্ব্বাণোন্মুখ নয়—অগ্নি নির্ব্বাপিত।"

রত্নেশ্বর মনে মনে বলিলেন, "অগ্নি ভস্মাচ্ছাদিত।" মুখ ফুটিয়া বলিলেন, "দাদা! আমি স্বতন্ত্র থাক্‌তেই মনস্থ করেচি।

ধনেশ্বর আর কিছু বলিল না। সে জানিতে পারিল, রত্নেশ্বরের মন একবারে ভাঙিয়া গিয়াছে, আর জুড়িবে না।

অনন্তর রত্নেশ্বর অগ্রজকে প্রণাম করিয়া স্বদল বল সহিত কপিলপুরে প্রস্থান করিলেন। তাঁক জনকে বাস্তভাণ্ড করিয়া বরবধূ যাইতে লাগিল।

এ দিকে নীলকান্তের পিতা বরবধূ লইয়া নন্দ গ্রামে প্রস্থান করিলেন।

ধনেশ্বর ও ভামিনী ভাঙা হাট খাঁগুলিয়া

রহিল। প্রতিমা বিসর্জ্জনের পর চণ্ডীমণ্ডপের যেরূপ দশা হয়, ধনেশ্বরের বাড়ীর অন্দর বাহিরও তেমনি হইল।

সাম্‌টীগ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তী অপরাপর গ্রামে অদ্ভুত ডাকাতের অদ্ভুত ব্যাপারের কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। ধনেশ্বর-প্রপীড়িত লোকেরা বলিতে লাগিল, "এখনও ধর্ম্ম আছেন।"

দশম পরিচ্ছেদ।

সমাপ্তি।

যথাসময়ে মহাসমারোহে রত্নেশ্বর সিংহ রায় কন্যা, জামাতা ও স্বরূপ প্রভৃতিকে লইয়া কপিলপুর পঁহুছিলেন।

মহামায়া পুত্রশোকে কাঁদিতেছিল। দ্রবময়ী ওরফে কমলা এবং স্নেহময়ী তাহাকে সান্ত্বনা করিতেছিল। এমন সময়ে রত্নেশ্বর সিংহ রায় গভীর আনন্দভরে এক হস্তে যাদবেন্দ্রের এবং অপর হস্তে সরলার হস্ত ধরিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "মহামায়ে! আজ তোমার ঋণের কিয়দংশ পরিশোধ করি। এই নেও তোমার হারানিধি যাদবেন্দ্র, এই নেও তোমার পুত্রবধূ।"

সকলেই অবাক্ ও বিস্মিত হইল। মহামায়া যাদবেন্দ্রকে পাইয়া, "বাপ আমার, বাপ আমার।" বলিয়া আনন্দভরে কাঁদিয়া ফেলিল।

যাদবেন্দ্র ভক্তিভরে মাতাকে প্রণাম করিল।

তার পর রত্নেশ্বর হর্ষভরে আবার হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "মহামায়ে! তোমার সঙ্গে আজ আমাদের একটা বড়দরের সম্বন্ধ ঘটলো। তুমি আমাদের বেহান্ হলে।" এই বলিয়া সমস্ত ঘটনা আদ্যোপান্ত বলিলেন।

মহামায়া অবাক্! দ্রবময়ী অবাক্! স্নেহময়ী অবাক্! পরক্ষণেই বাড়ী ভরিয়া একটা উত্তাল আনন্দকোলাহল উঠিল।

যাহা পাইবার আর আশা বিশ্বাস ছিল না, তাহাই আবার পাওয়া গেল। দ্রবময়ীর আনন্দের আর অবধি রহিল না, সাশ্রুনয়নে স্নেহের দুহিতা সরলাকে কোলে লইয়া ঘনঘন মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন, ভগবান্‌কে শত শত ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর যাদবেন্দ্র শ্বশুর ঠাকুরকে বলিল, "গুরুদেব! আমি আজ গুরুদক্ষিণা দিতে মনন করেচি। অনুগ্রহ কোরে গ্রহণ কোল্লে নিতান্ত বাধিত হব।"

রত্নেশ্বর হাস্যবদনে বলিলেন, "কি গুরুদক্ষিণা দেবে, বাবা?"

যা। যে সমস্ত ধনসম্পত্তি আপনার কৃপায় লাভ করেচি।"

র। না, বৎস! সে সমস্ত ধনসম্পত্তি তোমারই থাক্। আমি তা কখনই দক্ষিণাস্বরূপ গ্রহণ কর্‌বো না।"

যা। আপনি তা গুরুদক্ষিণা না নিলে আমার শিষ্য হওয়া বৃথা। আমি নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হব।

র। নিতান্তই যদি গুরুদক্ষিণা দেবে, তবে একটিমাত্র টাকা আমাকে দাও।

যা। (সবিস্ময়ে) সে কি!

র। বাবা! তাই আমার যথেষ্ট। আমি ভগবান্ হরির নিকট এই প্রার্থনা করি, তুমি যেমন অনেক কষ্ট পেয়েচ, এইবার প্রচুর ঐশ্বর্য্যের প্রভু হয়ে সরলার সহিত চিরকাল সুখস্বচ্ছন্দে ধর্ম্মপথে বিচরণ কর। আমার বা কমলার তোমরাই ঐশ্বর্য্য।"

যা। তবে আপনি এবং শ্বশ্রূঠাকুরাণী আমাদের অভিভাবক হয়ে চিরকাল রক্ষণাবেক্ষণ করুন। দরিদ্র ধনী, ধনী ধনীর আশ্রয়ে ও রক্ষণাবেক্ষণে না থাক্‌লে ধনমর্ম্ম বুঝ্‌বে না। হয় তো নানা প্রলোভনে পোড়ে এবং স্বার্থপর কপট বন্ধু ও প্রবঞ্চক হিতৈষীদের কুহকে মোহিত হয়ে, অল্প দিনেই উৎসন্ন হবে।"

রত্নেশ্বর যাদবেন্দ্রের সারবাক্যে সম্মত হইলেন। কমলাও জামাতার অনুরোধ রাখিলেন।

অনন্তর রত্নেশ্বর সিংহ রায় অভীষ্টসিদ্ধির উপায়স্বরূপ স্বরূপ প্রভৃতি দস্যুগণকে গুণানুসারে প্রতিশ্রুত অর্থ দিয়া কপিলপুরে বাস করাইলেন। যেখানে নিজের কুটীর ছিল, সেইখানে জামাতার অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। জামাতার ভগিনী স্নেহময়ীরও একটি বৃহৎ ইষ্টকনির্ম্মিত বাটী তৈয়ার করিয়া দিয়া, একলক্ষ টাকা নগদ দিলেন। আপনি জামাতার তত্ত্বাবধায়ক হইয়া কমলার সহিত কপিলপুরেই বাস করিতে লাগিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই ক্ষুদ্র কপিলপুর প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল।

সম্পূর্ণ।

শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষা।

পৌরাণিক নাটিকা।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

শ্রীকৃষ্ণ। বলরাম। শ্রীদাম। সুদাম। সুবল। অংশু। মধুমঙ্গল। নারদ। অগ্নিশর্ম্মা। চক্রশর্ম্মা। বক্রশর্ম্মা। রুদ্রশর্ম্মা। খড়্গশর্ম্মা। শূলশর্ম্মা। কংস। জঠর। গ্রাম্যলোকদ্বয় ইত্যাদি।

স্ত্রী।

যশোদা। রাধিকা। পূর্ণিকা। মুনিপত্নীগণ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বৃন্দাবন—নন্দালয়।

দোলায় শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রিত।

শ্রীদাম, সুদাম, সুবল, মধুমঙ্গল, অংশু
প্রভৃতি গোপবালকগণের গান
করিতে করিতে প্রবেশ।

শ্রীদাম প্রভৃতি গোপবালকগণ। (গীত)

সকাল বেলায়, সোণার দোলায়,
আর কাজ নাই শুয়ে ভাই।
আয় রে উঠে, চল্ রে গোঠে,
চরাই গিয়ে বাছুর গাই।

শ্রীদাম ও সুদাম।

ও ভাই কানাই, ও ভাই কানাই,
এনেছি ননী;
গা তুলে, হেলে দুলে,
আয় রে নীলমণি;—

সকলে।

ও চাঁদ মখে, খেতে খেতে,
চল্ রে গোঠে ছুটে যাই॥

নেপথ্যে যশোদা। হাঁ রে শ্রীদাম, ও রে সুদাম, রাত পোয়াতে না পোযাতে আমার নীলমণিকে কেন ডাক্‌চিস্? যা, তোরা যা। আমার গোপাল আজ গোঠে যাবে না।

শ্রীদাম। ও ভাই! নন্দরাণী বড় রেগেছে। চল্ ভাই, বলাই দাদাকে ডেকে আনি। নৈলে গোপালকে নিয়ে যাওয়া ভার।

সুবল। ওই ভাই নন্দরাণী এলো; পালাই চল্।

[সকলের প্রস্থান।

যশোদার প্রবেশ।

যশোদা। (শ্রীকৃষ্ণকে দোল দিতে দিতে)

(গীত)

(আমার) গোপাল্ দোলে,
দোলার কোলে,
সোণার দোলা আলো কোরে।
(যেন) সুধার্ সরে,
বিহার করে,
সুনীল্ কমল্ ঘুমের ঘোরে॥
আয় রে প্রভাত-বায়,
হাত বুলা রে গায়,

(বাছার) ঘাম্ হয়েছে, দে রে মুছে,
ঘুম্ না ভেঙে যায়;—
(ওরে) দোল্ রে দোলা, ডাক্ রে পাখী
ঘুম-পাড়ানো মধুর সুরে॥

বলরামের সহিত শ্রীদাম, সুদাম,
সুবল, মধুমঙ্গল ও অংশুর
পুনঃ প্রবেশ।

বল। (যশোদার প্রতি) মাগো! সূর্য্যি উঠেচে—সূর্য্যিমণি ফুল ফুটেচে—গোপালের ঘুম ভাঙা না, মা?

যশোদা। (শ্রীদামের প্রতি) হাঁ রে শ্রীদাম, বলাইকে আন্‌বার জন্যে বুঝি ছুটে পালিয়েছিলি? তা তোরা যত কৌশলই খেল্, আমি কিন্তু আজ আমার নীলমণিকে গোষ্ঠে পাঠাব না।

বল। মা! তোর নীলমণিকে জাগানো কি আমাদের ইচ্ছে? তোর নীলমণি তো অনন্ত শয্যায় অনন্ত কাল ঘুমুতে ভালবাসে।

যশ। বলাই, তুই কি বল্‌চিস্ বাপ্? কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি নি।

বল। (প্রকাশ্যে) মা গো! তোর গোপালের নিষেধ, নৈলে এখুনি বুঝিয়ে দিতেম। (স্বগত) মা গো! আমিই অনন্ত, আমারি হৃদয়কন্দরে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ হরি, তোর গোপালরূপে অনন্তকাল যোগনিদ্রায় নিদ্রিত। আমি না জাগালে, তোর গোপাল কি জাগে? যেমন রোজ রোজ জাগাই, আজো তেম্নি জাগাবো। জাগিয়ে ভগবানের নব নব মানবী লীলা দেখ্‌বো।

যশোদা। বলাই রে! গোপালের নিষেধ থাক্, তবু তুই অনন্ত-শয্যার কথা কি, বুঝিয়ে বল্?

বল। সাক্ষাৎ অনন্তই তা বুঝিয়ে ব'ল্‌তে পারেন না।

যশোদা। অনন্ত না পারুক্, তুই বল্।

বল। তাই তো বলচি মা, আমি পার্‌বো না।

যশোদা। তুই পাগলের মত কি আবোল্ তাবোল্ বোল্‌চিস্।

বল। তোর গোপাল যে আমাদের পাগল কোরেচে। আমরা তো আমরা, বাক্‌শূন্য ধেনু বৎসরাও তোর গোপালের মায়ায় পাগল হয়েচে। ঐ দেখ্ মা! ওরা, তোর নীলমণিকে না দেখ্‌লে, গোষ্ঠের দিকে মুখ ফিরোয় না, ধেনুরা বৎসদের গা চাটে না—বৎসরা ধেনুর দুদ খায় না। সবাই তোর গোপালের জন্যে এই দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

যশোদা। বলাই! আজ তোরা যে কোন রকমে হোক্, ধেনু বৎসদের নিয়ে গোষ্ঠে যা। কাল আমার নীলমণি গোষ্ঠে যাবে। আজ আমি অষ্ট প্রহর গোপালের চাঁদমুখখানি আমার নয়নগগনে ভাসিয়ে রাখ্‌বো।

বল। গোপাল বিনে, মা গো ধেনুরা যে গোষ্ঠে যাবে না। আমরা যদি ওদের নিয়ে যেতে চেষ্টা করি, ওরা আমাদের গুঁতিয়ে তাড়িয়ে দেয়।

যশোদা। তুই আমাকে ভুলুচ্চিস।

বল। না, গো, মা, সত্যি বলচি। আচ্ছা, আমরা ধেনুদের কাছে যাচ্চি, তুই বরং চেয়ে দেখ্।

[বলরাম আদি বালকগণের প্রস্থান।

(নেপথ্যে গুঁতলে রে, পালা রে ইত্যাদি কোলাহল)

যশোদা। (শশব্যস্তে) তাই তো, তাই গো, সত্যিই গো। আয় আয়, পালিয়ে আয়।

[বেগে প্রস্থান।

(শ্রীকৃষ্ণের গাত্রোত্থান ও দোলায় উপবেশন)

শ্রীকৃষ্ণ। (গীত)

কই মা, আয় মা, দে মা নবনী।
বেলা হোলো, সাজিয়ে দে মা,
রাখাল-সাজনি॥

(বুঝি) আমায় ফেলে, গেছে চলে,
গোঠে রাখালগণ;
(ওমা) আমিও যাব, গোচারণে,
আয় গোঁ জননী।

যশোদা, বলরাম, শ্রীদাম, সুদাম, সুবল,
মধুমঙ্গল ও অংশুর পুনঃপ্রবেশ।

যশোদা। (গীত)
এই যে আমার্ মুদিত কমল্ ফুটেছে।
আঁধার আগার আলো কোরে,
সুনীল জ্যোতি ছুটেছে॥

গোপবালকগণ।
আয় রে কানাই, আয় গোঠে যাই,
প্রভাত-তপন উঠেছে।

যশোদা।
খানিক দাঁড়া, বাপ্ রে বলাই,
এই কাঁচা ঘুম টুটেছে॥

শ্রীকৃষ্ণ। (কীর্ত্তনের সুরে)
দে মা! মাথে মোহন চূড়া,
পরিয়ে দে মা পীত ধড়া;
সোণার নূপুর দে মা পায়,
বনমালা দে মা গলায়;
হাতে দে মা মোহন বাঁশী,
বিদায় দে মা হাসি হাসি।
গোঠে যেতে—ও মা!—
গোঠে যেতে বড় ভালবাসি।

যশোদা। বাপ্ গোপাল! তবে চল্, তোকে ক্ষীর সর নবনী খাইয়ে রাখালবেশে সাজিয়ে দিগে। (বলরামের প্রতি) বাপ্ বলাই! তোর হাতে আমার প্রাণ সোঁপে দিলেম। দূর বনে যাস্‌নি; কাছে থেকে আমার নীলমণিকে কাছে কাছে রাখিস্।

বলরাম। তোর গোপালকে কাছে কাছে তো রাখ্‌বোই মা, নৈলে ধেনুরা সিঙ্ নেড়ে আমাদের দিকে তেড়ে আসবে।

বালকগণ। (গীত)
চল্ রে ভাই নীলমণি,
খেয়ে ক্ষীর সর ননী,
নীলজল যমুনার তীরে।
সেখানে কদমতলে,
বেঁকে বেঁকে হেলে দুলে,
দাঁড়ায়ে বাজাবি বাঁশী রে॥
শুনে তোর মোহন্ বেণু,
আমরা চরাব ধেনু,
কানাই থাকিবে তোর পাশে;—
আবার সাঁজের বেলা,
সারি গোচারণ-খেলা,
সকলে আসিব ঘরে ফিরে॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

যমুনাতটস্থ অরণ্যপার্শ্ব।

দড়ি ও দা-হস্তে জঠর এবং কলসীকক্ষে ঘূর্ণিকার প্রবেশ।

ঘূর্ণিকা। বলি, হ্যাঁগা! কত রমক যাগ যগ্‌গি তো দেখেচি—দেখ্‌চি, কিন্তু রঙ্গরস যগ্‌গি কি?

জঠর। (সহাস্তে) রঙ্গরস নয়, রে পাগ্‌লি, রঙ্গরস নয়,—আঙ্গিরস।

ঘূর্ণিকা। মনি ঋষিদের কত রসই আছে!

জঠর। তার জন্যে ভাব্‌না কি গো? তোমার আমার রসও তো নেহাৎ কম নয়।

ঘূর্ণিকা। আর রস! পরের চাক্‌রি কোত্তে কোত্তে—পরের খাটুনি খাট্‌তে খাট্‌তে সব রস শুকিয়ে গেল।

জঠর। (সহাস্তে) না, ঘূণ! এখনও রস টইটুম্বুর! মনি ঋষিরে আঙ্গিরস যগ্‌গি কোর্‌বে, আমরা রসরঙ্গ যগ্‌গি কর্‌বো। তুমি থাক্‌তে

আমার রঙ্গরসের ভাব্‌না কি? তুমি বেস্ কোরে রসবড়া তোয়ের কোরে, তোমার এই জঠরের জঠরানলে আহুতি দিও, রসের দধিকাদা হবে!

ঘূর্ণিকা। ও মা! কোথা যাবো! এই বুঝি তোমার রঙ্গরস যগ্‌গি!

জঠর। হাঃ হাঃ হাঃ। এখন, তুই ঘোষ-পাড়ায় গিয়ে এক কলসী খাঁটী দুদ নিয়ে আয়। আমি এই খেনে যগ্‌গি-ডুমুরের ডাল কেটে বোঝা বাঁধি। দেরি করিস্ নি। শীগ্‌গির শীগ্‌গির মথুরা ফিরতে হবে। ঋষি ঠাকুরদের রাগের দৌড়খানা জানিস্ তো ঘূণ? দেরি হলেই খুন।

ঘূর্ণিকা। ঋষিদের আর কোনো গুণ নেই, ঐ যা এক গুণ।

[প্রস্থান।

জঠর। যাই, ঐ দিকে গিয়ে যগ্‌গি-ডুমুরের ডাল কাটি।

[প্রস্থান।

পুরুষসন্ন্যাসিবেশে রাধিকার প্রবেশ।

রাধিকা। (গীত)

(আমার) পরাণ-পুতুলী সেই।
তাবে পাব ব'লে ছল-খেলা খেলে,
কাননে আইনু এই॥
বঁধু এই পথে যাবে গোঠে।
নয়ন ভরিয়ে, রূপ-সুধা পিয়ে,
নিকটে দাঁড়াব ছুটে॥
আটকি রাখিব, কেবলি দেখিব,
লুটিব সে রাঙা পায়।
ঘাম মুছাইব, ধীরে ধীরে ধীরে,
আঁচল ডুলায়ে গায়॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। রাধে প্রেমময়ি! আজ এ কি বেশ? আজ কোমলতায় কঠিনতা মিশেছে। আমার হৃদয়ের কঠিনতা দেখে কি, কঠিন বেশ ধারণ করেছ?

রাধিকা। না, ব্রজরাজ! তোমার অপরূপ রূপ দেখ্‌বো বোলে, তোমার অনন্ত প্রেমসাগরে ডুব্‌বো বোলে, আজ আমি সন্ন্যাসী সেজেছি। এ বেশ না ধোল্লে আর আমার শ্যামদর্শনের পথ কই? আমার নিঠুর শাশুড়ী, ননদী সকল পথে কণ্টক দিয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ। কিশোরি! আমার জন্য তুমি সন্ন্যাসী সেজেছ—সুকোমল গৌর অঙ্গে ভিক্ষুকের বেশ পরিয়েছ। ধন্য বৃকভানুরাজনন্দিনি! ধন্য তোমার কৃষ্ণপ্রেম! ব্রজবিহারিণি রাধে! তোমার মত কেউই আমার ভক্ত নেই। আজ তোমার শপথ কোরে বোল্‌চি, তুমি আমাকে অমূল্য ঋণজালে আবদ্ধ কোল্লে। এ দ্বাপর যুগে তোমার এ ঋণের পরিশোধ কোত্তে পারবো না। তবে কবে এঋণ শুধ্‌বো, শোনো, রাধিকে!

(কীর্ত্তনের সুরে)

যখন দারুণ কলিযুগে,
পাপে মজিবে নরনারী,
তখন্ নব ব্রজধাম নদীয়ায়
কালোরূপ মোর লুকায়ে,
বাড়াতে তোমার প্রেমমান—
শুধিতে তোমার প্রেমঋণ—
তোমারি এ বেশ ধরি—
তব গোরা-রূপ ধরি,
গউর হব হে প্যারি!
সন্ন্যাসী সেজে, দুয়ারে দুয়ারে,
গাহিব রাধার নাম।
(আহা) শ্যাম হবে রাধা, রাধা হবে শ্যাম,
নবীন যুগল ঠাম;—
(আহা) একাধারে রাধাশ্যাম॥

রাধিকা। (নেপথ্যের দিকে দেখিয়া ভয়ে) নটবর! আমার সাধ মিটিয়ে তোমার রূপ দেখা হোলো না। অভাগিনী রাধার চাঁদ্দিকেই বাধা।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন, প্যারি, এত উতলা হচ্চো?

রাধিকা। ঐ দেখ, হরি! চন্দ্রমুখী ননদী আসচে। আমি পালাই।

শ্রীকৃষ্ণ। (সহাস্যে) না না, ও নারী তোমার ননদী কুটিলা নয়—ও তোমার আমার ভক্ত। ওর নাম ঘূর্ণিকা, মধুচ্ছন্দ ঋষিদের কাছে দাসীত্ব করে। এস আমরা যুগলরূপে দাঁড়াই। তোমার সন্ন্যাসিবেশ ত্যাগ কর। সত্য মিথ্যা এখনি জানতে পারবে। (রাধিকার সন্ন্যাসিবেশ পরিহার ও শ্রীকৃষ্ণের বামে দণ্ডায়মান হওন)

কলসীকক্ষে ঘূর্ণিকার পুনঃপ্রবেশ।

ঘূর্ণিকা। (ভক্তিভরে) আহা আহা, মরি মরি। স্বপন তো সত্যি। যারা বোঝে না, যাদের স্বপন কাঁচা, তারাই স্বপনকে মিথ্যে বলে। আমার স্বপন কিন্তু সত্যি হয়েচে। আমি তো স্বপনে এই যুগলরূপ দেখিছিলুম। আজ আবার চক্ষে দেখলুম। আ মরি মরি! এমন রূপ তো কক্ষণো কেউ দেখেনি। (গলায় অঞ্চল দিয়া) আমি বড় ভাগ্যবতী, নৈলে স্বপনে জাগরণে এমন রূপ দেখতে পাই? কেন? আহা, পেন্নাম করি। জন্ম জন্ম যেন এই অপরূপ রূপ দেখতে পাই।

কাষ্ঠভারমস্তকে জঠরের বেগে পুনঃপ্রবেশ।

জঠর। (সরোষে) বটে, রে মাগি! বটে বটে! রোস্ তো।

[সহসা পটপরিবর্ত্তন]*

দৃশ্য—অরণ্যের অপর পার্শ্ব।

(কাষ্ঠভার ফেলিয়া) হ্যাঁ রে মাগি। আমাকেও কি বিন্দাবনের গয়লা আয়ান ঘোষ পেয়েচিস্? তার বৌটো যেমন লোকলজ্জা কুলমানে ছাই দিয়ে, বনে বনে কেলেটার গলা জড়িয়ে দাঁড়ায়, তেম্নি তুইও চাস্ না কি? তাই বুঝি সাত রাজ্যি ছেড়ে বিন্দাবনে চদ আস্তে এয়েচিস্? এক দণ্ড চোখের আড়াল হয়েছি, অম্নি ধাঁ কোরে গা ঘেঁসা!

ঘূর্ণিকা। ওগো, রাগ কর কেন? থাম না। তোমার আস্ফালনি দেখে, আমার সব্বনাশ হলো! আহা, অপরূপ রূপরাশি কোথা গেল! ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, একটু চুপ কর। দু'জনে নয়ন ভোরে আবার সেই রূপমাধুরী দেকে পাব।

জঠর। (সরোষে) আরে মর্! তোর যে বড় বাড়াবাড়ি দেখ্‌চি। চল্ মাগি চল্—এখনি চল্। (বিরক্ত হইয়া) কেলে ছোঁড়াটা কি গুণই জানে, বুড়ো মাগীও তার রূপের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে গা! চল্ মাগি চল্, আর একঘড়িও তোকে এখানে রাখ্‌বো না। এখনি তুই দড়িছেঁড়া গোরুর পারা দৌড়োদৌড়ি ক'র্‌বি।

ঘূর্ণিকা। ওগো, না গো না। তোমা হেন ষাঁড়ের গাই তেমন নয়।

জঠর। তোর করুণ রসের বন্নিমে থো। চল্ চল্।

[ঘূর্ণিকাকে টানিয়া লইয়া জঠরের বেগে প্রস্থান।

বলরাম ব্যতীত রাখালবালকগণের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।

রাখালবালকগণ (গীত)

হেসে হেসে, সঙ্গে এসে,
ফোস্‌কে শেষে কোথায় গেলি।
কে ভাই তোকে, আন্‌লে ডেকে,
সাড়া দে রে বনমালী॥
ওরে ও ভাই কালশশী,
মধুর সুরে বাজা বাঁশী,
শব্দ পেলে কাছে যাব,
নৈলে ফাঁকে ঘুর্‌বো খালি॥

(নেপথ্যে বংশিধ্বনি)

*এই দৃশ্যপটখানি রাধাকৃষ্ণকে ঢাকিয়া এবং জঠর ও ঘূর্ণিকাকে সম্মুখে রাখিয়া পরিবর্ত্তিত হইবে।

শ্রীদাম। (শশব্যস্তে) ওই রে, ভাই, ওই রাখালরাজের মোহন মুরলী সাড়া দিয়েছে। বলাই দাদা কোথা?

সুদাম। বলাই দাদা অন্য দিকে খুঁজচে।

শ্রীদাম। যে দিকে বাঁশীর সাড়া, চল্ তাড়াতাড়ি সে দিকে যাই।

[সহসা পটপরিবর্ত্তন]

দৃশ্য—সুসজ্জিত লতাকুঞ্জ।

যুগলমূর্ত্তিতে রাধাকৃষ্ণ দণ্ডায়মান।

রাখালগণ। বাহবা, এক জনকে হারিয়ে দু'জনকে পেলুম।

(গীত)

মরি মরি মরি, কিশোর কিশোরী,
রূপের মাধুরী-ছটা।
নীল জলধরে, ঝলমল করে,
উজল বিজলী-ঘটা॥
প্রেমের লতিকাকুঞ্জ,
প্রেমের কুসুমপুঞ্জ,
প্রেমের ভ্রমরগুঞ্জ,
প্রেমের তুফান রে;—
প্রেমের আকাশে, প্রেমের অমিয়া,
ঝরে ফোঁটা ফোঁটা ফোঁটা॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বৃন্দাবন—গোষ্ঠভূমি।

কদম্বমূলে কৃষ্ণবলরাম উপবিষ্ট।
শ্রীদাম, সুদাম, মধুমঙ্গল, সুবল ও অংশু প্রভৃতি বালকগণ নানাবিধ ক্রীড়ায় নিযুক্ত।

অংশু। আমি, ভাই, আর দৌড়োদৌড়ি কোরে খেলতে পারিনি বড় খিদে পেয়েচে।

সুবল। আমারও ভাই।

মধুমঙ্গল। আমারও ভাই।

সুদাম। আমারও ভাই।

শ্রীদাম। আমারও ভাই।

অংশু। কার কাছে ফল আছে, দয়া কোরে দুটো একটা দাও।

শ্রীদাম। আর ফল! এখন একটু জল পেলে, তেষ্টা নিবারণ করি। দাদা বলাই! একে অত্যন্ত গ্রীষ্ম, তাতে দুপুর বেলা। এমন কঠিন তেষ্টেও গোচারণ কোত্তে আসে!

বল। আমার দোষ কি, ভাই। যার খিদে তেষ্টা নেই, তোমাদের সেই রাখালরাজকে বল।

শ্রীদাম। ভাই কানাই! ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে এনেচি বোলে কি এই তার শাস্তি? অনেক দূরে যমুনা—অনেক দূরে ফলের বন, এখন উপায়? খিদে তেষ্টায় প্রাণ অস্থির হয়ে উঠলো যে।

রাখালবালকগণ। (গীত)

ওরে ও রাখালরাজ, মরি যে আজ,
ক্ষুৎপিপাসায়, ভাই।
দে রে দে ফল, দে রে দে জল,
তো বই গতি নাই॥
দেখলে তোকে, অফল বনে,
ফলে মধুর ফল,
তপ্ত ভুঁয়ে, গুপ্ত হয়ে,
বয় রে শীতল জল,—
আজ কেন ভাই এমন হোলো, শীতল জল,
ফল যে নাহি পাই।
ওরে ভাই কর করুণা, বোলে সে না,
নৈলে মারা যাই॥

শ্রীকৃষ্ণ। ভয় কি ভাই? চিন্তা কি ভাই? তোমরা একটু অপেক্ষা কর, ভেবে ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণের উপায় বোলে দিচ্চি। (স্বগত) আজ আমার সাধের ব্রজধামে আর একটি নূতন লীলা প্রচার করবো। মথুরার উপকণ্ঠে, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের

আদেশে, আমার প্রাণ-বিনাশের জন্য, আজ ঋষিগণ আঙ্গিরস যজ্ঞ কোচ্চেন। তাঁদের ধর্ম্মশীলা পত্নীগণ কৃষ্ণগতপ্রাণা। সর্ব্বদাই আমার দর্শন-আশায় চিন্তান্বিতা। সুতরাং তাঁদের এবং ঋষি-দাসী ঘূর্ণিকার আজ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌বো। আমার পরম ভক্ত ঘূর্ণিকা আজ আমার দর্শন পেয়ে কৃতার্থ হ'তে পারে নি—আমার পাদপদ্ম পূজা কোত্তে অভিলাষ কোরেছিল, কিন্তু তার নির্ব্বোধ স্বামী তাকে বাধা দিয়েচে। এবার তার, আর মুনিপত্নীগণের পূজা গ্রহণ কর্‌বো। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞান্নের অগ্রভাগ অগ্রে গ্রহণ কোরে দুর্ম্মতি কংসের দুষ্কামনা ধ্বংস কর্‌বো।

শ্রীদাম। ও ভাই গোপাল! এখনও কি ভেবে উপায় পেলিনি?

শ্রীকৃষ্ণ। পেয়েচি, ভাই। ঐ চেয়ে দেখ্, ভাই, মথুরার উপকণ্ঠে ও কি দেখা যাচ্চে?

শ্রীদাম। ধোঁওা।

সুদাম। আমিও দেখ্‌চি। কিন্তু ও ধোঁয়া সত্যিকার ধোঁওা নয়। আমরা খিদে তেষ্টায় আকুল হয়েচি, তাই চক্ষে ধোঁওা দেখ্‌চি।

বল। (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সহাস্যে) হাঁ রে কৃষ্ণ! সত্যই কি রাখালরা ক্ষুধাতৃষ্ণার যন্ত্রণায় চক্ষে ধোঁওা দেখ্‌চে?

শ্রীকৃষ্ণ। (সহাস্যে) দাদা! তুমিও কি তাই বিশ্বাস কোল্লে?

বল। (সহাস্যে) অবিশ্বাসই বা করি কেমন কোরে? আমি তো যুগযুগান্তর কাল দেখে আস্‌চি, যারা তোর জন্যে কাতর হয়, তাদিকে তুই ধোঁওাই দেখাস্।

শ্রীকৃষ্ণ। (সহাস্যে) দেখ্‌তে জান্‌লে, দাদা, ধোঁওার ভিতর আগুনও দেখা যায়।

শ্রীদাম। ও ভাই! তোমাদের বেদবেদান্তের কথা—ন্যায়শাস্ত্রের কথা এখন রাখ। পেটের জ্বালা নিবারণের কথা বল।

শ্রীকৃষ্ণ। ঐ যে ধোঁয়া দেখ্‌চো, ওখানে ঋষিরা, স্বর্গকামনায় আজ আঙ্গিরস যজ্ঞ ক'চ্চেন। তোমরা সকলে ঐ দেবযজ্ঞে গিয়ে, আমার আর দাদা বলরামের নামোল্লেখ কোরে অন্নভিক্ষা কোরে আন। আমরা সকলে মিলে ঐ যজ্ঞান্ন ভোজন কোর্ব্বো।

শ্রীদাম। (ভাবিয়া) যদি ব্রাহ্মণরা অন্নভিক্ষা না দেয়, তবে—

শ্রীকৃষ্ণ। (বাধা দিয়া) কেন, শ্রীদাম, ভয় কোচ্চো? কে কোথায় একবারে কৃতকার্য্য হয়? ব্রাহ্মণরা যদি অন্নভিক্ষা না দেন, তবে তাঁদের পত্নীদের কাছে গিয়ে, অন্নভিক্ষা কোরো, নিশ্চয় কৃতকার্য্য হবে। ভগবান্ তাঁর জীবগণকে প্রতি-পালন কর্‌বার জন্য, নারীগণকেই স্নেহস্বরূপিণী কোরে, সৃজন কোরেছেন। নারী জাতি ঈশ্বরের পার্থিব মূর্ত্তি। যাও তোমরা। আমি বলাই দাদার সঙ্গে ধেনু বৎসগুলিকে রক্ষা করিগে।

[কৃষ্ণবলরামের প্রস্থান।

রাখালবালকগণ। (গীত)

কৃষ্ণনামে বিশ্বধামে সবাই সদয় হয়।
দয়ার আধার, প্রেম-পারাবার,
কৃষ্ণ দয়াময়॥
কৃষ্ণ বোলে যখন ডাকি,
ফল ফেলে দেয় বনের পাখী,
জল ঢেলে দেয় জলদগুলি,
উছলে নদী বয়॥
ফুল ফেলে দেয় তরু লতা,
শিশির ফেলে গাছের পাতা,
বাতাস কোরে শীতল বাতাস,
সদাই কাছে বয়॥

[সকলের প্রস্থান।

—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মথুরা—যজ্ঞভূমি।

অগ্নিশর্ম্মা, রুদ্রশর্ম্মা, খড়্গশর্ম্মা, চক্রশর্ম্মা, বক্রশর্ম্মা ও শূলশর্ম্মা ঋষি আঙ্গিরস যজ্ঞকর্ম্মে নিযুক্ত।

(মন্ত্রপাঠ, হোমকুণ্ডে আহুতিপ্রদান, যজ্ঞবস্তুর আদানপ্রদান ইত্যাদি)

কংসের প্রবেশ।

ঋষিগণ। আসুন আসুন, মহারাজ! স্বস্তি-রস্তু। স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি।

কংস। (প্রণাম করিয়া) যজ্ঞান্ন আহুতিপ্রদা-নের আর কত বিলম্ব?

অগ্নিশর্ম্মা। যখন সাক্ষাৎ অগ্নিশর্ম্মা অগ্নিমুখে অহুতিদানের প্রধান হোতা, তখন আপনার আর কোন চিন্তাই নাই। রন্ধনশালায় আমাদের স্ত্রী, কন্যা, ভগিনীগণ যজ্ঞান্ন পাক কোচ্ছেন।

কদলীপত্র লইয়া জঠরের প্রবেশ।

(দেখিয়া) ওরে জঠর! রন্ধনসমাপনের আর কত বিলম্ব?

জঠর। এতক্ষণ কোন্ কালে রান্না বাড়া চুকে যেতো; কেবল ভিজে কাঠের দোষেই, মেয়েরা চোক ঘোষে ঘোষে, নাকেদম্ হয়ে গেচে। কাঁচা যগ্‌গিডুমুরের কাঠে কি ঝাঁ কোরে রন্নুই হয়, ঠাকুর?

অগ্নিশর্ম্মা। তবু কত দেরি?

জঠর। রাজা রাজড়াকে কি এত সকাল সকাল পেসাদ পাবার নেমন্তন্ন কোত্তে হয়? তাতে আবার বামুনবাড়ীর যগ্‌গি। আধখানা স্থয্যি ডুবুক্, তবে তো—

অগ্নিশর্ম্মা। (বিরক্ত হইয়া) আরে বেল্লিক! যা বলচি, তার উত্তর দেনা?

জঠর। দশ আনা ছ আনা।

অগ্নিশর্ম্মা। ওরে ব্যাটা! তোর অলঙ্কার রাখ্। সোজা কথা বল্।

জঠর। সোজাই তো বল্লুম। পাই গণ্ডা কড়া কেরান্তি বোল্লে বরং বাঁকা হোতো।

অগ্নিশর্ম্মা। ওহে রুদ্রশর্ম্মা! হোমকুণ্ড হোতে একখানা পোড়া কাঠ দেও তো, জঠরা ব্যাটার মুখটো পুড়িয়ে দি। (দগ্ধ কাষ্ঠ লইয়া দণ্ডায়মান হইয়া) বল্ কত বিলম্ব?

জঠর। (সভয়ে) খালি পায়েস বাকি—বস্। ঠাকুর! পোড়া কাঠখানা ফেলে দাও, নৈলে তোমার হাত পুড়্‌বে। খালি পায়েস বাকি—তাও আধাআধি।

অগ্নিশর্ম্মা। যা আবার দেখে আয়।

জঠর। কলাপাত ক'খানা কি করবো?

অগ্নিশর্ম্মা। কে তোকে আন্‌তে বোল্লে?

জঠর। মহারাজ আস্‌চেন দেখে এনেচি।

অগ্নিশর্ম্মা। মহারাজ খালি পাত কোলে কোরে বোস্‌বেন না কি, রে গর্দ্দভ?

জঠর। ও গো ঠাকুর, সে নয়—সে নয়। উদিকে দেখি, ইদিকে কি করি? রাজা শুধু শুধু অনেকক্ষণ চুপ কোরে বোসে থাক্‌বেন, তাই কলাপাত এনেচি। পাত পেতে বোসে থাক্‌লেও তবু অনেকটা খিদে মেটে, গো ঠাকুর। আপনারাই তো বল, "পত্রে চ অর্দ্ধভোজনং।"

অগ্নিশর্ম্মা। (সক্রোধে) দূর হ পাষণ্ড গণ্ডমূর্খ।

[জঠরের বেগে প্রস্থান।

কংস। আপনার এই ভৃত্যটির, বোধ হয়, বায়ুরোগ প্রকোপিত হয়েচে।

অগ্নিশর্ম্মা। (সহাস্যে) ও অতিশয় কর্ম্মঠ, তবে কি না, কতকটা নির্ব্বোধ।

কংস। নির্ব্বোধ নয়, ওর বেশ্ রসবোধ আছে। তা যাক্, আমার পরম বৈরি কৃষ্ণবলরামের জীবন আর কতক্ষণ?

অগ্নিশর্ম্মা। যতক্ষণ না অদ্য সূর্য্যাস্ত হয়। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই আপনার জীবনকণ্টক রাম-কৃষ্ণের জীবনান্ত হবে—নিশ্চয় হবে। আপনি

এই হোমভস্ম অঙ্গে লেপন কোরে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত যমুনাজলে আকণ্ঠ নিমগ্ন হয়ে, কৃতান্তস্তব করুন গিয়ে। (হোমভস্ম প্রদান করিতে করিতে) স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি।

কংস। (হোমভস্ম গ্রহণ করিয়া প্রণাম করিতে করিতে) স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি। পূজ্যপাদ মুনিগণ। আজ আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলে, আপনারা যা দক্ষিণা প্রার্থনা কোরবেন, তাই প্রদান কোর্ব্বো।

অগ্নিশর্ম্মা। (সহাস্যে) মহারাজ! যেমন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এই ষড়রিপু মানবকে ধ্বস্তবিধ্বস্ত করে, সেইরূপ এই অগ্নিশর্ম্মা, রুদ্রশর্ম্মা, খড়্গশর্ম্মা, চক্রশর্ম্মা, বক্রশর্ম্মা ও শূলশর্ম্মা —এই ষড়্‌রিপু আপনার পরমারি রামকৃষ্ণকে আজ হোমায় আহুতির সহিত যমালয়ে বিদায় দেবেন। সূর্য্য পশ্চিমে যদিও উদয় হয়, তবু এই ষড়্‌রিপু, কখন দক্ষিণ দিকে বই উত্তর দিকে রামকৃষ্ণকে বিদায় দেবেন না। যমের ভগিনী যমুনা নদী। তাই বল্‌চি, আপনি শীঘ্র ভগিনীর ক্রোড়ে অবস্থিত হয়ে, ভ্রাতার স্তব করুন্। ভাই বোনে লাগ্‌লে, রামকৃষ্ণ তো রামকৃষ্ণ, জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডও লণ্ডভণ্ড খণ্ডখণ্ড হয়ে যায়।

কংস। প্রণাম। বিদায় হই।

[প্রস্থান।

রুদ্রশর্ম্মা। ওহে অগ্নিশর্ম্মন্! অভ্রান্তরূপে যজ্ঞকুণ্ডে অগ্ন্যাহুতি প্রদান কর। আজ রামকৃষ্ণকে আভিচারিক মন্ত্রে বিনাশ কোত্তে পাল্লে, মহারাজ কংস আমাদের আশাতীত যজ্ঞদক্ষিণা প্রদান কোর্ব্বেন্।

অগ্নিশর্ম্মা। (সহাস্যে) রুদ্র ভায়া! ভয় কি? আর দণ্ড কয়েক অপেক্ষা কর। তার পর অগ্নিশর্ম্মার কাণ্ডখানা দেখ।

চক্রশর্ম্মা। (সহাস্যে) আমার অগ্নিশর্ম্মা খুড়ো মানুষ মাত্তে বেশ পটু। খুড়ো যেন সাক্ষাৎ যম! (নেপথ্যে পদশব্দ)

অগ্নিশর্ম্মা। (শশব্যস্তে) ওহে, চুপ কর, চুপ কর। জঠরা ব্যাটা ছুটে আসচে। আমাদের এই গুপ্ত কার্য্যের কথা যেন ও ব্যাটার কর্ণে প্রবিষ্ট না হয়। এখনি পল্লিময় ঢক্কানিনাদ কোর্‌বে। ও ব্যাটার উদর স্ত্রীলোকের উদর অপেক্ষাও অপরিপক্ব, একটা কথাও জীর্ণ হয় না। চুপ কর, চুপ কর, এসে পড়্‌লো।

বেগে জঠরের পুনঃপ্রবেশ।

জঠর। (হাঁফাইতে হাঁফাইতে) ও গো ঠাকুরবো! দৌড়ে এসে, হাঁফ ধোরেচে, কথা কইতে পাচ্চিনি।

অগ্নিশর্ম্মা। (শশব্যস্তে) কেন ছুটে এলি? কেন হাঁফ ধর্‌লো? কি হয়েচে রে? উননের উপর পায়েসের হাঁড়ী ফাসে নি তো?

জঠর। (হাঁফাইতে হাঁফাইতে) আঃ, ঘুগ্রী মাগী গেল কোথা? একটু বাতাস করুক্। মরুক মাগী মরুক্। গেলুম্ রে বাবা, গেলুম্ রে!

শূলশর্ম্মা। ও রে জঠরা, তোর মাথায় কিঞ্চিৎ শীতল ঘোল ঢাল্‌বো? শীতল হবি।

জঠর। (শশব্যস্তে) না ঠাকুর, মাথায় ঘোল ঢেলো না।

শূলশর্ম্মা। কেন রে?

জঠর। আমার পেটে আপনকার নামের ব্যথা আছে—ঘোল ঢাল্‌লে তেউড়ে উঠ্‌বে।

শূলশর্ম্মা। শূলব্যথা না কি?

জঠর। হ্যাঁগো শূল ঠাকুর!

অগ্নিশর্ম্মা। বেল্লিক ব্যাটার কেবল রঙ্গভঙ্গ।

জঠর। না গো না, অঙ্গভঙ্গ না! কুসঙ্গ এসে পড়্‌লো, সতর্ক হও। ছোঁড়াগুলো বড় নচ্ছার —বড় দুরন্ত। ঐ এলো—তাড়াও তাড়াও। ও গুলোকে আমি দুচোক্ষে দেক্তে নারি। এই এলো গো এলো।

শ্রীদাম, সুদাম, সুবল, মধুমঙ্গল ও অংশুর প্রবেশ।

শ্রীদাম প্রভৃতি বালকগণ। মুনিগণ, প্রণাম করি।

জঠর। (ধমক দিয়ে) পেন্নাম কর্‌বার বুঝি

লোক জুট্‌লো না! পালা পালা সব্ ব্যাটারা! আবার মাথায় চূড়ো, পেটে ধড়া, পালা ব্যাটারা কোচ্‌কে ছোঁড়া।

অগ্নিশর্ম্মা। (বিরক্ত হইয়া জঠরের প্রতি) আরে বেল্লিক, স্থির হ—স্থির হ। শুনি কারা এরা।

জঠর। চেহারা দেখে বুঝ্‌তে পাচ্চো না, ঠাকুর?

অগ্নিশর্ম্মা। ওরে বাপু, কারা তোরা?

শ্রীদাম। ঠাকুর! আমরা রামকৃষ্ণের সখা।

অগ্নিশর্ম্মা। কোন্ রামকৃষ্ণ?

শ্রীদাম। ব্রজধামের রামকৃষ্ণ।

জঠর। শুন্‌লে, গোঁসাই শুন্‌লে!

অগ্নিশর্ম্মা। (স্বগত) তাই তো, রামকৃষ্ণ কি আমাদের আভিচারিক ব্যাপার জান্‌তে পেরে, এদিগে সন্ধান নিতে পাঠিয়েছে? রুদ্রশর্ম্মার প্রতি। রুদ্র ভায়া, সন্দেহের ব্যাপার নয় কি?

রুদ্রশর্ম্মা। (জনান্তিকে) দারুণ সন্দেহ।

অগ্নিশর্ম্মা। (জনান্তিকে) উপায়?

রুদ্রশর্ম্মা। (জনান্তিকে) চটো।

অগ্নিশর্ম্মা। (জনান্তিকে) কি কি?

রুদ্রশর্ম্মা। (জনান্তিকে) তাড়না আর তাড়ানো।

অগ্নিশর্ম্মা। (জনান্তিকে, উত্তম আনুপ্রাসিক যুক্তি। (রাখালবালকগণের প্রতি বিরক্ত হইয়া) ওরে, তোরা কি জন্য এখানে এলি?

শ্রীদাম। ঠাকুর! আজ আমরা রামকৃষ্ণের সঙ্গে বনে গোচারণ কোত্তে এসে বিষম কষ্টে পড়েচি। তাঁরা দু ভাই ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হয়েচেন, তাই আপনাদের কাছে আমাদের পাঠালেন।

অগ্নিশর্ম্মা। কি জন্য?

শ্রীদাম। অন্নভিক্ষা।

জঠর। (অগ্নিশর্ম্মার প্রতি) দেখ্‌লে, ঠাকুর, তামাসা। ভোগের আগে পেসাদ। দাও আজ্ঞে, যা থাকে ভাগ্যে, একবার দেখি।

অগ্নিশর্ম্মা। সে নীচদের দূর কোরে। দেবগণের অগ্রে যজ্ঞান্ন প্রস্তুত হচ্চে, অধম গোপ রামকৃষ্ণকে আগের ভাগে ভোগ ভাগ দিতে হবে! দে তাড়িয়ে।

জঠর। একপাল ছেলে। একগাছা নাঠি দেও তো, ঠাকুর।

শ্রীদাম। তুমি নিরস্ত হও। তোমার কাছে আমরা অন্নভিক্ষা কোত্তে আসি নি।

জঠর। বটে রে চ্যাংড়াগুলো! মনিবের কাছে চাকরের অপমান! দাঁড়া তবে, ঠ্যাঙা আন্‌চি।

[বেগে প্রস্থান।

শ্রীদাম। বিপ্রগণ! আমাদের জীবনসর্ব্বস্ব রামকৃষ্ণ ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর। দয়া কোরে অন্নভিক্ষা দেও। আমরাও নিতান্ত ক্ষুধাতুর। অন্নভিক্ষা দেও, ঠাকুর! তোমাদের ভিক্ষাদত্ত অন্ন ব্যঞ্জনে রামকৃষ্ণ তৃপ্ত হবেন। আমরাও তাঁদের প্রসাদভোজন কোরে ক্ষুধাকষ্ট নিবারণ কোর্ব্বো।

অগ্নিশর্ম্মা। (বিরক্ত হইয়া সরোষে) আরে মর, নীচ বেল্লিক! দেবতা ব্রাহ্মণের অন্নব্যঞ্জন গোপপুত্র রামকৃষ্ণকে দেবো! এত বড় স্পর্দ্ধা! রামকৃষ্ণ কেটা রে? সে তো অধম গোয়ালা! দূর হ পাষণ্ডেরা—দূর হ।

শ্রীদাম। তুমি ব্রাহ্মণ, তোমার সঙ্গিগণ ব্রাহ্মণ। সকলে শাস্ত্রপাঠী—পণ্ডিত—জ্ঞানী। তবে কেন সামান্য লোকের মত আমাদের কৃষ্ণবলরামকে বৃথা কটু কথা বল্‌চো? অন্নব্যঞ্জন না দাও, দুঃখ নাই; কিন্তু তোমাদের মত ব্রাহ্মণের মুখে অতি হীন—অতি নীচ—অতি তুচ্ছ—অতি অধম লোকের মত ঘৃণিত কথা নির্গত হয়, এই বড় দুঃখ!

অগ্নিশর্ম্মা। তোর আর বক্তৃতা কোত্তে হবে না।

রুদ্রশর্ম্মা। ওহে! ব্যাটারা সহজে দূর হবে না। চড়াচড় চড়ে চূড়ো গুঁড়িয়ে দাও—ধড়াধড়

পোড়া কাঠে ধড়া পুড়িয়ে দাও, পাগাতে পথ পাবে না।

অগ্নিশর্ম্মা। দাঁড়াও, ইসের মূলকে ডাকি। (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে ও জঠুরা! বড় বাড়াবাড়ি, দৌড়ে আয় তাড়াতাড়ি।

শ্রীদাম। (সক্রোদনে) হা ভাই কানাই, হা দাদা বলাই! এমন স্থানেও পাঠাতে হয়। একবার এসে দেখে যা, ব্রাহ্মণরা তোদের কিরূপ অপমান কোচ্চে।

সুদাম। চল্, ভাই, আর এখানে থাক্‌বো না। যে স্থানে রামকৃষ্ণের নিন্দা, সে স্থান নরকের চেয়েও অপবিত্র।

[বালকগণের সরোদনে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

গ্রাম্য পথ।

ফলমূলশাকপূর্ণ ঝুড়িকক্ষে ঘূর্ণিকার প্রবেশ।

ঘূর্ণিকা। (বিরক্তভাবে) ভ্যালা যগৃগি যা হোক্ মা! ঘুত্তে ঘুত্তে ঘুন্নিকের ঘুন্নী রোগ ধোর্‌লো। এক কাজ সাতবার। বাজার রে, হাট রে, ঝাল রে, মসলা রে, নুণ রে, তেল রে, ঘি রে, চিনি রে, যত কিছু আন্‌বার ভার, পড়্‌তো পড়্ ঘুন্নীকেরই ঘাড়ে। মিন্সে যে একটু সাহায্যি করবে, তারও ভরসা নেই। দিন রাত মাথায় পাগ্‌ড়ী বেঁধে ফাঁকা সদ্দারি কোর্‌বে। ইচ্ছে হয়, বাপের বাড়ী গিয়ে দশ দিন হাঁফ্ ছাড়ি, কিন্তু পোড়া-কপালের জ্বালায় পোড়া কপালে তা ঘটে কই? এই সে মাসে জ্বালাতন হয়ে বাপের বাড়ী গেলুম; সেখানে পঁউছুতে না পঁউছুতে, মিন্সে আগের ভাগে অন্নি পথ দে গিয়ে, পাগ্‌ড়ী বেঁধে বোসে আছে। তার পর আমি গিয়ে, মুখপোড়াকে দেখেই অবাক্। বোল্লুম, হ্যাঁগা, তোমার মৎলবখানা কি? মিন্সে বোল্লে, 'অসহি বিচ্ছেদযন্ত্রনা।' শুনেই আমার গা জ্ব'লে উঠ্‌লো। থাক্‌তে পাল্লুম না—কত সয় বল?—বোল্লুম, হ্যাঁগা, এ তোমার কি রকম বিচ্ছেদযন্ত্রনা? পথটুকু আস্তেও গউন সইল না? আমার আস্‌বার আগেই তোমার শ্বশুর-বাড়ীর সদর দোরের খাঁটি আগ্‌লে চৌকি দিচ্চো। এ তোমার বিচ্ছেদযন্ত্রনা নয়, আমার খাটুনিযন্ত্রনা। এক বেলাও কি একলা মনিব বাড়ীর খাটুনি খাট্‌তে পার না? মিন্সে অমনি হেসে লুটুপুটু! মন্দ মানুষের অত হাসি কি ভাল? লোকে কথায় বলে, "হেসে হেসে কথা কয় এ মিন্সে সহজ নয়।" সে কথা সত্যি—সত্যি—সত্যি। ড্যাক্‌রা হাসে, আমি কাঁদি, ফাঁক পাইনি যে চুল বাঁধি; এম্নি খাটুনি। আবার বাম্‌নী মাগীরেও তেম্নি। আমাকে যেন কুমোরের চাক্ পেয়েচে। ঘুরে ঘুরে হাহিল হলুম—মলুম, মাগো, গেলুম গেলুম। আর ভেবে কি হবে? যাই মা, পিণ্ডি রাঁধবার যোগাড় কোরে দিগে। (গমনোদ্যোগ ও নেপথ্যে রোদনশব্দ শুনিয়া) আ মরি মরি! ও ছেলেরা কারা? আহা, কাঁদ্‌চে কেন? কি হয়েচে?

গাহিতে গাহিতে শ্রীদাম প্রভৃতি রাখালবালকগণের প্রবেশ।

শ্রীদাম প্রভৃতি বালকগণ। (গীত)

আয় রে বলাই, আয় রে কানাই,
আয় দেখে যা বারেক চোখে।
দুষ্ট জনে, রুষ্ট মনে,
গাল দিলে ভাই নষ্ট মুখে॥
(কেন কেন হেথা পাঠালি,
গালি খেলি, গালি খাওয়ালি;
বড়ই বেজেছে প্রাণে;)
যতই ভাবি, ততই কাঁদি,
ততই আঘাত বাজে যে বুকে॥

(অশ্রুমুঞ্চন)

ঘূর্ণিকা। (সকাতরে) আহা আহা, বাছারা কাঁদ্‌চো কেন?

শ্রীদাম। (সরোদনে) ও গো, আমাদের

রাখালরাজ শ্রীকৃষ্ণকে আর তার দাদা বলরামকে ঐ যজ্ঞশালার ব্রাহ্মণ মহারা গালাগালি দিয়েছে, অপমান কোরেছে।

ঘূর্ণিকা। আহা, কেন ও চণ্ডালদের কাছে গিয়েছিলি, বাছারা?

শ্রীদাম। অন্নভিক্ষার জন্যে।

ঘূর্ণিকা। অন্নভিক্ষা?

শ্রীদাম। হ্যাঁ গো। আমরা শ্রীকৃষ্ণ, বলরামের সঙ্গে ঐ ও দিকের মাঠে ধেনু চরাতে এসেছিলেম। শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম আর আমাদের বড় খিদে পাওয়াতে, শ্রীকৃষ্ণের আদেশে আমরা ঋষি যজ্ঞে অন্নভিক্ষা কোত্তে এসেছিলেম। এক মুঠো অন্ন ভিক্ষে দেওয়া দূরে থাক্, উল্টে ওরা যা ইচ্ছে, তাই বোলে গাল দিলে। আমাদের গালমন্দ দিক্ দুঃখু নেই, কিন্তু কৃষ্ণবলরামকে কটু কথা বলাতে, বড় মনস্তাপ পেয়েছি।

ঘূর্ণিকা। আহা! এমন কচি কচি দুধের ছেলেদেরকে গাল দিতে আছে! আহা, বাবা দিনে দশবার খায়, এমন নন্দার শিশুদের খিদের সময়, বুড়ো ধেড়ে বামুনগুলো, একমুঠো ভাত ভিক্ষে দিলে না গা! বামুন জাতভিখিরী, ভিক্ষে নেওয়াই জানে, দেওয়া জানে না। হাত চিৎ কোত্তেই জানে, উপুড় কোত্তে জানে না। আমাকে এমন কোরে গালমন্দ দিলে, মনিব চাকর সম্বন্ধ রাখ্তুম না, খুড়োর আগুনে গোঁফ দাড়ী পুড়িয়ে দিতুম। আ মর!

শ্রীদাম। ওগো, আমাদের কপালে যা ছিল, তাই হলো, ব্রাহ্মণদের আর গাল দিয়ে লাভ কি?

ঘূর্ণিকা। আমার ঝুড়িতে ফল আছে, দিচ্ছি, খাও, বাবারা!

শ্রীদাম। ওগো, আমাদের শ্রীকৃষ্ণ অগ্রে না খেলে, আমরা কেউই খাব না।

ঘূর্ণিকা। তোমাদের শ্রীকৃষ্ণ কে? দেখ্তে কেমন?

শ্রীদাম। আমাদের শ্রীকৃষ্ণ ব্রজপতি নন্দরাজের কুমার। দেখ্তে কেমন, তার আর বল্‌বো কি! তেমন রূপ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আর নাই। শ্রীকৃষ্ণের মাথায় ময়ূরপাখার মোহন চূড়া, কটিতটে পীতধড়া, পিঠবসনে পিঠপেড়া—রাঙ্গা পায় সোনার নূপুর—গলায় বনমালা কপালে তিলক রেখা—কাণে কুণ্ডল—বাঁকা নয়ন—মুখে মধুর হাসি—হাতে মোহন বাঁশী চিকণ কেশ, মদনমোহন বেশ—রূপের এত উজ্জ্বল জ্যোতি যে, চোখে দেখলে চোক চোম্‌কে যায়, তাই আমাদের কৃষ্ণচন্দ্র চিকণ কালো।

ঘূর্ণিকা। (ভাবমগ্ন হইয়া স্বগত) আহা, আহা, আজ সকালে যে, যমুনাতীরে সেই চিকণ কালো রূপ দেখেছি। আহা, সে যে আমার গুরুর গুরু—সে যে আমার ইষ্টদেবতা—সে যে আমার সখা—সে যে আমার ঠাকুর—সে যে আমার সুখসংসারের জাগ্রত দেবতা। তাকে নিদয় বামুনগুলো চাট্টি ভাত ভিক্ষে দিলে না। যার খেয়ে গাঁজাখোর বামুনগুলো বেঁচে আছে, তাকে দুটি ভাত দিলে না। ছি ছি, ধিক্ নিঠুর পাষণ্ড! এমন নীচ মনিবের চাকরি আর করবো না। বরং আমি ভিক্ষে দিয়ে, দোরে দোরে ভিক্ষে মেগে খাবো, ত এমন চামার চাঁড়ালদের দাসীগিরি করবো না। (প্রকাশে) দেখ বাবারা! পুরুষদের কাছেও কি খাবার জিনিষ চাইতে আছে? তোমরা এখন এক কাজ কর, এই রান্নাবাড়ী গিয়ে মেয়েদের কাছে আমার শ্রীকৃষ্ণের তরে অন্নভিক্ষে কর। নিশ্চয় বাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

শ্রীদাম। কঠিন পুরুষদের পত্নীরাও কঠিন।

ঘূর্ণিকা। সকলের বেলা তা নয়। তার সাক্ষী আমি। তোমরা যাও, অন্নভিক্ষে পাবে, পাবে, পাবে। ঐ ও দিক দিয়ে রান্নাবাড়ীর দোর। এগিয়ে গিয়ে, মেয়েদের কাছে হাত পাত। যদি না দেয়, আমি এখনি গিয়ে দেবার পথ কোরে দিচ্চি।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রন্ধনশালা।

ঋষিনারীগণ রন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত।

কিয়ৎকাল পরে গাহিতে গাহিতে শ্রীদাম
সুদাম, সুবল, মধুমঙ্গল ও
অংশুর প্রবেশ।

শ্রীদাম প্রভৃতি বালকগণ। (কীর্ত্তনের সুরে।

মা মা, ও গো ও মা,
এসেছি আজ তোদের কাছে।
কানাই বলাই ক্ষুধায় আকুল,
কদমতলায় দাঁড়িয়ে আছে ॥
(ক্ষুধায় কাতর মোরা,
তাই সেই ননীচোরা,
তোদের কাছে, পাঠিয়ে দেছে,
ও গো ও মা ! মা গো মা গো !
দে মা দুটি অন্ন,
এসেছি সেই জন্য ;
(ও মা) হয়েছি অবসন্ন,
উপায় নাই মা অন্য ;
তোরা অন্নপূর্ণা পুণ্যবতী,—
আরো হবে পুণ্য ;)
অন্নভিক্ষা দে মায়েরা,
ছেলেদের তবে জীবন বাঁচে ॥

ঘূর্ণিকার প্রবেশ।

ঘূর্ণিকা। (ঋষিপত্নীগণের) ওগো মা ঠাকুরুণরা ! এ ছেলেগুলিকে চেনো কি ?

১ম ঋষিপত্নী। আগে চিন্তেম না, এখন দেখেই চিনেচি। এ ছেলেরা সেই জগৎচেনা কালো ছেলের খেলুড়ে।

ঘূর্ণিকা। সত্যি কি ?

১ম ঋষিপত্নী। তোর স্বপ্নচেনা যদি সত্যি হতে পাবে, তবে আমাদের চোখের চেনা কি মিথ্যে ?

ঘূর্ণিকা। ভাল, চেনা তো হোলো, তা'র পর ?

১ম ঋষিপত্নী। সেই কাল ছেলের রাঙা পায় কেনা হব।

ঘূর্ণিকা। কি কোরে কেনা হবে গা ?

১ম ঋষিপত্নী। কোটি কোটি জন্মের দেনা শুধে।

ঘূর্ণিকা। কি দিয়ে দেনা শুধবে।

১ম ঋ-প। তাঁর সেই চাঁদমুখে অন্ন দিয়ে।

ঘূর্ণিকা। তোমরা বামুনের মেয়ে, চাঁদমুখে অন্ন দিয়ে, দেনা শুধে, কেনা হবে, কিন্তু আমি যে শুঁড়ুরের মেয়ে, আমার উপায় কি হবে ?

১ম ঋ-প। একটা ঠাওরা না ?

ঘূর্ণিকা। তোমাদের বল্‌বার আগেই তা ঠাউরে রেখেচি।

১ম ঋ-প। কি ঠাউরেচিস্ বে ঘূর্ণিকে ?

ঘূর্ণিকা। (অঞ্চল হইতে তুলসীপত্র বাহির করিয়া) এই দেখ।

১ম ঋ প। এ যে তুলসীপত্র দেখ্‌চি।

ঘূর্ণিকা। সেই কালো ছেলের রাঙা পায়ে সাজিয়ে দিয়ে, এতেই আমি দেনা শুধ্‌বো। উল্টে আবার ঠাকুরকে দেনদার করবো।

১ম ঋ-প। বলিস্ কি লো ?

ঘূর্ণিকা। দেখ্‌তেই পাবে। আমি এগুলুম।

[প্রস্থান।

শ্রীদাম। ওগো, বেলা বড় বেড়ে উঠ্‌লো।

১ম ঋ-প। চল বাছারা ! আমরা সকলে মিলে, পাত্র পূর্ণ কোরে, অন্নদাতা রামকৃষ্ণের জন্য অন্ন ব্যঞ্জন জল নিয়ে, তোমাদের সঙ্গে গোষ্ঠে যাচ্চি। তোমরা ক্ষুধায় কাতর, অন্নব্যঞ্জনের থাল বোয়ে নিয়ে যেতে পাব্‌বে না।

[অন্নব্যঞ্জন লইয়া রাখালগণের সহিত
ঋষিপত্নীগণের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

পথ।

বেগে লগুড়হস্তে জঠরের সহিত অগ্নিশর্ম্মা, রুদ্রশর্ম্মা, খড়গশর্ম্মা, চক্রশর্ম্মা, বক্রশর্ম্মা ও শূলশর্ম্মার প্রবেশ।

অগ্নিশর্ম্মা। (সরোষে শশব্যস্তে) কই রে জঠরা, পিশাচীরা কোন্ পথে গেল। তুই ব্যাটা অত বিলম্বে কেন সংবাদ দিলি?

রুদ্রশর্ম্মা। সাধে কি এ ব্যাটাকে বোকা বলি?

জঠর। আমি নিজে মরচি নিজের জ্বালায়, উনি আবার বোকা বলতে এলেন। আমি বোকা, না তোমরা বোকা? আমার তো খালি একটা বৌ, তোমাদের যে, ঠাকুর, এক এক জনের দশটা, সাড়ে দশটা বৌ। আমি বোকা।

রুদ্রশর্ম্মা। সাড়ে দশটা বৌ কি, রে বেল্লিক?

জঠর। দশটা বড়, একটা কচি।

অগ্নিশর্ম্মা। দূর হ, ব্যাটা, দূর হ। দেখ্‌চিস্ এই যষ্টি, পামর!

জঠর। আমারো পিঠ কষ্টি পাথর।

চক্রশর্ম্মা। আঃ, ওটার সঙ্গে বৃথা বাক্যব্যয় কেন? চল অন্য পথে অনুসন্ধান করি।

অগ্নিশর্ম্মা। ভায়া হে! নিতান্ত লজ্জার বিষয়। আমরা হেন বিধিবিধানকর্ত্তা, আমাদের ভার্য্যাগণ মর্য্যাদা লঙ্ঘন কোল্লে!

রুদ্রশর্ম্মা। রন্ধনশালা একবারে নারীশূন্য। একটাও পাবণ্ডী নাই। গেল কোন্ পথে?

জঠর। রান্নাবাড়ীর পাঁদাড় দিয়ে, মানকচুর বন ভেঙে।

অগ্নিশর্ম্মা। ছিছি, বড় অপমান! মানবন ভেঙে মানহানি!

জঠর। তেনারা কচুবন ভাঙ্গলেন, আপনকারা ঘেঁচুবন ভাঙুন, নৈলে কিছু হবে না।

অগ্নিশর্ম্মা। তুই এ দিকে চৌকি দে। কেউ যেন না পলায়ন করে। (অন্যান্য ঋষিগণের প্রতি) এস এস, দৌড়ে এস।

[ঋষিগণের বেগে প্রস্থান।

জঠর। আমার নচ্ছারীটে গেল কোথা? সেটা যে সকলের আগে বেরিয়েছে। রান্নাঘরের পাঁদাড় থেকে সব কাণ্ড দেখেচি। (নেপথ্যে দেখিয়া) ঐ যে ধপ্ ধপ্ কোরে আস্‌চে। আর যায় কোথা? ধোরেচি। গাছের আড়ালে লুকুই। (বৃক্ষান্তরালে গুপ্ত হওন)

ঘূর্ণিকার প্রবেশ।

ঘূর্ণিকা। বামণীদের বিচের দেখ দিকি। আমি রইলেম পথ চেয়ে, ওরা গেল মানবন ভেঙে। একলাই যাই। আহা আজ আবার কৃষ্ণচন্দ্রের মনো-হর রূপ দেখে, নয়ন সার্থক করবো। আর বিলম্ব করবো না শীগ্‌গির যাই। (কিছুদূর গমন)

বেগে জঠরের পুনঃপ্রবেশ।

জঠর। (সক্রোধে ঘূর্ণিকাকে আকর্ষণ করিয়া) তবে রে লম্পটপটি! লুকোচুরির লুটপুট—নাগরের কাছে ছুটোছুটি। এই ধল্লুম চুলের মুঠী কোথা পালাবি ছুঁচোর বেটি।

ঘূর্ণিকা। (সদুঃখে) ও গো, চুল ছাড় তোমার পায়ে পড়ি। আমার মন বড় উতলা হয়েচে। এখন না গেলে আর রাঙা চরণ দেখ্‌তে পাব না। ও গো, তুমিও আমার সঙ্গে চল, দু'জনে মিলে রাঙা পায়ে তুলসী দেবো।

জঠর। (অত্যন্ত রোষে প্রহার করিতে করিতে) বটে রে হারামজাদী। আমি বুঝি ভেড়ো। হাড় গুঁড়ো কোরে তবে ছাড়্‌বো। চাদর গামছায় তোর হাত পা বেঁধে, এই ঠেঙে ফেলে রাখি। দেখি, তুই কোথায় যাস্। (তদ্রূপ করণ)

ঘূর্ণিকা। (সরোদনে) ও গো, সাত দোহাই তোমার, আমায় বেঁধো না। বামুণঠাকুরুণেরা সব চোলে গেলো। আমায় ছেড়ে দাও—বাঁধন খুলে দাও।

জঠর। তাদেরো কোঁৎকারা ছুটেছে, তোর মত হাঁদের দড়ীর বাঁধনে পড়লো—পড়্লো। তুই থাক্, মাগি। গরুবাধা দড়ী আনি।

[বন্ধনাবস্থায় ঘূর্ণিকাকে ফেলিয়া রাখিয়া জঠরের প্রস্থান।

ঘূর্ণিকা। (সরোদনে) হা ঠাকুর, অভাগিনীকে কি আর দেখা দেবে না। বড় সাধ কোরে তুলসীদল আঁচলে বেঁধেছিলুম। হায় হায়, শেষ তুলসী আঁচলেই শুকুলো! তোমার রাঙা পায়ে দেওয়া হোলো না! হে ভববন্ধনহারী! কোথায় আমার ভববন্ধন ঘুচ্বে, না অবশেষে দৃঢ়বন্ধনে প্রাণ গেল! তা যাই হোক্, আমার স্বামী আমার শরীরকে বেঁধেছে, কিন্তু মনকে বাঁধ্তে পারে নি। হরি হে! আমার মনকেই ভক্তিতুলসীদলের সহিত তোমার ভক্তিময় পদতলে পাঠাবুম। দয়াময়, দয়া কোরে, তোমার রাঙা পায়ের ছায়ায় আমার মনকে স্থান দিও। হে কৃষ্ণ! হে নারায়ণ! হে পাপীর গতি লক্ষ্মীপতি! আমি তোমার চরণ বই আর কিছুই জানিনি। ভক্তকে মুক্তিদান কর। আমার অবোধ স্বামীকে দিব্যজ্ঞান দান কর। (কিয়ৎকাল পরে) আহা, মরি মরি। ঐ যে আমার ইষ্টদেবতার রাঙা পা দুখানি। আহা, ঐ যে সোণার নূপুর রুণু ঝুনু বাজ্চে। ঐ যে আমার তুলসীপাতাগুলি পা-জোড়া হয়ে, শোভা পাচ্চে। আহা, এতক্ষণে আমার বাসনা পূর্ণ হল। আর কেন ছার পৃথিবীতে আছি। ঐ রাঙা পদে মিশুই। জয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ! (সহসা লোহিত-জ্যোতিঃপ্রকাশ ও ঘূর্ণিকার প্রাণত্যাগ)

কিয়ৎকাল পরে দড়ী লইয়া বেগে জঠরের পুনঃপ্রবেশ।

জঠর। এইবার যমদূতের মত মজবুৎ কোরে বাধি। মাগীর কি ন্যাকরা দেখেচ! সাড়াশব্দ নেই—নড়ন চড়ন নেই—যেন মড়া। তা তুই যতই ন্যাকামি কর, পাকামি কর, আমি কিন্তু দড়ায় আঠার গেরো দিয়ে বাধ্চি। (নিকটে গিয়া) এখনো ন্যাকামি ছাড়্, হাত তোল। (ক্ষণকাল পরে) চোক্ চা, গুড়ো পা, সরা গা। তবুও না। (মস্তকের নিকটে বসিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে সবিস্ময়ে) অ্যাঁ, এত শক্ত কেন! নাকে নিশ্বেস নেই যে। বুক নড়ে না যে! তাই তো, এ কি হল। (বিশেষ করিয়া দেখিয়া) আ সব্ব নাশ, বেঁচে তো নেই। আমি কল্লুম কি। (ভাবিয়া) তা হোক্, আপদ গেচে। যে আমার খেয়ে পরকে চায়, তার মরাই ভাল।

দুই জন লোকের প্রবেশ।

১ম লোক। (সবিস্ময়ে) ও রে, তোর বোয়ের হাত পা বাঁধা কেন? পথের মাঝে মেয়ে লোককে এমন কোরে অপমান কচ্চিস্ কেন?

২য় লোক। বৌ কেন নড়ে চড়ে না কেন?

জঠর। (আত্মভাব গোপন করিয়া কৃত্রিম রোদনে) ও রে দাদা! ও রে ভাই সাধু! সর্ব্বনাশ হয়েচে, মাগীকে কালসাপে খেয়েচে। আমার কাদির বৌ ভস্মের মত বিদেয় নিয়েচে। একলা আমি ভারি মড়া বইতে পারিনি। তোরা আমার স্বজাত, দয়া কোরে ধর একবার। ঐ গর্ত্তটায় ফেলে দি। সাপেখেগো মড়া পোড়াতে নেই।

১ম লোক। (সখেদে) আহা হা, মাগীর অপঘাত মিত্যু হল! কাঁদ্লে কেবল কষ্ট বাড়্বে বই নষ্ট হবে না। হরিবোল দিয়ে তোল্।

(সকলে মিলিয়া ঘূর্ণিকার মৃতদেহ তুলিয়া নিকটবর্ত্তী গর্ত্তে নিক্ষেপ)

জঠর। যা তোরা চান ক'র্গে।

২য় লোক। তুই যাবিনি?

জঠর। পরে যাচ্চি। তোরা এগো।

[দুই জন লোকের প্রস্থান।

জঠর। যা, সব গোল মিটে গেলো, আমারো মান বাঁচ্লো—প্রাণ বাঁচ্লো। মাগী কেষ্ট কেষ্ট কোরে আমাকে বড় কষ্ট দিয়েচে। এবার নিজে

কেষ্ট পেলে! এইবার যাই; দেখি বামুণগুলো বামণীদের কেষ্ট পাওয়ায় কি, ছেড়ে দেয়। (গমনোদ্যোগ ও নেপথ্যের দিকে দেখিয়া) এই যে বামুণ ঠাকুররা আবার এই দিকে ছুটে আস্‌চে। ওঃ, যেন হোয়ে কুকুরে কাম্‌ড়েচে। বল কি, কাম্‌ড়াবে না? ব্যাপারটা কি?

বেগে লগুড়হস্তে অগ্নিশর্ম্মা, রুদ্রশর্ম্মা, খড়্গশর্ম্মা, চক্রশর্ম্মা, বজ্রশর্ম্মা ও শূলশর্ম্মার পুনঃপ্রবেশ।

অগ্নিশর্ম্মা। ওরে কোন্ দিকে গেল?

জঠর। যমের বাড়ী!

রুদ্রশর্ম্মা। বৃন্দাবনে যাওয়াও যা, যমের বাড়ী যাওয়াও তা।

জঠর। তোমাদের ঠাক্‌রুণরা সে যমের বাড়ী গেচেন বটে, কিন্তু আমার পাজী মাগী সত্যিকের যমের বাড়ী।

অগ্নিশর্ম্মা। সে কি রে!

জঠর। ভেঁট্‌কা মাগীকে ঠেঙিয়ে মেরেচি। ঐ গর্ত্তর ভিতর দেখ, ঠাকুর!

ব্রাহ্মণগণ। (দেখিয়া) ওরে, তাই তো ঘূর্ণিকাকে হত্যা কোরেচিস্!

জঠর। তোমাদের হাতে ঠ্যাঙা কেন?

অগ্নিশর্ম্মা। তা ঠিক্, তা ঠিক্। চল্, বৃন্দাবনে যাই।

জঠর। (সহসা উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হইয়া) দাঁড়াও ঠাকুর! আমার গা কাঁপচে—বুক গুর গুর কোচ্চে—মন কেমন কেমন কোচ্চে। চাদ্দিকে যেন শত শত কালো ছেলে আমাকে ঘিরে ফেল্লে যে! আমায় ধর—ধর—রক্ষে কর—রক্ষে কর। (অত্যন্ত ভয়প্রকাশ)

[সহসা পটপরিবর্ত্তন]

দৃশ্য—নিবিড় অরণ্য।

(সহসা জ্যোতিঃপ্রকাশ ও দেবীমূর্ত্তিধারিণী ঘূর্ণিকার মস্তকোপরি দণ্ডায়মান হইয়া, গর্ত্তমধ্য হইতে শ্রীকৃষ্ণের ঊর্দ্ধে উত্থান)

(ঘন ঘন পুষ্পবৃষ্টি)

সকলে। (দেখিয়া সবিস্ময়ে) এ কি! এ কি! এ কি স্বপ্ন! না, স্বপ্ন না।

জঠর। (সরোদনে ব্যাকুলভাবে) এই যে ঘূর্ণিকে! এই যে ঘূর্ণিকে। ঘূর্ণিকে দেবী! ঘূর্ণিকের মাথায় পরমেশ্বর দাঁড়িয়ে আছেন। আমার ভ্রম ঘুচ্‌লো! (অত্যন্ত অস্থির হইয়া) ভগবান্ ভগবান্! আমি নরাধম, মহাপাপী, তাই তোমাকে চিন্তে পারি নি। ঘূর্ণিকে পুণ্যবতী, তাই তোমাকে চিনেচে। ঠাকুর! আমায় দয়া কর—রক্ষে কর—ঘূর্ণিকের মত আমারও মাথায় বাঁকা পা দুখানি রেখে, একবার ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়াও। দোহাই হরি! দোহাই কৃষ্ণ! (ভূতলে পতন)

ব্রাহ্মণগণ। (কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া) জয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ! জয় জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ! (প্রণাম)

অগ্নিশর্ম্মা। হরি! আমরা পণ্ডিতাভিমানী অসার পুরুষ, তাই তোমাকে চিন্‌তে পারি নি। এতক্ষণে মোহ ঘুচ্‌লো। আমরা মহাপাপী। দয়াময়! দয়া কোরে আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর। আমাদের নারীগণই ধন্যা! ধন্যা তাদের ভগবদ্ভক্তি! আজ তারা অন্নদাতা শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রাননে অন্ন প্রদান ক'চ্চে। ধিক্ আমাদের! আমরা অর্থলোভী নীচ ব্রাহ্মণ! তাই দুর্ম্মতি কংসের দক্ষিণালোভে নাস্তিক হয়ে, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপযজ্ঞ কচ্ছিলেম! হরি! দয়া কর। (প্রণাম)

জঠর। (সরোদনে দয়াময়! এই পত্নীঘাতীর কি গতি হবে! আমাকেও চরণতলে স্থান দেও।

দৈববাণী। জঠর, যাবজ্জীবন তুমি ভক্তিভরে শ্রীকৃষ্ণের পূজা কর—কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন, কৃষ্ণনাম শ্রবণ, কৃষ্ণনাম স্মরণ, কৃষ্ণনাম চিন্তন কর, তোমার কৃষ্ণভক্ত পত্নী ঘূর্ণিকার ন্যায় চরমে কৃষ্ণ-পদ প্রাপ্ত হবে। আর আঙ্গিরসযজ্ঞকারী বিপ্রগণ। তোমরাও তোমাদের স্ব স্ব পত্নী, কন্যা, ভগিনী ও জননীগণের ন্যায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ কর, চরমে তাঁর পাদপদ্মে মোক্ষলাভ করবে।

সকলে। জয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ! জয় মুক্তি-দাতা শ্রীকৃষ্ণ! ধন্য শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষা। এস সকলে ভক্তিভরে ভগবানের নাম গান কোরে, পাপ আত্মাকে পবিত্র করি।

(শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন)

(ও ভাই) মধুর বোলে, দয়াল বোলে,
কৃষ্ণকে ডাকি ॥
ভক্তিডোরে ঐ রাঙা পা
আয় বেঁধে রাখি ॥
(ছেড়ে দিব না—দিব না—দিব না রে।
দিলে, পাব না—পাব না—পাব না রে।
বেঁধে, রাখ্ রে—রাখ্ রে—রাখ্ রে ভাই!
চেয়ে, দেখ্ রে—দেখ্ রে—দেখ্ রে ভাই!
আহা, রাঙা পায়ে কিবে নূপুর বাজে,
আহা, যে শোনে, সেই ভাবে মজে ;)
(ওরে) আয় আয় ছুটে, পায়ে পড়ি লুটে,
ও পায়ের ধূলি গায়ে মাখি ॥
(ও পায়ের ধূলি শিব যে মাখে,
ব্রহ্মা মাখে, ইন্দ্র মাখে,
ত্রিনয়না তারা ও ধূলি মাখে,
সুরাসুর নর সবাই মাখে।
ওই ধূলি বিনে মুক্তি নাই,
ভক্তি বিনে ধূলি পাব না ভাই!)
(তাই) আয় আয় ছুটে, পায়ে পড়ি লুটে
ও পায়ের ধূলি গায়ে মাখি ॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বৃন্দাবন—নন্দালয়।

কৃষ্ণগুণ গাহিতে গাহিতে বীণাহস্তে
নারদের প্রবেশ।

নারদ। (গীত—কীর্ত্তনের সুরে।)

(আমার) সাধা বীণে, রাধাকৃষ্ণ বোলে,
বাজ্ দেখি রে তালে তালে,
শুনে আমি প্রাণ জুড়াই।
এই যে বাজে বীণা—
আমার সাধের বীণা—
এই যে বাজে বীণা, বলিহারি যাই।
(জয়) রাধাকৃষ্ণ বলে বীণা আমার,
কুল ভেঙে বয় প্রেমপারাবার ;
দে রে সাঁতার, ও মন দে রে সাঁতার।
প্রেমের ডগমগ ব্রজপুরী,
হরি হরি হরি, হরি হরি,—
(আহা) প্রেমে ডগমগ ব্রজপুরী—
প্রেমে ডগমগ ব্রজপুরী।

(কথায়) ভগবানের নিত্য ব্রজলীলা দেখে আমি স্বর্গেও আর যাই না। ব্রজই আমার অনন্ত স্বর্গ। এই ব্রজরূপ স্বর্গে এলে আমি কি যে এক পরমানন্দ লাভ করি, তা বর্ণন কোত্তে অক্ষম। আজ ভগ-বান্, অগ্রজ বলভদ্রের সহিত অন্নভিক্ষা রূপ অভি-নব লীলায় জীবগণকে ভক্তি শিক্ষা দিচ্চেন। আমি কৌশল কোরে যশোদাকে এ কথা জানাই। আজ যশোদার বাৎসল্যভাব দর্শন কর্ব্বো। সেই বাৎসল্য-ভাব অন্য অন্য জননীগণকে শিক্ষা দেবো। (নেপথ্যে দেখিয়া) এই যে নন্দরাণী আস্‌চেন। মূর্ত্তি যেন কতই বিষাদময়ী। তাতো হবেই। যে গোপালকে এক পলক চক্ষের অন্তরালে রাখ্‌তে উৎকণ্ঠিত হন, ওঁর সেই গোপাল আজ এখনও গোষ্ঠে। উৎকণ্ঠার

উপর আরও উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি করি, নৈলে নন্দরাণীর পূর্ণমাত্রায় পুত্রস্নেহের ভাব দেক্তে পাব না।

যশোদার প্রবেশ।

যশোদা। প্রণিপাত করি, মুনি!

নারদ। নন্দরাণি! পুত্রস্নেহে তুমি সমস্ত জননীর শীর্ষস্থানীয়া হও।

যশোদা। দেবর্ষি! আপনি কোন্ পথ দিয়ে এলেন? আমার গোপালকে কি দেখেচেন? গোপাল আজ কোন্ গোষ্ঠে ধেনু চরাচ্চে? কালীয়-দহের দিকে যায় নি তো? আজকের মত এক দিনও এত বিলম্ব হয় নি। কোন্ সকালে একটু-খানি ক্ষীরনবনী খেয়ে গেছে, এখন্ বেলা যে প্রায় তৃতীয় প্রহর। আহা, বাছা আমার, ক্ষুধায় কাতর হয়ে মাঠের রোদে কতই কাঁদ্‌চে!

নারদ। কৃষ্ণজননি! তুমি যা চিন্তা কোচ্চো, তাই বটে। তোমার গোপাল আজ ক্ষুধায় ক্লাতর।

যশোদা। (শশব্যস্তে) বলেন কি, মুনি!

নারদ। বাস্তবিক।

যশোদা। তবে হাতে ধোরে ডেকে আন্‌লেন না কেন?

নারদ। (স্বগত) যার পা ধোত্তে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড সাহস করে না, আমি তার হাত ধোরে ডেকে আন্‌বো! (প্রকাশে) যশোমতি! তোমার গোপাল ধরা দেয় না। কি কোরে ধোরে আন্‌বো?

যশোদা। তবে আপনি দয়া কোরে ফল খেতে দিলেন না কেন?

নারদ। (স্বগত) আহা, যার অসীম অনুগ্রহরূপ ফল খেয়ে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের জীব জীবনধারণ কোচ্চে, তাকে আমি কি ফল খেতে দেবো? (প্রকাশে) যশোদে! তোমার গোপাল অত্যুৎকৃষ্ট ক্ষীরসরনবনীও দুর্গন্ধ বোলে, মুখে দিতে চায় না। আমি শুষ্ক কষা আমলা বয়ড়া হরিতকী দিয়ে কি পাচনবাড়ীর আঘাত খাব?

যশোদা। (শশব্যস্তে) তবে কি হবে, ঋষি! চলুন, আপনার সঙ্গে আমি ক্ষীর সর ননী নিয়ে গোষ্ঠে যাই।

নারদ। গোপরাজ কোথায়?

যশোদা। তাঁর কথা ছাড়ুন, একটু দয়া মায়া নেই। আমি বার বার বারণ করি, গোপালকে গোষ্ঠে পাঠিও না। তিনি কোন মতেই আমার কথায় কান দেন না। উল্টে বরং বলেন, শিশুকাল থেকে মাঠে মাঠে রোদবৃষ্টি সয়ে, গোচারণ অভ্যাস না কোল্লে, আর অভ্যাস হবে কবে? এম্‌নি গোপরাজ কঠিনহৃদয়।

নারদ। তাঁকে এই সংবাদ দিয়ে, তাঁর কঠিন হৃদয়ে আঘাত দেও। তা হলে কাল থেকে আর তিনি তোমার স্নেহের গোপালকে গোষ্ঠে পাঠাবেন না।

যশোদা। তাঁর গরু চরানই বড়, ছেলে বড় নয়। এত দাসদাসী, তবু ছেলেটিকে মাঠে গরু তাড়াতে না পাঠালেই নয়।

নারদ। তা বটে, কিন্তু এক হাতে তালি বাজে না। তোমার গোপাল ছেলেটিও কম নয়।

যশোদা। সে কি, ঋষি? গোপাল আমার অবোধ।

নারদ। বড় দুর্ব্বোধ, তাই আমাদের দুর্ব্বোধ্য।

যশোদা। গোপরাজ বুঝি আপনার পরামর্শ দাতা? তাই আপনিও আমার গোপালকে গরু তাড়াতে বল্‌চেন?

নারদ। (সহাস্তে স্বগত) আমাদের অপরাধ কি? তোর গোপাল ভবরূপ গোষ্ঠে যুগযুগান্তর ধোরে পাষণ্ড নাস্তিকরূপ গোরুদের সুদর্শন চক্ররূপ পাচনী তাড়নায় তাড়িয়ে বেড়াচ্চেন। (প্রকাশে) এখন আমি চল্লেম।

যশোদা। কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন্ আপনার সঙ্গে যাব। আমি ক্ষীরসরনবনী আন্‌চি।

নারদ। তুমি কি অত দূর হাঁটতে পার্‌বে?

যশোদা। গোপরাজ যে যমুনাপারে গিয়েচেন।

নারদ। তবে অত দূর যাবে কি কোরে?

যশোদা। কত দূর?

নারদ। মথুরার ধারে।

যশোদা। (ব্যাকুলভাবে) কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! কংসের গ্রাসে! চলুন চলুন। না জানি, আজ কি বিপদ ঘট্‌বে। চলুন, চলুন।

নারদ। (স্বগত) এরই নাম যথার্থ বাৎসল্য ভাব।

যশোদা। আর বিলম্ব কেন? চলুন চলুন। (গমনোদ্যোগ)

নারদ। (সহাস্যে) রাণি! ক্ষীরসরনবনী কই? শূন্যহস্তে কোথায় যাও?

যশোদা। (প্রবুদ্ধ হইয়া) হ্যাঁ, তাইতো! বটে বটে, ভুলে গেচি, এক্ষুণি আন্‌চি।

[বেগে প্রস্থান।

নারদ। আহা, এমন মা না হলে কি মা? ওগো মায়েরা! কে কোথায় আছিস্, একবার চেয়ে দ্যাখ্।

ক্ষীরসরনবনীহস্তে বেগে যশোদার পুনঃপ্রবেশ।

যশোদা। আসুন, মুনি, আসুন। হ্যাঁ, ঋষি! কংস বা কংসের অনুচরেরা তো আমার গোপালের সন্ধান পায় নি?

নারদ। (স্বগত) তা পেলে কি আর যমে তাদের সন্ধান পেতো? (প্রকাশে) চল গোপরাজ্ঞি, শীঘ্র চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গোষ্ঠভূমি।

কদম্বমূলে বেদীর উপরে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম দণ্ডায়মান, দুই পার্শ্বে শ্রীদাম, সুদাম, সুবল, মধুমঙ্গল ও অংশু প্রভৃতি রাখালবালকগণ দণ্ডায়মান।

মধ্যস্থলে ঋষিনারীগণ অন্নব্যঞ্জনজলপূর্ণপাত্র ও পুষ্পপাত্র সহিত পূজায় উপবিষ্টা।

রাখালবালকগণ। (গীত—কীর্ত্তনের সুরে)

(আহা) বাঁকায় বাঁকায় সেজেছে ভাল,
একটি ধলো, একটি কালো।
(আহা) চূড়ায় চূড়ায় ঠেকাঠেকি,
চারি চোখে কিবে দেখাদেখি।
নীল বসন, পীত বসন,
বিষাণ, বাঁশরী বাজে,—
কিবে বিষাণ বাঁশরী বাজে
রুণু রুণু রুণু ফুকারে নূপুর,
বীণা ঘুমাল লাজে,—
(ওরে) বীণা ঘুমাল লাজে।
গলে দুলু দুলু বনমালা,
সাজিল ভালা ধলা কালা,
(আহা) এমন রূপ তো হেরিনি রে,
(যেন) প্রফুল কমল প্রেম-নীরে;
অপরূপ রূপে কদমতলা—
ভোরেছে ভোরেছে ভোরেছে রে।
(আমার) কানাই বলাই মোহন-সাজে,
সেজেছে সেজেছে সেজেছে রে॥
এরূপ দেখিয়ে, থাকিয়ে থাকিয়ে,
পবন পালটি ধায়,—
(ওই) পবন পালটি ধায়,—

শাখে পাখী সব, ঢালি সুধারব
যুগল মিলন গায়,—
(প্রেমে) প্রেমের মিলন গায়॥

১ম ঋষিপত্নী। (হস্তে অন্নব্যঞ্জন লইয়া) দয়াময় হরি! তোমার প্রসাদে দিব্যজ্ঞান পেয়েছি, তাই আজ অবিচল ভক্তিভরে তোমার আর তোমার অগ্রজের কোটিচন্দ্রবিনিন্দিত বদনপদ্মে এই সামান্য অন্ন প্রদান কোল্লেম। (অন্নপ্রদান) কিন্তু একটি নিবেদন এই, তুমি সমস্ত জীবকে অন্নদান কর, তবে নিজে কেন অনন্ত অন্নের অধিকারী হয়ে, পরের কাছে অন্নভিক্ষা কোচ্চে?

শ্রীকৃষ্ণ। (সহাস্যে) জননিগণ! জীবগণকে অন্নভিক্ষা শিক্ষা দেবার জন্য, আর আমার বন্ধাণ্ডে তোমাদের ন্যায় অকপট ভক্তদের যশোবৃদ্ধির জন্য, আজ আমি অন্নভিক্ষা বেল্লেম।

১ম ঋষিপত্নী। হে অন্নময় প্রাণময় হরি! আজ তুমি অন্নভিক্ষা কোরে তোমার এই ভক্তদের বাসনা পূর্ণ কোরে, জননী বোলে সম্বোধন কোল্লে, তাই আমরাও তোমার পাদপদ্মে একটি ভিক্ষা প্রার্থনা করি।

শ্রীকৃষ্ণ। অসঙ্কোচে বল।

১ম ঋষিপত্নী। তোমার শ্রীচরণে যেন আমাদের পরমগতি লাভ হয়। আর যেন সামান্য অন্নের জন্য জগতে জন্মগ্রহণ কোত্তে না হয়।

শ্রীকৃষ্ণ। তথাস্তু।

ঋষিপত্নীগণ। ধন্য ধন্য হরি দয়াময়!

রাখালবালকগণ। ধন্য অন্নভিক্ষা! (সকলের সানন্দে অন্নব্যঞ্জন ভোজন)

ঋষিপত্নীগণ। (রামকৃষ্ণের প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া) ভগবান রামকৃষ্ণের পরমপবিত্র প্রসাদ ভক্ষণে আজ আমাদের জন্ম কর্ম্ম ধর্ম্ম সমস্তই সফল হল। (পুষ্পপ্রদান করিয়া সকলের শ্রীকৃষ্ণপূজা)

নেপথ্যে যশোদা। (শশব্যস্তে) কই কই, আমার প্রাণের গোপাল কই?

শ্রীকৃষ্ণ। (শুনিয়া বলরামের প্রতি শশব্যস্তে) দাদা, দাদা, মা ছুটে আসচেন। (ঋষিপত্নীগণের প্রতি) ওগো! তোমরা ফুল-তুলসী দিয়ে আর আমার পা পূজো কোরো না। আমার মা আসচেন।

১ম ঋষিপত্নী। যার ফুল, তারই পায়ে ঢাল্‌চি, দেখেই বা তোমার মা।

বেগে যশোদার ক্ষীরসরনবনীপূর্ণ
পাত্রহস্তে প্রবেশ।

যশোদা। (সকাতরে) মরি মরি, গোপাল রে, তোর চাঁদমুখখানি শুকিয়ে গেছে! বলাই রে, তোরও চাঁদবদনখানি মলিন হয়েছে। ওরে শ্রীদাম, ওরে সুদাম, ওরে সুবল, ওরে মধুমঙ্গল, ওরে অংশু, আহা, তোরাও বিমর্ষ বদনে দাঁড়িয়ে আছিস্। ক্ষীর সর ননী এনেচি, তোরা খা, আমার কানাই বলাইকে দে। (অগ্রসর হইয়া সবিস্ময়ে) আঁা! এ কি! ওগো ঋষিপত্নীগণ! তোমরা ছেলের মা হোয়ে, আমার ছেলের অকল্যাণ কচ্চো কেন? সর সর, ফুল তুলসী ফেল।

১ম ঋষিপত্নী। ওগো নন্দরাণি! তুমি পরম দয়াল গোপালের মা হয়ে, কেন নির্দয়ের মত কথা কোচ্চো?

যশোদা। তোমাদের বাড়ী কোথা?

১ম ঋষিপত্নী। মথুরা।

যশোদা। (সরোদনে) গোপাল রে! আয় আয় পালিয়ে আয়! নিঠুর কংস আমার সর্ব্বনাশ করবার জন্য এই ঋষিপত্নীদের পাঠিয়েচে। হায় হায়, ব্রাহ্মণ-কন্যারা তোর পায়ে হাত দিয়ে ফুল-তুলসী দিচ্চে—প্রণাম কোচ্চে। পালিয়ে আয়, গোপাল রে, পালিয়ে আয়। বলাই রে! গোপালের হাত ধোরে নিয়ে আয়। ও শ্রীদাম, ও সুদাম! তোরা গিয়ে আমার নীলমণিকে সরিয়ে আন্।

শ্রীকৃষ্ণ। (সহাস্যে) মা, তুই কেন আকুলি বিকুলি কচ্চিস? আমি ছেলে মানুষ, তাই এই ব্রাহ্মণের মেয়েরা আমাকে স্নেহ কোচ্চে—আদর কোচ্চে। এই দ্যাখ্ মা! অন্নব্যঞ্জন এনে আমাদের পেট ভোরে খাওয়াচ্চে। তুই কেন ভয় কচ্চিস্?

যশোদা। কি সর্ব্বনাশ, আগে ভাত ব্যঞ্জন খাইয়ে, লোভে ভুলিয়ে, শেষে আমার ছেলের সর্ব্বনাশ কোত্তে উদ্যত হয়েচে। তাই ফুল চন্দন তুলসী দিয়ে ছেলের পা পূজো ক'চ্চে। (সরোদনে ঋষিপত্নীগণের পদমূলে পতিত হইয়া কীর্ত্তনের সুরে)— (গীত)

(ওগো) দিও না বেদনা মায়ের প্রাণে,
আমার আর ছেলে নাই, একটি ছেলে,
সবে ধন মোর নীলমণি,
দিও না চরণে তুলসী ফুল,
অকল্যাণ হবে বাছার মোর।
পায়ে ধরি, ওগো ঋষিনারি!
ফিরে যাও গৃহে দয়া করি।

নারদের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। (শশব্যস্তে) তপোধন! মা যে সান্ত্বনা মান্‌চেন না?

নারদ। (সহাস্যে) তোমার মত অশান্ত ছেলের জ্বালায় কোন্ মা সান্ত্বনা মানে।

শ্রীকৃষ্ণ। মুনি! আমার মাকে সান্ত্বনা কর।

নারদ। দুষ্ট ছেলে তুষ্ট না হলে, মা সান্ত্বনা মান্‌বে কিরূপে?

শ্রীকৃষ্ণ। কি কর্‌বো?

নারদ। মায়ের তাপিত ক্রোড়ে আরোহণ কর।

শ্রীকৃষ্ণ। (যশোদার প্রতি) মা! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার পায়ে বড় ব্যথা হয়েচে, কোলে নে না, মা?

যশোদা। (দণ্ডায়মান হইয়া) আয় বাপ্! আয় বাপ্!

নারদ। (বাধা দিয়া) না, নন্দরাণি! অমন দুষ্ট ছেলেকে কষ্ট দেওয়াই ভাল। পায়ে আরো ব্যথা হোক্, নৈলে জীবগণের ভববাথা ঘুচ্‌বে না।

যশোদা। না, মুনি, না মুনি! আমার নীলমণির রাঙা পা কষ্ট পেয়ে আরো রাঙা হয়েচে। (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) আয় বাপ্! (শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে গ্রহণ ও মুখচুম্বন)

নারদ। (গীত)

বুকের স্নেহ উথ্‌লে উঠে
ছুট্‌লো এসে নয়ন-কোণে।
ভেসে গেল মায়ের পরাণ,
দুকুল-ভাঙা স্নেহের বাণে॥
স্নেহের গোপাল কোলে দোলে,
স্নেহের ভারে রাণী টলে,
ছেলের নয়ন মায়ের পানে,
মায়ের নয়ন ছেলের পানে॥

যশোদা। হ্যাঁ রে গোপাল! এম্নি কোরে কি মাকে কাঁদাতে হয়?

শ্রীকৃষ্ণ। মা গো! মা না কাঁদ্‌লে ছেলের প্রতি মায়ের মায়া জন্মে না। তুই যত কাঁদিস্, তত আমি তোর স্নেহডোরে বাঁধা পড়ি। মা! আমি তো সামান্য শিশু ছেলে, স্বয়ং ভগবান্ হরি, ভক্তের কান্নার ডোরে বাঁধা হন।

নারদ। (সহাস্যে স্বগত) ও হরি! সে আবার কোন্ হরি, একবার চিনিয়ে দিতে পার? ভাল লীলা তোমার, লীলাময়। সাধ কোরে কি আমি ব্রজভূমিকে "স্বর্গাদপি গরীয়সী" বলি?

যশোদা। চল্ বাপ্, এইবার ঘরে যাই।

রাখালবালকগণ ও নারদ। (গীত)

মায়ের কোলে ছেলে দোলে,
এমন দোলে আর কি আছে।
শেখ্ মায়েরা ছেলে-দোলা,
দুলিয়ে ছেলে মায়ের কাছে॥
চুমিছে জননী ছেলের মুখ,
জাগিছে হৃদয়ে স্নেহের সুখ,
বাহু জড়াইয়ে ধরেছে ছেলে,
দুলে দুলে ভূঁয়ে পড়ে গো পাছে॥

[সকলের প্রস্থান।

সম্পূর্ণ।

গিরিগোবর্দ্ধন।

পৌরাণিক নাটিকা।

নাট্যোক্ত ব্যক্তি।

পুরুষ।

শ্রীকৃষ্ণ। বলরাম। নন্দ। নারদ। ইন্দ্র। শ্রীদাম। সুদাম। সুবল। মধুমঙ্গল। অংশু। গোপ-গণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

যশোদা ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বৃন্দাবন—যমুনা নদী।

শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও রাখালবালকগণ।

সকলে। (গীত)

সকলে মিলে, যমুনা-জলে,
কচ্চি কেমন প্রভাত-খেলা।
সুনীল জলে, হেলে দুলে,
ভাস্‌চে কেমন কলার ভেলা॥
ও ভাই কানাই নড়িস্ নি,
দেখিস্ যেন পড়িস্ নি,
ভেসে যাবে চূড়া,
ভিজে যাবে ধড়া,
চুপ্ কোরে বোস্ ও ভাই কালা॥

শ্রীদাম। বলাই দাদা। কানাইকে কোলে কোরে বোসো।

বলাই। আচ্ছা, ভাই বোস্‌তো। আয় রে কানাই আমার কোলে বোস। কোলে কোরে তোরে ননী খাওয়াই। (তদ্রূপ করণ)

নারদের প্রবেশ।

নারদ। (গীত—বাউলের সুরে)

প্রাণ-মন ভোলা, একি দেখি খেলা,
ব্রজের যমুনা জলে।
প্রলয়ের কালে, যেই খেলা খেলে,
সে খেলা দ্বাপর কালে॥
কদলার ভেলা, হয়েছে কৃষ্ণ,
অনন্ত বলাই তাহে;—
অনন্তের কোলে, ভগবান্ হরি,
মৃদুল মৃদুল দোলে॥
(আহা, সকলি হয়েছে বেশ,
একটি কেবল বাকি,—
কোথা আছ রাই, রমাবেশে এসে,
বোসো হরিপদতলে॥

শ্রীকৃষ্ণ। (শ্রীদামের প্রতি সহাস্যে) ভাই শ্রীদাম। বুড়ো নারদ ঠাকুর সর্ব্বদাই আমার গুণ-গান করে। আমি বড় সুখী হই। ওকে ডাক্ না ভাই! বুড়োকে নিয়ে ভেলাখেলা করি।

নারদ। (সহাস্যে) বটে ঠাকুর বটে! আমি যে সে বুড়ো নই যে তোমার কলার ভেলায় ভুল্‌বো। আগে তোমার চরণভেলায় তুলে আমাকে ভবসাগর পার কর, তার পর তোমার আব্দার রাখ্‌বো।

শ্রীদাম। (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) ভাই কানাই! বুড়ো ঋষি কি বোল্‌চে?

শ্রীকৃষ্ণ। ও বুড়ো পাগল, তাই আবোল তাবোল বোকচে।

নারদ। (সহাস্যে) আর একটা বড় প্রয়োজনীয় আবোল তাবোল আছে, একবার কাছে এসে শুনে গেলে ভাল হয় না?

শ্রীকৃষ্ণ। (স্বগত) আবার নারদ আমাকে লীলাশ্রমে প্রাস্ত কর্‌বার জন্য কি একটা ঘটনা ঘটাতে ইচ্ছা করেচেন। যখন ঘটনাই আমার খেলা, –যখন নিজে নারদ তার উদ্যোগী, তখন অবশ্যই আমাকে ঘটনাস্রোতে আবার ভাস্‌তে হবে। (নারদের নিকটে আগমন)

নারদ। আরো কাছে সোরে এসো, কানে কানে বলি। (তদ্রূপ করণ)

শ্রীকৃষ্ণ। (জনান্তিকে) তাতে আমার কি ক্ষতি? তবে তোমার অনুরোধ আমি এড়াতে পার্‌বো না। আচ্ছা, তাই হবে। আমি যেরূপে কৃষ্ণবিদ্বেষী ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ করবো, তুমি তা নিরীক্ষণ কোরে তাকে সংবাদ দিও। আমি তাকে আমার অনন্ত শক্তি ও অতুল ঐশ্বর্য্য দেখিয়ে পুনর্ব্বার আমার অধীন কোর্ব্বো। নারদ! ইন্দ্র ঈশ্বর নয়—ঈশ্বর আমি।

নারদ। ঠাকুর! প্রণাম। এখন বিদায়।

প্রস্থান।

শ্রীদাম। ভাই! বুড়ো ঋষি কাকে প্রণাম কোর্‌লে? তোকে?

শ্রীকৃষ্ণ। (ভেলা আরোহণ করিতে করিতে সহাস্যে) না ভাই! আমাকে নয়, ভগবান্‌কে।

শ্রীদাম। তাই হোক্; আমি ভেবেছিলেম তোকে।

বলরাম। (স্বগত) ভাল খেলা খেল্‌চিস্ ভাই।

শ্রীকৃষ্ণ। ও ভাই, আজ যে ব্রজবাসী গোপ-গোপীগণ ইন্দ্রযজ্ঞ কোচ্চে। চল, চল, সকলে দেখিগে। এইখানে ভেলা বেঁধে রেখে যাই চল।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পথ।

ইন্দ্রধ্বজ ও যজ্ঞসামগ্রী লইয়া গোপগোপীগণের প্রবেশ।

১ম গোপ। চল চল শীঘ্র চল। ইন্দ্রধ্বজটা বেশ কোরে কাঁধাকাঁধি কোরে নিয়ে চল। ফুল জল, নৈবিদ্যি, মিষ্টান্ন, পায়স প্রভৃতি দ্রব্য সমস্ত ঠিক্ হয়েচে তো? দধি, দুগ্ধ, তক্র, ক্ষীর, সর, ছানা, নবনী বেশী কোরে এনেছ তো?

২য় গোপ। সমস্ত ঠিক্ ঠাক্। চল চল, এখনও অনেকটা পথ হাঁট্‌তে হবে।

শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও রাখালবালকগণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। তোমরা কোথা যাচ্চ?

১ম গোপ। সে কি, কৃষ্ণ, তুমি কি কিছু জান না?

শ্রীকৃষ্ণ। না।

নন্দ ও যশোদার প্রবেশ।

নন্দ। কৃষ্ণ রে! বলাই রে! কখন্ স্নান কোত্তে গিয়েছিলি, এত বিলম্বে এলি কেন!

শ্রীকৃষ্ণ। (যশোদার প্রতি) মা! বড় ক্ষুধা পেয়েচে।

যশোদা। গোপাল! আজ আর খানিক ক্ষুধা-কষ্ট সয়ে থাক্। বলাই, তুই গোপালের চেয়ে বড়, তুই অবশ্য কষ্ট সয়ে থাক্‌তে পার্‌বি।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন, মা, ক্ষুধার কষ্ট সব? কার ধার কোরে খেয়েচি যে, আজ খেতে না পেয়ে শুকিয়ে থাক্‌বো?

নন্দ। কৃষ্ণ রে, আজ যে ইন্দ্রযজ্ঞ। ভগবান্ ইন্দ্রের উদ্দেশে যজ্ঞ-পূজা কোত্তে হবে। আমরা প্রতি বৎসর এইরূপ ইন্দ্রযজ্ঞ করি।

শ্রীকৃষ্ণ। (কৃত্রিম বিস্ময়ে) ইন্দ্রযজ্ঞ? ইন্দ্র কে?

নন্দ। ভগবান্ ইন্দ্রই বর্ষা ঋতু। মেঘ সকল তাঁর মূর্ত্তি। ইন্দ্র মেঘ দ্বারা বারিবর্ষণ করেন বোলে, শস্যোৎপত্তি হয়। সেই শস্যে আমাদের আর আমাদের ধেনু ও বৎসগণের জীবনরক্ষা হয়। তাই আমরা কৃতজ্ঞহৃদয়ে ভগবান্ ইন্দ্রের উদ্দেশে যজ্ঞ কোরে থাকি।

শ্রীকৃষ্ণ। পিতা! ইন্দ্রযজ্ঞ বৃথা। এতে কোন শুভ ফল হয় না।

নন্দ। কৃষ্ণ রে, অমন কথা বোল্‌তে নেই।

শ্রীকৃষ্ণ। শুনুন পিতা, আরও বলি;—ইন্দ্র জলবর্ষণ করে না; পর্ব্বত জলবর্ষণ করে। আপনারা তো দেখেচেন, পর্ব্বতে মেঘোৎপত্তি হয়। পর্ব্বতই জলের প্রত্যক্ষ দেবতা। আমার কথা সত্য কি মিথ্যা, এখনি জান্‌তে পার্‌বেন। এই সকল যজ্ঞসামগ্রী নিয়ে গিরিগোবর্দ্ধনে চলুন, গিরিযজ্ঞ করুন্। জলদাতা গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে সজীব মূর্ত্তিতে প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাবেন। তিনি স্বহস্তে আপনাদের প্রদত্ত ক্ষীর সর-নবনী মিষ্টান্ন গ্রহণ কোরে ভোজন কোর্‌বেন।

যশোদা। বলিস কি গোপাল! গিরিগোবর্দ্ধন প্রত্যক্ষ দেখা দেবেন?

শ্রীকৃষ্ণ। সত্য বল্‌চি মা।

যশোদা। গিরিগোবর্দ্ধনের জীবন্ত মূর্ত্তি দেখ্‌তে কেমন?

শ্রীকৃষ্ণ। আমার মতন।

যশোদা। (সাশ্চর্য্যে) অ্যাঁ, বলিস্ কি! বড় কৌতূহল হচ্চে। (নন্দের প্রতি) গোপরাজ! গোপালের অনুরোধ রাখ।

নন্দ। আচ্ছা, চল। কিন্তু, ইন্দ্র—

শ্রীকৃষ্ণ। পিতা, কোন চিন্তা নাই। ইন্দ্র যদি রুষ্ট হয়, গোবর্দ্ধন পর্ব্বত আমাদের রক্ষা কোরবেন।

নন্দ। সত্য কি, কৃষ্ণ?

শ্রীকৃষ্ণ। পিতা, আপনার পদস্পর্শ কোরে শপথ কচ্চি, কোন ভয় নাই।

নন্দ। তবে তাই হোক্। (সকলের প্রতি) গিরিগোবর্দ্ধন পর্ব্বতের দিকে সকলে চল।

[সকলের প্রস্থান।

নারদের প্রবেশ।

নারদ। এইবার ইন্দ্রদর্পচূর্ণের সূত্রপাত হল। আমিও গোবর্দ্ধনপর্ব্বতে যাত্রা করি।

(গীত)

দেখ্‌বো আজি নতুন খেলা গোবর্দ্ধনে।
আর কখন যা দেখিনি দুই নয়নে।
চল্ রে বীণে, বেজে বেজে,
ভক্তিরসে ভিজে ভিজে,
কৃষ্ণনামের প্রেমে ম'জে,
আমায় মজা রে,—
দু'জন মিলে, পোড়্‌বো লুটে,
মুক্তিমাখা সেই চরণে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

গিরিগোবর্দ্ধন ও তৎসন্নিহিত ভূমি।

নন্দাদি গোপগণ, যশোদাদি গোপীগণ গিরিযজ্ঞে নিযুক্ত।

শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, ও শ্রীদামাদি বালকগণ পর্ব্বতের নিম্নস্তরের ইতস্ততঃ উপবিষ্ট, কেহ, কেহ বা দণ্ডায়মান।

কিয়ৎকাল পরে নারদের প্রবেশ।

কৃষ্ণ বলরাম ব্যতীত সকলে। (নারদকে দেখিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া) আসুন আসুন, দেবর্ষে! আসন গ্রহণ করুন।

নারদ। মঙ্গল হোক্, মঙ্গল হোক্।

শ্রীকৃষ্ণ। দেবর্ষি! (প্রণামোদ্যোগ)

নারদ। (বাধা দিয়া হস্ত ধারণ করিয়া) আঃ, কি কর, ঠাকুর?

শ্রীকৃষ্ণ। (জনান্তিকে) নারদ! তোমাকে প্রণাম না কোল্লে পিতা মাতা কি মনে কোর্ব্বেন। (পুনঃপ্রণামোদ্যোগ)

নারদ। (জনান্তিকে) আঃ, নিরস্ত হও, ঠাকুর, নিরস্ত হও।

শ্রীকৃষ্ণ। (জনান্তিকে) তোমাতে আমাতে কি ভিন্ন? (পুনঃপ্রণামোদ্যোগ)

নারদ। (ব্যাকুল হইয়া বাধা দিয়া) ওগো নন্দরাণি! তোমার গোপালকে ধর গো—কোলে কর গো। পাগল কোল্লে যে।

যশোদা। (শ্রীকৃষ্ণকে ধরিয়া) বড় দুরন্ত ছেলে। ঋষি ঠাকুরকে দেখ্‌লেই ছটোপুটি করে। আয় কোলে আয়। (ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া উপবেশন)

(সকলের উপবেশন)

নারদ। আমি তোমাদের গোবর্দ্ধন যজ্ঞ দর্শন কোরে যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হলেম। মঙ্গলময়ের করুণায় মঙ্গল হোক্। আমি এখন চল্লেম। বিশেষ প্রয়োজন আছে।

নন্দ। যে আজ্ঞে দেবর্ষে! আসুন তবে।

(প্রণাম)

নারদ। (স্বগত) এইবার মানসগমনে ইন্দ্রলোকে গমন করি। ইন্দ্রকে কৃষ্ণকাণ্ড জ্ঞাপন কোরে রুষ্ট করি। ঘটনা ঘট্‌বে ভাল। ইন্দ্রের দর্প গেল।

[প্রস্থান।

(পুনর্ব্বার সকলের যজ্ঞকার্য্যকরণ)

যশোদা। গোপাল! তুই এত মিছে কথা কোথা শিখ্‌লি, বাপ্?

শ্রীকৃষ্ণ। তোর গোপাল মিছে কথা কয় না।

যশোদা। মিছে যদি নয়, তবে গোবর্দ্ধনগিরি জীবন্ত মূর্ত্তি ধারণ কোরে আমাদের প্রদত্ত ক্ষীর-সর-নবনী কেন খাচ্চে না?

শ্রীকৃষ্ণ। খাচ্চে না? এখনি খাবে। তুই, আমার মুখে একটু ক্ষীর-সর-ননী দে দিকি।

যশোদা। তা হলে দেখ্‌তে পাব?

শ্রীকৃষ্ণ। নিশ্চয় পাবি।

যশোদা। ঠিক্ তোর মত রূপ দেখ্‌বো তো?

শ্রীকৃষ্ণ। আগেই তো বলেছি—দেখ্‌বি।

যশোদা। চাঁদমুখখানি তোল্, নবনী দি।

(তদ্রূপকরণ)

শ্রীকৃষ্ণ। (নবনী ভক্ষণ করিতে করিতে) ঐ দেখ্ মা! গিরি গোবর্দ্ধনে মূর্ত্তিমান গোবর্দ্ধন ঠাকুর।

(সহসা পর্ব্বতোপরি দ্বিতীয় গোপালমূর্ত্তির আবির্ভাব ও মূর্ত্তির মস্তকে উজ্জ্বল জ্যোতিঃপ্রকাশ)

সকলে। (দেখিয়া সবিনয়ে) আহা, আহা, অপরূপ রূপ! যেন আমাদের গোপাল!

যশোদা। (একবার স্বীয় ক্রোড়ে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া, একবার পর্ব্বতোপরি মূর্ত্তিকে দেখিয়া সবিস্ময়ে) এ কি! আমার গোপাল কি গিরিচূড়োয়! না, এই যে আমার গোপাল আমার কোলে!

নন্দ। যশোদে! ওটি কার গোপাল?

যশোদা। গোপরাজ! এ কি স্বপ্ন!

শ্রীকৃষ্ণ। মা! একবার ছেড়ে দে না, গোবর্দ্ধন ঠাকুরের কাছে যাই।

যশোদা। না বাপ্, দুজনে উল্টে পাল্টে মিশিয়ে যাবি। কোন্‌টি আমার গোপাল চিন্তে পার্‌বো না।

শ্রীকৃষ্ণ। গোবর্দ্ধন ঠাকুরটি দেখ্‌তে কেমন?

যশোদা। যেন আমার গোপালটি! আচ্ছা, বাছা! গোবর্দ্ধন ঠাকুরের মাথায় ও কিসের জ্যোতিঃ?

শ্রীকৃষ্ণ। দৈব জ্যোতিঃ।

যশোদা। (সখেদে) আহা, আমার গোপালের মাথায় যদি অমি জ্যোতিঃ থাক্‌তো, তবে—

শ্রীকৃষ্ণ। (বাধা দিয়া) তার জন্যে ভাবনা কি? আমারও জ্যোতি আছে দেখ্‌বি।

যশোদা। কই দেখি?

শ্রীকৃষ্ণ। এই ত্যাখ্ মা! (সহসা শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে উজ্জ্বল জ্যোতিঃপ্রকাশ)

সকলে। কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! আজ ৎকি দেখি! ধন্য গিরিগোবর্দ্ধন-যজ্ঞ! (পর্ব্বতস্থিত মূর্ত্তির তিরোভাব ও সহসা ভয়ঙ্কর মেঘোদয়)

নন্দ। ইস্! হঠাৎ ভয়ঙ্কর মেঘোদয় হল যে! সূর্য্যদেব মেঘমণ্ডলে অন্তর্হিত হলেন যে! ভয়ানক ঝড় উঠ্‌লো! ভয়ঙ্কর বজ্রধ্বনি! ঘোরতর মেঘগর্জ্জন! কি প্রলয়কারিণী বৃষ্টি! ব্রজপুরী রসাতলে যায় যে!

(সকলের ঘোরতর কোলাহল)

(অপরাপর লোকগণের প্রবেশ ও কোলাহল)

নন্দ। (শশব্যস্তে) কৃষ্ণ রে! কৃষ্ণ রে! আচম্বিতে এ কি বিভ্রাট! গৃহে ফিরি কিরূপে? এখানে একটুও আশ্রয়স্থান নাই। বড় শঙ্কা হচ্চে। না জানি আজ ভাগ্যে কি ঘটবে! এতক্ষণে আমি বুঝ্‌লেম, তোরই জন্য আজ অকস্মাৎ এই সর্ব্বনাশ! ভগবান্ ইন্দ্র যজ্ঞপূজা না পেয়ে অত্যন্ত রুষ্ট হয়েছেন। তাই এই জীবসংহারিণী, ব্রজবিধ্বংসিনী বৃষ্টি।

(সকলের আর্ত্তনাদ ও ভয়প্রকাশ)

শ্রীকৃষ্ণ। ভয় কি, ভয় কি? মূর্ত্তিমান গোবর্দ্ধন যখন নৈবেদ্য গ্রহণ কোরেছেন, তখন তিনিই আমাদের সকলকে রক্ষা কর্‌বেন।

যশোদা। কই, তিনি তো আর দেখা দিচ্চেন না। গোপাল রে! কি হবে রে! সর্ব্বনাশ হল যে! ওরে আমরা মরি, তাতে দুঃখ নাই, কিন্তু তুই বলাই আর রাখালশিশুদের উপায় কি হবে রে! ওরে গোপাল! কেন ইন্দ্র ঠাকুরকে রুষ্ট কোল্লি! ওরে বাপ্, যোড়হাতে ইন্দ্রকে প্রণাম কোরে তুষ্ট কর। রক্ষা পাবি—রক্ষা পাবি।

শ্রীকৃষ্ণ। (কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া) কি মা! কি বোল্‌চিস্? তোর গোপাল ইন্দ্রকে যোড়হাতে প্রণাম কোর্ব্বে! কে ইন্দ্র?

যশোদা। ওরে অবোধ শিশু! অমন কথা বল্‌তে নাই।

(সকলে ডুবে মলেম্, গেলেম, গেলেম ইত্যাদি শব্দে কোলাহল)

নন্দ। (শশব্যস্তে) কৃষ্ণ রে! কি হবে! কি হবে!

শ্রীকৃষ্ণ। ভয় কি পিতা? গোবর্দ্ধন ঠাকুরকে সকলে ভক্তিভরে প্রণাম করুন। তিনি আমাকে আদেশ কোরেছেন,—আমি আমার বাম হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে তাঁর বাসপীঠ গিরিগোবর্দ্ধনকে ছত্রের ন্যায় ঊর্দ্ধে উত্তোলন কোরে রাখ্‌বো। আপনারা সকলে তার নিম্নদেশে অবস্থান করুন।

যশোদা। ওরে অবোধ! শিশুর প্রবোধে কি আর রক্ষা হবে? আজ অভাগিনী তোকে কোলে কোরে জলে ডুবে মলো!

শ্রীকৃষ্ণ। তবে এই দেখ্ মা, তোর ছেলের শক্তি।

(সহসা গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ছত্ররূপে উত্তোলন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অবস্থান)

সকলে। (তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া) আঃ, বাচ্‌লেম।

যশোদা। (সবিস্ময়ে) কৃষ্ণ রে! তুই কে?

শ্রীকৃষ্ণ। মা! ডুবে মরবার ভয় ঘুচেছে?

যশোদা। (শশব্যস্তে) ওগো সকলে হাত দিয়ে পর্ব্বত ধর। গোপাল আমার অতি শিশু। হাতে বড় ব্যথা পাচ্চে।

শ্রীকৃষ্ণ। ধোল্লে ব্যথা পাব। কেউ ধোরো না, স্থির হয়ে থাক।

সহসা বেগে ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। (সলজ্জে কৃতাঞ্জলিপুটে) হে অনন্তশক্তি মধুসূদন হরি! আমার অসার দর্প চূর্ণ হয়েছে। আমায় ক্ষমা কর, নারায়ণ! আমি ঈশ্বর নই, ঈশ্বর তুমিই। (শ্রীকৃষ্ণের পদধারণ)

শ্রীকৃষ্ণ। দেবরাজ! দুঃখ ভুলে যাও। ভবিষ্যতে আর সামান্য জনের ন্যায় ধনোন্মত্ত হয়ো না। তোমাকে দেখে নির্ব্বোধ ঐশ্বর্য্যশালী লোকেরা সাবধান হোক্। অসার ধনগর্ব্বী নরাধমদের গর্ব্ব খর্ব্ব কর্‌বার জন্য আজ আমার গিরিগোবর্দ্ধন-লীলা।

বেগে নারদের প্রবেশ।

নারদ। (প্রণাম করিয়া) জয় অনন্তশক্তি হরি! জয় গোবর্দ্ধনধারী হরি! জয় ইন্দ্রদর্পচূর্ণ-কারী হরি।

সকলে। (গীত)

জয় গোবিন্দ কৃষ্ণচন্দ্র গোবর্দ্ধন-ধারণ।
ইন্দ্র-গর্ব্ব-খর্ব্বকারী, ব্রজজীবকুলতারণ॥
আহা কিবা শোভা হেরি রে আজ,
মিলিল যুগল অচলরাজ,
সচলাচল অচলাচল,
চমকে নিখিল ভুবন॥
হের হে নন্দ, হের যশোদে,
অপরূপ রূপ জলদে জলদে,
বাঁশরীধারী আজি গিরিধারী,
মধুর অধরে হাসি রে;—
মাভৈ মাভৈ ফুকারিছে ওই
অভয় অধরে অভয় হাসি,
হরি জীবকুলজীবন॥

সম্পূর্ণ।

দুটি মনচোরা।

উপনাট্যগীতি।

[AN OPERETTA]

প্রথম দৃশ্য।

বৃন্দাবন -যমুনা নদীর অন্তর্গত কালীয় হ্রদের তটভূমি।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। (গীত)

নূপুর রুণুকুণু ধাওয়ে সমীরে।
কো জনু আওত যমুনা-তীরে॥
অব হম লুকি রহু তরুবর পাশে।
ও মুখ পঙ্কজ দরশন আশে॥

(বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত হওন)

ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, প্রভৃতি সখী-গণের সহিত কলসী-কক্ষে রাধিকার প্রবেশ।

ললিতা প্রভৃতি সখীগণ। (গীত)

হের হের গোরি, তুয়া মুখ হেরি,
ফুলকুল বিমলিন লাজে।
তুয়া সম কো জন, নারীকুলভূখন,
এহি মনোহর ব্রজমাঝে॥

বিশাখা। (গীত)

শুন বর নাগরি, অব ভর গাগরী,
শীতল যমুনা-নীরে।
তব মুখ-চন্দ্রমা, হেরইবে যমুনা,
নাচব লহরী সমীরে॥

ললিতা। (গীত)

আজু বড়ি শুভখন, গাগরী গরহণ,
প্রথম করল ব্রজরাই।
কোমল কমল তনু, কনক গাগরী জনু,
সমুজ্জল কনকে মিশাই॥

সকলে। (গীত)

চল সব জন মিলি, শীতল জল তুলি,
সুবরণ গাগরী ভরি।
মাধবী মালতী লতাকি পিয়াস,
মিটায়ব ধীরি বারি ঢারি।

(সকলের যমুনাজলে কলসী পূর্ণকরণ)

শ্রীকৃষ্ণের পুনঃপ্রবেশ।

কৃষ্ণ। (রাধিকাকে দেখিয়া স্বগত)

(গীত)

নীল গগন ছোড়ি চাঁদ কি উয়ল,
কনক কমল কিয়ে ভূ'পরি ফুটল,
অচল বিজলি-ছটা মেঘহি লুটল,
কছু হম বুঝইতে নারি।
চঞ্চল ভেইনু কিয়ে আজু পেখনু,
মরম ভিতর প্রেম-তার রুণুরুণু,
মধুরিম অপরূপ রূপ নেহারনু,
কো ইহ মম মনচোরা বরনারী॥

[দেখিতে দেখিতে প্রস্থান।

রাধিকা। (শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া স্বগত)

(গীত)

নীল জলদ-তনু, মদন-মোহন জনু,
স্বপন সমান চলি গেল।
পুন দরশন লাগি, চিত মম অনুরাগী,
প্রাণ মম অথিরহি ভেল॥
কো উহু মনচোরা, চোরায়ল মন মোরা,
হিয়া মোরি করল উদাস।
কৈসন পুনি হম, হেরব অনুপম,
রূপরাশি প্রেম-বিকাশ॥

সখীগণ। (গীত)

ভরল গাগরী, চলহ নাগরি,
অবহি ধীরি ধীরি কুঞ্জ-কুটীরে।
সলিল সেচন, করব ঘন ঘন,
ফুলবন-শোহন লতিকা-শিরে॥
হের হেব অপরূপ শোহা।
কনক-পুতলি-কোলে, কনক-গাগরী দোলে,
কনকহি মিলল কনকরু দেহা।
বিজলি শরীর'পর বিজলি-সুলেহা॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বৃন্দাবন—কদম্বারণ্য।

হস্ত ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত
সুবলের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। (গীত)

কষিত কনক সম, সো রূপ অনুপম,
অনুখন জাগহি চিতে।
প্রথম দরশন, চোরিল প্রাণ মন,
সো গোরী হেরি চৌভিতে॥
ঔজব সো বিনু, ইহ ছার জীউ তনু,
জীয়ব দরশন পাই।
কো সোহি নাগরি, সমুজল বিজরী,
সুবল রে দে মুঝে বতাই॥

সুবল। (গীত)

অতিখন বুঝলুঁ হাম।
কো সোহি নাগরী সুঠাম॥
বৃকভানুরাজকুঙারী।
কো ব্রজে উহ সম নারী॥
নাগর তুহুঁ যইসন।
নাগরী উহ তইসন॥
নাগর নাগরী মিলায়ব আজ।
ধৈরয ধরহ অবহি ব্রজরাজ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (গীত)

পলক পলক চিত, হোয়ত বিকচিত,
চিন্তিত মোরি পরাণ।

সুবল। (গীত)

অবহি যায়ব তঁহি, দেয়ব আনহি,
সো রূপ-রঞ্জন-রসান॥

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। (গীত)

আরে রে মুরলি, বোলো সোহি বোলি,
বৃকভানুরাজকুঙারী।
ব্রজরাজশিরোমণি, গউর বরণী ধনি,
এহি বোল বোলো ফুকারি॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বৃন্দাবন—শিরীষারণ্য।

রাধিকা, ললিতা, বিশাখা, চিত্রা
প্রভৃতি উপবিষ্টা।

(ললিতা প্রভৃতি সখীগণ রাধিকাকে কিসলয় বীজন সহকারে) (গীত)

শুন বর নাগরি, কাহে ভেলি ঝামরি,
কহ হাম সভে সমুঝাই।

কাহে লোচন তোরি, ডারত বেরি বেরি,
বিরহ-তপত-বারি, রাই ॥
নিশোয়াস ঘন ঘন, চঞ্চল তনু মন,
বাউরী সমান ভাব তোরি।
অঞ্চল লুটত, কুন্তল ছুটত,
এইসন কাহে ভেলি গোরি ॥

রাধিকা। (ললিতার হস্ত ধরিয়া)

(গীত)

যব হম পেখনু, নীল-নীরদ-তনু,
নীল-যমুনা-তীর ঠাঁই।
তব সে অবশ তনু, সখি রে, ভেইনু,
কো সোহি কহ সমুঝাই ॥

সখীগণ। (গীত)

সো নীলতনুধর, ব্রজরাজকুঙর,
নটবর নাগর শ্যাম কান্হাই।
পীত-বসন-ছটা, মোহন-চূড়া-ঘটা,
ধেনু চরায়ত বেণু বাজাই ॥

রাধিকা। (গীত)

তা সঞে মিলন, হোয়ব কৈসন,
পুন তাকো দরশন কৈসন পাই।

গাহিতে গাহিতে সুবলের প্রবেশ।

সুবল। (গীত)

প্রেম-নিকেতন, সঙ্কেত-কানন,
তা সঞে মিলন হোয়ব তাঁহাই ॥

ললিতা। (গীত)

কো তুহুঁ? কিয়ে তুয়া নাম?

সুবল। (গীত)

সুবল নাম মোর, সখা মোরি শ্যাম।

সখীগণ। (রাধিকার প্রতি)

(গীত)

ধৈরয ধরু অব রাজকুঙারি।
মুছহ পঙ্কজ-লোচন-বারি ॥
বিহি মিলায়ল মিলন আশা।
পূরব অপূরব প্রেম-পিয়াসা ॥

ললিতা। (সুবলের প্রতি)

(গীত)

যাহ সুবল অব নটবর পাশ।
বোলহ তুরিতহি কিশোরীকো আশ ॥

[সুবলের প্রস্থান।

সখীগণ। (গীত)

প্রেম-নিকেতন, সঙ্কেত কানন।
তুহুঁ মনচোরা সঙে হোয়ব মিলন ॥
চল চল সখিগণ, আজু বড়ি শুভখন,
যুগল-মূরতি-শোহা করব রে দরশন ॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

বৃন্দাবন—সঙ্কেত-কানন।

কদম্বমূলে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি।

দুই পার্শ্বে ললিতাদি সখীগণ ও
সুবল দণ্ডায়মান।

সকলে। (মিলন গীত)

অপরূপ রূপরাশি, ভরল দশ দিশি,
কনক লতিকা জনু বেড়ল তমালে।
নীল-নীরদ-অঙ্গ, তঁহি রে বিজুরী রঙ্গ,
খেলত দুহুঁ প্রেমী প্রেম-হিলোলে ॥
নব প্রেম-ফুহারা, প্রেম-অমিয়-ধারা,
প্রেমকু মিলন প্রেম মিশালে।
প্রেম-নিকেতন, সঙ্কেত-কানন,
দুহুঁ মনচোরা দুহুঁ মু নেহালে ॥

সম্পূর্ণ।

চতুরালী।

শ্রীকৃষ্ণরাধিকার ব্রজরঙ্গ।

কৌতুক-নাট্যগীতি।

[A COMIC OPERA.]

নাট্যোক্ত ব্যক্তি।

পুরুষ।

শ্রীকৃষ্ণ। সুদাম। সুবল। মধুমঙ্গল।
আয়ান। চন্দন। রাখালবালকগণ।

স্ত্রী।

রাধিকা। জটিলা। কুটিলা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বৃন্দাবন—আয়ানের গৃহ।

জটিলা ও কুটিলার প্রবেশ।

জটিলা। (সরোষে) ও মা! কি, নজ্জা! বউড়ী হয়ে, এমন ধাউড়ী! আমা হেন শাউড়ীকে ফাঁকি!

কুটিলা। ও মা! মা! শুধু তোমাকে ফাঁকি নয়, আমাকেও ফাঁকি। আমি হেন ননদী, নদী শুকিয়ে যি হাঁকুনির চোটে,—আমার ডাকুনি যেন লোকের কানে কাঁটা ফোটে,—আমার হাত নাড়া দেখে, আঁৎকে উঠে, সবাই ছোটে,—আমার চোক রাঙানিতে, ছুঁড়ী বুড়ী চোম্‌কে উঠে, পায়রা নোটে, এমন যে আমি কুটিলে, আমাকেও ফাঁকি! তা ছাড়া, দাদাকেও ফাঁকি!

জটিলা। ওলো নিব্বুদ্ধিনি! তোর দাদা আবার মানুষ! সেটা যদি মেগের গোলাম না হোতো, তবে আমাদের ভাবনা কি? পোড়া নোকের গঞ্জনা কি সইতে হোতো?

কুটিলা। হ্যা দেখ্ মা, আমার বোধ হয়, বৌ ছুঁড়ীটে দাদাকে গুণ কোরেচে।

জটিলা। গুণ নয় লো, খুন কোরেচে। ধোরে নিয়ে আয় হতচ্ছাড়ী পোড়ারমুখীকে; আজ মুখে কালি চুণ দিয়ে, ওর গুণ খুন বার করি।

কুটিলা। আজ হাত বেঁধে, গায়ে জলবিছুতী ঘোষ্‌বো। লুকিয়ে কেলে রাখালেটার সঙ্গে পিরীত করার আমোদ বার কোর্‌বো।

[বেগে প্রস্থান।

জটিলা। আমিও এক গাছা দড়ী আনি, এমন বাঁধন বাঁধ্‌বো, না কাট্‌লে গাঁট খুল্‌বে না।

[বেগে প্রস্থান।

রাধিকাকে টানিয়া লইয়া কুটিলার পুনঃপ্রবেশ।

কুটিলা। (সরোষে বিদ্রূপ-বাক্যে) বলি, ওলো আদরিণি রাই! ওলো প্রেমসোহাগি বৃন্দাবন-বিলাসিনি! ওলো ভাতারের ভাতখাগী, কালার প্রেমের অনুরাগী! আজ ঠেঙিয়ে কোর্‌বো দামড়ী দাগি, কোচ্‌কে মাগী!

রাধিকা। (সকাতর গীত)

কিবা অপরাধ, কেন সাধ বাদ,
কেন বা বিবাদ আমার সনে।
কুলবধূ আমি, প্রিয়তম স্বামী,
স্বামী বিনে কারে না ভাবি মনে॥
দিও না গঞ্জনা, দিও না যন্ত্রণা,
ছাড় কুমন্ত্রণা, ধরি চরণে।
রাখ গো মিনতি, না কর দুর্গতি,
কাঁদায়ো না মোরে ঘোর পীড়নে॥

দড়ী লইয়া জটিলার পুনঃপ্রবেশ।

জটিলা ও কুটিলা। (সরোষে গীত)

মা মেয়েতে বাঁধ্‌বো হাতে,
শক্ত দড়ী শক্ত কোরে।
ও আবাগী, নষ্ট মাগী,
কে আজ করে মুক্ত তোরে॥
জল আনবার কোরে ছলা,
কদমতলায় দেখিস্‌ কালা,
লুকিয়ে খেলিস্‌ প্রেমের খেলা,
কেলে ছোঁড়ার গলা ধোরে;
প্রেমের খেলা আজ বেরুবে,
চোখের জলে অজজ্‌ঝোরে॥

(উভয়ের রাধিকাকে বন্ধনকরণ)

লাঙ্গলস্কন্ধে আয়ানের প্রবেশ।

আয়ান। (রাধিকাকে তদবস্থ দেখিয়া সদুঃখে গীত)

কাহে মাতারি, কাহে বহিনি,
বাঁধসি ঔরতে মেরা?

জটিলা। (তাললয়ে) খুব্‌ কিয়া?

আয়ান। (গীত)

রোয়ত ফুক্‌ত, হাম পানে চাহত,

(তাললয়ে) হাঃ—

তভি কৃপা না তেল কেরা॥

জটিলা। (তাললয়ে) ভাগ্‌ গুলাম।

(আয়ানকর্ত্তৃক রাধিকার বন্ধনমোচন)

জটিলা। (বিরক্ত হইয়া সরোষে) বলি, হাঁরে আয়ানে! বাঁধন খুল্লি কেনে?

আয়ান। এমন কচি হাতে দড়ী বাঁধ্‌তে হয়, না দয়া মনে?

কুটিলা। বলি, দাদা! তুমি নেহাৎ হাঁদা!

জটিলা। তা নৈলে এখনো লচ্ছার বোকে করে না খাঁদা?

আয়ান। কেন? হয়েচে কি?

জটিলা। তোর হাঁড়োল মাথার ঘি!

আয়ান। আঃ, যাও, বক্‌বক্‌ কোরো না—ছিছি!

জটিলা। বটে রে, বোকা, বটে!

আয়ান। সাধে কি পরাণ চটে?

জটিলা। ওরে ড্যাগ্‌রা! তোর দোষেই যে লোকে কলঙ্ক রটে।

আয়ান। কিসের কলঙ্ক?

জটিলা। কালার কলঙ্ক।

আয়ান। কালা যে, কানে শোনে না সে। তার আবার কলঙ্কের ভয় কি?

জটিলা। ওরে, সে কালা নয়—সে কালো নয়, নন্দঘোষের পুষ্যি এঁড়ে।

আয়ান। আঃ, সেটা বাচ্চা ছেলে। তার কথা দাও ছেড়ে।

জটিলা। সেইটেই তোর মাথা খেলে, আমাদেরো পুড়িয়ে মেলে।

আয়ান। আরে ছ্যা! ও কথা রাখ তোমার ছেঁড়া শিকের তুলে।

কুটিলা। (জটিলার প্রতি) মা! সাধে কি বোল্‌ছিলুম, বৌ ছুঁড়ী দাদাকে গুণ কোরেচে?

আয়ান। আরে, গুন্‌গুন্ করিস্ কি? আমি ভোম্‌রা না কি?

জটিলা। আরে হাড়হাবাতে! তুই ভোম্‌রা হোলে তো বাঁচ্‌তুম্। তুই গুব্‌রে পোকা। তা নৈলে, তোর পদ্মফুলের মধু, সেই কেলে ভোম্‌রায় খায়?

আয়ান। তোমরা ডরিও না। আমার পদ্ম-ফুল এখনো কচি কুঁড়ি।

জটিলা। কচি কুঁড়ি নয়, কচি খুঁকী! এখনো বোল্‌চি, কল্‌সী ভাঙ্—কচি খুঁকীর যমুনা থেকে জল আনা বন্ধ কর্—যমুনার জলই যত কাল হয়েচে—পোড়া যমুনা শুকোয় না গা?—পোড়া কদম গাছে আগুন লাগে না গা?—পোড়া ময়ূর পাখার চুড়ো ছিঁড়ে যায় না গা?—সব চেয়ে পোড়া বাঁশের বাঁশীতে ঘুণ ধরে না গা? উঃ, এক-বার কেলে ছোঁড়াটার বাঁশীটে পাই, তো নোড়ার ঘায়ে ছিঁচে ছিঁচে থেঁৎলে ফেলি!

আয়ান। বলি, তুচ্ছ বাঁশীর নামে, এত কুচ্ছ কেন?

জটিলা ও কুটিলা। কুচ্ছ কেন? তবে শোন—

(গীত)

কদমতলায় বাঁশী বাজে,
ঘরের কোণে রাধা সাজে,
সাজের কিবে ছটা—ঘটার উপর ঘটা।
ভরা ঘড়ার জল ফেলে দে,
খালি ঘড়া বা কাঁকে নে,
কদমতলায় ছোটা,—সাবাস্ বুকের পাটা।
চুলের খোঁটন এলিয়ে পড়ে,
কাঁটাবনে আঁচল ছেঁড়ে,
—ছোটে যেন ভাঁটা,—এম্নি প্রেমের আটা॥
কালার বাঁশী কি গুণ জানে,
তোর বৌকে হেঁচ্‌কে টানে,
দেয় যে মোকে খোঁটা, ওরে ও আবাগের ব্যাটা॥

আয়ান। (ভাবিয়া রাধিকার প্রতি) বলি, হ্যাঁ রাই! সত্যি কি তাই?

রাধিকা। হায় হায়, কি বালাই! আমার দিকে কেউ নাই?

আয়ান। ভয় কি? "নারীণাং ভূষণং পতিঃ।" তোমার দিকে আমি,—আমি যে তোমার স্বামী। তবে একটা কথা, খাও আমার মাথা, আর যেও না সেথা, বাঁশী বাজে যেথা, মা বহিন পায় ব্যথা।

জটিলা। "চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী।"

আয়ান। আল্‌বৎ শুন্‌বে, মা জননি।

জটিলা। যদি না শোনে, বাবা!

আয়ান। তোমার পুত্তুরবধূ নয় তেমন হাবা!

জটিলা। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে) আমার হয় না বিশ্বেস।

আয়ান। মা গো, ফেলো না দীগ্‌ঘ নিশ্বেস! নিতান্তই যদি—

(সভঙ্গি গীত)

শুনিয়ে বাঁশরী, ধাওয়ে কিশোরী,
তবে দোনো মায়ে ঝিয়ে,
যমুনায় যেও, সলিল আনিও,
কলসী কাঁকালে নিয়ে।

জটিলা। ও মা! সে কি কথা! একে আমি বুড়ী তায় গেঁটেবাতে খুঁড়ী, নড়ী ধোরে নড়ি।

কুটিলা। সোমোত্তো বৌ থাক্‌তে ঘরে, জল্ আন্‌বো কেমন কোরে? দাদা, আমার কম্ম নয়, নোকনিন্দের ভয়।

আয়ান। জ্বালা! যা হোক্! বোয়ের জল আন্‌তে গেলেও দোষ, না গেলেও দোষ; সাধে কি হয় আমার রোষ? হু নৌকয় পা দিলে, ঝপাং কোরে পড়্‌বে জলে। এখন কোন্ দিক্ রাখ্‌বে? যাবে, না থাক্‌বে?

কুটিলা। (ভাবিয়া) আমরাই জলকে যাবো সেও ভাল, তবু লোকলজ্জা সইতে নারবো। মা, কি বল?

জটিলা। আচ্ছা, মা, তাই ভাল। আমি যমুনায় যাবার সময়, খালি কলসী কাঁকে কোরে নিয়ে যাবো; আসবার সময়, যদি ভরা কলসী তুলতে নারি, তবে তোর দু' কাঁকে, দুটো কলসী তুলে দেবো,— কেমন্?

কুটিলা। (স্বগত) ঘুরে ফিরে আমারি মরণ। একটা মস্তানী ছুঁড়ীর জ্বালায় আমারই কপালে পস্তানি! আচ্ছা ছুঁচী ছুঁড়ীকে টের পাওয়াবো—পাওয়াবো—পাওয়াবো। ভিজে কাঠ এনে দিয়ে রান্না করাবো; চোকের জলে নাকের জলে, এক্সা কোরে, তবে ছাড়্বো। (প্রকাশে) চল্ বৌ, রান্না ঘরে, ভাত ব্যঞ্জন রাঁধ্বি দাদার তরে।

আয়ান। আহা, না না, বৌকে আজ খাটিও না। যে কোরে বেঁধেছিলে হাতে দড়ী, কেমন কোরে ধোর্বে বৌ হাতা বেড়ী? তুমিই আজ চুলোয় চড়াও হাঁড়ী। আমি গিয়ে কাঁচা তেঁতুল পাড়ি।

[প্রস্থান।

জটিলা ও কুটিলা। (সভঙ্গি গঞ্জন-গীত)

বল্ লো ও লো নষ্ট ছুঁড়ী,
কোন্ ওষুধের খাইয়ে গুঁড়ি,
গুণ কোল্লি ছোঁড়াটাকে,
খুন কোল্লি আমাদিকে।
বার কোর্বো আজ্ গুণাগুণ,
মুখে দেবো মুড়োর আগুন,
গালে দেবো কালি চুণ,
লঙ্কাবাটা চাপ্বো চোখে॥

[রাধিকাকে টানিয়া লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বৃন্দাবন - বনভূমি।

শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণ। (সভঙ্গি বিরহ-গীত)

বেলা যে বাড়িয়ে গেলো,
কই এলো, কই এলো,
রাধা হামারি?
কেউ যে নাহিকো হেথা,
কারে বা পাঠাই সেথা,
কারে বা ফুকারি?
বাড়িল বিরহ-জ্বালা,
ঝালাপালা হোলো কালা,
কোথা, হে পিয়ারি?
এস হে বাঁশীর ডাকে,
কলসী লইয়ে কাঁকে,
রাজার ঝিয়ারি।

মধুমঙ্গল ও সুবলের প্রবেশ।

মধু। (পরিহাসে) আর রাজার ঝিয়ারী! পুরো ঝক্মারি!

সুবল। শাউড়ী, ননদী, বউড়ী, তিন জনে ধাউড়ী। হুড়োহুড়ি, মারামারি!

মধু। তোমার কপালে ফক্কিকারী!

শ্রীকৃষ্ণ। কেন, সখা! কি হয়েচে?

মধু। কপাল তোমার ভেঙে গেচে।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন, ভাই?

মধু। আটক রাই।

সুবল। আর উপায় নাই।

মধু। তোমার বাড়া ভাতে ছাই। রাধা পড়েচে বাঁধা।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন রাধা পড়েচে বাঁধা?

মধু। তোমারি দোষে, শাশুড়ী ননদীর রোষে, ঘরের কোণে বোসে, মনের আপ্সোসে, দীর্ঘ-নিশ্বেসে, রাধা কেঁদে কেসে যায় যায়।

সুবল। তবঘড়ি বাঁশী ফোঁকা কি ভাল, শ্যামরায়?

শ্রীকৃষ্ণ। এখন্ উপায়?

মধু। দড়ী আর কলসী।

সুদামের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। (মধুমঙ্গল ও সুবলের প্রতি) না না, তোমরা তামাসা কোচ্চো।

মধু। বটে, সত্যি বোল্লেও তামাসা! আচ্ছা, এই তো সুদাম দাদা এসেচে, জিজ্ঞাসা কর।

শ্রীকৃষ্ণ। ভাই, সুদাম! না হইও বাম, পুরাও মনস্কাম, বাঁচ্‌বে তবে শ্যাম।

সুদাম। দৌড়ে এলুম, আগে মুছি ঘাম।

শ্রীকৃষ্ণ। আমিই না হয় মুছে দি। বল, ভাই, কেমন আছে রাজার ঝি?

সুদাম। সে কথা আর বোল্‌বো কি? সত্যি সত্যি, ভাই, আটক পোড়েচে রাই। শ্বাশুড়ী বাঘিনী, ননদী নাগিনী, রাধার কান্নার সুর পাহাড়ী রাগিণী।

শ্রীকৃষ্ণ। (সকাতরে) আঁা, বল কি! এমন হয়েচে আমার মানিনী! আমি আগে তো কিছুই জানিনি!

(সভঙ্গি গীত)

হায় হায়, এ কি শুনি, ভাই!
আটক পোড়েচে আমার বিনোদিনী রাই॥
তাই তো আমার বাঁ হাত কাঁপে,
দম্ আট্‌কে পেট্‌টা ফাঁপে,
বুকে যেন পাথর চাপে,
কোন্ দেশে বা যাই;—
কেমন কোরে আবার আমি রাইকিশোরী
পাই॥

মধু। আমরাও ভাব্‌চি তাই।

সুদাম। কিন্তু উপায় নাই।

সুবল, সুদাম ও মধুমঙ্গল। (সভঙ্গি গীত)

ধেনু চরাও, বেণু বাজাও,
ছোড়্ দেও ছোড়্ দেও রাইকো আশা।
তোড়্ দেও চূড়া, ফেঁক্ দেও ধড়া,
ভুল্ যাও, ভেইয়া, প্রেম-পিয়াসা॥
শাস ননদিয়া ভৈ গেল বৈরী,
কৈসন মিলব নওল কিশোরী,
অব্ তুহুঁ রহ, ভাই, গুমুরি গুমুরি,
ঘুচ্ গেই, ভাই, তোরি সগরি ভরোসা॥

শ্রীকৃষ্ণ। ভুল ভুল, তোমাদের সকল কথাই ভুল। আমি চতুর-চূড়ামণি, আমার চতুরালীর কাছে কে পার পেতে পাবে?

মধু। তা তো জানি, ভাই কানু! কিন্তু এ যে জটিলে কুটিলে।

শ্রীকৃষ্ণ। (গীত)

দেখ্‌বো কেমন সে কুটিলে,
দেখ্‌বো কেমন সে জটিলে,
কলঙ্কিনী রাইকে করে মোর।

সুদাম, সুবল ও মধুমঙ্গল। (তাললয়ে) ঠিক্ বোল্‌চো?

শ্রীকৃষ্ণ। (তাললয়ে) ঠিক বোল্‌চি।

সুদাম, সুবল ও মধুমঙ্গল। (তাললয়ে) ঠিক্ বোল্‌চো?

শ্রীকৃষ্ণ। (তাললয়ে) ঠিক্ বোল্‌চি।

(গীত)

কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী,
রাই কিশোরী বিনোদিনী,
আমার তরে সইছে পীড়ন ঘোর॥

শ্রীকৃষ্ণ। (তাললয়ে) হায় হায় রে! হায় হায় রে!

(গীত)

অকলঙ্কী কোর্‌বো তারে,
নতুন চতুরালী কোরে,
শাস ননদী দেখ্‌বে ফিকির মোর॥

সুদাম, সুবল ও মধুমঙ্গল। (তাললয়ে) পার্‌বে কি, ভাই?

জটিলা। (বিরক্ত হইয়া রাগত ভাবে) আগুন্ লাগুক তোর মুখে।

কুটিলা। তুই একটা কলসী নিয়ে, চল্ না মুখে মুখে।

জটিলা। আমি কাঠির মত নাঠির ভারই সইতে নারি, এই পড়্‌নু শুয়ে। (ভূতলে শয়ন)

সুদাম ও মধুমঙ্গলের প্রবেশ।

সুদাম। বলি, হচ্চে কি, গো মা বেটী?

মধুমঙ্গল। তপ্ত ধূলোয় লুটুপুটি।

সুদাম। ও ভাই, গোপ বুড়ীকে ধোরে চুলের ঝুঁটী।

জটিলা। (সরোষে যষ্টি উত্তোলন করিয়া উঠিয়া) তবে রে শুঁটো কলাই শুঁটী! আমার সঙ্গে খুটিখুঁটি? এম্নি জোরে মারবো নাঠি, হাড় গুঁড়িয়ে কোরবো মাটি।

সুদাম। আরে যা বেটি, পাকাচুলের ফস্‌কা আঁটি।

জটিলা। (সরোদনে) বলি, ওলো কুটিলে! তোর সাম্‌নে তোর মা জননীর এত অপমান।

কুটিলা। আচ্ছা, দাঁড়া মা গাই একটা রাগের গান।

(সরোষ ব্যঙ্গ-গীত)

ওরে ও ড্যাগ্‌রা ছোঁড়া,
হতচ্ছাড়া, মুখ-পোড়া।
কুকুর, ভেড়া, শেয়াল মেড়া,
খোঁড়া ঘোড়া, ঘাটের মড়া!
কুয়ের গোড়া, গুয়ের ঝোড়া,
শিখ্‌নিঝাড়া, ঢুঁসো ঢোঁড়া!
বাঁকা টেড়া, ন্যাকড়া ছেঁড়া,
মারবো নোড়া; দাঁড়া দাঁড়া!

সুদাম ও মধুমঙ্গল। (সরোষ ব্যঙ্গ-গীত)

মাইরি নাকি, প্যাঁচামুখী,
পান্তাখাকী, ভাঙা ঢেঁকী!
বেরাল-চোকী, খ্যাঁদা-নাকী,
ঘুঘু পাখী, কলসী-কাঁকী!
ধুমড়ী খুঁকী, চ্যাপ্‌টা-বুকী,
মার্‌বি নোড়া, মার্‌তো দেখি!

কুটিলা। (সাভিমান রোদনে) মা! ও মা!

মা গো, ও মা। এ ছুঠো, কেলে ছোঁড়ার টাট্টু ঘোড়া, নাহলো রোড়া। এ ছুটোকে ঝাঁটা, বিষম ঝ্যাঠা। চল্ মা, ঘরে যাই, কাজ নাই, বেটে ছাই।

জটিলা। (সালস্যে হাই তুলিতে তুলিতে) হা-আ—ই।

মধুমঙ্গল। (সহাস্যে) এ দিকে হাই—ও দিকে রাই ঘরে নাই।

জটিলা। অবিশ্যি ঘরে আছে।

মধু। আবার গেছে কালার কাছে।

কুটিলা। তোদের কথা মিছে—মিছে।

মধু। সত্যি সত্যি—গেছে—গেছে।

সুদাম। কথা রাখ, এসে দেখ—ডান দিকে কানাই, বাঁ দিকে রাই, ঘোমটা টেনে, আড নয়নে, শ্যামের পানে, আছে চেয়ে, সত্যি মিথ্যে দেখ গিয়ে।

জটিলা। (সবিস্ময়ে) ও কুটিলে।

কুটিলা। (সবিস্ময়ে) উ!

জটিলা। বলে কি?

কুটিলা। হুঁ।

জটিলা। বৌ কি আবার দেখালে ভু?

কুটিলা। ছুঁড়ী ভাবি কু।

মধু। আর ভু কু ভু কু কোল্লে কি হবে? খালি ঘরে যাবে? না কদমতলায় গিয়ে বাব্‌ফটকা বউ আট্‌কাবে?

জটিলা। তোদের কথা মিথ্যে।

মধু। তবে খালি ঘরে যাও মোত্তে।

সুদাম। দিতে এলুম সুসম্বাদ, লাভে হ'তে বিসম্বাদ। এখনকার কালে, যদি ভাল কোত্তে এলে, অম্নি গালাগালি খেলে। দূর হোক্ ছাই, চল্ ঘরে যাই।

মধু। তাই চল্ ভাই।

সুদাম। দাঁড়া, আগে দুজনে মিলে মিলন গানটা গাই।

মধুমঙ্গল ও সুদাম। (সভঙ্গি গীত)

শাস ননদিয়া আওল যমুনা।
উধবি ভাগল পঙ্কজনয়না॥
কদমকমূলে যহাঁ কানহাই।
উহাঁ যাই মিলল বিনোদিনী রাই॥
তা থৈ তা থৈ দ্রিমি দ্রিমি দং দং।
কালার বামে রাইকিশোরী
হেলে দুলে করে রং॥
শাউড়ী ভাবে বউড়ী এবার
আটক পোড়েচে।
ননদ ভাবে গোবরঘরে বৌকে পুরেচে।
(আবার) বৌড়ী ভাবে
ওরা আমার কলা কোরেচে॥
ধিনি কিটি তিনি কিটি, তা থা থা।
শাউড়ী ননদ দৌড়ে যা॥
শ্যামক বামহি শোভত গোরা।
জলদ কোরে জনু চমকে বিজুরা॥
জটিলা কুটিলা হেরি ইহ রূপঘটা রে।
হেই গেল একদম্ পাকা ফুটিফাটা রে॥

কুটিলা। ওরে, তোদের এ মিলন-গান আমার কানে যেন বিরহ-গান বোধ হোচ্চে।

মধু। তাই তো বটেই। মায়ে ঝিয়ে, ছুটে গিয়ে, বউটিরও জলন্ত বিরহ ঘটাও। যাও যাও—ধাও ধাও।

কুটিলা। দৌড়ে চল্ মা!—উড়ে চল্ মা। আজ বাবার এক দিন, কি আমাদেরি এক দিন; দেখ্‌বো দেখ্‌বো।

জটিলা। আমি যে বুড়ী, ছুটতে নারি, হায় মা হায়!

কুটিলা। তবে আমার কোলে আয় মা আয়।

(ক্রোড়ে জটিলাকে গ্রহণ)

মধু। কল্‌সী ছুটোর উপায়?

সুদাম। ঐ দিকে ফেলে দি আয়।

কুটিলা। মা। তুই ভারি বড়।

মধু। ওগো, আলগোছে কোলে চড়।

জটিলা। দৌড়ো—দোড়ো।

মধু। শুধু দৌড়ুলে হবে না। দু'জনে কোলদোলার গান গাইতে গাইতে দৌড়ও, নৈলে গায়ে জল ঢেলে দেবো।

জটিলা। ও মা, বলে কি। আমি যে বেনে কণে, কন্‌কনিয়ে আড়ষ্ট হব। আয় লো, বেলার দায়ে, মায়ে ঝিয়ে, কোল্‌দোলার গান গাইতে গাইতে যাই।

(সভঙ্গি গীত)

দোল্ দোল্ দোল দোদুল্ দোদুল্
কোল্‌দোলা।
মেয়ের কোলে মা দুল্‌চে,
বাবে সাধের দোল্ খেলা॥
মাটিতে কলস ফেলে দিয়ে,
জ্যাঙ্গো কলস কোলে নিয়ে,
মাকে কাঁকে ছুটচে মেয়ে,
নাগর-দে খান বোলাবোলা॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বৃন্দাবন গামা পথ।

আয়ানের প্রবেশ।

আয়ান। বেশ্ ত বড় কাঁচা তেঁতুল পেয়েচি। দোরে নেও—তিন পাথর ভাত মেরেচি। বা! তেঁতুলের অম্বল, ঠিক যেন শীতকালের কম্বল।

দধিভারস্কন্ধে চঞ্চল গোপের প্রবেশ।

চঞ্চল। ওহে আয়ান ভায়া, এ দিকে তিন পাথর ভাত মার্‌চো মেখে অম্বল, শীত ভাঙ্গচো

গায়ে বেঁধে কম্বল, ও দিকে হারিয়েছে তোমার জীবন সম্বল।

আমান। জীবন সম্বল কি, হে চঞ্চল?

চঞ্চল। আইবুড়ো মদ্দর মুখে এ কথা সাজে, কিন্তু তুমি এমন ফাঁকা আওয়াজ কোচ্চো—ছি!

আমান। ওঃ, এতক্ষণে তোমার অভিপ্রায় উপলব্ধি কোরেছি, অর্থাৎ আমার জীবন-সম্বল হচ্চেন রাই।

চঞ্চল। হাঁ দাদা ভাই!

আমান। আচ্ছা, ভাই, রাই, তাঁর প্রতি কিমত প্রকারে একবার প্রকাশ কোরে বল দিকি?

চঞ্চল। অর্থাৎ তোমার রাধা, ভেঙে আভাঙন বাধা, তোমায় বানিয়ে গাধা, কালার কাছে, গেছে দাদা। ইতি প্রকাশ কোরে বল্লুম।

আমান। (গীত)

এই যে আমি প্রবোধ দিয়ে,
ঘরের কোণে এলেম থুয়ে।
আবার গেছে ছোট্‌কে ছুঁড়া,
আগুন দিয়ে আমার মুণ্ডে॥
চঞ্চলা রে, কি শুনালি,
মনটা আমার চনচনালি,
বুক্‌টো আমার কনকনালি,
উল্‌টে বাগে পড়ি ভুঁয়ে॥
ছুঁড়ীর গায়ে ভূতের হাওয়া,
নৈলে কেন আবার ধাওয়া,
আজ ঘুচুবো ভূতে পাওয়া,
ফুস্ মন্তর ঠ্যাঙার ফুঁয়ে॥

চঞ্চল। তবে কেন দেরি আর, ঝট্ কোরে হও আগুনার, নৈলে রাধা পগার পার, আবার মেলা হবে ভার।

আমান। (বিবিধ ভঙ্গিতে কখন তাল ঠুকিয়া, কখন ডন্ ফেলিয়া, কখন লম্ফঝম্ফ করিয়া, কখন ইাঁটিয়া, কখন কাসিয়া, কখন উঠিয়া, কখন বসিয়া, কখন বা চঞ্চলকে ধাক্কা ও চড় মারিয়া)

(গীত)

এখনি যাব, কোসে ঠ্যাঙাব,
মজা দেখাব, ভাই।
কদম-তলে, লেচন জলে,
ভাসাবে ভুতুড়ী বাই॥
হাড়েরি বাঁশু, হাড়েরি বেণু,
ছাড়েরি প্রেমকি ছাই।
চঞ্চল দাদা, তাড়েরি রাধা,
ছাড়েরি পিরিতিয়া বাই॥

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বৃন্দাবন—নিকুঞ্জ।

পুষ্পবেদার উপর শ্রীকৃষ্ণ ও অবগুণ্ঠনবতী হইয়া রাধিকা দণ্ডায়মান।

শ্রীকৃষ্ণ। (সোহাগ গীত)

গোচারণ ছলে, কদম্বের তলে,
তব লাগি বোসে থাকি।
মুরলী বাজায়ে, মন মজায়ে,
রাধা রাধা বোলে ডাকি॥
সকলি ভুলিয়ে, নয়ন তুলিয়ে,
তব পানে চেয়ে থাকি।
আমি অবিরাম, রাধে তোরি নাম,
হৃদয়ে আমার আঁকি॥
মম মনচোরা, প্রাণমনোহরা,
তুই রাই মম আঁখি।
পরাণ-পুতুল, সোহাগের ফুল,
তুই লো প্রেমের পাখী॥

দূরে অন্তরালে জটিলা ও কুটিলার প্রবেশ।

জটিলা। (সবিস্ময়ে জনান্তিকে) ওলো ও কুটিলে, দ্যাখ্ লো দ্যাখ্, রঙ্গ দ্যাখ্, পিরীতমাতালী ছুঁড়ী

রাধিকা। (সভয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) হায় হায়, ওহে প্রেমময়! কি হতে কি হয়, ভারি ভয়, মস্ত ভয়, আয়ান নিদ্দয়, পাঠায় যমালয়!

শ্রীকৃষ্ণ। প্রেমময়ি রাই! মাভৈ মাভৈ, কৈ আয়ান্ কৈ?

রাধিকা। ঐ ঐ ঐ (চতুর্দ্দিকে ধাবমান)

জটিলা। ওলো ও কুটিলে! ছুঁড়ী ছুটে পালায় যে! হাত মেলে ঘেরাও কর্—ধর্ ধর্—ধর্ ধর্।

(জটিলা ও কুটিলার স্বীয় স্বীয় হস্তদ্বয় প্রসারণ করিয়া, ধাবমানা রাধিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিবিধ ভঙ্গীতে ধাবন)

আয়ান। (শশব্যস্তে ছুটিতে ছুটিতে) চঞ্চন ভায়া ধর জায়া!

চঞ্চন। রাই যে তোর অন্ধকায়া।

আয়ান। ও কেবল ভুও মায়া!

চঞ্চন। তবে বাঁক ঘাড়েই ছুটি। (দধিভার-স্কন্ধে নানাভঙ্গিতে ধাবন)

আয়ান। রাই, আর তোর রক্ষে নাই। এই-বার ধরবো চুলের মুঠি। (ধাবন)

রাধিকা। (ছুটিতে ছুটিতে) কালা হে কালা, বড় জ্বালা, রক্ষে কর।

চঞ্চন। আয়ান্ ভায়া, সাম্নে জায়া, ঝাপ্‌টে ধর।

আয়ান। (রাধিকাকে ধরিয়া ফেলিয়া) তবে রে ফোচ্‌কে ছুঁড়ী! মোচকে কুঁড়ী! পিরীত গুঁড়ী শুট্‌কো ভুঁড়ী! মুড়ী-পুড়ী! ছেঁড়া ঘুড়ী! গাঁজার চুড়ী! ভাঙা ঝুড়ী! পোড়া মুড়ী! ভাঙা হাঁড়ী! ফুচ্‌কে ধাড়ী! আজ করবো তোকে কোড়ে রাঁড়ী!

জটিলা। (সরোষে) টেনে খোল্ গায়ের শাড়ী, মারি কোসে ঠ্যাঙার বাড়ি।

আয়ান। (রাধিকার অঙ্গাবৃত বসন খুলিয়া ফেলিয়া সলজ্জে) আরে ছি! এ কি! এ তো আমার রাই নয়, সুবলো ছোঁড়া!

চঞ্চন। (সলজ্জে) ছি ছি, বুড়ী হোলো মদ্দা ঘোড়া।

আয়ান। (সরোষে) তুই-ই তো যত কুয়ের গোড়া! তো হতেই এই কেলেঙ্কারি।

চঞ্চন। (ভয়ে) ঘাট হয়েচে, ঝকমারি।

জটিলা। (সলজ্জে) ও মা! কি লাজ! ছোঁড়ার গায়ে ছুঁড়ীর সাজ! পড়ুক্ আমার মাথায় বাজ।

কুটিলা। (সলজ্জে) ও মা! কি ঘেন্না, ডাক-ফুকুরে পায় কান্না, রামসিন্নী হলো রামসন্না!

আয়ান। (বিরক্ত হইয়া সরোষে) মা আমার বুকী, বোন্ আমার খুঁকী! তাই রাইকে দিয়ে দোষ, বাড়ায় মিছে আমার রোষ। আমি খুব জানি, রাধা আমার তেমন নয়, কলঙ্কে তার ভারি ভয়। সে জানে না আমা বই, এম্নি আমার রাই রসময়ী।

সুদাম, মধুমঙ্গল ও অন্যান্য রাখাল-বালকগণের প্রবেশ।

চঞ্চন। ভাই আয়ান।

আয়ান। চেপে রাখ্ তোর বয়ান! বোকা, বুড়ো খোঁকা! (জটিলার প্রতি) কি আর বোলবো বল্, তুই আমার মা, নৈলে, (যষ্টি উত্তোলন করিয়া) ধাঁ কোরে দিতুম এক ঘা!

জটিলা। (ভয়ে) না, বাবা। না, না!

আয়ান। (কুটিলার প্রতি) দেখ্ কুটলে! আমার ভগ্নী, নৈলে মুখে দিতাম নুড়োর অগ্নি!

কুটিলা। (সভয়ে) দাদা! দিও না তাপ, করহ মাপ।

আয়ান। (জটিলা ও কুটিলার প্রতি) খবরদার, আর কখন আমার পতিপ্রাণা সাধ্বী সতী রাধার ঘাড়ে এমন কোরে মিছি মিছি দোষ চাপিও না। রাধার আমার কিসের অভাব? মরায়ে ধান আছে —ডাবরে পান আছে; পাঁদাড়ে ঘুঁটে আছে—ভাঁড়ারে মিঠে আছে; পেট্‌রায় বসন আছে—কাঠরায় বাসন আছে; গাছে ফল আছে—জালায় জল আছে; বাড়ীতে ছাত আছে—হাঁড়ীতে ভাত আছে; কাজল-লতা, আয়না আছে—গা ভরা গয়না আছে; তা ছাড়া আমি, তার সর্ব্বস্ব ধন

স্বামী। শোনো বলি—নিশ্চয়, সুনিশ্চয়, অতি-নিশ্চয়, রাধা আমার নয় কুপথগামী। তাতে আবার সে এই কানুর মামী।

চঞ্চন। তা বটেই তো।

আয়ান। (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) শোনো, বাপু, কানায়ে ভাগে! তোমার কোন দোষ নেই, তুমি কিছু মনে কোরো না, বাবা! (সকলের প্রতি) শোনো সকলে। আমি যেমন ছেলে বেলায় ছেলেদের সঙ্গে, রঙ্গে ভঙ্গে, কোন ছেলেকে মেয়ে সাজিয়ে, বৌ বৌ খেল্‌তুম, কানায়ে ভাগেও আমার সেইরূপ সুবল ছেলেটিকে মেয়ে সাজিয়ে, বৌ বৌ খেলে, কারণ, 'নরাণাং মাতুলক্রমঃ।"

চঞ্চন। ঠিক্ ঠিক্, মামার স্বভাব ভাগ্নেই পায় বটে।

আয়ান। বটে কি না বটে?

চঞ্চন। বটে বটে।

জটিলা। তবে এখন্ চল্ বাড়ী হেঁটে।

সুবল। তা হবে না, আমি কখনই ছাড়্‌বো না। আমাকে মায়ে ঝিয়ে বড় গাল দিয়েচো—অপমান কোরেচো—এমন কি দু ঘা মেরেওচো।

জটিলা। কই, বাবা, তোমায় তো মারিনি।

সুবল। তা শুন্‌তে চাইনি। এখন গলায় কাপড় দিয়ে, দাঁতে কুটো নিয়ে, উপুড় হয়ে শুয়ে, মায়ে ঝিয়ে, নাকে কানে খৎ দাও, ঘাট মেনে বাড়ী যাও।

জটিলা। ও বাপ্ আয়ান্! সুবল বলে কি?

আয়ান। তা কি কোরবো আঁটকুড়ীর ঝি? তোদের মায়ে ঝিয়ের যেমন কম্ম তেম্নি ফল; এখন খৎ দে নাকে বাড়ী চল্।

কুটিলা। অ্যাঁ, তাই তো মা, বলে কি! হায় হায়, কি হবে।

সুবল। মায়ে ঝিয়ে নাকে কানে খৎ দেবে কি না দেবে? বল, নৈলে সকলে মিলে মারবো লাঠি।

জটিলা। এ যে বড় কঠিন মাটি।

সুবল। তবে বার কোর না চোখের জল।

জটিলা ও কুটিলা। (অত্যন্ত ভয়ে অস্থির হইয়া নাকে কানে খৎ দেওন।)

সকলে। এই যেমন কম্ম তেম্নি ফল।

[জটিলা, কুটিলা, আয়ান ও চঞ্চনের প্রস্থান।

সুদাম, সুবল প্রভৃতি রাখালবালকগণ। (গীত)

ওরে ও ভাই বনমালী,
খেল্‌লি ভাল চতুরালী,
রাই কিশোরীর মান বাঁচালি,
প্রাণ বাঁচালি চতুর চালে।
রাই সাজালি সুবলচাঁদে,
শাস ননদী পড়্‌লো ফাঁদে,
বেঁধের প্রণয় অটুট বাঁধে
বাঁধ্‌লি ভাল ফিকির খেলে॥
তোর চাতুরী বুঝ্‌তে নারি,
ব্রজপুরীর নর নারী,
তোর কাছে ভাই মানে হারি,
কৌশলে তোর আপন ভোলে,—
সাবাস রে তোর চতুরালী,
চতুর-চূড়ামণি বেলে॥

[সকলের প্রস্থান।

সম্পূর্ণ।

খোকাবাবু।

(প্রহসন)

প্রহসনোক্ত ব্যক্তি।

পুরুষ।

দয়াল বাবু ··· কলিকাতার জনৈক স্ত্রৈণ ধনী।
খোকাবাবু ··· দয়াল বাবুর আদুরে ছেলে।
ফেলারাম ··· দয়াল বাবুর মোসাহেব।
মনসারাম ··· দয়াল বাবুর মোসাহেব।
দুই জন মালী।

স্ত্রী।

গিন্নী ··· ··· দয়াল বাবুর স্ত্রী।
ঝি ·· ··· দয়াল বাবুর বাটীর দাসী।

প্রথম দৃশ্য।

কোম্পানির বাগান।

দয়াল বাবু, খোকাবাবু, ফেলারাম ও মনসারামের প্রবেশ।

দয়াল। ওহে ফেলারাম! বিকেল বেলার হাওয়া কেমন ঠাণ্ডা?

ফেলা। নিরাকার বরফ বিশেষ।

দয়াল। (সহাস্যে) মিথ্যে কথা, এখন যে গরম লাগ্‌ছে।

ফেলা। আজ্ঞে হ্যাঁ, সূর্য্যদেব যে এখনও উঁকি ঝুঁকি মার্‌চেন।

দয়াল। সূর্য্য কি পদার্থ?

ফেলা। ছেলেবেলা যখন স্কুলে পড়্‌তেম, মাষ্টার মশায় বলেছিলেন, আগুনের পোর্টমেণ্ট!

মনসারাম। (বিদ্রূপ সহকারে) তুমিও যেমন প্রেমচাঁদ রায়চাঁদের বৃত্তিধারী স্কলার, তোমার মাষ্টারও তেম্‌নি ইউনিভারসিটির সায়েন্সের ফেলো। উভয়েই বিদ্যের জাহাজ! নৈলে সূর্য্যকে বল আগুনের পোর্টমেণ্ট!

ফেলা। তবে কি?

মনসা। আফিঙের চৌরাস্তার গরম লুচি।

দয়াল। (সহাস্যে) জিব দেখি, জল সর্‌চে না কি?

মনসা। লুচি ত লুচি, তেঁতুলের গুদোমে ঢুক্‌লেও এ জিবে জল সরে না।

দয়াল। (হঠাৎ হাঁচিয়া ফেলায় কাঁছা খুলিয়া গেল)

(উভয় মোসাহেব কর্ত্তৃক কাঁছা গুঁজিয়া দেওন)

খোকা। এইও শুওর! বাবার কাঁছা টান্‌চিস্! দু'বেটাকেই পুলিসে দেবো। চৌকিদার! চৌকিদার!

দয়াল। আরে না, খোকা, কাঁছা টানে নি; কাঁছা গুঁজে দিলে।

খোকা। কেন গুঁজে দিলে? (মোসাহেবদের প্রতি) আবার খুলে দে, নৈলে মার্‌বো।

দয়াল। কাঁছা কি খুল্‌তে আছে?

খোকা। পাইখানা যাবার সময় খুলিস্ কেন?

দয়াল। (একটু বিরক্ত হইয়া) তুই বড় বাড়াবাড়ি কোল্লি।

খোকা। (সরোদনে) তুই আমাকে মাল্লি, মাকে ব'লে দেবো, মজা দেখ্‌বি।

(মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া রোদন)

দয়াল। (শশব্যস্তে) আঃ, ভাল বিপদে

ফেলে। ওহে, দাও হে দাও, কাছাটা খুলে দাও। (বিলম্ব দেখিয়া) হাতে ব্যথা হোয়েচে নাকি? খোল না শীগ্‌গির?

(মোসাহেবদ্বয় কর্ত্তৃক কাছা খুলিয়া ধরিয়া থাকা)

খোকা। (সানন্দে হাততালি দিয়া নাচিতে নাচিতে) বাহবা! কাছা-খোলা বাবা! কাছা-খোলা বাবা! (ফেলারামের প্রতি) এই! আমায় কাঁধে কর্। আমি তোর কাঁধে উঠে কাছা-খোলা বাবা দেখ্‌বো।

ফেলা। উঁচু থেকে নীচেয় নজর হবে কেন, ছোট বাবু?

খোকা। (ছড়ি মারিয়া) তোল্, শুওর।

মনসা। ছড়ির ছড় সইচো, তবু কাঁধে ক'র্ত্তে পারচো না?

ফেলা। (স্বগত) ছেলে তো নয়, যেন কাট্‌-পিঁপ্‌ড়ে! বেটার ছেলে আবার না মাথায় ওঠে। (প্রকাশে) এস, ছোট বাবু, এস, কাঁধে চড়্! (স্কন্ধে উত্তোলন)

খোকা। (সহাস্যে) বাবা! বাবা! দেখ্, আমি ঘোড়ায় চোড়েচি!

দয়াল। ঘোড়া নয়, বাবাজী, গাধা! গাধা।

খোকা। তবে তুই এই গাধাটায় চড়্ না, বাবা!

মনসা। (স্বগত) এই মজালে রে!

দয়াল। ও বড় কাহিল—তুল্‌তে পারবে না, বাবা!

খোকা। তবে তুই ওকে কাঁধে কর্।

দয়াল। আরে বোকা ছেলে, আমি যে মনিব।

খোকা। তুই একে কাঁধে কোর্‌বি নি? তবে মাকে বোলে দেবো। (রোদন)

দয়াল। (নিরুপায় হইয়া) এস হে মনসারাম! কাঁধে ওঠ। কিন্তু বেশী চাপ দিও না।

মনসা। আজ্ঞে, তার আর ভয় কি? আমি আল্‌গোছে চোড়্‌চি। আমায় কাঁধে কোরে না উঠ্‌তে পারেন, আমি আপনাকে টেনে তুল্‌বো।

দয়াল। (স্বগত) যার কপালে যা, ভোগ করে সে তা! এক যাত্রায় পৃথক্ ফল! (মনসারামকে স্কন্ধে উত্তোলন)

খোকা। (ফেলারামের স্কন্ধ হইতে) বা! বাবা গাধা! বাবা গাধা! (নেপথ্যের দিকে দেখিয়া) বাবা! ওটা কি?

দয়াল। (দেখিয়া) তাঁবু।

খোকা। ওতে কি হয়?

দয়াল। ওতে সাহেবেরা শোয়।

খোকা। তবে আমিও তাঁবুতে শোবো।

দয়াল। আচ্ছা, এখন চল বাবা, সন্ধ্যে হোলো বাড়ী চল। বাগানে তোমার জন্যে তাঁবু পাটিয়ে দেবো। ওহে গাড়ী যোয়ের কোত্তে বল।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দয়াল বাবুর অন্তঃপুর।

গিন্নীর প্রবেশ।

গিন্নী। ঝি! ও ঝি!

ঝির প্রবেশ।

বেটীদের সন্ধ্যে বেলায় ঘুম না কি? ডাক্‌বার আগেই সাড়া দিবি, নৈলে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেবো। যা শিগ্‌গির পিয়ার্সের সাবান খানা গোলাপজলে ডুবিয়ে নিয়ে আয়, রেশমী রুমাল-খানা লসনেলের ফ্লোরিডা ওয়াটারে ভিজিয়ে নিয়ে আয়, ল্যাবেণ্ডারে বড় তোয়ালেখানা খুব ডুবিয়ে আন্, সিঁদূরে একটু বেলার আতর মিশিয়ে আন্।

ঝি। মিশিতে কর্পূর মিশিয়ে আন্‌বো কি?

গিন্নী। চোপ্ হারামজাদি! আমি কি পাড়া-গেঁয়ে মেয়ে, তাই মিশি দাঁতে দেবো? ডাক্তার জ্যাক্‌সনের টুথ-পাউডার আর ক্লেক্‌ টুথ-ব্রস্‌খানা নিয়ে আয়।

ঝি। আস্‌চি, মা ঠাক্‌রুণ।

[প্রস্থান।

দয়াল বাবু ও খোকাবাবুর প্রবেশ।

গিন্নী। (দয়ালের প্রতি) বলি হাঁ গা, তোমার কি আক্কেল! এই কচি ছেলে, ননীর পুতুল, হাঁটবার আগে হোঁচট্ খায়, সদর দরজা থেকে হাঁটিয়ে এনেচো! কোলে কোরে কি কোঁকে ব্যথা হয়? (খোকার প্রতি) এস, বাবা! কোলে এস। তোর যেমন কপাল! কোথায় অষ্ট প্রহর কোলে কোলে বেড়াবি, না ভিখিরীর ছেলের মতন হেঁটে হেঁটে সারা হোলি। ঢের ঢের বাপ দেখেছি, কিন্তু এমন গুণের বাপ আর কোথাও দেখি নি!

দয়াল। আঃ, কি পাগ্‌লীর মত বোক্‌চো?

খোকা। মা তাঁবুতে শোবো।

গিন্নী। হ্যাঁ গা, 'তাঁবুতে শোবো' বলে কি?

দয়াল। ওগো! আজ মাঠে খোকা সাহেবের তাঁবু দেখেচে, তাই শুতে চাচ্চে।

গিন্নী। তাঁবুতে শুলে আরাম হয় না কি?

খোকা। খুব ঘুম হয় মা।

গিন্নী। তবে আমিও শোবো।

দয়াল। কেবল আমিই বাকি রইলুম।

গিন্নী। সে কি, সে কি, তোমাকেও একটু জায়গা দোবো, কিন্তু নাক ডাকিয়ে ঘুমুলে বার কোরে দোবো। তোমার যে নাকের ডাক, যেন চৌকিদারের হাঁক।

দয়াল। তবে আমি এখন বৈঠকখানায় চোল্লেম। কাল খালপারের বড় বাগানে তাঁবু খাটানো যাবে। বলদেও তেওয়ারীকে দিয়ে বুল্ সাহেবকে একটা তাঁবুর জন্তে চিঠি লিখে দি।

গিন্নী। চিঠিতে যদি দেরি হয়, তুমি নিজেই কেন যুড়ী গাড়ীতে দৌড়ে যাও না? আজ রাত্তিরেই খাটানো চাই।

দয়াল। একে পৌষ মাস! তাতে কন্‌কনে শীত! কাল দুপুর বেলাতেই ঠিক্ হবে।

গিন্নী। (বিরক্তভাবে সরোষে) বটে! আমার হুকুম অমান্যি! এখনি যাবে, তো যাও, নৈলে সারা রাত ছাতের হিমে দাঁড় করিয়ে রাখ্‌বো।

দয়াল। আচ্ছা, যাচ্ছি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

উদ্যানপার্শ্বস্থ পথ।

দুই জন মালির প্রবেশ।

প্রথম মালী। বুল্ সাহেব বাগানে খুব বড় তাঁবু খাটিয়ে গেল।

দ্বিতীয় মালী। টাকাও তো কম নিলে না, এক রাত্তিরে পঞ্চাশ টাকা।

প্র। বড়মানুষের খেয়ালি ওই। আমরা এক মাস খাটি, পাঁচ টাকা মাইনে পাই, আর তাঁবুর বেলা এক দমে পঞ্চাশ টাকা। সাহেব না হোলে বাঙালী ঠকে কই? বাঙালী যেমন বুনো ওল, সাহেব তেম্নি বাঘা তেঁতুল। আচ্ছা খোকা বাবু! পঞ্চাশ টাকার তাঁবু! দয়াল বাবু কাবু।

দ্বি। তাঁবুতে হবে কি?

প্র। খোকা বাবু আর গিন্নী মা শোবে।

দ্বি। এই পোষ মাসের শীতে গরম ঘর ছেড়ে, বাতাসে তাঁবুতে শোবে, এ কেমন কথা?

প্র। বড় মানুষদের ঘি দুদ মাংস খেকো গরম চর্ব্বি পোষের শীতেও নরম হয় না।

দ্বি। টানা পাখাও টান্‌তে হবে না কি?

প্র। আমাদের আর আশান্ নেই, দাদা। শীতকালেও পাখা টানো। চল্ এখন গিন্নী মায়ের জন্যে ফুলের তোড়া বাঁধিগে। আবার খোকাবাবুর জন্যে সাদা ফুলের পাগ্‌ড়ী তোইরী কোত্তে হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

দয়াল বাবুর বাগান। বাগানের মধ্যে তাঁবু সজ্জিত। চতুর্দ্দিকে চেয়ার স্থাপিত।

দয়ালবাবু, খোকাবাবু, ফেলারাম ও মনসারামের প্রবেশ।

খোকা। বাবা, তাঁবু কই?

দয়াল। ঐ যে তাঁবু।

খোকা। কখন্ শোবো?

দয়াল। এই সন্ধ্যে হোলেই শোবে।

খোকা। কখন সন্ধ্যে হবে?

দয়াল। এই স্যয্যি ডুব্‌লেই।

খোকা। কখন্ স্যয্যি ডুব্‌বে?

দয়াল। যখন সন্ধ্যে হবে।

খোকা। অত দেরি সয় না; স্যয্যিকে ধোরে এনে, পুকুরে ডুবিয়ে দে।

দয়াল। স্যয্যি কি ধরা যায়? অনেক উঁচুতে যে।

খোকা। কেন যাবে না? লাফ মার্ না।

দয়াল। (ফেলারামের প্রতি) ওহে, লাফ মেরে স্যয্যি ধর।

ফেলা। আমার কম্ম নয়, মশায়, মনসারামকে বলুন।

মনসা। আজ্ঞে না, ধম্ম অবতার? ত্রেতাযুগে আমার পালা গেচে; বর্ত্তমান কলিযুগের পালা ফেলারামের।

(জলখাবারপূর্ণ পাত্র ও চিনি লইয়া জনৈক মালীর প্রবেশ ও একখানি চেয়ারের উপর রাখিয়া একপার্শ্বে দণ্ডায়মান।)

খোকা। আমি শুক্‌নো চিনি খাবো না, ভিজিয়ে দে। (মালীর তদ্রূপ করণ)

খোকা। আমি ভিজে চিনি খাবো না, শুক্‌নো চিনি খাবো।

দয়াল। বা রে, শুক্‌নো চিনি নিয়ে আয়।

খোকা। না, আলাদা শুক্‌নো চিনি খাবো না, ঐ ভিজে চিনি শুকিয়ে দে।

ফেলা। ছোট বাবু, অত জল কি শুকোয়? তাতে আবার শীতকাল।

খোকা। তবে তোর গায়ে ঢেলে দিই, শুওর!

(তদ্রূপ করণ)

ফেলা। (স্বগত) আমার কি মকমারির চাক্‌রি! এই ভরপুর শীত, ছেলে বেটা বোঝে কি গা! গায়ে জল ঢেলে সব কাপড় চোপড় ভিজিয়ে দিলে। মোসাহেবি চাক্‌রি করার চেয়ে পাইখানা খাটাও ভাল।

খোকা। (কচুরী চিবাইতে চিবাইতে একটু বাহির করিয়া মনসারামের প্রতি) খা শুওর! (মনসারামের ইতস্ততঃ করণ) কি, খাবি নি, শুওর? আমি মুখ থেকে বের্ কোরে দিলে, আমার টমি কুকুর খায়, তুই খাবি নি? তুই কি তার চেয়ে ভদ্দর লোক? আচ্ছা, না খা, এই তোর পায়ে ঘোষে দিলুম। (তদ্রূপ করণ)

মনসা। (স্বগত) পেটের জ্বালায় কত জ্বালাই সইতে হয়। আমার এমন ছেলে হ'লে কানে তালপটকা, নাকে ছুঁচোবাজী গুঁজে আগুন দিয়ে মেরে ফেল্‌তুম। বড় মানুষ এক অদ্ভুত জীব! বড় মানুষের মাগ অদ্ভুত জীব! বড় মানুষের ছেলেও অদ্ভুত জীব! এমন আদুরে ছেলে তো কখন দেখিনি বাবা! যেন জলজীয়ন্ত আদরের পাকা রস্তা!

দয়াল। ওহে, যাও হে, তোমরা কাপড় চোপড়গুলো ছেড়ে ফেলো গে—যাও।

[উভয়ের প্রস্থান।

গিন্নীর প্রবেশ।

গিন্নী। (তাঁবু দেখিয়া) আহা, এই বুঝি তাঁবু যেন আমার আমার বাড়ীর ছোট্ট শিবের মন্দিরটি বাবা আমার তাঁবু আলো কোরে শোবে। (দয়াল বাবুর প্রতি) দেখ—দ্যাখ, আমায় শোবার ঘরে একটা তাঁবু খাটিয়ে দিও।

দয়াল। ঘরে ধোর্‌বে কেন ?

গিন্নী। আল্‌বৎ ধোর্‌বে, নৈলে তোমায় ঘরে ঢুক্‌তে দেবো না।

(সহসা নেপথ্যে হুপ্‌ হুপ্‌ শব্দ)

খোকা। ওটা গাছের ওপর হুপ্‌ হুপ্‌ কোরে কি লাফিয়ে গেলো বাবা ?

দয়াল। হনুমান।

খোকা। আমি আবার হনুমান দেখ্‌বো।

দয়াল। ও যে পালিয়ে গেলো, বাবা !

খোকা। তা যাক্‌, তবু দেখ্‌বো। (রোদন)

গিন্নী। ছেলেকে কাঁদাও কেন গা ? হনুমান্‌ দেখাও না ?

দয়াল। তুমিও যে দেখ্‌চি—

গিন্নী। (বাধা দিয়া) হনুমান্‌ দেখাবে কি না ? ছেলে কেঁদে খুন হ'লো যে !

খোকা। হনুমান্‌ দেখ্‌বো। হনুমান্‌ ! হনুমান্‌ !

(কাঁদিতে কাঁদিতে ধুলায় গড়াগড়ি দেওন)

গিন্নী। ও মা, কি হবে গো ! ছেলে গেলো যে ! ছেলে গেলো যে ! হনু, হনু কোরে ছেলে লাল হ'য়ে উঠ্‌লো যে। আর দেরি সয় না। তুমিই হনুমান্‌ হোয়ে ছেলেকে ঠাণ্ডা কর। নেও শীগ্‌গির সাজো।

দয়াল। (সবিস্ময়ে) আমি হনুমান্‌ হবো কি গো!

গিন্নী। হবে না তো কি ? ছেলে কেঁদে দম্‌ আটকাবে বুঝি ?

দয়াল। আমি যে মানুষ।

গিন্নী। না, তুমি হনুমান্‌। সত্যি মিথ্যে এখুনি খোকা দেখে বুঝ্‌বে।

খোকা। হ্যাঁ, বাবা হনুমান্‌ ! হও বাবা হনুমান্‌ ! ও মা বাবাকে হনুমান্‌ তৈইরি কর্‌ না ?

গিন্নী। (উচ্চৈঃস্বরে) মালী ! মালী ! শীগ্‌গির কোৎরা গুড় আর তুলো নিয়ে আয়। মর তো পাড়া থেকে হনুমানের একটা মুখোস নিয়ে আয়।

নেপথ্যে মালী। যাচ্চি, গিন্নি মা !

দয়াল। ও গিন্নি, শীতকালে কৌৎরে চাও কি ?

(খোকার রোদন)

গিন্নী। না বাবা, কেঁদো না কেঁদো না, এখুনি হনুমান্‌ দেখাচ্চি। যেমন তেমন হনু নয়, বাবা হনু !

হনুমানের মুখোস্‌ লইয়া মালীর প্রবেশ।

গিন্নী। (দয়াল বাবুর মুখে মুখোস্‌ পরাইতে পরাইতে) খোকা দেখ্‌ কেমন হনুমান্‌ !

খোকা। বেশ হনুমান্‌—বেশ হনুমান্‌, ন্যাজ কৈ মা ?

গিন্নী। তাই তো রে এ যে বেঁড়ে হনুমান্‌ ! যা মালী যা, শীগ্‌গির শট্‌কার নল নিয়ে আয়।

[মালীর প্রস্থান।

দয়াল। ওগো থামো না। আর কেন ? বেঁড়েই থাকি।

গিন্নী। বটে, আমার ছেলে বড়, না বেঁড়ে হনুমান্‌ বড়।

শট্‌কার নল লইয়া মালীর পুনঃপ্রবেশ।

মালী। এই শট্‌কার নল এনেচি, গিন্নি মা !

গিন্নী। (নল লইয়া কর্ত্তার পশ্চাদ্দিকে গুঁজিয়া দিতে দিতে এই দেখ বাবা কেমন পুরো হনুমান্‌ !

খোকা। এখনও পুরো হয় নি মা ! নাচ দেখ্‌বো।

গিন্নী। বটেই তো। ওরে মালী, শীগ্‌গির একগাছা দড়ী আর মর্ত্তমান কলা আন্‌তো, হনুমানের কোমরে দড়ী বেঁধে নাচাই—কলা দেখাই।

[মালীর প্রস্থান।

দয়াল। ওগো ! এখনো আশা মেটে নি ?

গিন্নী। হনুমানের মুখে মানুষের মত কথা কেন ? কেবল মুখ খিঁচোও।

দড়ী ও কলা লইয়া মালীর পুনঃপ্রবেশ।

গিন্নী। (দড়ী কোমরে বাঁধিয়া) নাচ্‌ রে আমার হনুমান্‌, খেতে দেবো মর্ত্তমান।

দয়াল। (নাচিতে নাচিতে) কর গিন্নি পরিত্রাণ।

খোকা। ও হনুমান্‌ হুপ্‌ হুপ্‌ কর্‌ না ?

দয়াল। হুপ্‌ হুপ্‌ হুপ্‌।

খোকা। আবার নাচ্, হনুমান্!

দয়াল্। আর পারি নি, বাবা!

গিন্নী। মত্তমান কলা কি অমি? নাচো বোল্‌চি।

খোকা। নাচ বাবা হনুমান্, খেতে দেবো মত্তমান!

গিন্নী। নাচ বাবা হনুমান, খেতে দেবো মত্ত মান!

দয়াল। (নাচিতে নাচিতে) রাম! রাম! রাম! কপালে এতোও ছিল! ভালা আত্বে ছেলে

খোকাবাবু। ভালা নেই-আঁক্‌ড়ে মাগ। আমার মত যারা মেগের বশ, ভাগো তাদের এমি যশ!

সম্পূর্ণ।

খোকাবাবু প্রহসনের প্রথম পরিশিষ্ট।

বেলুনে বাঙালী বিবি।

প্রহসন।

প্রহসনোক্ত ব্যক্তি।

পুরুষ।

দয়াল বাবু ... কলিকাতার জনৈক স্ত্রৈণ ধনী।
খোকাবাবু ... দয়াল বাবুর আদুরে ছেলে।
ফেলারাম ... দয়াল বাবুর মোসাহেব।
মনসারাম ... দয়াল বাবুর মোসাহেব।

লোকগণ, গোলাপী খিলিওয়ালা, আঁঠারভাজাওয়ালা, বাউলগণ, মালীগণ।

স্ত্রী।

গিন্নী ... ... দয়াল বাবুর স্ত্রী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কলিকাতা—দয়াল বাবুর বাটিসম্মুখস্থ রাস্তা।

নানাবিধ লোকগণের প্রবেশ।

১ম লোক। আজ ভাই কি মজাটাই দেখ্‌বো,—বেলুন!

২য় লোক। আমি যে হেঁটে খুন, খোল্লো গলায় ঘুণ।

একজন গোলাপী খিলিওয়ালার প্রবেশ।

গোলাপী খিলিওয়ালা। আদ্‌মী চল্‌তা কিলিবিলি, লে হাম্‌রা গোলাবী খিলি। ইস্‌মে হায় ছোটে ইলাইচ্‌, পিপারমেণ্ট, সুপারি, খয়ের, চুণ—পয়সে পয়সে দোনা, মোল্ লেও, খা লেও, বস্—দেখো বেলুন!

২য় লোক। একঠো দোনা দেও তো।

গো খি। এক পয়সা।

২য় লোক। এয়সা!

গো-খি। তব্ কয়সা?

এক জন আঠারোভাজাওলার প্রবেশ।

আঠারোভাজাওয়ালা। চাই আঠারো ভাজা, ভাই বড়া তাজা। চাল্ চিঁড়ে পোস্তদানা, গরম মসল্লার কারখানা, কেবল নেই নুণ—বিকেয়ে গেল্লো, আর থাকে না, বাহা রে বেলুন্!

(নেপথ্যে বাউল-সঙ্গীত)

বাটীর সদর দরজায় দয়াল বাবু, খোকাবাবু ফেলারাম ও মন্‌সারামের প্রবেশ।
গান গাহিতে গাহিতে বাউলগণের প্রবেশ।

বাউলগণ। গীত।

হাজার হাজার কাতার কাতার
লোক চোলেছে ভাই।
ছেলে বুড়ো কাণা খোঁড়া
কেউ তো বাকি নাই॥
যত সব বাবু ভেয়ে,
ছেলে মেয়ে সঙ্গে নিয়ে,
জুড়ী গাড়ী হাঁকিয়ে দিয়ে,
ছুটেচে ধাওয়া ধাই॥

সহরের সকল ছাতে,
মন্দ মেরে শতে শতে,
টেরাম গাড়ী ছুট্‌ছে পথে,
মানুষ-মাল বোঝাই ॥
বেলুনবাজ সাহেব ভায়া,
বেলুনে তুল্‌বে কায়া,
উড়্‌বে খুব লাগিয়ে হাওয়া,
লুট্‌বে টাকা পাই ॥

[বাউলগণের প্রস্থান।

খোকাবাবু। (দয়াল বাবুর প্রতি) বাবা! বাবা! গান গাইতে গাইতে গেল এরা কারা?

দয়াল। বাউল।

খোকা। দূর, মিছে কথা। বাউল নয়, বেলুন।

ফেলা। তা কি কোরে বুঝ্‌লে খোকাবাবু?

খোকা। ওরে বোকা শুওর! গানের ভিতর বার বাবা বেলুন বেলুন শুন্‌লিনি?

ফেলা। (স্বগত) ওঃ, ছেলে যেন বুদ্ধির জাহাজ। এইবার দেখ্‌ছি, লাট সাহেব বা একে ক্যাল্‌কাটা ইউনিভার্সিটীর ফাইলোলজিকাল্‌ ফেলো বানিয়ে দেন!

খোকা। এই! তুই কি ভাব্‌চিস্‌? আমার কথা ঠিক নয়? বল্‌, নৈলে নর্দ্দমায় ঠেলে ফেলে দেবো।

ফেলা। আজ কাল তো কোল্‌কাতায় নর্দ্দমা নেই খোকাবাবু!

খোকা। (ভাবিয়া স্বগত) তাই তো, তবে কি এ ব্যাটা ফাঁকি দিয়ে পার পাবে? উহুঁ, তা হবে না। (প্রকাশে সাবদারে দয়াল বাবুর প্রতি) বাবা, ও বাবা! এখনি এই রাস্তার মাঝখানে একটা মস্ত নর্দ্দমা খুঁড়ে দে। তার ভিতরে ফেলাকে ফেলে দেবো।

দয়াল। না বাবা, অমন কথা বোল্‌তে নেই। আমাকে কি নর্দ্দমা খুঁড়্‌তে আছে। ধাঙড়ে নর্দ্দমা খোঁড়ে।

খোকা। তবে ফেলা খুঁড়ুক।

ফেলা। (স্বগত) ভালা শুখুরী চাকুরি যা হোক্‌। কখন কুকুর হচ্চি, কখন মেথর হচ্চি, কখন ধাঙড় হচ্চি। এইবার যদি মরি, তবে যমের কাছে আর্জ্জী কোর্‌বো, যেন আর-জন্মে আর খোসামুদে মোসাহেব হয়ে জন্মাতে না হয়।

খোকা। এই শুওর! চুপ কোরে দাঁড়িয়ে রৈলি যে?

ফেলা। (মনসারামের প্রতি) ভায়া! আমার হাতে ভারি ব্যথা। তুমি একবার দয়া কোরে গাঁতি কোদাল ধর, নর্দ্দমা খোঁড়ো।

মনসা। তা যেন খুড়্‌লেম, কিন্তু ঝাঁপ খাবার পালা যে তোমার।

ফেলা। তাও তো বটে। (স্বগত) একটু খানি ছেলে, হাড় জালিয়ে মেলে। ব্যাটার ছেলের পলে পলে তব্‌বেতরো খেয়াল্‌।

খোকা। এই! নর্দ্দমা খুঁড়্‌বিনি?

ফেলা। (দয়াল বাবুর প্রতি) বাবু মশায়! কি করি উপায়?

দয়াল। ও খোকা! মিউনিসিপ্যালিটির মেম্বররা রাস্তায় নর্দ্দমা খুঁড়্‌তে দেবে কেন?

খোকা। মিউনিসিপ্যালিটির মেম্বররা কারা?

দয়াল। যারা টেক্সর ওপর টেক্স আদায় কোরে, প্রজাদের পথের ভিখিরী করে।

খোকা। তবে তাদেরি একুণি কড়া চিঠি লিখে ডাকিয়ে আন্‌ না, বাবা! তারাই গাঁতি কোদাল ধোরে নর্দ্দমা খুঁড়ুক।

দয়াল। তারা কি নিজের হাতে নর্দ্দমা খোঁড়ে?

খোকা। অল্বিশ্শি খোঁড়ে। আমি শুনেছি, তাদের মধ্যে কেউ কেউ পাইখানার ময়লায় শিক্‌ বসিয়ে মাপ করে।

ফেলা। বটে! তবে আমাদের চেয়েও আর এক চড়র সরেস লোক আছে। আমরা পেটের দায়ে, তারা সখের দায়ে লোকের দায়ে। কাজটা ফলে এক নিক্তির ওজনে ঠিক্‌।

খোকা। চল, বাবা, জুড়ী গাড়ী চোড়ে মিউনিসিপ্যালিটির মেম্বরদের কাছে যাই। টেক্সর টাকা বুঝি অমি!

দয়াল। তার চেয়ে জুড়ী গাড়ী কোরে আর এক জায়গায় যাই চল।

খোকা। কোথা, বাবা?

দয়াল। টিভলি গার্ডেনে।

খোকা। সেখেনে কি, বাবা?

দয়াল। সেখানে আজ বেলা ৫ টার সময় পার্সিভাল্ স্পেন্সার সাহেব বেলুনে চোড়ে, আকাশে উড়ে প্যারাসুট্ ধোরে, লাফিয়ে পোড়্বে।

খোকা। তবে আমিও বেলুনে চোড়্বো।

দয়াল। (মোসাহেবদের প্রতি) মজালে মজালে বুঝি। কেন ছাই এ কথা বোল্লেম। এর চেয়ে নিজের হাতে নক্সা খুঁড়ে দেওয়া যে ভাল ছিল। এই সে দিন তাঁবুর হেঁফাতে পোড়ে হনুমান পর্য্যন্ত সেজেচি।

মনসা। শুধু হনুমান, মশায়? গাধা পর্য্যন্ত। আর আমরা তো কথায় কথায় শুওর।

দয়াল। শুওর বেটা ভারি আব্দেরে ছেলে।

মনসা। আপনারি দোষে।

ফেলা। সে কথা হাড়ে হাড়ে ঠিক্।

দয়াল। কি করি বল। ওর গর্ভধারিণীর চোকরাঙানিই যত সর্ব্বনাশের মূল।

ফেলা। (স্বগত) আমার ছেলের অমন গর্ভধারিণী হোলে পদাঘাতে গর্ভপাত কোরে দিতুম। ঢের ঢের পুরুষ দেখেচি বাবা, কিন্তু এমন মেগের বশ পুরুষ কখনো দেখিনি—দেখ্বও না। গিন্নী যদি আঁচল নাড়ে, কর্ত্তা অম্নি উল্‌টে পড়ে! যে পুরুষের মেগো রোগ, তার ভাগ্যে নরকভোগ। এঁর গিন্নী ঠাকরুণ সাক্ষাৎ যমরাজ! এঁর আদুরে ছেলেটি—খোকাবাবু যমদূত! স্বয়ং ইনি নরকভোগের জীব! আর আমরা নরকের জোঁক!

খোকা। ও বাবা! আর দেরি সয় না, মন বড় ছট্‌ফট্ কোচ্চে; এক্ষুণি বেলুনে চড়্বো।

মনসা। (স্বগত) পিঁপ্ড়ের পালক ওঠে মরিবার তরে। ব্যাটার ছেলে কচিবেলা বেলুন্ তুল্‌তে কাৎ হোয়ে পড়ে, উঠ্‌তে সাধ আবার গ্যাসভরা বেলুনে চোড়ে! আচ্ছা বাচ্চা যা হোক্! এ বেটার ফার্‌সি সখ্ দেখে, আমার ইংরিজি সক্ লাগে।

খোকা। আর দেরি সয় না—সয় না—সয় না! যত টাকা লাগে, একটা বেলুন কিনে আনা।

ফেলা। এ দেশে বেলুন বিক্রি হয় না।

খোকা। না, হয় না বই কি? ঘুড়িওলারা ঘুড়ির কাগজের বেলুন বেচে যে।

ফেলা। সে যে ফুচ্‌কে বেলুন।

খোকা। আমিও যে ফুচ্‌কে।

ফেলা। (স্বগত) তুমি ফুচ্‌কের বাবা ফোচ্‌কে।

খোকা। আর দেরি কোত্তে নেহি পাত্তা হায়। জল্‌দি বেলুন কিনিয়া লাও।

মনসা। (স্বগত) উঃ ছুঁচো ব্যাটার কিঁ লেকাতুরস্তো সাফাই সায়েস্তা হিন্দি বাৎ রে।

খোকা। এই! তোরা দুজনে দৌড়ে গিয়ে একটা ফচ্‌কে বেলুন কিনে আন্।

ফেলা। ফুচ্‌কে বেলুনের আর আমদানী নেই, খোকাবাবু!

খোকা। আচ্ছা, তবে বেলুনের ছবি আন্, তাতেই চোড়্বো।

ফেলা। (স্বগত) আমলো, বলে কি! ছিনে জোঁক, ছেড়েও ছাড়ে না যে!

খোকা। (ফেলারাম ও মনসারামকে ছড়ি মারিতে মারিতে) তবে রে ছুঁচো! পাজী! নচ্ছার! গাধা! বাঁদর! শুওর! উল্লুক! ভল্লুক! কুত্তা! তোরা যাবি নি? ছড়ির ছড়ে গায়ের ছাল ছাড়িয়ে দিচ্চি, দাঁড়া। (পুনঃপুনঃ প্রহার)।

ফেলা ও মনসা। বাবা রে! দোহাই খোকাবাবু!

খোকা। চোপ্ রাও ড্যাম্ শুওর! (পুনঃপুনঃ প্রহার)।

ফেলা। (স্বগত) ইস্! যেখানে পোড়্‌চে ছড়ি, সেখানে ফুলে উঠ্‌চে যেন ফুল-বড়ি। আর সয় না, পালাই বাবা।

[বেগে প্রস্থান।

মনসা। ভায়া ফেলাবাম হে। এক যাত্রায় পৃথক্ ফলটা কি ভাল? আমিও তোমার পথের পথিক। (স্বগত) বাপ্! এমন ধড়িবাজ ছড়িবাজ ছেলেও মেয়ে মানুষের পেট্ থেকে বেরোয়!

[বেগে প্রস্থান।

খোকা। (সরোদনে) অ্যাঁ! ওরা আমাকে বেলুন এনে দিলে না ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেলো।

দয়াল। অত জোরে কি ছড়ি মারে? লেগেচে, তাই পালিয়েচে।

খোকা। কই, আমি তো তত জোরে ছড়ি মারি নি। বরং তুই ত্যাখ্ বাবা। (দয়াল বাবুকে সবলে ছড়ির আঘাত)

দয়াল। (আঘাতে ব্যথিত হইয়া) উহুহু।

খোকা। চোপ্ রাও। (পুনঃপ্রহার)

দয়াল। উহুহু, বড় লেগেচে রে।

খোকা। লেগেচে বোল্লে ফের্ মার্‌বো।

দয়াল। না বাবা, লাগে নি, খুব আয়েস্ হয়েচে।

খোকা। হাঁ, এইবার পথে এস। না, এই-বার বেলুন্ আনাও।

দয়াল। তোমার গর্ভধারিণীকে বল, তিনি যদি তোমায় চোড়্‌তে বলেন, এখনি স্পেন্সার সাহেবের কাছ থেকে একটা বেলুন্ কিনে আনাবো।

খোকা। গর্ভধারিণী কে? (ছড়িপ্রহার)

দয়াল। (কষ্টে ব্যস্ত হইয়া) মা—মা!

খোকা। তবে চল মায়ের কাছে।

দয়াল। এইবার হবে লঙ্কাকাণ্ড। চল বাবা অকাল কুষ্মাণ্ড!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দয়াল বাবুর অন্দরমহলস্থ বাটীর ছাদ। ছাদের উপর আলিসার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া গিন্নীর দূরবীণযোগে আকাশদর্শন।

দয়াল বাবু ও খোকাবাবুর প্রবেশ।

দয়াল। গিন্নি! ও গিন্নি।

গিন্নী। (একমনে দূরবীণ দিয়া দেখিতে দেখিতে মুখ না ফিরাইয়া কেবল হস্ত নাড়িয়া) চুপ কর, চেঁচিও না।

দয়াল। বলি, মিষ্ট সম্বোধনকেও কি চেঁচান বলে?

গিন্নী। (পূর্ব্বাবস্থায় বিরক্ত হইয়া) আ গেলো যা। ভেড়ার মাস খেয়েচো না কি? কেন এমন সময়ে ভ্যা ভ্যা কোচ্চো? ঘাড় ফিরুলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হব যে।

দয়াল। আবার কাকে লক্ষ্য?

গিন্নী। লক্ষ লক্ষ।

দয়াল। তা বটে তবু—

গিন্নী। বেলুন—বেলুন।

দয়াল। তাই হোক, আমি ভেবেছিলেম বেগুণ।

গিন্নী। মুখে আগুন! বেগুণ কি?

দয়াল। যার গুণ নেই সেই বেগুণ।

খোকা। হুঁ, বটে—বটে! বেগুণ বেগুণ বোলে বেলুন চাপা দেবে বুঝি? তা হবে না। (গিন্নীর প্রতি সরোদনে) মা! ও মা!

গিন্নী। (দূরবীণদৃষ্টি ত্যাগ করিয়া) কি, বাবা?

খোকা। আমি এখনি বেলুনে উড়্‌বো।

গিন্নী। এই সে দিন তাঁবুতে—

খোকা। তা হোক্ আজ বেলুনে (সরোদনে) নৈলে এখনি মাথা খুঁড়ে রক্তপাত কোর্‌বো।

গিন্নী। ষেটের বাছা, ষষ্ঠীর দাস, বেঁচে থাকো বার মাস। মাথা খুঁড়্‌বে কেন?

খোকা। বেলুনে চড়াবিনি? তবে এই দ্যাখ্— (কৃত্রিমভাবে মাথা খোঁড়া ও সচীৎকার রোদন)

গিন্নী। (দয়ালের প্রতি সরোষে) কাঁচা ছেলে মাথা খুঁড়ে কেঁদে মারা গেলো, তুমি মদ্দরাম হাঁ কোরে দাঁড়িয়ে দেখ্‌চো? শীগ্‌গির ছেলেকে কোলে তোলো, নৈলে দূরবীণ ছুঁড়ে তোমারো মাথা কাণা কোরে দেবো।

দয়াল। (শশব্যস্তে খোকাবাবুকে কোলে তুলিয়া সান্ত্বনাবাক্যে) না আমার বাবা। না আমার সোণার চাঁদ! অমন কোরে মাথা খুঁড়তে আছে কি? আমাদের বুকে ব্যথা লাগে যে! চুপ কর—চুপ কর।

খোকা। মা! ও মা! বাবাকে এক্ষুণি বেলুন আন্‌তে বল্ না।

গিন্নী। তা হচ্চে, কিন্তু তুমি কি বেলুনে উঠ্‌তে পারবে? আর যদিই না হয় ওঠো, তা হলেও তোমাকে কে উৎসাহ দেবে বাবা? বাঙালী পুরুষ বেলুনে উঠ্‌লে বাঙালীরে তাকে উৎসাহ দেয় না, বরং নিরুৎসাহ করবার জন্যে ঠাট্টা বট্‌কিরে করে। তার সাক্ষী বাবু রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বেচারী প্রাণের মায়া ভুলে, আত্মীয় জনের মায়া ভুলে, বাঙালী জাতকে উঁচুতে তোল্‌বার জন্যে বেলুনে চোড়ে উঁচুতে উঠ্‌লো, কিন্তু কটা বাঙালী বাহবা দিলে, দু দশ টাকা দিয়ে সাহায্য কোল্লে? আর ও দিকে স্পেন্‌সার সাহেব এক পলকে বাঙালীর কাঁছাবাঁধা লুকুনো টাকাও টেনেটুনে লুটে নিয়ে চল্লো। বাহা রে বাঙালী! সাহেবের ফাকির কাঙালী!

খোকা। তবে আমি বেলুনে চোড়্‌বো না। মা তুই বাঙালী মেয়ে মানুষ, বাঙালী পুরুষ তো নয়, ভয় কি?

গিন্নী। যা বোল্‌চিস্ খোকা, তা ঠিক্। এখনকার কালে সবি বিপরীত। পুরুষ—মেয়ে, মেয়ে—পুরুষ। তাতে আবার তোর বাবার কাছে একটু একটু ইংরিজি পড়েচি। ইংরেজের দেশে বিবিতেও বেলুনে চোড়ে আকাশে ওঠে। বেলুনে চড়ে যদি ইংরেজ বিবি, তবে কি দোষ কোল্লে ইংরিজি-পড়া বাঙালী বিবি? (দয়াল বাবুর প্রতি) ওগো। খোকাকে সন্তুষ্ট করা উচিত, তুমি এক্ষুণি একটা একবারে গ্যাসভরা বেলুন আনিয়ে বাড়ীর বাগানে ঠিক কর। আজ বেলুনে বাঙালী বিবি!

দয়াল। (আশ্চর্য্যে) বল কি, গিন্নি!

গিন্নী। তোমার মাথা, আর তোমার পিণ্ডি!

দয়াল। পোড়ে যাবে যে।

গিন্নী। তোমার হাত পা ভাঙ্‌বে না!

দয়াল। যদি মারা যাও?

গিন্নী। তুমি বিধবা হবে না!

দয়াল। লোকে বোল্‌বে কি?

গিন্নী। কুচ্ পরওয়া নেহি। আমি তো কারো আর পাকা ধানে মই দিই নি। তুমি এক্ষুণি যাও।

দয়াল। জয় দুর্গে, শ্রীহরি!

[দয়াল বাবুর প্রস্থান।

খোকা। তুই বেলুনে চোড়ে কত দূর উঠে যাবি?

গিন্নী। যত দূর হাওয়া চোল্‌বে। তুমি ভিতরে এস, বাপ। যাই আমি গাউন টাউনগুলো পোরে আসি।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

দয়াল বাবুর বৈঠকখানা।

ফেলারাম ও মনসারামের প্রবেশ।

ফেলা। ওহে মনসারাম! কর্ত্তা বাবুর কথা শুনে পেটের মাঝে হাত পা সেঁধিয়ে গেলো যে। গিন্নী বেলুনে উড়্‌বেন। ও বাবা!

মনসা। চুপ কর, দাদা। বড় মানুষের মাগ, সোঁদর বনের বাঘ। ওরা কি না পারে? দু দশ হাজার পুরুষকে এক হাটে কিনে আবার সেই হাটেই বেচ্‌তে পারে, ফেলু ভায়া!

ফেলা। চল বাগানে যাই। এতক্ষণ হয় তো

বেলুন খাড়া হয়েচে। আস্তে থেকে দেখ্‌বো চল। কর্ত্তা বাবু বোলেচেন, বেলুনে দড়ি বেঁধে ঘুঁড়ির মত আস্তে আস্তে ছাড়্‌বেন।

মনসা। তা নৈলে ঢাকী শুদ্ধ যে বিসর্জ্জন!

ফেলা। ভালা খোকাবাবু যা হোক্, বাবাকে বাঁদর সাজালে, মাকে বেলুনে ওড়ালে!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

দয়াল বাবুর বাটীসংলগ্ন উদ্যান।

আবদ্ধ বেলুন দণ্ডায়মান।

দয়াল বাবু, খোকাবাবু, নিশানহস্তে বিবিবেশে গিন্নী ও মালিগণ।

খোকা। মা! এইবার চড় না।

গিন্নী। এই চড়ি, বাবা!

দয়াল। আমি বেলুনের দড়ি টেনে ধরি।

গিন্নী। তোমার মত কাপুরুষ ভয়ের দাস। ধোত্তে চাও ধর, কিন্তু না ধোল্লেই ভাল হয়।

দয়াল। ধোত্তেম না, কিন্তু পেচকাটা ঘুঁড়ির মত যদি নিরুদ্দেশ হও?

গিন্নী। তা হোলে তো তোমারই কণ্টক ঘুচ্‌বে, পাঁচ সাতটা বে কোর্‌বে (বেলুনে বসিয়া) ওরে মালীরে! স্যাণ্ড্‌ ব্যাগ্‌গুলো খুলে বেলুন ছেড়ে দে।

দয়াল। আমি দড়ি টেনে ধরি।

(মালিগণ কর্ত্তৃক স্যাণ্ডব্যাগ মোচন, ঊর্দ্ধে গিন্নী সমেত বেলুনের উত্থান, দয়াল বাবু কর্ত্তৃক বেলুনবদ্ধ রজ্জু আকর্ষণ ও খোকাবাবু কর্ত্তৃক বাহবা দেওয়া)

গিন্নী। (ঊর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে ও নিশান নাড়িতে নাড়িতে) হুররে হুররে।

দয়াল। (সভয়ে) ও ফেলারাম! ও মনসারাম! কোথা আছ? দৌড়ে এস। একলা টেনে রাখতে পাচ্চিনি। গিন্নী পালায় যে! দৌড়ে এস, দৌড়ে এস।

ফেলারাম ও মনসারামের প্রবেশ।

ফেলা ও মনসা। (দয়াল বাবুর সহিত সবলে দড়ি টানিতে টানিতে) বাপ্, কি জোর! আমরাও উড়ি যে। টান্ টান্ টান্!

গিন্নী। (নিশান নাড়িতে নাড়িতে) হুররে। হুররে!

সকলে। জয় বেলুনে বাঙালি বিবি।

সম্পূর্ণ।

খোকাবাবু প্রহসনের দ্বিতীয় পরিশিষ্ট।

জুজু।

(প্রহসন)

প্রহসনোক্ত ব্যক্তি।

পুরুষ।

দয়াল বাবু ... কলিকাতার জনৈক স্ত্রৈণ ধনী।
খোকাবাবু ... দয়াল বাবুর আদুরে ছেলে।
ফেলারাম ... দয়াল বাবুর মোসাহেব।
মনসারাম ... দয়াল বাবুর মোসাহেব।
সর্ব্বভক্ষ মুখোপাধ্যায় ... শিক্ষক।
অন্যান্য শিক্ষকগণ।

স্ত্রী।

গিন্নী ... ... দয়াল বাবুর স্ত্রী।
ঝি ... ... দয়াল বাবুর দাসী।

প্রথম দৃশ্য।

দয়াল বাবুর বাগানের ফটক।

ফটকের বহির্ভাগে চেয়ারের উপর দয়াল বাবু, মনসারাম ও ফেলারাম উপবিষ্ট।

মনসা। (একখানি এড়ুকেশন গেজেট খুলিয়া দয়াল বাবুর প্রতি) এই দেখুন, হুজুর, এড়ুকেশন গেজেটের কর্ম্মখালির স্তম্ভে আপনার বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েচে।

দয়াল। হয়েচে? আচ্ছা, মনসারাম, পড় তো, শুনি।

মনসা। (বিজ্ঞাপন পাঠ) "একজন সম্ভ্রান্ত জমীদার মহোদয়ের একটি বালক পুত্রকে বাঙ্গালা লেখাপড়া শিক্ষা দিবার জন্য একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন। মাসিক বেতন ৫৲ কাঠা।

দয়াল। (বাধা দিয়া) কি কি? ৫৲ কাঠা? কাঠা কি হে?

মনসা। টাকাকে কাঠা কোরে ফেলেচে, হুজুর।

দয়াল। কেন অমন কোরে ফেল্লে?

মনসা। গুণধর কম্পোজিটার প্রভুদের গুণে।

দয়াল। কম্পোজিটার কাদের বলে?

মনসা। যারা ছাপাখানায় কাপি প'ড়ে অক্ষর সাজায়, কি না কম্পোজ করে।

দয়াল। তারা এমন অন্যায় কম্পোজ করে কেন?

মনসা। অনেক স্থানে তাদের এই রকম অদ্ভুত ভুল ঘটে।

দয়াল। যাদের এমন অদ্ভুত ভুল, তারাও তেমি অদ্ভুত ভূত।

ফেলা। আজ্ঞে, তাই তো তাদেরকে Printer's Devils—ছাপাখানার ভূত বলে। আজ্ঞে বোল্‌বো কি ঐ সকল ভূতগুলোর উৎপাতে এক এক সময় শব্দের অর্থে এম্নি অনর্থপাত ঘটে যে, তিন ঘণ্টা চিৎপাত হয়ে শুয়ে প'ড়েও মানে টেনে বার করা অসাধ্য হ'য়ে ওঠে। এই দেখুন না, ও বৎসর যখন বর্দ্ধমানের ছোট মহারাণী প্রাণত্যাগ কোল্লেন, তখন "প্রভাতী" নামক সংবাদপত্রে একটা অদ্ভুত রকমের খবর ছাপা হয়েছিল। সেটা আমার বেশ মনে আছে।

দয়াল। কি বল তো শুনি?

ফেলা। এই রকম ছাপা বেরিয়েছিল,—"আমরা বর্দ্ধমানের ছোট মহারাণীর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইলাম।"

দয়াল। সে কি হে! মৃত্যুসংবাদে "অত্যন্ত পরিতৃপ্ত!"

ফেলা। আজ্ঞে, তাই তো নিবেদন কোর্চি, হুজুর! কোথায় "অত্যন্ত পরিতপ্ত হইলাম" হবে, তা না হয়ে, হয়ে বোস্‌লো "অত্যন্ত পরিতৃপ্ত!" দেখুন, হুজুর, একটা "ত" অক্ষরের বদলে "তৃ" অক্ষর বসিয়ে কি বিভ্রাটই ঘটিয়ে দিলে।

মনসা। ওহে ভায়া ফেলারাম! ছাপাখানার কম্পোজিটার মশায়রা যখন ভূত, তখন তাঁরা তো মানুষ ম'লে "পুরিতৃপ্ত" হবেনই!

দয়াল। তার মানে কি?

মনসা। দল পুরু। (সকলের হাস্য)

দয়াল। যাক্, তার পর প'ড়।

মনসা। (বিজ্ঞাপন দেখিতে দেখিতে) কোথা প'ড়ছিলুম -কোথা—কোথা—হ্যাঁ—পেয়েচি। "মাসিক বেতন ৫৲ টাকা। তা ছাড়া, এই গ্রীষ্মকালে বাগান-বাড়ীতে যত দিন সপরিবারে উক্ত জমীদার মহাশয়ের অবস্থিতি হইবে, তত দিন কর্ম্মপ্রার্থীকে রন্ধন ও ঠাকুরপূজা করিতে হইবে। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, কর্ম্মপ্রার্থীর জাতিতে শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ হওয়া চাই। কর্ম্মপ্রার্থীকে স্বয়ং আমার নিকট উপস্থিত হইয়া, আবেদন করিতে হইবে। ইতি তারিখ ১লা বৈশাখ, ১২৯৭ সাল।

শ্রীমনসারাম শর্ম্মা।

প্রমোদ কুঞ্জ।

বাঘমারী—কলিকাতা মাণিকতলার পুলপার র্বোত্তর কোণ।"

দয়াল। আর সব ঠিক হয়েচে।

মনসা। এক পাঁচ কাঁঠাতেই বিশ বিঘে, হুজুর। আবার ভুল হোলে স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল হোতো যে।

দয়াল। দু চার দিনের মধ্যেই বোধ হয়, খোকাকে পড়াবার পণ্ডিত পাওয়া যাবে, কেমন?

মনসা। দু চার দিন বলেন কি, হুজুর? আজই মজাটা দেখ্‌বেন এখন।

দয়াল। মজাটা কি?

মনসা। এখনি কাঁঠপিঁপড়ের সারের মত শিক্ষক পণ্ডিতের ঝাঁক্ এসে পোড়্‌বে। দরওয়ান্‌দের খুব হুঁসিয়ার থাক্তে আজ্ঞা করুন।

দয়াল। শিক্ষক পণ্ডিতরা কাঠপিঁপ্‌ড়ে কি হে?

মনসা। হুজুর কখন তো ওদের হাতে পড়েন নি; অন্নপ্রাশন হোতে আজ পর্য্যন্ত কেবল তফাতে তফাতে বেড়াচ্ছেন, সুতরাং বুঝ্‌বেন কি কোরে? আমরা বরং বল্‌তে পারি, কেন না ছেলেবেলায় শিক্ষকের হাতে বিলক্ষণ শিক্ষে পেয়েচি।

ফেলা। হাতে না বেতে?

মনসা। হাতে—বেতে—ব্যাতে।

দয়াল। ব্যাতে কি?

মনসা। ব্যাতে কি না মুখে। হাতে চটাচট—বেতে পটাপট—ব্যাতে কটাকট।

দয়াল। কটাকট কি?

মনসা। গালাগালির খিঁচুনী। কাঠপিঁপ্‌ড়ে কাম্‌ড়ালে যেমন জ্বলুনি, এও তেমনি; তাই বোল্‌চি, হুজুর, শিক্ষক পণ্ডিত আর কাঠপিঁপ্‌ড়ে এক মায়ের গর্ভে শুক্তি কোরে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েচেন।

দয়াল। ছিছি, অমন কথা বোল্‌তে নেই। শিক্ষক পণ্ডিত মনুষ্যের বিদ্যাদাতা, জ্ঞানদাতা, সুতরাং পিতার ন্যায় পূজনীয়।

মনসা। হাঁ হুজুর, তা ঠিক্। শাস্ত্রেও লিখ্‌চে—পিতা তিন প্রকার, যথা—জন্মদাতা, অন্নদাতা আর কন্যাদাতা।

ফেলা। দূর বাঁদর! কন্যাদাতা কিরূপে পিতা হবে?

মনসা। কেন হবে না? অবিশ্যি হবে।

ফেলা। তবে এইবার থেকে তোমার পত্নীকে ভগ্নী বোলে ডেকো, মনসারাম!

মনসা। বটে বটে, ভায়া ফেলু, বটে বটে। আমার ভুল হয়েচে,—কন্যাদাতাটাকে সরিয়ে ফেলে, ওখানে বিদ্যেদাতাকে বসাও, তবেই সব গোল মিটে যায়।

প্রথম শিক্ষকের প্রবেশ।

প্র-শি। মহাশয়, শ্রীযুক্ত বাবু মনসারাম শর্ম্মা মহাশয় কোথায় ?

মনসা। এখানেই তিনি বিদ্যমান আছেন।

প্র শি। যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁকে দেখিয়ে দেন, তা হোলে নিতান্ত বাধিত হই।

মনসা। আমারই নাম শ্রীমনসারাম শর্ম্মা।

প্র-শি। নমস্কার, মহাশয়।

মনসা। নমস্কার।

প্র শি। আপনিই কি এবারের এডুকেশন গেজেটে—

মনসা। (বাধা দিয়া) ছেলে-পড়ানো পণ্ডিতের বিজ্ঞাপন ?

প্র-শি। আজ্ঞে।

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম শিক্ষকের প্রবেশ।

মনসা। (জনান্তিকে দয়াল বাবুর প্রতি) হুজুর! দেখ্‌চেন তো, কাঠপিঁপড়ের সার হাজির।

দয়াল। (জনান্তিকে) তুমি কি কোরে বুঝ্‌তে পাল্লে যে, এরাও পণ্ডিত।

মনসা। (জনান্তিকে) পত্রে চিনন্তি উঠন্তি মূলো, ঝড়ে জানন্তি ছুটন্তি তূলো! সত্যি মিথ্যে এই দেখুন বরং। (সমাগত পণ্ডিতগণের প্রতি) আপনারা কারা, মহাশয়রা ?

সমাগত পণ্ডিতগণ। ছেলে পড়ানো পণ্ডিত।

দয়াল। (জনান্তিকে) তোমার খুব বুদ্ধি !

মনসা। (জনান্তিকে) আজ্ঞে, তা না হোলে আপনার স্থায় মূৎশুদ্ধির নিকট টেঁক্কে পারি !

দয়াল। (বিরক্ত হইয়া) মূৎশুদ্ধি—মূৎশুদ্ধি বোলো না, চলিত কথায় মুচ্ছুদ্দী:বল !

মনসা। ফার্সি কথাটার অমান্য হবে বোলে বলি নি।

দয়াল। ফার্সি কথার মান্য রাক্তে গেলে আমার অমান্য হয়।

মনসা। তা বটে, হুজুর! বাঙ্গলা ভাষায় মূৎশুদ্ধি বোল্লে শুদ্ধ মূৎ বোঝায়। (ফেলারামের প্রতি) হাঁ হে ফেলারাম ভায়া! শুদ্ধ মূৎ শব্দের ইংরিজিটে কি হে? ডিষ্টিল্ড্‌ ইউরিন্, না পিওর ইউরিন্ ?

ফেলা। (ভাবিয়া) দুইই হয়, তবে পিওর ইউরিন্‌টাই ডিক্সনারি আর গ্রামারসঙ্গত।

দয়াল। দূর হোক্ ছাই, এখন রাখ তোমাদের ভাষাতত্ত্ব।

মনসা। যে আজ্ঞে। (দ্বিতীয় শিক্ষকের প্রতি) পণ্ডিত মহাশয়, এডুকেশনে বিজ্ঞাপন দেখেছেন ?

দ্বি-শি। আজ্ঞে, দেখেচি।

মনসা। সন্ধ্যের সময় দু ঘণ্টা (দয়াল বাবুকে দেখাইয়া) এঁর ছেলেকে পড়াতে হবে। তার পর বাগে (ফটকের দ্বার দিয়া বাগানের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) ঐ যে অগ্নিকোণে একটা আলাদা ছোট ঘর দেখ্‌চেন, ঐ ঘরে কালিয়া কোপ্তা, কাবাব রাঁধতে হবে।

দ্বি শি। কিসের কালিয়া, কোপ্তা, কাবাব ?

মনসা। আজ কাল পোনে ষোল আনা বড় মানুষে যে যে মাংসের পরম প্রিয়তম।

দ্বি-শি। তবু ?

মনসা। আপনি লেখাপড়া জানেন, পণ্ডিত মানুষ, নিজেই বুঝে নিন্ না ?

দ্বি শি। মৎস্য মাংস অসংখ্য, বুঝিয়ে না দিলে কিরূপে বুঝ্‌বো ? কি কি মাংস, নামোল্লেখ করুন্।

মনসা। প্রথম ধরুন্ সীতাপতি-বিহঙ্গ।

দ্বি-শি। সীতাপতি-বিহঙ্গ কি, মহাশয় ?

মনসা। যার নাম রামপক্ষী।

দ্বি-শি। (ঘৃণা সহকারে) রাম ! রাম ! রাম ! রাম !

[বেগে প্রস্থান।

মনসা। (প্রথম শিক্ষক ব্যতীত অপর শিক্ষকগণের প্রতি) উনি তো পিট্‌টান্ দিলেন। আপনারাও কি ঐ পিট্‌টান, না বুকটান্ ? রামপাখী—রামপাখী।

তৃতীয় শিক্ষক। রামপাখীর কেলিয়া, রাম পাখীর কুত্তা, রামপাখীর কুবাব পাক করবার অইবে! ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মলাব কোইর্য়া, বিদ্যা শিক্ষা কোইর্য়া, প্যাটের জ্বালায় কি শেষ্যা জাতি-ধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম নাশ কোরমু? ম্লেচ্ছ মুছলমান অইমু? ইয়াব চাইয়া দ্বারে দ্বারে বিক্ষা কোরি গিয়া, স্যাও বাল।

মনসা। তবে দিন্ সটান পিট্‌টান। (প্রথম শিক্ষক ব্যতীত অপর সকলের প্রতি) আপনাদেব কোন্ দিকে টান্? রামপাখী, না কুল রাখি?

চ-শি। আজ্ঞে, একটা নিবেদন কোর্‌বো কি?

মনসা। স্বচ্ছন্দে।

চ-শি। বিজ্ঞাপনে লিখিত আছে যে, "রন্ধন ও ঠাকুরপূজাও করিতে হইবে।" ভাল মহাশয়, রামপাখী রন্ধন কোরে ঠাকুরপূজাটা কোর্‌বো কিরূপে?

মনসা। বেস কোরে সাবান দিয়ে, হাত দুখানি রোগ্‌ড়ে ধুয়ে, শেষে ঠাকুর-ঘরে গিয়ে, ঘণ্টা নেড়ে শাঁখ বাজিয়ে, ঠাকুরপূজোর কাজ বাজাবেন।

চ-শি। হিন্দু হয়ে বলেন কি! হিন্দুর ঠাকুরের দশা কি শেষে এই হোলো। যে হিন্দুর বাড়ীতে হিন্দুর অখাদ্য মাংস মদ্য আর অন্যান্য ভক্ষ্য দ্রব্যের ব্যবহার হয়, সে বাড়ীতে কি হিন্দুর দেবতার মাহাত্ম্য থাকে?

মনসা। ওগো ঠাকুর, আমিও তো তাই বল্‌চি, এখন হাজার হাজার হিন্দুর বাড়ীতে এইরূপ রন্ধন পূজন প্রচলন সঙ্কলন। তবে আর রামপাখী রেঁধে শামঠাকুরের ভোগ দিতে দোষ কি?

চ শি। (কর্ণে হস্ত দিয়া) এমন কথাও শুন্‌তে হোলো! রাম! রাম! রাম! রাম!

[বেগে প্রস্থান।

মনসা। তাই তো, এ যে দেখ্‌চি, "অভাগা যদ্যপি চায়, সমুদ্র শুকায়ে যায়।" আপনারা এখন রাম রাম বোলে শুকুবেন, না রামপাখীর রসে রসাবেন?

প্রথম শিক্ষক ব্যতীত সকলে। কাজনি আমাদের বর্ণানিত্তে। বাবগো, সা কি না মুরগী, ছিছি, তাবই কাল্লুয়া বাধ্‌বো। রাম! রাম! রাম! রাম!

[প্রথম শিক্ষক ব্যতীত সকলের বেগে প্রস্থান।

ফেলা। শ্রীরামপক্ষীর যুদ্ধ না হয় বর্ণন।
রণে ভঙ্গ দিয়া ভাগে হিন্দু সেনাগণ॥

মনসা। হুজুর। তামাসা দেখ্‌লেন? রাম আর রামপাখী একই জিনিষ। রাম নামে ভূত পালায়, রামপাখীর নামেও ভূত ভাগে।

ফেলা। (প্রথম শিক্ষককে দেখাইয়া) ইনি কিন্তু এখনও দাঁড়িয়ে আছেন।

মনসা। বোধ হয় ডানাভাঙা ভূত! উড়ুকে নাবে, ফুর্ ফুর্ করে।

প্র শি। আজ্ঞে আমি নহি ভূত।

মনসা। তবে আপনি কিম্ভূত?

ফেলা। উনি নবসম্ভূত।

মনসা। মহাশয়, ত্র্যহস্পর্শে বাধি আছেন কি?

প্র শি। ত্র্যহস্পর্শ কি আবার?

মনসা। অধ্যাপনার্চ্চনরন্ধনম্। ছেলে পড়ানো, হোমের ঘি পড়ানো আর হাড়ী পোড়ানো, এই ত্র্যহস্পর্শ।

প্র-শি। (স্বগত) হোলো ভাল; যা চাই, তাই ঘ'টে গেল। মাঝে হ'তে পুষ্টিকর কুক্কুট-মাংসের যুষটো প্রত্যহ লাভ হবে। আমাদের হেড্ পণ্ডিত মহাশয়ের বাসায় রেঁধে রেঁধে এ অভ্যাসটায় আমি পরিপক্ক; ঠাকুরপূজার অভ্যাস-টায় কিন্তু অপরিপক্ক। তা ব্রাহ্মণসন্তান কি পূজা কোত্তে ডরায়? ওঁ নমো অমুক দেবায় বোলে ফুল চন্দন, শাঁখ ঘণ্টা, ভোগ নৈবিদ্যি নাড়া চাড়া কোল্লেই বস্।

মনসা। ওগো পণ্ডিত মহাশয়! চুপ্ কোরে দাঁড়িয়ে রইলেন যে? বড় বড় রামপাখী! কচি কচি ফাউল! পারেন তো আজ থেকেই ভর্ত্তি হোন্।

প্র-শি। আজ্ঞে কেন পার্‌বো না? হিন্দু ব্রাহ্মণে যখন ভোজন কোত্তে পারেন, তখন হিন্দু ব্রাহ্মণে কেন রামপাখী রাঁধ্‌তে পারবে না? "যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ পারম্পর্য্যং বিধীয়তে।" ফাউল্ তো ফাউল, আউল্ পর্য্যন্ত রন্ধন কোরে দেবো।

মনসা। (সানন্দে) হাঁ, ইনিই পণ্ডিতী কর-বার উপযুক্ত পাত্র। হুজুর! এঁকেই আজ ভর্ত্তি কোরে কার্য্যভার অর্পণ করুন্।

দয়াল। আচ্ছা।

মনসা। আপনার নাম?

প্র-শি। শ্রীসর্ব্বভক্ষ মুখোপাধ্যায়।

মনসা। বাহবা! বাহবা! এমন নাম না হ'লে কি অমন কাম কোত্তে রাজী হন? সর্ব্বভক্ষ মুখোপাধ্যায়। দেখুন, পাধ্যায়টা বাদ দিন, শুধু থাক্ সর্ব্বভক্ষ মুখো। তা হ'লেই বেড়ে হবে;—যেমন পোড়ার-মুখো, উনুন-মুখো, তোলো-মুখো, হাঁড়োল-মুখো, গাড়োল-মুখো, তেমনি সর্ব্বভক্ষ মুখো, অর্থাৎ সবখেকো মুখো, কি না যে মুখ সব খায়।

দয়াল। (সহাস্তে) চল এখন বাগানের ভিতর বেড়াই গিয়ে। ফেলারাম, তুমি পণ্ডিত মহাশয়কে সঙ্গে কোরে নিয়ে যাও। পড়্‌বার ঘরে বোধ হয় খোকা আছে।

ফেলা। যে আজ্ঞে।

[সর্ব্বভক্ষকে লইয়া ফেলারামের প্রস্থান।

দয়াল। ওহে মনসারাম! বোসে বোসে ডান হাতটায় ভারি ঝিঁঝিঁ ধোরেচে; টেনে টুনে দাও তো?

মনসা। যে আজ্ঞে, হুজুর। (তদ্রূপ করিতে করিতে) পা দুটোতেও ঝিঁঝিঁ ধোরেচে কি, প্রভু?

দয়াল। না। এইবার বেশ সন্ধ্যের হাওয়া বইচে। চল পুকুরধারে বেড়াই গিয়ে। চনা চাকর ব্যাটাকে চেয়ারখানা তুলে নিয়ে যেতে ডাক।

মনসা। যে আজ্ঞে, হুজুর! (উচ্চৈঃস্বরে) চনা, চেয়ার ক-খানা নিয়ে যা না।

দয়াল। তুমিই চেয়ারগুলো তুলে ওধারে রেখে এসো। দেরি সয় না।

মনসা। যে আজ্ঞে, যে আজ্ঞে, আমি তো হুজুরের গোলাম হাজির। (একে একে সমস্ত চেয়ার অন্যত্র রক্ষা)

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দয়াল বাবুর বাগানমধ্যস্থ একটি গৃহ।

উচ্চৈঃস্বরে কৃত্রিমভাবে রোদন করিতে করিতে বেগে খোকাবাবুর প্রবেশ।

খোকা। (চতুর্দ্দিকে ছুটিতে ছুটিতে কৃত্রিম রোদনে) সব্বনাশ হোলো মা! কোথা মা! আয় মা! তোর স্নেহের গোপাল যায় মা। দৌড়ে আয় মা, দৌড়ে আয়, পুড়ে মলুম—পুড়ে মলুম! (ইতস্ততঃ ধাবন)

বেগে গিন্নীর প্রবেশ।

গিন্নী। (সরোদনে শশব্যস্তে খোকাবাবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে ছুটিতে) হায় হায়, কি হ'ল—কি হ'ল। ছেলে পুড়ে গেল—পুড়ে ম'ল! ঝি, ঝি, ওরে ঝি, দৌড়ে আয়, জল নিয়ে আয়। হায় হায় রে, জামার ভেতোর আগুন্ ধোরেচে—ছেলেকে সেরেচে গো সেরেচে!

জল লইয়া বেগে ঝির প্রবেশ।

ঝি। (খোকাবাবু ও গিন্নীকে ইতস্ততঃ ছুটিতে দেখিয়া সরোদনে) ও মা! ইকি সব্বনাশ ঘোট্‌লো! মায়ে পোয়ে গেলো যে গো! ওমা কি সব্বনেশে আগুন গো!

খোকা। (ছুটিতে ছুটিতে) পুড়ে গেলুম—পুড়ে গেলুম!

গিন্নী। ও ঝি, খোকার গায়ে জল ঢাল্—ঢাল্—ঢাল্—ছেলে পুড়ে মোলো!

খোকা। না না, গায়ে জল ঢালিস্ নি, ঝি। আমি ভূঁয়ে শুয়ে গড়াগড়ি দি। (তদ্রূপ করণ)

ঝি। না ঢাল্‌লে অমন ভ্যালা জামা জোড়াটা যে পুড়্যা ছাবথাব হবেক।

গিন্নী। ছেলে গেল—জামা গেল—সব গেল। হায় হায়, কি হোলো রে! (রোদন)

বেগে দয়াল বাবুর প্রবেশ।

দয়াল। (শশব্যস্তে) কি হয়েচে, কি হয়েচে?

গিন্নী। ওগো, ছেলে পুড়ে গেল গো পুড়ে গেল। শীগ্‌গিব কোট সাহেবকে ডাকাও, চন্দর সাহেবকে ডাকাও, বাঙালী, মুসলমান, মাদ্রাজী ডাক্তারদের ডাকাও। এ আগুন বিষম আগুন,—ছেলে—খুন—ছেলে খুন,—ও ঝি, আন্ চুণ, আন চুণ!

দয়াল। কোথায় আগুন্? কাপড়পোড়া গন্ধ কই? চাম্‌ড়াপোড়া বদ্‌বু কৈ? ধোঁয়া কই? আগুনের শোঁয়া কই?

গিন্নী। খোকা যে বল্‌চে পুড়ে মলুম।

দয়াল। খোকা যদি বলে, কাগে কান নিয়ে গেল, তখন কানে হাত দিয়ে দেখ্‌বে, না কাগের পাছু পাছু ছুট্‌বে? আগুন কোথা? খোকাকে তুলে কোলে কর।

গিন্নী। আমার লম্বা ঝল্‌মলে আঁচল, বড় ভয় করে।

দয়াল। কিসের ভয়?

গিন্নী। আগুন যে আগের ভাগে আঁচল ধোরে ফেলে।

দয়াল। বেশ তো, রসিক অগ্নি না হয় আঁচল ধোরে তোমাকে গরমাগরম সোহাগ কোর্‌বে।

গিন্নী। আমার অমন গরমাগরম সোহাগে কাজ নি। ও ঝি! তুই খোকাকে কোলে তুলে নে। তোর আঁচল ছোট।

ঝি। না, মাঠাকুরাণ, মুই পার্‌বো নি। মোর আগুনভেঙ্কি লেগ্যাচে।

গিন্নী। আগুনভেঙ্কিতে তোর কপাল-জোড়া উল্কি পুড়্‌বে না লো পুড়্‌বে না।

দয়াল। খোকা! কই পুড়েচিস্, দেখি?

খোকা। পুড়ি নি, বাবা, কিন্তু পুড়ুনির ঝাঁঝ লেগেচে।

গিন্নী। পুড়ুনির ঝাঁঝ কি, রে খোকা?

খোকা। বাবা যে কোত্থেকে একটা ছেলে-পোড়ানো এনেচে।

গিন্নী। (দয়াল বাবুর প্রতি) ছেলে পোড়ানো এনেচো কি গো?

দয়াল। (সহাস্যে) ছেলে পোড়ানো নয় গো, ছেলে-পড়ানো পণ্ডিত।

গিন্নী। রক্ষে হোক্।

ঝি। (স্বগত) আ মর্, ফুচ্‌কে ছানাটাব স্থাথ্‌রা স্থাথ। স্থাথাপড়া শিখ্‌ত্যা হবেক বোল্যা সারা বাপুলকে গাবিয়ে দিলেক গা। পোড়ামুণ্ডা ছ্যানা বোড্ডো ছেঁচ্‌ড়া। মোর ইমন্ ছ্যানা হোল্যা গলাটা টিপ্যা হাই রূপনারাণ্ নদীর জল্যা গেড়্যা রাখ্‌তিন্।

গিন্নী। (খোকাকে কোলে লইয়া) আহা, বাবা আমার ঘেমে তিব্‌ঘুণ্ডী হয়ে গেচে। (গায়ে হাত দিয়া দয়াল বাবুর প্রতি) ওগো, খোকার গা যে বড্ড গরম। আগুন্ টাগুন তো—

দয়াল। মিছে কেন ভয়ে আঁৎকাচ্চো? ও কাঠের আগুনের গরম নয়, পেটের আগুনের ধরম। জল খেলেই নরম হবে।

গিন্নী। দে ঝি, ঘটী দে। (ঘটী লইয়া) খাও, বাবা, জল, (ঝির প্রতি) ঝি, দৌড়ে একখানা পাখা আন্; ভারি ঘাম।

ঝি। (স্বগত) আরে বাস্, অমন ছুঁচা ছ্যানাকে আবার পাখার বাতাস দিবেক! কু[illegible] দিয়্যা হাই গঙ্গাপারকে রেখা এল্যা, তবে মোর গতরের ঝাল মরে! উর্‍্যা উ, পোড়ামুণ্ডা ছ্যানা, মুণ্ডে মেয়্যা দি এক ঠনা।

গিন্নী। যা না, ঝি, পাথা নিয়ে আয়। এক খানায় ঘাম শুকুবে না, দুখানা আন্।

ঝি। উঃ ঘাম লথান হাতপাখাকেও মানবেক নি। বৈঠকখানা থেক্যা বোড়ো টানাপাখা খুল্যা নেস্‌বো?

গিন্নী। (সরোষে) চোপ রাও, বাঁদী, হারাম্‌জাদী

ঝি। (স্বগত) আ-মরণ, বিটীর মু স্থাথ, যেন পাকা পাইখানা।

[প্রস্থান।

গিন্নী। খোকা, ঢক্ ঢক্ কোরে ঢোঁক কতক জল খা, বাবা।

খোকা। তা হোলে আরো ঘাম বেরুবে।

গিন্নী। তাও তো বটে। ও ঝি!

নেপথ্যে ঝি। মাঠাকুর্‌ন্যাণ, যাই বটি।

গিন্নী। ছুটে আয় না, ছুঁচো বেটি?

দুইখানা পাখা লইয়া ঝির পুনঃপ্রবেশ।

ঝি। এই দুখন্ পাখা আন্‌নি।

গিন্নী। একখানায় খোকা বাবুকে আর একখানায় আমাকে হাওয়া কর। দু হাতে দুখানা পাখা ধর্। (ঝির তদ্রূপ করণ)

খোকা। ঝি! আর একখানা পাখায় বাবাকে হাওয়া কর্।

ঝি। আই মা, ইকি রোকম কথা। আমি কি গণেশ ঠাকুর যে চেট্যা হাতে চারখন পাখা আর শুঁড় দিয়্যা একখন পাখা নাড়্‌বো গা?

দয়াল। আচ্ছা, আমাকে একখানা পাখা দে! তুই খোকাকে বাতাস কর্। (একখানা পাখা লইয়া নিজ দেহে বাতাসকরণ)

গিন্নী। (বিরক্ত হইয়া) বেস্ লোক তুমি যা হোক্। নিজে নিজে বাতাস খাচ্চো, আর আমার বুঝি গরম নেই?

দয়াল। তোমার গরম নরম কোত্তে সাক্ষাৎ পবনদেবই ঘেমে যায়, তা পাখার হাওয়া!

গিন্নী। ঠাট্টা রাখ বোল্‌চি। আমাকে জোরে হাওয়া কর, নৈলে এই বোশেখ মাসের কাঠফাটা রোদে, তোমায় ছাতের ওপর ফেলে রেখে, বেগুন-পোড়া কোর্‌বো।

ঝি। (স্বগত) মোর ভাতার যদ্দিপি বেঁচ্যা থাক্‌তো, আর ই মাগী যদ্দিপি মোর সতীন্ হোতো, তবে মোর ভাতারের ঠেঙার গুঁতায় আর মোর ঠনার গুঁতায় নাক্কেদম্ কোর্‌য়া ছেড়্যা দিতিন্।

গিন্নী। ঘাম শুকিয়েচে, খোকা, এইবার জল খা; পেটের গরম নরম হবে।

খোকা। আগে বল্, ছেলে-পোড়ানোর কাছে আমাকে পোড়াবি নি, তবে জল খাবো।

দয়াল। ওরে খোকা, তুই উল্‌টো কথা বলিস্ কেন? ছেলে-পোড়ানো নয়, ছেলে-পড়ানো পণ্ডিত।

খোকা। পড়ানো, পোড়ানো আর পড়া, পোড়া একই কথা। আমি প'ড়্‌বো না, পুড়্‌বো না।

দয়াল। লেখাপড়া না শিখ্‌লে লোকে মুর্খ বোল্‌বে যে রে বোকা ছেলে!

খোকা। বড় মানুষের ছেলে কোন্ কালে লেখাপড়া শেখে? বড় মানুষ বাবা যা কোরে হোক্ কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা জমায় কি জন্যে?

দয়াল। তুই বল্ দিকি কি জন্যে?

খোকা। বড় মানুষ ছেলে রঙ্গরসে ওড়াবে বোলে।

দয়াল। গিন্নি! আব্‌দার দিয়ে এরি মধ্যে ছেলেটার মাথা খেলে তুমি। এক রত্তি ছেলের পাহাড়ে বোল্ শুন্‌চো?

গিন্নী। বলুক বলুক। দুধের ছেলে, ওর কি বোধ শোধ আছে?

দয়াল। তবে বোধ শোধের জন্যে লেখাপড়া শেখাও?

খোকা। না, আমি লেখাপড়া শিখ্‌বো না। আমি কি মুটে মজুর, তাই বই সেলেট বয়ে বেড়াবো?

গিন্নী। গাড়ী চোড়ে এর পর ইস্কুলে যাবে, বই সেলেট বইতে হবে কেন, যাদুমণি?

খোকা। কেলাসে বোসে পড়্বার সময়, আমার বই কে ধোবৃবে ?

গিন্নী। ও মা, তাও তো বটে। এমন তল-তলে কচি হাতে চামড়া বাঁধা ভারি কেতাবের ভার সইবে কেন ?

দয়াল। ইস্কুলে যাওয়া তো পরের কথা, এখন ঘরে বোসে পণ্ডিতের কাছে প্রথম ভাগ বর্ণপরিচয়-খানা পড়ুক্।

খোকা। পণ্ডিত নিজের হাতে বই ধোবে ?

গিন্নী। ওগো, পণ্ডিতকে বই ধোত্তে বোলো।

দয়াল। আচ্ছা, তার পর ?

খোকা। আমি বোসে বোসে প'ড়্তে পার্বো না।

গিন্নী। আচ্ছা, বাবা, তুমি টেবিলের ওপোর শুয়ে শুয়ে প'ড়ো।

খোকা। অনেকক্ষণ শোবে প'ড়্লে মুখে ব্যথা হবে।

গিন্নী। পণ্ডিতকে তোমার হয়ে পড়্তে বোলো।

খোকা। পণ্ডিতেরো যদি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে প'ড়ে মুখে ব্যথা হয় ?

গিন্নী। তবে তুমি মনে মনে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে প'ড়ে পণ্ডিতকে পড়া শুনিও।

খোকা। পণ্ডিত যদি বেত মারে ?

গিন্নী। (দয়াল বাবুর প্রতি) ওগো, তবে কি হবে ?

দয়াল। আমি না হয় তখন বেতের তলায় পিঠ পেতে দেবো!

গিন্নী। আবার ঠাট্টা!

দয়াল। ঠাট্টা কোথায় ? ঠিক্ বোল্‌চি। ছাত্রের হয়ে শিক্ষক প'ড়্লে যদি ছাত্রের বিদ্যে হয়, তবে ছেলের হয়ে বাবা বেত খেলে, ছেলে ঢিট্ হবে না কেন ?

গিন্নী। হ্যাঁ হ্যাঁ, হবে হবে। তবে তুমি তাই কোরো।

ঝি। (স্বগত) ঢেঁটা মাগী বলে কি গো! মুড়ে আগুন, মুড়ে আগুন! (অন্যমনস্কতাবশতঃ খোকাবাবুর মস্তকে ঝির সঞ্চালিত পাখার আঘাত লাগন)

খোকা। (সরোষে ঝির গালে চপেটাঘাত করিয়া) কাণা হারামজাদা।

ঝি। (মুখ সিট্‌কাইয়া সরোষে স্বগত) ইহি ইহি, মাগো, গেনি গেনি, পোড়ামুখো ছানা ঠাঁই ক্যোর‍্যা গালে গোটা থাপ্পড় মের‍্যা দিলেক গা। অ্যাক্যা পান খেয়্যা গালের ভিতরটা হেজ্যা গেছেক, তার উপরকে দিলেক চটাং চড়। হাই মা হাই, জাউ ধড়ফড় করে বটে!

খোকা। (সরোদনে) মা। ঝি মাগী মাথায় এম্নি পাখার বাড়ী মেরেচে, বড্ড লেগেচে।

গিন্নী। (সরোষে ঝির প্রতি) বলি, হ্যাঁলা চোকখাকী। আর তোর চোকের মাথা খাই। দে খোকা, বেটীর চোখে আঙুল পুরে।

ঝি। (ভয়ে) হাই মা! হাই মা।

[বেগে পলায়ন।

খোকা। আচ্ছা, বাবা, আমি বড় মানুষের ছেলে, লেখাপড়া শিখে কি হবে ?

দয়াল। আর কিছু হোক না হোক্, কিন্তু এর পর একটা বড় মস্ত লাভ হবে।

খোকা। কি লাভ হবে, বাবা ?

দয়াল। খুব খোসামুদি কোরে বড় লাট সাহেবকে, ছোট লাট সাহেবকে, তা ছাড়া অন্য অন্য বড় বড় সরকারী বেসরকারী সাহেবকে বড় বড় দরখাস্ত লিখ্‌বি। তা হলেই ক্রমে ক্রমে "রায় বাহাদুর",—"রাজা বাহাদুর",—সি, আই, ই,—সি, এস্, আই,—কে, সি এস্, আই,—কে, সি, আই, ই, এই রকম এবং আরও কত রকম খেতাব পাবি।

গিন্নী। তবে যাও বাবা, পণ্ডিতের কাছে লেখাপড়া শেখো গে। লেখাপড়া শিখ্‌লে তুমি হবে "রাজা বাহাদুর", আমি হব "রাজার মা বাহাদুর"।

দয়াল। (পরিহাসে) কেবল আমিই ফাঁকে ফোস্কে গেলেম।

গিন্নী। কেন তুমি ফস্কাবে? আমার খোকা "রাজা বাহাদুর" হ'লে এ রাজবাড়ীর মশা, মাছী, টিক্‌টিকী, নাকড়সাটি পর্য্যন্তও ফস্কাবে না—টস্কাবে না। এই শোনো,—খোকা হবে "রাজা বাহাদুর," আমি হব "মা বাহাদুর" তুমি হবে "বাবা বাহাদুর", খোকার বিয়ে হ'লে মেয়েটি হবে "বৌ বাহাদুর"।

দয়াল। বাপ্ রে! বাহাদুরের হরিলুট!

খোকা। তবে মা, পড়্‌বার ঘরে যাই।

গিন্নী। আচ্ছা। বেঁচে থাক আমার লক্ষী বাবা—সোণার চাঁদ—যাদুমণি—নয়নতারা—গলার হার—মাথার মাণিক—বুকের ধুক্‌ধুকি—কপালের ফোঁটা—খোঁপার কাঁটা! যাও, যাদু, প'ড়্‌তে যাও।

[খোকার প্রস্থান।

দয়াল। হা দেখ, গিন্নী! ছেলেকে আদরের ডোবাতে রাখ্‌লেই যথেষ্ট, আদরের সাত সমুদ্রে ডুবিও না; শেষে হাঁফিয়ে ফেঁপে উঠ্‌বে।

গিন্নী। (সরোষে) যাও যাও, তোমার আর গুরুমন্তর দিতে হবে না।

[বেগে প্রস্থান।

দয়াল। আদরভরা দুদের বাটী,
ছেলে বেটা হ'ল মাটি!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

খোকাবাবুর পড়িবার ঘর।

দেওয়ানের পার্শ্বে নানাবিধ গ্রন্থপূর্ণ কাচকপাটযুক্ত আলমায়রা; মধ্যস্থলে টেবিল; টেবিলের উপর প্রজ্বালিত কেরোসিন্ ল্যাম্প্ ও কয়েকখানি পুস্তক স্থাপিত; টেবিলের চারি ধারে চার পাঁচখানি চেয়ার সজ্জিত।

খোকাবাবুর প্রবেশ।

খোকা। আমার লেখাপড়া শিখ্‌তে দায় প'ড়েচে। খেলা ফেলে বই পড়া, তার চেয়ে ভাল ঘাটের মড়া। আমি আজই পণ্ডিত ব্যাটাকে তাড়াবো, তবে ছাড়্‌বো। সন্ধ্যে হয়েচে। পণ্ডিতটে জল খেতে গেচে, এখনি আস্‌বে। আমিও যে ফিকির কোরেচি, এইবার তাই কাজে লাগাই। হুঁ হুঁ, অম্নি নয়—জুজু!

[বেগে প্রস্থান।

সর্ব্বভক্ষ মুখোপাধ্যায়ের প্রবেশ।

সর্ব্ব। (একখানি চেয়ারে উপবেশন করিয়া) যে রকম ব্যাপার দেখ্‌চি, তাতে যে ছেলেটা বেশী মনোযোগ দিয়ে লেখা পড়া শিখ্‌বে, তাতো বোধ হয় না। আমার শাপে বর হল। "চোর যায় ভাঙা বেড়া, মোল্লা চায় মাথা নেড়া।" যখন একা মানুষ, তিন তিনটে খাটুনি, তখন ভগবান অবশ্যই মুখ তুলে দৃষ্টিপাত করেন।

তাম্বুলহস্তে ঝির প্রবেশ।

ঝি। ওগো পণ্ডিত মশয়, খালি একটি পানের খিলি এন্যাচি; তামুক হুঁকা এখেন্‌কে নাই।

সর্ব্ব। (পানের খিলি লইয়া) আমিও তামাক খাই না। (ভাবিয়া) আচ্ছা, ঝি, তোমাদের বড় বাবু মহাশয় চুরুট টুকট খান না?

ঝি। হুঁ, বোড়ো বাবু চুরুট-ধূমা খুবমোতে টানন।

সর্ব্ব। তবে তাই একটা এনে দাও না?

ঝি। কাল দুবো।

সর্ব্ব। আজ পাওয়া যাবে না?

ঝি। বোড়ো বাবু, আধেকখান চুরুট না ফিক্যা ফেব্যালে, পাবো কোথাকে? এঁঠ্যা চুরুট তুমি খাবে কি?

সর্ব্ব। (স্বগত) এঁঠ্যা চুরুট পেলে তো চেট্যা মারি, এম্নি ধূমপানের টান ধোরেচে। কিন্তু ঝি বেটীর কাছে নিজের ভুর ভাঙা ভাল নয়। (প্রকাশে) আমি এঁটো চুরুট খাইনি। তুমি খোকাবাবুকে নিয়ে এস। সন্ধ্যা হয়ে গেচে, এই-বার খানিক পড়াই।

ঝি। হ্যাঁগা পণ্ডিত মশয়, তুমি তো ছেল্যা মানুষ, লাকের নীচায় মোচের চিনাও উঠে নি।

সর্ব্ব। এই অল্প দিন ইস্কুল ছেড়েচি।

ঝি। তোমার বিয়া হইচে কি?

সর্ব্ব। সম্বন্ধ হয়ে বন্ধ আছে।

ঝি। বন্ধ রইচে ক্যানে?

সর্ব্ব। গরীব মানুষ, টাকার অভাব।

ঝি। আহা! (ক্ষণেক পরে) এখেনকে মেইনে কত?

সর্ব্ব। মাসে ৫৲ টাকা।

ঝি। যত্তিপি মোর বোড়ো বাবুর ছেল্যা খোকাবাবুটি খুকী বিবিটি হোতোন্, তবে তোমার সাথ্যা বিয়া দিয়া দিতিন্।

সর্ব্ব। গরীবের ছেলেকে কি বড় লোকে মেয়ে দেয়, ঝি?

ঝি। আরে বাস্, ক্যানে দিবেক নি? মেয়ে ছেড়্যা না দেয়, তো জামাইকে ঘরজামায়্যা কর্যা রাখ্‌বেক। তাব আর ভয়টি কি? চাঁদের পারা বৌ মিলবেক, ক্ষীব ছ্যানা মাথান মিঠেই খাবা মিল্‌বেক, দামী দামী কাপড়, উড়ানী, জামা মিল্‌বেক, আব যোড়া গোড়া জুতা মিল্‌বেক, সেই পাকেই তো গরীবের ছ্যানাগুলা হুলা ব্যায়ালের পারা বোড়ো লোকের মেয়্যা খুজ্যা বুলে।

সর্ব্ব। তা, বটে, কিন্তু ঘরজামায়ে হওয়া আর জীবন্তদশায় জ্বলন্ত নরককুণ্ডে ধড়্‌ফড়্ কোরে মরা সমান না?

ঝি। হুঁ হুঁ! ঠিক্ সেই নগুরা জিনিষট্যার ই পিঠ আর উ পিঠ।

সর্ব্ব। তবে?

ঝি। তবে আর ভেব্যা কি হবেক?

সর্ব্ব। তোমার নাম কি, ঝি?

ঝি। ছিদ্দামের মা।

সর্ব্ব। তা তো বুঝ্‌লেম, ছিদাম তোমার ছেলে, তুমি তার মা। তোমার নাম কি?

ঝি। মোর ডাক্ নাম ফুলসোহাগী, রাশ নাম বিন্দু। জেত্যা পল্লবগোপ।

সর্ব্ব। তুমি কত দিন এ বাড়ীতে চাক্‌রী কোচ্চো?

ঝি। খোকাবাবুটি মায়ের গব্‌ভকে থান পাবার পাঁচ মাস পুব্ব্যা।

সর্ব্ব। তোমার বাড়ী কোথা?

ঝি। কাশীজড়া।

(নেপথ্যে আঁউ যাঁউ হুঁহুঁ ইত্যাদি উচ্চ বিকৃত শব্দ)

(সভয়ে) উ কিস্তার ডাকুনি শুনি বটি?

সর্ব্ব। (আন্তরিক ভয়ে অথচ মৌখিক সাহসে) ও কিছু নয়, বিড়ালগর্জ্জন।

(নেপথ্যে পুনর্ব্বার উক্ত শব্দ)

ঝি। (সভয়ে) উঁহু, বিলেই ডাক্ অমন পারা হবেক ক্যানে? হাই শুন—হাই শুন—আঁউ যাঁউ হুঁহুঁ! আরে বাপ্! মোর জাউটা আই ঢাই করে বটে।

সর্ব্ব। (পূর্ব্বোক্তভাবে) ভয় নেই, ভয় নেই। যোল আনা সাহসে নির্ভর কোরে আমার কাছে দাঁড়িয়ে থাক। ঘব ছেড়ে ছুটে যেও না; বড় ভয়।

ঝি। মোর না আপনকাব?

সর্ব্ব। উভয়-ভর।

ঝি। তবে তুমিও তিড়ি লাফে তেড়্যা ফুড়্যা দৌড় দিওনি।

উক্তরূপ শব্দ করিতে করিতে জুজুবেশে দূরে খোকাবাবুর প্রবেশ।

(দেখিয়া সভয়ে) ই মা! উটো কুন্ জানার।

জুজুবেশী খোকাবাবু। (সানুনাসিক স্বরে) জুঁ জুঁ!

ঝি। (বিকৃত মুখে সভয়ে) আরে বাপ্! জুজুর মুখন কুলার পারা, গতরখন ছুতা হাড়ীর তড়া যেন গো! চোক দুটা যেন বোড়ো আক্যা পিঠ্যা! লাক লয় তো যেন তেল্যার কৈঁড্যা! আবার যে লড়বড় কর্যা লড়ে বটে গো! একবার জুজুর ব্যাতের হাঁথন চেয়্যা দেখ, পণ্ডিত মশয়! ব্যাতের মাঝ খানকে মোটা মোটা মুলার পারা দাঁতগুলা দেখ, পণ্ডিত মশয়?

সর্ব্ব। (সভয়ে) আমি তোমারই মুখভঙ্গী দেখে আঁৎকে উঠেচি, ঝি। জুজুর মুখ দেখ্‌লে না জানি কি হবে।

ঝি। তুমি মরদ হয়্যা অত আঁৎক্যা উঠ ক্যানে? জুজু যে কুঁৎক্যা দিবেক।

সর্ব্ব। (সভয়ে) অ্যাঁ, বল কি, ঝি! জুজু কোঁৎকাবে! (স্বগত) হায় হায়, কেন মত্তে এ বাগানবাড়ীতে ছেলে পড়াতে এসেছিলেম রে! বাগান আর জঙ্গল সমান, গাছ পালায় ভরা। এই সমস্ত স্থানেই তো ভূত-প্রেতের বাস। এ আবার জুজুর হুজুক! ছেলে বেলায় বাপ মা জুজুর ভয় দেখাতেন, এখন যে মাথার শিওরে মূর্ত্তিমান্ জুজু বর্ত্তমান্! শেষে মর্ত্তমান্ রম্ভাও বা দেখায়।

জুজুবেশী খোকাবাবু। (পূর্ব্বোক্তস্বরে) আঁমি জুঁজুঁ, ঘাঁড় ভাঁঙ্‌বো।

সর্ব্ব। (অত্যন্ত ভয়ে) ও ঝি! ঝি! তোমার পায়ে পড়ি, আমায় জড়িয়ে ধর।

ঝি। (সভয়ে) সিটি হবেক নি। আমি তুমাকে জড়াবো, আর অম্নি জুজুও মোকে কোলপাথালি কোর‍্যা জড়াবেক। আরে বাপ্, যে ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা হাত তুখন লড়বড় করে বটে।

সর্ব্ব। (সভয়ে) অ্যাঁ, বল কি! হাত বাড়াচ্চে না কি! আচ্ছা, আমাকে না জড়াও, আঁচলখানা ঝুলিয়ে আমার মুণ্ডুটো ঢেকে ফেল। নৈলে জুজুর হাতে আমার কাঁচা মুণ্ডু খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে যে।

জুজুবেশী খোকাবাবু। এঁই মুণ্ডু খঁণ্ড খঁণ্ড কঁরি। দাঁড়া ব্যাঁটার পঁণ্ডিত!

সর্ব্ব। (আচম্বিতে জুজুকে দেখিয়া প্রাণের ভয়ে) ও বাবা রে! ঐ দেখ রে! গিলে খেলে রে! (তাড়াতাড়ি ঝির হস্ত ধারণ করিয়া) ঝি ঝি! হাত দিয়ে আমার চোক চেপে ধর। বড় কাঁপুনি ধোরেচে। আমার মুখের মধ্যে হাত দুখানা পুরে দাও, দাঁতি লেগেচে।

ঝি। (সভয়ে) হাই জুজু ঠ্যাঙ তুলে বটে।

সর্ব্ব। (সভয়ে) আর না, বাবা! একবারে বাগানের ফটক পার হয়ে, ঘরের ছেলে ঘরে পালাই। জুজু! তোমার পায়ে পড়ি, নাকে কানে খৎ, আমার গলায় পা দিও না। মা কালীর দিব্যি, তোমার দিব্যি, আমি আর এখানে থাক্‌বো না।

জুজুবেশী খোকাবাবু। আঁউ মাঁউ খাঁউ, পণ্ডিতের গঁন্ধ পাঁউ!

সর্ব্ব। (প্রাণের ভয়ে) বাবা রে!

[বেগে প্রস্থান ও তাহার ধাক্কা লাগিয়া ঝির ভূতলে পতন।

ঝি। (পতিতাবস্থায় ভয় ও কষ্টে) গেনি গেনি গেনি গেনি, মা গো! বা ঠ্যাংখন মচাং কর‍্যা ভেঙ্গ্যা গেলো গো!

জুজুবেশী খোকাবাবু। এঁইবাঁর ঝিকেঁ খাঁবো।

ঝি। (ভূতলে গড়াগড়ি দিতে দিতে) দোহাই জুজু ঠাঁকুর। তোমার পাযে গড় করি, মোকে খেওনি।

বেগে মনসারাম ও ফেলারামের প্রবেশ।

মনসা। (ঝির প্রতি) আ ম’লো, মাগী! খোকা-বাবুর পড়্‌বার ঘরে গড়াগড়ি দিয়ে চেঁচাচ্চিস্ কেন?

ফেলা। বেটীকে ভূতে পেয়েচে।

ঝি। ভূত লয় গো, জুজু।

মনসা। দূর বেটী জুজুবুড়ি! জুজু কি?

ঝি। হাই ইল্‌মিরির পিনে।

মনসা। (জুজুকে দেখিয়া অত্যন্ত ভয়ে) ও বাবা রে! (ভূতলে পতন)

ফেলা। (জুজুকে দেখিয়া) ও মা গো! (ভূতলে পতন)

অন্যমনস্কভাবে দয়াল বাবুর প্রবেশ।

দয়াল। ও পণ্ডিত! খোকা বুঝি প’ড়্‌চে না? খালি গোলমাল ক’চ্চে?

জুজুবেশী খোকাবাবু। আঁউ মাঁউ!

দয়াল। (জুজুকে দেখিয়া ভয়ে) ও বাবা! ওটা কি! (ভূতলে পতন) ও গিন্নি! গিন্নি!

গিন্নীর প্রবেশ।

গিন্নী। খোকা আমার লেখাপড়া, শিখে রাজা

হবে, আমি রাজার মা—(জুজুকে দেখিয়া ভয়ে) ও মা! ও কে গো! (ভূতলে পতন)

[জুজুবেশী খোকাবাবুর প্রস্থান।

দয়াল। গিন্নি, তুমিও পপাত।

মনসা। আজ্ঞে, আপনার নন্দী ভৃঙ্গী মনসারাম, ফেলারাম পর্য্যন্ত।

ঝি। ফুলসোহাগী শুদ্ধ, বোড়ো বাবু।

দয়াল। ওটা কি ঘরের মধ্যে?

মনসা। জুজু।

গিন্নী। ওমা কি হবে গো! জুজু! ছেলেপিলেকেই যে আগে জুজু ধরে! আমার খোকা কই? খোকা কই?

দয়াল। তোমার খোকা বোকা নয়, সে আগেই পালিয়েচে।

মনসা। মহাশয়, পণ্ডিত কৈ?

দয়াল। জুজুর গর্ভে।

ফেলা। হুজুর! জুজুর কি বুজরুকি! বাপ্, যেন রুসের ইনফ্লুয়েঞ্জা! বাগান শুদ্ধ সবাই পড়লো! এখন পথ্যি দেয় কে?

দয়াল। গিন্নি! পীরের সিন্নি ফিন্নি মান, নৈলে জুজুর ভয় বড় ভয়।

রোদন করিতে করিতে বেগে নিজমুর্ত্তিতে খোকাবাবুর প্রবেশ।

খোকা। (সরোদনে) বাবা রে! বাবা রে! গেলুম রে! ধোল্লে রে! ও মা! জুজু ধোল্লে?

ঝি। (সভয়ে) আবার আঁটকুড়ীর ছ্যানা আইচে গো প্যালাই মা!

[বেগে প্রস্থান।

গিন্নী। (ভয়ে) ও ঝি! আমি একলা যেতে পারবো না। দাঁড়া—দাঁড়া।

খোকাবাবু। ও মা! আমায় কোলে নে। জুজু ধোল্লে।

গিন্নী। আমার কম্ম নয়,—বাপ্!

[বেগে প্রস্থান।

দয়াল। গিন্নি, তিষ্ঠ তিষ্ঠ।

খোকাবাবু। বাবা, জুজু ধোল্লে।

দয়াল। এই রে, সাল্লে,—বাপ্!

[বেগে প্রস্থান।

মনসা। হুজুর, হুজুর! মজুর ছুটোকে ফেলে পালাবেন না। দাঁড়ান্। বাবা রে বাবা! জুজুর কি থাবা।

[বেগে প্রস্থান।

ফেলা। ফেলাকে ফেলে যেও না, ভায়া। তুমি ছায়া! বাপ্, জুজুর কি বুজরুগ্ মায়া।

[বেগে প্রস্থান।

খোকাবাবু। (সহাস্যে) হুঁ হুঁ, কেমন জুজু! পণ্ডিত তো একদম পগার পার। বাগান শুদ্ধ তোলপাড়! আমি আবার লেখাপড়া শিখবো—কলা! আমার মত ছেলে যারা, আমার ফাঁকি শিখুক তারা। বিদ্যে শিখে কি লাভ হবে?—কলা। এম্নি ফাঁকি খেল্লে পরে, কাল কাটাবে মজা কোরে, হাতে মুখে এতে তাতে, সকলতাতেই—কলা।

[প্রস্থান।

সম্পূর্ণ।

প্রহ্লাদ-মহিমা

বা

প্রহ্লাদ-চরিত্র দ্বিতীয় খণ্ড নাটক।

নাট্যোক্ত ব্যক্তি।

পুরুষ।

শ্রীকৃষ্ণ (হরি) ... ... ভগবান্।
পবন ... ... বায়ুর অধিপতি।
শুক্রাচার্য্য ... ... দৈত্যগুরু।
হ্রাদ ... ... দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র।
প্রহ্লাদ ... ... দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র।
ভৌরা ... ... দস্যুপতি।
মোগরা ... ... ভৌরার প্রথম দস্যু সহচর।
ঝুণ্ডু ... ... ভৌরার দ্বিতীয় দস্যু সহচর।

এতদ্ব্যতীত অন্ধ, খঞ্জ, দৈত্যগণ, দৈত্যবালকগণ, দস্যুবালকগণ, দস্যুগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

কয়াধূ ... ... হ্রাদ ও প্রহ্লাদের জননী।
চাঁদনী ... ... ভৌরার কন্যা।

এতদ্ব্যতীত বনদেবী, বনদেবীর সখীগণ, দস্যুবালিকাগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দৈত্যপুরী—রাজান্তঃপুর।

প্রহ্লাদ ও কয়াধূ।

কয়াধূ। (সস্নেহে) বাছা রে! দুখিনী মায়ের কথা তোকে শুন্‌তেই হবে।

প্রহ্লাদ। মা গো! মাতৃবাক্য যে লঙ্ঘন করে, সে মাতৃঘাতী মহাপাপী, তবে আমি তোমার কথা কেন শুন্‌বো না, মা? মা'র কথা না শুন্‌লে, ব্রহ্মাণ্ডের মা হরি, আমাকে আর স্নেহ কোর্‌বেন না।

কয়াধূ। তবে শূন্য রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হয়ে, তোর পিতার সুবিশাল রাজ্য শাসন কর্—দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন কর্—প্রভুহীন প্রজাগণের প্রভু হয়ে, তাদিগে সুখী কর্। বাপ্‌রে আমার অরাজক রাজ্যে অলক্ষ্মীর প্রতাপ বেশী, সেই দারুণ প্রতাপে প্রজারা বড়ই তাপিত হয়ে, উৎসন্ন হয়ে যায়। প্রহ্লাদ! আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, মহর্ষি শুক্রাচার্য্য বোলেচেন, আগামী কল্য রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হবার পক্ষে বড় শুভ দিন।

প্রহ্লাদ। মা! বড় দাদা, মেজো দাদা সেজো দাদা থাক্তে আমার কি রাজসিংহাসন গ্রহণ করা উচিত?

কয়াধূ। বাবা! আবার সেই কথা? আমার বড় ছেলে হ্রাদ, মেজো ছেলে সংহ্রাদ, সেজো ছেলে অনুহ্রাদ, এদের মধ্যে কেউই রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হ'তে চায় না। তারা তিন জনেই, তোর অপূর্ব্ব হরিভক্তিতে মোহিত হয়ে, তোকেই রাজা হ'তে অনুরোধ কোচ্চে। কিন্তু তুইও তোর মায়ের কথা রাখ্‌চিস্ নি। বাছা রে! সিংহাসন শূন্য থাক্‌লে রাজ্য প্রজাশূন্য হবে—প্রজা প্রাণশূন্য হবে।

প্রহ্লাদ। মা! শূন্য সিংহাসন পূর্ণ হ'লে, আমি যে হরিভক্তিশূন্য হব। হরিভক্তের পক্ষে, মা গো, রাজসিংহাসন কোটি কণ্টক।

কয়াধূ। না বাবা, তা নয়; বরং তোমার মত পরম হরিভক্ত রাজসিংহাসনে বোস্‌লে দৈত্যরাজ্য হরিভক্তির ... হবে—দৈত্য প্রজার প্রাণে হরিভক্তির স্রোত ববে। তোমার গুণে প্রজারা হরিভক্ত হয়েচে, তবে কেন তুমি রাজসিংহাসন স্পর্শ কোত্তে চাচ্চো না।

প্রহ্লাদ। জননি! আমার স্বর্গীয় পূজ্যপাদ পিতার রাজ্য অতি বিশাল—প্রজা-সংখ্যা আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের ন্যায় অসংখ্য, সুতরাং এখনও কোটি কোটি প্রজা হরিভক্তিহীন হয়ে আছে। অগ্রে আমি সমস্ত প্রজাকে পরম পবিত্র হরিভক্তিরূপ অক্ষয় অমৃতে অভিষিক্ত করি; শেষে রাজসিংহাসনে স্বয়ং অভিষিক্ত হব।

কয়াধূ। (ভাবিয়া) বাছা রে, তুই যে এখনও বালক, অসংখ্য প্রজাকে হরিভক্ত কোত্তে, যে বহুকাল লাগবে। তত দিন—

প্রহ্লাদ। (বাধা দিয়া) তার জন্য ভয় কি মা? আমার পরমপূজনীয় পিতৃগুরু শুক্রাচার্য্য, তত দিন আমার প্রতিনিধি স্বরূপ রাজসিংহাসনে উপবেশন কোরে দৈত্যরাজ্য শাসন করুন্। আমি সমস্ত বিধর্ম্মী নাস্তিককে আস্তিক কোরে, তার পর রাজসিংহাসনে বোস্‌বো।

শুক্রাচার্য্যের প্রবেশ।

কয়াধূ ও প্রহ্লাদ। (শুক্রাচার্য্যকে প্রণাম)।

কয়াধূ। মুনিবর! প্রহ্লাদ কিছুতেই রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হ'তে চাচ্চে না।

শুক্রাচার্য্য। কেন, মহারাজ্ঞি?

কয়াধূ। বোল্‌চে, রাজ্যের সমস্ত নাস্তিককে আস্তিক কোরে, তবে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হব।

শুক্র। প্রহ্লাদের মুখে এই মহাবাক্যই উপযুক্ত। তপনতাপে তাপিতা পৃথিবীকে সুশীতল করবার নিমিত্তই নবজলধরের আবির্ভাব হয়।

কয়াধূ। আচার্য্য! তবে শূন্য সিংহাসন——

প্রহ্লাদ। (বাধা দিয়া শুক্রাচার্য্যের প্রতি) শূন্য সিংহাসনে আপনি বসুন, গুরুদেব। আমি এই সুবিশাল পৃথিবীর দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, পথে পথে, পর্ব্বত প্রান্তরে, মরুভূ অরণ্যে, নদনদীতটে, সমুদ্রতটে, সর্ব্বস্থানে ভ্রমণ কোরে সমস্ত নাস্তিকগণের নাস্তিক্য-ভ্রম দূর কোরে, তাদিকে আস্তিক কোর্‌বো—হরিভক্তির অমৃতসিঞ্চনে তাদের তাপিত প্রাণ শীতল কোর্‌বো।

কয়াধূ। (সদুঃখে প্রহ্লাদের প্রতি) এ কি কথা, বাপ্ রে আমার! তুই ননীর পতুলী—কোথায় যাবি!

শুক্র। কেন, মহারাজ্ঞি, কাতর হও? ত্রিলোকপাবনী গঙ্গা কি উৎপত্তিস্থলেই অবরুদ্ধ থাকেন? তোমার স্নেহরত্ন প্রহ্লাদের হরিভক্তির অমৃতধারা কি দৈত্যরাজধানীতেই অচলা হয়ে থাক্‌বে? হরিচরণোদ্ভবা গঙ্গা যেমন পাপিকুলকে পরিত্রাণ কর্‌বার জন্য, দুকুল ভেঙে, কল কল নাদে, দেশ দেশান্তরে ধাবিত হচ্চেন, সেইরূপ তোমার কনিষ্ঠ কুমার প্রহ্লাদের হৃদয়স্থিত হরিপাদোদ্ভবা হরিভক্তি-স্রোতস্বতী, হরিভক্তিশূন্য পাষণ্ড নাস্তিকগণকে উদ্ধার কর্‌বার নিমিত্ত, অবশ্যই দিগ্‌দিগন্তরে প্রবাহিত হবে। দৈত্যরাজ্ঞি! এ ইচ্ছাময় ভগবান্ হরির ইচ্ছা, সুতরাং প্রহ্লাদের এই সাত্ত্বিকী ইচ্ছা পূরণে অনিচ্ছা প্রকাশ কোরো না।

কয়াধূ। গুরুদেব! মা কখন পুত্রের সদিচ্ছায় অনিচ্ছা প্রকাশ করে না, তবে কি না প্রহ্লাদ অতি শিশু, দেশদেশান্তরে কি কোরে ভ্রমণ কোর্‌বে?

শুক্র। বটিকার ন্যায় ক্ষুদ্র তারা একাকীই সুদূর আকাশের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্তে পর্য্যটন করে, বৃহৎ চন্দ্রমণ্ডলের সাহায্য প্রার্থনা করে না।

কয়াধূ। জ্যোতির্বিদের মুখে শুনেচি, আকাশের তারা দূর থেকে দেক্তে বটিকার ন্যায় ক্ষুদ্র, কিন্তু কাচনির্ম্মিত দর্শন-যন্ত্রযোগে দেখ্‌লে, তাকে খুব বড় দেখায়।

শুক্র। তোমার প্রহ্লাদও তাই। তুমি অপত্য মায়াবশে প্রহ্লাদকে ক্ষুদ্র শিশু দেখ্‌চো, কিন্তু প্রহ্লাদ বিরাট শিশু। ভগবান্ বিরাট্ পুরুষ হরি যার একমাত্র অবলম্বন, সে শিশুও বিরাট্ পুরুষ। মা! তুমি কোন চিন্তা কোরো না।

কয়াধু। ভাল, আচার্য্য! আপনার বাক্য শিরোধার্য্য কোল্লেম, কিন্তু প্রহ্লাদ সৈন্য, ভৃত্য ও ভ্রমণোপযোগী দ্রব্যসম্ভার নিয়ে, হরিনাম শ্রবণ করিয়ে, নাস্তিকগণকে আস্তিক করবার জন্য, দেশে দেশে কিছু দিন ভ্রমণ করুক্।

প্রহ্লাদ। মা গো! ঘটা কোরে গেলে দুর্ঘটনা ঘোট্‌বে। ঘটায় হরিনাম প্রচার হয় না, বরং বৃথা কার্য্যনাশক গোলযোগই ঘটে। আড়ম্বরে বিড়ম্বনা, বিনা আড়ম্বরে পূরে কামনা। মা, আমি একাকীই যাব।

কয়াধু। (সকাতরে) সে কি, বাবা, এ কি কথা! একাকী কি কোরে, দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ কোর্বে, হরিনাম প্রচার কোর্‌বি?

শুক্র। সূর্য্য কি অপর কোন গ্রহের সাহায্য নিয়ে আকাশমণ্ডলে ভ্রমণপূর্ব্বক কিরণ-বিতরণ করেন?

কয়াধু। তবু মায়ের প্রাণ যে বোঝে না।

প্রহ্লাদ। আমি একাকী যাব কেন? আমার সঙ্গী সঙ্গে যাবেন।

কয়াধু। কে তোমার সঙ্গী, বাবা?

প্রহ্লাদ।

সঙ্গীর আমার বরণ কালো,
(সেই) কালো বরণে ভুবন আলো;
সেই আলোয় আলোয়—ও মা,—
সেই আলোয় আলোয়, ভালয় ভালয়,
যাব আমি, ভয় কি বল?

শুক্র। (সানন্দে) শোনো রাজ্ঞি, তোমার প্রহ্লাদের ভাবময় বাক্য। আহা সেই কালো বরণ শ্রীকৃষ্ণ যার সঙ্গী, তার জন্য কেন তুমি ভয়ে কাতরা হও? তুমি আশীর্ব্বাদ ও মঙ্গলাচরণ কোরে, প্রহ্লাদকে হরিনাম প্রচারের জন্য বিদায় দাও। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ যার সহায়, তার সঙ্কট কোথায়?

কয়াধু। আচার্য্যদেব! শিশু প্রহ্লাদের হরিভক্তি-তত্ত্বকথা নাস্তিকেরা শুন্‌বে কি?

শুক্র। (সহাস্যে) তোমার শিশু প্রহ্লাদ বনের পশুকেও হরিভক্ত কোত্তে পারে, তা নাস্তিক মানুষ। আমার নির্ব্বোধ, বাচাল, উদ্ধত পশুবৎ পুত্র ষণ্ড আর অমর্ককে যখন তোমার প্রহ্লাদ হরিনাম-বলে জ্ঞানী, মানী, মহাপ্রাণী ও হরিনামধ্যানী কোত্তে সক্ষম হয়েচে, তখন কোটি কোটি নাস্তিককে যে এইবার উদ্ধার কোর্‌বে, তার আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

কয়াধু। তবে আপনি আশীর্ব্বাদ করুন্, প্রহ্লাদ যেন অবিলম্বে কৃতকার্য্য হ'য়ে এসে, পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হয়। প্রহ্লাদ। গুরুদেবকে প্রণাম কর।

প্রহ্লাদ। গুরুদেব! আপনার শ্রীচরণে প্রণাম করি!

শুক্র। আশীর্ব্বাদ করি, অনন্তব্রহ্মাণ্ডকে তুমি হরিভক্ত কোরে, সুবিশাল গগনপট্টে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায়, পিতৃসিংহাসনে উপবেশন কর। আমি তোমার মঙ্গলোদ্দেশে এক্ষণে গিয়ে হরিপূজা করি।

কয়াধু ও প্রহ্লাদ। প্রণিপাত করি পায়।

শুক্র। জয়োঽস্তু।

[প্রস্থান।

কয়াধু। প্রহ্লাদ!

প্রহ্লাদ। মা!

কয়াধু। আমিও তোর সঙ্গে যাব, নৈলে তুই বড় কষ্ট পাবি।

প্রহ্লাদ। না, মা, আমার কোন কষ্টই হবে না; বরং তুমি আমার সঙ্গে গেলে, এখানে দাদাদের বড় কষ্ট হবে।

কয়াধু।

কঠিন মাটিতে, হাঁটিতে হাঁটিতে,
যাতনা পাইবি পায়।

কে তখন তুলে, লবে তোরে কোলে,

প্রহ্লাদ।

লবে হরি মা আমায় ॥

কয়াধূ।

ক্ষুধার সময়, তৃষার সময়,

কে দেবে রে ফল, জল ?

প্রহ্লাদ।

হরি দয়াময়, দেবে সে সময়,

ফল জল সুশীতল ॥

কয়াধূ।

ভানুতাপে যবে, দেহে ঘাম ব'বে,

কে দেবে মুছায়ে তবে ?

প্রহ্লাদ।

যবে ব'বে ঘাম, হরিগুণধাম

স্নেহে মুছাইয়ে দেবে ॥

কয়াধূ। পথে বড় ভয়।

প্রহ্লাদ। হরি যে অভয়।

কয়াধূ। যতন করিবে কে ?

প্রহ্লাদ। হরি ভগবান।

কয়াধূ। তবু কাঁদে প্রাণ।

প্রহ্লাদ। ভয় কি, বিদায় দে ॥

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দৈত্যপুরী—রাজপথ।

শুক্রাচার্য্য ও দৈত্যগণের প্রবেশ।

শুক্রাচার্য্য। দৈত্যগণ! মহারাণীর আদেশ, অদ্য প্রহ্লাদের মঙ্গলোদ্দেশে রাজধানীর সমস্ত বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ, দীন দুঃখী আতুর অন্ধ খঞ্জ ও ভিক্ষুকগণকে রাশি রাশি ধন, ধান্য, বস্ত্র, অলঙ্কার, ভক্ষ্য ভোজ্য পেয় দান কর। এই লও কুঞ্জিকা-গুচ্ছ, শত শত রাজভাণ্ডারের দ্বার উন্মোচন কোরে দাও। প্রার্থীরা, যার যা ইচ্ছা, সেখান থেকে তাই গ্রহণ করুক! (কুঞ্জিকাপ্রদান)

[দৈত্যগণের প্রস্থান।

যষ্টিহস্তে জনৈক খঞ্জ ভিক্ষুকের প্রবেশ।

খঞ্জ। (শুক্রাচার্য্যকে প্রণাম করিয়া) বড় খিদে পেয়েচে। আজ ছোট রাজকুমারের দেখা পাচ্চিনিকো; কে খেতে দেবে ?

শুক্র। আজ কনিষ্ঠ রাজকুমার প্রহ্লাদ হরিনাম প্রচারের জন্য শুভ যাত্রা ক'রেচেন, তাই বাপু। আচ্ছা, তুমি এক কাজ কর।

খঞ্জ। আজ্ঞে করুন, ভারি খিদে।

শুক্র। দৈত্যগণ কুঞ্জিকাগুচ্ছ নিয়ে রাজভাণ্ডার উন্মোচন কোত্তে গেল। যা ইচ্ছা, তাই লও গিয়ে। দৌড়ে যাও।

খঞ্জ। ঠাকুর তুমি বল কি! আমি খোঁড়া নই, খোঁড়া। বিধেতা এ পোড়া কপালে দৌড়ুনো লেখেনি ঠাকুর, লেখেনি।

যষ্টিহস্তে জনৈক অন্ধ ভিক্ষুকের প্রবেশ।

অন্ধ। জয় হোক্, বাবা। কারা এখানে কথা কোচ্চো, বাবারা? বড় খিদে পেয়েচে। আজ ছোট রাজপুত্তুর কোথা বোলতে পার?

শুক্র। তোমার কি প্রয়োজন ?

অন্ধ। ভারি খিদে।

শুক্র। ভাণ্ডারের দিকে যাও, আশাতীত অশন বসন অর্থ পাবে।

অন্ধ। কাণার সঙ্গে ঠাট্টা কেন, বাবা ?

খঞ্জ। (অন্ধের প্রতি) ওহে, তুমি কাকে কি বোল্‌চো? চেয়ে দেখ্‌চো না ইনি কে ?

অন্ধ। তোমরা দু'জনেই ঠাট্টাবাজ। কাণা আবার চেয়ে দেখবে কোন্ চোখে? কানে দেখবো, না নাকে দেখ্‌বো ?

খঞ্জ। আরে ভাই, তোমার ঠাট্টা কোরবে কেন? ইনি বড় গুরু ঠাকুর।

অন্ধ। (প্রণাম করিয়া ভয়ে) ঠাকুর। আমি কাণা অন্ধ, দেখতে পাইনি, তাই মন্দ বোলেচি, অপরাধ [illegible]

শুক্র। না না, তোমার কোন ভয় নাই। এখন রাজভাণ্ডারে যাও, আশাতীত সামগ্রী পাবে।

অন্ধ। ঠাকুর মশয়, চোখে দেক্তে পাই নি; কোন্ দিকে যেতে কোন্ দিকে যাব। অন্ধের সর্ব্বদাই দিগ্‌ভেরম।

শুক্র। আচ্ছা, তোমরা উভয়েই যাতে অতি শীঘ্র রাজভাণ্ডারে যেতে পার, তার কৌশল বোলে দিচ্চি।

খঞ্জ। (শশব্যস্তে) বল, ঠাকুর মশয়, শিগ্‌গির বল।

অন্ধ। নৈলে ও দিকে পিঁপ্‌ড়ের মত ঝাঁকে ঝাঁকে লোক ছুটে গিয়ে ভাণ্ডার লুটে নেবে।

শুক্র। (অন্ধের প্রতি) দেখ, অন্ধ! তুমি খঞ্জের চরণ হও। (খঞ্জের প্রতি) দেখ, খঞ্জ! তুমি অন্ধের নয়ন হও। তুমি অন্ধের স্কন্ধে আরোহণ কোরে, পথ দেখাও আর অন্ধ তোমার নির্দ্দেশানুসারে শীঘ্র রাজভাণ্ডারের দিকে গমন করুক্।

খঞ্জ। (সানন্দে প্রণাম করিয়া) ঠাকুর মশয়, কি বুদ্ধিই আপুনি ধর যা হোক্ কিন্তু। দু'দুটো অকম্মা মানুষকে সকম্মা কোরে দিলে! দুটো ভাঙাকে যুড়ে তেড়ে একটা আস্তো নিখুঁত গোড়ে তুল্লে!

অন্ধ। (খঞ্জের প্রতি) আরে ভাই, এমন বুদ্ধির দৌড় না হলে কি এত বড় রাজার গুরু ঠাকুর কেউ হ'তে পারে? (শুক্রাচার্য্যের প্রতি) দণ্ডবৎ বড় ঠাকুর মশয়!

শুক্র। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্।

[প্রস্থান।

খঞ্জ। (অন্ধের প্রতি) কাণা ভাই, বোসে পড়, তোমার কাঁধে উঠি।

অন্ধ। ওঠো খোঁড়া দাদা! কিন্তু আমি নই গাধা, এটা যেন মনে থাকে।

খঞ্জ। এখন্ আমরা দুয়ে এক, তবে ভাই, তুমি গাধা হোলে আমিও কি ছাড়ান্ যাই?

অন্ধ। তবে চড়, ভাই! কিন্তু চোক দুটো পটোলচেরার মত চিবে রেখো, পলক পর্য্যন্তও যেন না পড়ে। পলক পড়্‌লেই আমি বেখোড়ে পোড়ে মারা যাব।

খঞ্জ। ভয় নেই, ভাই ভয় নেই। এখন্ আমরা একটি বোঁটায় দুটি ফুল; আমি ডগা, তুমি মূল। মূল পোড়্‌লে ডগাও নির্মূল। (খঞ্জকে স্কন্ধে করিয়া অন্ধের দণ্ডায়মান হওন)

[সহসা একটি বালকের প্রবেশ ও দণ্ডায়মান খঞ্জান্ধকে দেখিয়া ভয়ে, "ও রে বাবা রে এ কি রে, পালা রে, মেলে রে, মেলে রে" বলিতে বলিতে বেগে প্রস্থান।

অন্ধ (অত্যন্ত ভয় পাইয়া) অ্যাঁ অ্যাঁ। খোঁড়া ছুটেচে নাকি! ও বাবা, কি হবে, কোথা যাই, ও খোঁড়া ভাই! (চাঞ্চল্য প্রকাশ)

খঞ্জ। (ব্যতিব্যস্ত হইয়া) আরে, অমন কর কেন? স্থির হও, ভয় নেই।

নেপথ্যে বালক। (উচ্চৈঃস্বরে) পালা রে, ঐ এল রে! এল রে!

অন্ধ। (পুনর্ব্বার অত্যন্ত ভয় পাইয়া খঞ্জসমেত ভূতলে পতন)

খঞ্জ। (অত্যন্ত কষ্টে) হায় রে ভগমান! খোঁড়ার পাই খানায় পড়ে রে বাবা! কষ্টে মষ্টে এক আধটুকু চোল্‌তে পাত্তুম, কাণা শালা তাও দফা রফা কোল্লে রে!

অন্ধ। (অত্যন্ত কষ্টে) বাবা রে, উহুহু! গিচি গিচি গিচি! (হাতড়াইতে হাতড়াইতে) খোঁড়া ভাই, আমি আছি, না গেচি?

খঞ্জ। আঃ দুঃশালা কাণা মাছী! কোত্থেকে একটা ফোচ্‌কে ছানা স্থাথ্‌রা কোরে গেলো, কাণা শালা অম্নি খোঁড়া খোঁড়া কোরে, আমায় আছড়ে সার্‌লে। পড়্‌লি তো পড়্‌লি, আমায় শূন্যে আলগোছা রেখে পড়্‌লি নি কেন; রে কাণা ছুঁচো?

অন্ধ। সত্যি তবে খোঁড়া নয়?

খঞ্জ। (বিরক্ত হইয়া) হাঁ হাঁ, কাণা মশয়।

আর তো আমার হাঁটবার শক্তি নেই; আবার বোস্।

অন্ধ। রোস্ ভাই, রোস্।

খঞ্জ। ও দিকে যে ভাঁড়ার খালি হোলো রে! ওঃ, চাদ্দিক দে পিল্‌পিল্ কোরে লোক ছুট্‌চে। বাবা, যেন ঝড়ে জঙ্গলভরা শুক্‌নো পাতার কাঁড়ি উড়ে চোলেচে।

অন্ধ। আঁা আঁা, বলিস্ কি ভাই! তবে শীগ্‌গির চড়্, শীগ্‌গির চড়্।

খঞ্জ। আবার পড়্‌বি নি—পড়াবি নি তো?

অন্ধ। না না, ভয় নেই; এবার সত্যি সত্যি হাতী ঘোঁড়া তেড়ে এলেও, অটল পাহাড়ের মত ঘাড় সোজা কোরে দাঁড়িয়ে থাক্‌বো। তুই ওঠ্।

[পূর্ব্ববৎ হইয়া উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

দৈত্যপুরী - রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বার।

প্রহ্লাদ, হ্লাদ, কয়াধু, শুক্রাচার্য্য ও দৈত্যগণ।

প্রহ্লাদ। (কয়াধুর প্রতি)

মা গো, ও মা, বিদায় দে মা!
কেঁদো না—কেঁদো না—কেঁদো না, মা!
(আমার) প্রাণের হরি ডাক্‌ছে যে, মা।
আয় আয় বোলে ডাক্‌ছে যে, মা!
হরির সঙ্গে যাব মা আমি,
তবে কেন কাঁদ মা গো তুমি?
কেঁদো না—কেঁদো না—কেঁদো না, মা!

(হ্লাদের প্রতি)

বড় দাদা! কেন মলিন মুখে,
আছ গো দাঁড়ায়ে গভীর দুখে?
ছোট ভাই আমি মিনতি করি,
হাসিমুখে মোরে বিদায় দাও,
ঘরে ঘরে গিয়ে, হরিনাম দিয়ে,
আসিব আবার তোমার কাছে।

(শুক্রাচার্য্যের প্রতি)

পূজনীয় গুরু তোমার পায়,
নতি কোরে দাস বিদায় চায়।
জননীরে মোর, দাদা সবে মোর,
প্রজাগণ সবে দেখ গো তুমি,
জয় জয় হরি! চলিনু আমি।

কয়াধু।

মা বোলে, মধুর বোলে,
আয় রে কোলে, দুধের ছেলে।
আমায় ফেলে, যাবি চোলে,
ডুবিয়ে শোকের সাগর-জলে॥

(প্রহ্লাদকে ক্রোড়ে গ্রহণ)

এ চাঁদ মুখের অমিয়মাখা
মা বোলে আর আমায় ডাকা
হবে না অনেক দিন;—
আয় যাদুমণি, চাঁদমুখ চুমি,
স্নেহের বিশাল কপাট খুলে॥

হ্লাদ।

ভাই রে আমার, ভাই রে আমার,
আবার দেখা পাব রে কবে?
হাসিয়ে হাসিয়ে, গলা জড়াইয়ে,
গলে ফুলমালা কে আর দেবে?
কে আর নাচিবে ঘুরি ফিরি,
কে আর বলিবে হরি হরি,
কে আর আমার করে ধরি,
হরির প্রসাদ তুলে খাবে?

বালকগণের প্রবেশ।

বালকগণ।

দিব না দিব না যেতে তোরে,
আটকি আটকি রাখ্‌বো ধোরে;
ফাঁকি দিয়ে ভাই পলাবি কি রে?

প্রহ্লাদ।

আবার আমি আস্‌বো ফিরে।

বালকগণ।

কার সাথে মোরা খেল্‌বো, ভাই ?
হরিবলা-খেলা খেল্‌বো, ভাই ?
হরিলীলা-খেলা খেল্‌বো, ভাই ?

প্রহ্লাদ।

ফিরে এসে ফের্ খেল্‌বো, ভাই !
ডাক্‌ছে হরি, যাই রে ভাই !
(এক্‌বার) হরি হরি হরি বল্ রে ভাই !

বালকগণ ও অন্যান্য সকলে।

রক্ষ রক্ষ পঙ্কজাক্ষ মাধব মধুসূদন।
তোমার ভক্ত প্রহ্লাদেরে করুণা কর অর্পণ ॥
তোমার নাম প্রচার তরে,
যাইছে শিশু দেশান্তরে,
নয়নে নয়নে রেখো মুরারে,
সঙ্কট কোরো ভঞ্জন ॥
ফল জল দিও ভুক পিয়াসে,
ঘুমের কালে রাখিও কোলে ;
কাঁদিলে শিশু ভয় তরাসে,
সান্ত্বনা কোরো স্নেহের বোলে ;—
শিশুর কষ্ট, ঘুচায়ো কৃষ্ণ,
কোরো অভীষ্ট পূরণ ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নিবিড় অরণ্য।

ভূতলে প্রহ্লাদ নিদ্রিত।

কিয়ৎক্ষণ পরে চামরহস্তে সহসা শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব।

শ্রীকৃষ্ণ। (স্বগত) এই যে আমার স্নেহের নিধি পরমভক্ত রাজকুমার প্রহ্লাদ নিদ্রায় বিভোর। আহা, অনেক দূর হেঁটে এসে নিতান্ত ক্লান্ত হয়েছে। আমি চিরদিন ভক্তাধীন ; ভক্তই আমার সম্বল, ভক্তই আমার সর্ব্বস্ব। তাতে আবার প্রহ্লাদের ন্যায় ভক্ত সুদুর্লভ। এমন ভক্ত আজ আমার মহিমা প্রচারের জন্য, মাতা, ভ্রাতা, রাজ্য, ধন সমস্তই পরিত্যাগ কোরেচে—নিজের দেহ প্রাণকেও তুচ্ছ ভেবেচে। ধন্য প্রহ্লাদ! ধন্য তোর হরিভক্তি। আজ তোর হরি, তোর অপূর্ব্ব ভক্তিডোরে বাঁধা হয়ে, তোর সম্মুখে উপস্থিত। বৎস রে! দারুণ তপনতাপে তোর সুকোমল শরীরে ঘর্ম্মোদ্গাম হয়েচে। আমি চামর ব্যজন করি, সুখে নিদ্রা যাও। (চামরব্যজন)

পঙ্কবান্ পবনের প্রবেশ।

পবন। (কৃতাঞ্জলিপুটে) ভগবন্!

শ্রীকৃষ্ণ। কি সংবাদ, পবন ?

পবন। দয়াময়! আমি আপনার আজ্ঞাধীন কিঙ্কর। প্রাণিগণকে সুশীতল করবার জন্য আপনি আমাকে সৃষ্টি কোরেচেন। আমিই আপনার প্রিয়তম ভক্ত প্রহ্লাদকে বীজন কোচ্চি।

শ্রীকৃষ্ণ। না, বায়ু! তুমি নিরস্ত হও। বায়ুর সৃষ্টিকর্ত্তা নিদ্রিত প্রহ্লাদকে স্বয়ং বীজন কোরবেন।

পবন। তা হ'লে জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের লোকে আপনাকে কি বোল্‌বে ?

শ্রীকৃষ্ণ। বোল্‌বে—হরি ভক্তাধীন।

পবন। জয় ভক্তাধীন ভগবান্ হরি। ধন্য ধন্য ভক্তাধীন হরির প্রিয়তম ভক্ত প্রহ্লাদ।

শ্রীকৃষ্ণ। সমীরণ! তুমি এখন প্রস্থান কর।

পবন। যথা আজ্ঞা, ভক্তবৎসল!

[প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। (প্রহ্লাদকে চামরবীজন)

সহসা সখীগণের সহিত পুষ্পিত বৃক্ষাবলীর মধ্য হইতে বনদেবীর আবির্ভাব।

বনদেবী ও সখীগণ।

যে চারু চামর সুচারু করে,
হরিরে কমলা বীজন করে,

সে চারু চামরে বীজনে তোরে,
নিজে হরি, ওরে রাজার ছেলে।
মৃদু মৃদু বহে চামর-বায়,
ঘামবিন্দুগুলি শুখাল তায়,
চিকণ চিকুর পালটি খায়,
চিকণ অলকা হিলোলে হেলে॥

[বনদেবী ও সখীগণের সহসা তিরোভাব।

শ্রীকৃষ্ণ। প্রহ্লাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, একমাত্র লক্ষ্য আমার নামকীর্ত্তন, নামস্মরণ, নামপ্রচার। জীবের উদ্ধারের জন্য প্রহ্লাদ আজ বদ্ধপরিকর। কিন্তু বাছাকে এই গুরুতর কার্য্যের নিমিত্ত স্থানে স্থানে দস্যু, নাস্তিক, বিধর্ম্মী, পাষণ্ডদের হস্তে নিগ্রহ ভোগ কোত্তে হবে। আচ্ছা, আমি হেন পরমসহায় থাকতে, আমারি মহিমাপ্রচারকারী প্রহ্লাদের নিগ্রহভোগ হবে কেন? এ আমার লীলা। প্রহ্লাদের পক্ষে নিগ্রহভোগ, আমার নামপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে পাপী উদ্ধারের শুভযোগ। প্রহ্লাদের নিগ্রহভোগ আর কিছু নয়, কেবল আমার মহিমাপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে, প্রহ্লাদেরও মহিমাপ্রচার। সুবর্ণ যেমন অগ্নিসংযোগে উজ্জ্বল হয়, আমার ভক্তও তেমনি গ্রহভোগে মহান্ হয়। (কিয়ংক্ষণ পরে) এই যে চামরবীজনে প্রহ্লাদের চাঁদমুখখানি, শিশিরশুক প্রফুল্ল কমলের ন্যায় সুন্দর হয়েচে। এইবার আমি প্রস্থান করি; কিন্তু প্রহ্লাদের সঙ্গে, অলক্ষ্যে অলক্ষ্যে আমাকে থাক্তে হবে। এখন্ ডাক্‌বও না—দেখাও দেবো না, প্রয়োজন হলে সমস্তই হবে।

[প্রস্থান।

দুই জন দস্যুর প্রবেশ।

১ম দস্যু। (জনান্তিকে) ঝুণ্ডু রে, পেয়েচি রে, মজা হয়েচে রে ভাই। ঐ ছাখ্, একটা সুন্দর ছেলে ঘুমিয়ে আছে। ওর গায়ে অনেক টাকার দামী পোষাক, অনেক টাকার জড়োয়া গহনা। আয় ওকে ঘুমের ঘোরেই মেরে ফেলে সব কেড়ে নি।

২য় দস্যু। (বাবা দিয়া জনান্তিকে) খবরদার খবরদার, মোগরা! ঘুমন্ত ছেলেটাকে খুন করিস্ নি। সর্দ্দারের কাছে ছেলেটাকে নিয়ে যাই। আমাদের ভোঁরা সর্দ্দার খুব সেয়ানা। এই পোষাক গহনা ছাড়া এর কাছে আরো কিছু থাকে তো সে বার কোর্‌বে।

১ম দস্যু। ঘুমন্ত নিয়ে যাব, না জাগন্ত কোরে নিয়ে যাব?

২য় দস্যু। জাগিয়ে, হাত বেঁধে নিয়ে যাই চল্।

১ম দস্যু। তবে জাগা।

২য় দস্যু। (নিদ্রিত প্রহ্লাদের নিকটে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে) ওহে, ও ছোক্‌রা! জঙ্গলের মাঝে অত ঘুম কেন? উঠে পড়!

প্রহ্লাদ। (ভগ্ননিদ্র হইয়া) জয় হরি দয়াময়! (দস্যুদ্বয়কে দেখিয়া বিস্ময়ে) তোমরা কারা?

২য় দস্যু। আমরা মোগ্‌রা ঝুণ্ডু।

প্রহ্লাদ। মোগ্‌রা ঝুণ্ডু কে?

২য় দস্যু। ভোঁরা সর্দ্দারের সাক্‌রেদ্।

প্রহ্লাদ। ভোঁরা সর্দ্দার কে?

২য় দস্যু। মোগ্‌রা, ঝুণ্ডুর ওস্তাদ। চল্ তার কাছে তোকে নিয়ে যাই।

প্রহ্লাদ। কত দূর?

২য় দস্যু। কোশখানেক।

প্রহ্লাদ। তোমাদের আকার প্রকার, বেশভূষা এমন কেন?

১ম দস্যু। ওরে মোগ্‌রা, আর দেরি কেন, হাত বেঁধে ফ্যাল্।

প্রহ্লাদ। তোমরা দস্যু?

২য় দস্যু। (প্রহ্লাদের হস্ত বন্ধন করিতে করিতে) আমরা জাল, তুই মাছ—আমরা ফাঁদ, তুই পাখী।

প্রহ্লাদ। (ঊর্দ্ধমুখে কৃতাঞ্জলিপুটে) হরি দয়াময়! যে কোমল, সে সহজেই দ্রব হয়; কঠিন

কিন্তু বিশেষ আয়াসেও দ্রব হয় না। আজ যদি, প্রভূ! এই কঠিন-হৃদয় দস্যুগণকে তোমার অমৃত-ময় নামে দ্রব কোর্ত্তে পারি, তবেই আমার হরি-নাম প্রচার সফল হবে।

(আজ্) দেখ্‌বো দেখ্‌বো দয়া তোমার,
কঠিন কোমল হয় কি না হয়,
যারা অসার ধনের অভিলাষে
তোমার জীবের প্রাণ নাশে,
আজ্ দেখ্‌বো, হরি, দেখ্‌বো হে,
তারা জীবের তরে, হরি বোলে,
নয়ন-জলে ভাসে কি না।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজকক্ষ।

কয়াধূ ও হ্রাদ।

কয়াধূ। (সরোদনে) বাছা রে!
পুত্রহারা প্রাণ বড়ই কাতর।
আর যে সহিতে নারি।
কত দিন গত হল গিয়েছে প্রহ্লাদ;
দারুণ বিষাদ, ঘটায় প্রমাদ মোর প্রাণে;
না পারি তিষ্ঠিতে আর,
দিবানিশি অশ্রুধার ঝরিছে নয়নে!
চল্ মোর সনে,
খুঁজে আনি প্রাণের প্রহ্লাদে!
অনুহ্রাদ সংহ্রাদে রাখিয়া গুরুপাশে,
চল্ যাই দীনবেশে,
দেশে দেশে খুঁজিতে বাছারে!
রাজপুরী গভীর শ্মশান,
নাহি চাহে প্রাণ থাকিতে হেথায়।

হ্রাদ। (সান্ত্বনাবাক্যে) মা! না হবে প্রমাদ,
আসিবে প্রহ্লাদ অচিরায়।

কয়াধূ। আরে রে অবোধ!
কি আর প্রবোধ দিস্ মোরে?
থাক্ তুই হেথা,
আমি যাই সেথা, প্রহ্লাদ যেথায়।
শুক্রাচার্য্যে বলিস্ রে বাছা,
জননী গিয়াছে চলি পুত্রের সন্ধানে।

(গমনোদ্যোগ)

হ্রাদ। (শশব্যস্তে) মা! মা!
একে তো রমণী, তাহে রাজরাণী;
একাকিনী যাইবে কেমনে?
আমিও যাইব সনে।
তিষ্ঠ ক্ষণকাল,
গুরুপাশে আনি মা বিদায়।
(কিছুদূর অগ্রসর হইয়া)
ভাল কথা মনে হল, মাতা!
দীনহীন বেশে যাওয়া কভু কি মা সাজে?
রাজমন্ত্রী, রাজসৈন্যগণ,
রাজভৃত্যগণ, প্রজাগণ,
সকলে চলুক মা গো আমাদের সনে!

কয়াধূ। না রে না অবোধ!
সেরূপে না যাব আমি।
জনতা দেখিলে,
মমতা না হবে প্রহ্লাদের;
না আসিবে ফিরে ঘরে।
তাই, বাছা, যাব দীনবেশে।
দীনতা না দেখিলে নয়নে,
করুণা জাগে না কারো প্রাণে।
এক ডোরে বাঁধা, বাছা, দীনতা করুণা।

হ্রাদ। তবে চল মা জননি!

কয়াধূ। কোথা হরি দয়াময়!
হারাণো তনয়ে যেন পাই।
দেখাইয়া দাও মোরে প্রহ্লাদে আমার।

তৃতীয় দৃশ্য।

নিবিড় বন।

ভয়ঙ্করী কালীমূর্ত্তি বিরাজমানা।

দস্যুপতি ভোঁদা কালীপূজায় উপবিষ্ট।

হস্তবদ্ধ প্রহ্লাদকে লইয়া ঝুণ্ডু ও মোগ্‌রার প্রবেশ।

প্রহ্লাদ। (কালীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভক্তিভরে)

কালা আমার কালী হয়ে,
বনের মাঝে কেমন সাজে।
মোহন বাঁশী ভীষণ অসি,
কোটি শশী নখে রাজে॥
ময়ূর চূড়া মুকুট-ঝলা,
বনমালা মুণ্ডমালা,
তিলকছটা-শোণিত-ঘটা।
উঠ্‌চে ফুটে কপাল মাঝে॥
বলিহারি হরির মায়া,
হরি আমার হরের জায়া,
অভয় চরণ বক্ষে ধোরে,
ভাব্‌চে হর ভাবে মোজে॥

ভোঁদা। (সরোষে প্রহ্লাদের প্রতি) আরে ভণ্ড ব্যাটা! এ তোর কি রকম ভণ্ডামি? তোর হরি আমাদের কালা হয়েচে? হরি কেটা রে ব্যাটা? পাষণ্ড ভণ্ড! এখনি খণ্ড খণ্ড কোরে ফেল্‌বো। সাবধান, আমাদের দেবতাকে আর ঠাট্টা তামাসা করিস্‌ নি।

প্রহ্লাদ। দস্যুপতি! কেন তুমি আমার প্রতি রাগ কোচ্চো, ভাই!

ভোঁদা। আরে মর্! ছোঁড়া বলে কি! আমি এত বড় মদ্দ, তুই অতটুকু বাচ্চা, আমি তোর ভাই?

প্রহ্লাদ। ভগবান্ হরি যখন তোমার আমার পিতা, তখন তুমি আমার ভাই নও, ভাই?

ভোঁদা। আরে মোগ্‌রা! এ বেয়াড়া ছোঁড়াটাকে পেলি কোথা?

মোগ্‌রা। হোই সেথা।

ভোঁদা। (প্রহ্লাদের প্রতি) তোর নাম কি?

প্রহ্লাদ। হরিদাস।

ভোঁদা। এইবার থাব্‌ড়া খেলি।

প্রহ্লাদ। কি দোষে, ভাই, মারবে?

ভোঁদা। আরে চ্যাংড়া ব্যাটা! হরি আবার কোন্ ঠাকুর রে, তুই হলি হরিদাস? কালী বই দেবতা নেই, বল্ কালিদাস।

প্রহ্লাদ। যিনি কালী, তিনিই হরি। যিনি হরি, তিনিই কালী। আবার ঐ দেখ, ভাই কালীর পদতলে হর। উনিও হরি। তাই বল্‌চি, হরিদাস, হরদাস, কালিদাস কিছুই ভিন্ন নয়, সমস্তই এক। কিন্তু কালী বই দেবতা নেই, এ কথা বোল্‌তে নেই। হরিই সমস্ত দেবতা। তিনি কেবল ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের জন্য, ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধরেন।

ভোঁদা। ওরে ও খাটকুড়ীর পো! জ্যাঠামি থো।

প্রহ্লাদ। (করযোড়ে) হরি হে! এই সকল ভেদবাদী অবোধ জীবের ভেদভাব সংহার কর। হে কৃষ্ণ! তুমি পাপসংহারিণী মূর্ত্তি ধারণ কোরে এখানে বিরাজ কোচ্চো, তবে কেন এখনও এদের ভেদভাব-রূপ মহাপাপ সংহার কোচ্চো না!

ভোঁদা। দাঁড়া, তোকেই সংহার কোচ্চি। ভণ্ড ব্যাটা! আমাদের চোদ্দপুরুষের ধর্ম্ম নষ্ট কোরে, কোথেকে আজ্ একটা ভূঁইফোঁড় ধর্ম্ম শেখাতে এয়েচো? আরে মোগ্‌রা! ওরে ঝুণ্ডু! হাত পা বেঁধে চ্যাংড়াটাকে এই কালীতলায় ফেলে রাখ্। কিছু খেতে টেতে দিস্‌নি। অমাবস্যের রেতে হাড়কাঠে ফেলে, কালী মার সামনে পাজীকে বলি দেবো।

মোগ্‌রা। পোশাক, গয়নাগুলো খুলে নি।

ভোঁদা। উঁহুঁ উঁহুঁ পাপিষ্ঠি ছোঁড়ার পোশাক গয়না ছুস্‌নি ছুস্‌নি! যে কালী বই

দেবতা শীকের কবে—কাঙালিনিদে কবে, তার ছোঁয়া জিনিস ছুঁতে নেই।

ঝুঞ্জু। ঢের টাকার মাল কিন্তু, সর্দ্দার!

ভোঁরা। চোপ্ রাও, শুয়ার! যা ঐ গাছটাব গোড়ায় ছোঁড়াটাকে বেঁধে রেখে আয়। (ঝুঞ্জু ও মোগ্রার তদ্রূপ করণ)। চল্, এইবার খাইগে যাই।

[প্রহ্লাদ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

প্রহ্লাদ। হরি! নারায়ণ! শ্রীমধুসূদন! আমার পরম সৌভাগ্য, তাই দস্যুরা তোমার অপর মূর্ত্তির সম্মুখে আমাকে বলিদান কোব্‌বে, কিন্তু দস্যুবা যে এখনও তোমাকে চিন্তে পার্‌লে না, এই গভীর দুঃখ আমার মনে রয়ে গেল। হরি! এরা কি হরি বোলবে না? (নিমিলিত নেত্রে চিন্তা)

প্রহ্লাদের পশ্চাতে দূরে ফল ও জল লইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। (স্বগত) আহা প্রহ্লাদ আমার ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়েচে। দুরন্ত নির্দ্দয় দস্যুরা ক্ষুধা-তৃষ্ণাতুর রাজপুত্রকে কত কষ্টই দিচ্চে! এরই নাম ভক্তনিগ্রহ! একপ নিগ্রহ না হলে, ভক্তের প্রতি আমার আগ্রহ বাড়ে কই? (প্রকাশে) প্রহ্লাদ! এই ফল জল এনেচি, ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ কর। বাছা রে! দস্যুবা বড়ই কঠিনহৃদয়।

প্রহ্লাদ। (শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া সাভিমানে) দস্যুদের চেয়ে তুমিই কঠিনহৃদয়। তা নৈলে আমি হাত পা-বাঁধা হব কেন? ঠাকুর! বড় দুঃখ হচ্চে, তোমাকে সম্মুখে দেখেও করযোড়ে প্রণাম কোত্তে পাচ্চিনি—হাত পেতে তোমার চরণধূলিও নিতে পাচ্চি নি। ধিক্ আমাকে! আমি অধমের অধম!

শ্রীকৃষ্ণ। ভক্ত রে! আত্মনিন্দা কোত্তে নাই।

প্রহ্লাদ। কেন আত্মনিন্দা কোব্‌বে না, প্রভু? আমি বেশ বুঝেচি, তোমাকে ভক্তিডোরে বাঁধ্‌তে ইচ্ছা করি বোলে, আজ তুমি আমাকে কঠিন শাস্তি দিলে—কঠিন রজ্জুতে আমার হস্তপদ বদ্ধ কোল্লে।

শ্রীকৃষ্ণ। (সহাস্যে) না, বৎস! তা নয়। তুমি সমস্ত ভেদবাদী, দ্বৈতবাদী, এবং নাস্তিক-গণের ভয়ঙ্কর ভববন্ধন মোচন কর্‌বার জন্যই সামান্য রজ্জুবন্ধনে আবদ্ধ হয়েচ।

প্রহ্লাদ। ঠাকুর! এমন ছেলেভুলুনো কথা তোমায় কে শেখালে?

শ্রীকৃষ্ণ। না, বৎস! ছেলেভুলুনো কথা নয়। সত্যই বল্‌চি, বন্ধনে বন্ধন মুক্ত হয়; দেহে কণ্টক বিদ্ধ হলে কণ্টক, এবং কর্ণে জল প্রবেশ কোল্লে জলে বহির্গত হয়। এখন এই ফলজল নিয়ে ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ কর। বাছা রে! তোর যন্ত্রণা আমার সহ্য হয় না।

প্রহ্লাদ। ঠাকুব! এত যদি করুণা, তবে ভক্তকে যন্ত্রণা দাও কেন?

শ্রীকৃষ্ণ। যন্ত্রণার অস্তিত্বেই করুণার অস্তিত্ব। যন্ত্রণা অন্ধকার, করুণা আলোক। ভক্ত, মধ্যে মধ্যে যন্ত্রণা না পেলে, ভক্তাধীন হরির করুণা রূপ গুণটির লোপ হবে—কে আব আমাকে করুণাময় বোলে ডাকবে? প্রহ্লাদ! আর বিলম্ব কোরো না, ফলজল গ্রহণ কর।

প্রহ্লাদ। (সাবদাবে) না, ঠাকুর! আমি ফল জল খাব না।

শ্রীকৃষ্ণ। যন্ত্রণার প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছা করে-ছিস্ কি?

প্রহ্লাদ। সে কি কথা, ঠাকুব! আমি যন্ত্রণা পাচ্চি বোলে, তোমাকেও কি যন্ত্রণা দেবো? ভক্তকে এমন কথা বোল্‌তে নেই, হরি!

শ্রীকৃষ্ণ। বাস্তবিক, প্রহ্লাদ! তুইও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর, আমিও তাই। আজ তুই এখনো কিছু খাস্‌নি, আমি কোন্ প্রাণে খাবো তবে?

প্রহ্লাদ। (ভক্তিভাবে) ধন্য করুণাময় হরি! যাতনা না হ'লে যে করুণা হয় না, তা এইবার বেশ বুঝেচি। কিন্তু করুণাময়! তুমি অগ্রে ভক্ষণ কোরে, আমাকে প্রসাদ দাও। তোমার প্রসাদ ব্যতীত আমি কিছু খাই না।

শ্রীকৃষ্ণ। আচ্ছা, বৎস। আমি কিঞ্চিৎ ভক্ষণ কচ্চি। (তদ্রূপ করিয়া) এইবার তোমাকে খাইয়ে দি। (তদ্রূপে প্রহ্লাদকে ফলমূল ভক্ষণ পান করাইয়া) এখন আমি চল্লেম।

প্রহ্লাদ।

তবে এস হে, এস হে প্রাণের হবি,
(কিন্তু) প্রাণে মোর তুমি মিশায়ে থেকো,
ওই চরণ ছায়ে এ দাসে রেখো,
দয়ার নয়নে সদাই দেখো,
ভবসা তব ঐ চরণ-তরী।

[শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

অরণ্যের অপর পার্শ্ব।

দীনহীনবেশে কয়াধূ ও হ্রাদের প্রবেশ।

কয়াধূ। (সদুঃখে হ্রাদ রে। কত দিন হল কত স্থানে ঘুরলেম, কত দূরে এলেম, কই, তবু যে প্রহ্লাদকে দেখতে পেলেম না। হায় হায়, বাছা আমার, কি জানি কোথায় রয়েচে। একে শিশু তাতে রাজপুত্র, তার কি পদব্রজে একাকী ভ্রমণ করা সাজে। বাছা কেবল দিবানিশি কষ্ট পাচ্চে! গুরুবাক্যে তাকে ছেড়ে দিলেম, কিন্তু মন যে আমার আর স্থির হচ্চে না। কত নগর, কত গ্রাম, কত স্থান, শেষে এই গভীর অরণ্যে এসে পড়্লেম, তবু অভাগিনীর বাছা কই!

হ্রাদ। মা! গুরুদেব শুক্রাচার্য্য যখন প্রহ্লাদকে হরিনাম প্রচারের জন্য, একাকীই সর্ব্বস্থানে ভ্রমণ কোর্ত্তে অনুমতি দিয়েছেন, তখন কোন ভয় বা চিন্তা নাই।

কয়াধূ। তা জানি; কিন্তু, বাছা, মা'র প্রাণ যে প্রবোধ মানে না। (ভাবিয়া) হ্যাঁ বাছা! নিবিড় বনে হিংস্রক জন্তু, দস্যু প্রভৃতির বড় ভয়, প্রহ্লাদের তো কোন অমঙ্গল ঘটবে না?

হ্রাদ। সর্ব্বমঙ্গলময় হরিই প্রহ্লাদকে রক্ষা কচ্চেন তুমি নিশ্চিন্ত হও। চল মা, ঐ নাগকেশরবৃক্ষমূলে একটু বিশ্রাম কোরবে। আমি নাগকেশরের রক্তবর্ণ নব কিসলয়ে তোমাকে বাতাস কোরবো। তার পর অন্যত্র প্রহ্লাদের সন্ধানে যাব।

[উভয়ের প্রস্থান।

দস্যুবালক ও বালিকাগণের প্রবেশ।

দস্যুবালক ও বালিকাগণ।

ফুল ফুটলা ফুট্লা পেড়্পর ভেইয়া।
ফল টুট্লা টুট্লা দেখলে, ভেইয়া॥

(বৃক্ষ হইতে চেপা লম্বা সকলের একসঙ্গে নানাসংলগ্ন পুষ্পগুচ্ছে নিক্ষেপ ও ভূতলে পুষ্প পতন, তদ্দর্শনে সকলে সানন্দে ভঙ্গী সহকারে নাচিতে নাচিতে)

ছুটি ছুটি, গুটি গুটি, খুটি খুটি লে লে,
লুটিপুটি, লুটিপুটি, ঝাটিপুটি দে দে,—
(সকলের ভূপতিত পুষ্পগ্রহণ ও স্ব স্ব সাজীতে রক্ষা)
চল্ ঘরকা কিরয়া ফুলুয়া লেহয়া।
আজ্ ডালিয়া সাজ্বা কালিয়া মেইয়া।

কয়াধূ ও প্রহ্লাদের পুনঃপ্রবেশ।

কয়াধূ। ও রে বাছারা, কারা তোরা?

১ম দস্যুবালক। জঙ্গলী- জঙ্গলী।

কয়াধূ। (একটি দস্যুবালিকারে দেখিয়া) এ মেয়েটি বড় মনোহরা। এটি কার মেয়ে? এর নাম কি?

১ম দস্যুবালক। ইয়ার নাম চাঁদনী। ইনি ভৌরা সদ্দারের মেয়্যা।

কয়াধূ। ভৌরা সদ্দার কে, বাবা?

২য় দস্যুবালক। তুই অত্ত বড় মোক্কে চিন্স নি?

কয়াধূ। না, বাবা!

১ম দস্যুবালক। ভৌরা সদ্দার এক্কের রেতে আকুটা ছেল্যাকে কালীর কাছকে বলি দিবেক।

চাঁদনী। সেই পাকে মোরা ফুল তুল্‌তে আইচি। কালী মাইর পূজা হবেক।

কয়াধু। (শশব্যস্তে) যাকে বলি দেবে, সে ছেলেটি কে? নাম কি?

১ম দস্যুবালক। তার নাম হরিদাস। সে মোদের কালী ঠাকুরকে হরি বল্যাছিলো, তাই চাঁদনীর বাপা তাকে কালী মাইর কাছকে এক কোপে আজ রেতের সময় কেট্যা ফেল্‌বেক। আখন সাঁঝ, আর আকটু খানিক বিলমেই মোরা নরবলি দেখ্যা আল্লাদে খুব নাচ্‌বো।

কয়াধু। (হ্রাদের প্রতি ব্যাকুলভাবে) হ্রাদ রে! এ কি শুনি! হরিদাস কে? আমার প্রাণের ধন প্রহ্লাদ কি? আমার প্রাণ যে বড় আকুল হলো। আয় আয়, দৌড়ে যাই। (দস্যুবালক-বালিকাগণের প্রতি) সেই হরিদাস ছেলেটি কোথা? কোন্‌খানে কালীদেবী?

১ম দস্যুবালক। এখেন থেক্যা আধ পুয়া দখিণকে (নেপথ্যে ক্ষীণাস্পষ্ট বাদ্যধ্বনি) হাই পূজার বাদ্যি শুনা যায় বটে গো।

কয়াধু। হ্রাদ রে! আয় আয় ছুটে আয়। হরি! রক্ষা কর প্রহ্লাদে আমার।

[কয়াধু ও হ্রাদের বেগে প্রস্থান।

চাঁদনী। উ মেয়্যাটি সেই ছেল্যাটির মা বুঝি, ভাই? আর উ ছেল্যাটি বুঝি তার বোড়ো ভাই?

১ম দস্যুবালক। তা নৈল্যা অত ছুট্যা যাবেক্ কেন?

চাঁদনী। আচ্ছা, ভাই! বাপা উদিক্‌কেও কি কালীর কাছকে বলিদান দিবেক?

১ম দস্যুবালক। হরি বোল্লেই কেট্যা পাড়্‌-বেক।

চাঁদনী। আচ্ছা, ভাই! হরি বোল্লে বাপা অত চোট্যা উঠেক কেনে? হরির সাথে কি বাপার কেজিয়ে হইচে? বাপা তারি কুঁদুল্যা।

২য় দস্যুবালক। চল্ এইবার যাই।

চাঁদনী। দাঁড়া দাঁড়া, হাত বাড়্যায়া উ ফুল-গুলা পাড়ি। (হস্ত প্রসারণে বৃক্ষশাখা ধারণ ও সহসা বিষাক্ত সর্পকর্তৃক অঙ্গুলিদষ্ট হইয়া যন্ত্রণায় সরোদনে) উহু উহু, গেলাম রে; সাপে আঙুল কামড়াইচে। ও রে ভাই, তোরা ছুট্যা আয়, মোকে ধর্ রে, আর খাড়া রইতে পাচ্চি নি, গা কিমন করে বটে! মল্যাম রে! (ভূতলে পতন ও মৃত্যু)।

সকলে। (সরোদনে) হায় হায়, ভাই! ই কেমন হোলো! চাঁদনী মর্যা গেল! কি করি আখন!

১ম দস্যুবালক। কেনে ফুল্ তুল্‌ত্যা জঙ্গলকে এসেছিল্যাম! চাঁদনীর বাপাকে কি বোল্যা বুঝাবো, ভাই!

২য় দস্যুবালক। কি হবেক, ভাই!

১ম দস্যুবালক। চল, ভাই। চাদনীকে আস্তে আস্তে কোলপাথালি কর্যা তুল্যা নিয়্যা যাই।

সকলে।

ওরে ফুলকলি, কেন কেন এলি,
ফুল তুলিতে কাননে।
আমা সবে ফেলি হায় কোথা গেলি,
ঘরে যাইব কেমনে॥
তোর সনে খেলি, কখন কাঁদিনী,
আজ কাঁদাইলি, সোহাগী চাঁদিনি,
আর কার সনে, এ বনে সে বনে,
খেলিব ফুল-চয়নে।
আয়, রে চাঁদিনি, আয়,
ডাকি যে তোরে মোরা,
এখনি আসিবে রাতি
নিবিড় গভীর ঘোরা—
তখন কেমনে, যাবি রে ভবনে,
ভয় যে বড় রে এ বনে॥

[চাঁদনীর মৃত দেহ স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া সকলের প্রস্থান।

তৃত অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ভয়ঙ্করী কালীমূর্ত্তি বিরাজমানা।

হস্তপদবদ্ধ প্রহ্লাদ উপবিষ্ট।

প্রহ্লাদ।

হরি হে! আশা মিটিল না,
আমার মানস কমল ফুটিল না!
দস্যুহৃদয় গলিল না,
হরিনাম কই বলিল না।
মর্‌বো আমি এখনি হে,
মরণে আমার নাহিক ভয়,
কিন্তু, এই দুঃখ মনে রয়ে গেল,
হরিনাম প্রচার নাহি হ'ল।

(কালীর প্রতি)

মা হয়ে, হরি, আছ দাঁড়ায়ে,
কোলে তুলে নে মা হাত বাড়ায়ে।
ও তোর শীতল কোলে—ও মা!—
তাপিত জীবন জুড়াব আমি।

(মুদিতনেত্রে ধ্যান)

খড়গহস্তে ভোঁরা, মোগ্‌রা, ঝুঞ্জু ও অন্যান্য দস্যুগণের প্রবেশ।

সকলে।

(জয়) রক্তরসনা, মুক্তদশনা,
নগ্নবসনা তারিণি।
স্বস্তিদায়িনি, অস্থিমালিনি,
খড়্গমুণ্ডধারিণি॥
ঘোরমূর্ত্তি মহামায়ে, দুষ্টদমনি কৃষ্ণকায়ে,
ইষ্টপূর্ণ, কর মা তূর্ণ, ভস্মচূর্ণঅঙ্গিণি॥

ভোঁরা। (সরোষে) মোগ্‌রা! ভণ্ড ছোঁড়াটাকে গাছ থেকে খুলে নিয়ে আয়। (মোগ্‌রার তদ্রূপ করণ)।

প্রহ্লাদ। দস্যুপতি! তোমার হস্তে খড়্গ কেন?

ভোঁরা। তোকে মহামাইর কাছে বলিদান কোর্‌বো।

প্রহ্লাদ। আচ্ছা, ভাই, তাই কর। কিন্তু আমি মর্‌বার সময় তোমায় কিছু বোল্‌তে পারি কি?

ভোঁরা। কি বল্‌বি শীগ্‌গির বল্।

প্রহ্লাদ। আমাকে বলিদান কর্‌বার আগে, জ্ঞানরূপ খড়্গে তোমার ভেদভাবরূপ পাপকে বলিদান কর, তা হলেই আমি আনন্দের সহিত তোমার খড়্গে নিহত হোয়ে, চিদানন্দ হরির পাদপদ্মে মিশিয়ে যাব।

ভোঁরা। আরে ধূর্ত্ত! এখনও আমার কালীমাইর অপমান? আমার সঙ্গে পরিহাস? আর তোর রক্ষে নেই। উপুড় হোয়ে মাটিতে শো। আজ তোর তপ্ত রক্তে রক্তলোলুপা কালীমাইর পিপাসা মেটাই।

প্রহ্লাদ।

এ তো আমার নয় রে মরণ,
হরির চরণ এবার পা'ব।
মরণবারণ, অধমতারণ,
দয়াল হরির কাছে যা'ব॥
মাটির শরীর, হাওয়ার জীবন,
মায়ার ছায়া, আশার চলন,
থাক্ প'ড়ে থাক্, ডাক্ রে ও মন,
দীনের দয়াল হরি বোলে;—
হরি বোলে ম'র্‌লে পরে,
হরির পায়ে মিশিয়ে র'ব॥

ভাই দস্যুপতি! এই আমি জগন্মাতা কালীরূপী ভগবান্ হরির পাদপদ্মে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কচ্চি, তুমি সুতীক্ষ্ণ খড়্গাঘাত কর, আমাদের উভয়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্। ক্ষমাময় হরি

তোমাকে জীবহত্যাজনিত মহাপাতক হ'তে মুক্ত করুন্। জয় হরি দয়াময়! (ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম)

ভৌরা। (খড়্গোত্তোলন করিয়া) জয় মা কালি!

অন্যান্য দস্যুগণ। জয় মা কালি!

সহসা বেগে সরোদনে কয়াধূ ও হ্রাদের প্রবেশ।

কয়াধূ ও হ্রাদ। (অত্যন্ত আকুল হইয়া) কি কর কি কর, দস্যুপতি! থামো থামো, কেট না, কেট না। (উভয়ের প্রহ্লাদকে জড়াইয়া ধরণ)

ভৌরা। (বিরক্ত হইয়া) কে তোমরা? কেন আমাকে বলিদানে বাধা দিলে?

কয়াধূ। (সরোদনে) দস্যুরাজ!

গলায় অঞ্চল দিয়ে, দন্তে তৃণ নিয়ে,
করপুটে ভিক্ষা মাগি তোমার নিকটে;—
প্রাণভিক্ষা দাও, ও গো, পুত্রের আমার।

হ্রাদ। (করযোড়ে) দস্যুনাথ!

ভ্রাতৃহারা কোরো না আমায়।

ভৌরা। না, তোমাদের কোন কথা শুন্‌বো না। (কয়াধূর প্রতি) তোমার ছেলে, (হ্রাদের প্রতি) তোমার ভাই নিতান্ত পাষণ্ড, আমার কালীমাইকে হরি বলে। ভক্তের কাছে দেবতার নিন্দে; এখনি একে এক কোপে কাট্‌বো; তোমরা স'রে যাও, নৈলে তোমরাও কোপের চোপ্ খাবে। কেন প্রাণ হারাবে?

কয়াধূ। (সরোদনে) কালীভক্ত দস্যুরাজ!

কুমার আমার অতি শিশু,
ভাল মন্দ নাহি বুঝে,
তাই হরি বোলেছে কালীরে।

প্রহ্লাদ। মা! তুমিও কি আমার যৎসামান্য প্রাণের জন্য ভয়ান্ধকারে ধর্ম্মান্ধ হলে? তোমারো কি ভেদভাব ঘট্‌লো? মা! বিদায় দাও। বড় দাদা! বিদায় দাও।

কয়াধূ। বাছা রে! অমন কথা বোল্‌তে নাই। মা'র কথা রাখ্। দস্যুপতি যা বলে, তাই শোন্।

প্রহ্লাদ। হা হরি! আমাকে মায়ামোহিত করবার জন্যই কি আমার মাতাকে, ভ্রাতাকে আচম্বিতে এখানে পাঠালে? (ভৌরার প্রতি) দস্যুপতি! আমার ছার প্রাণে প্রয়োজন নাই। খড়্গাঘাত কর।

ভৌরা। (কয়াধূ ও হ্রাদের প্রতি) সর তোমরা (খড়্গোত্তোলন করিয়া) জয় মা কালি!

কয়াধূ। (অতি ব্যাকুলচিত্তে) ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও।

পুত্রে মোর কোরো না বিনাশ।
আমারে কালীর পাশে কর বলিদান;
বাঁচাও পুত্রের প্রাণ।
এই আমি ভূমিষ্ঠ হইয়া,
পড়িনু লুটিয়া;
আমাকেই কাট, দস্যুপতি! (ভূতলে শয়ন)

হ্রাদ। না না, দস্যুরাজ! আমাদের জননীকে বিনাশ কোরো না। মা আমার নিহত হলে, কে আমার এই ছোট ভাইটিকে লালনপালন কোর্‌বে! বরঞ্চ আমাকে বধ কর। মাতৃপ্রাণ আমাকে ভিক্ষা দাও। এই আমি কালীদেবীর সমক্ষে অবনতমস্তক হলেম, খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ড কর।

(ভূতলে শয়ন)

ভৌরা। একি বিভ্রাট! বলির লগ্ন যায় যায় হয়েচে। কেন তোমরা বাধা দিচ্ছ? আর আমি বিলম্ব কোত্তে পারিনি। (মোগ্‌রা ও ঝুঞ্চুর প্রতি) ওরে, তোরা এই ছেলেটার মাকে আর ভাইকে বেঁধে ফেল্। (তাহাদের তদ্রূপ করণ)

কয়াধূ। (অত্যন্ত রোদনে) দস্যুপতি! দস্যুপতি!

দারুণ কঠিন তুমি!
খুলে দাও কঠিন বন্ধন,
পুত্রের লইয়া আমি করি পলায়ন।
এ ঘোর নিষ্ঠুর কাজ,
কোরো না কোরো না, দস্যুরাজ!

হ্রাদ। দস্যুনাথ! কোরো না নিপাত

কনিষ্ঠ ভ্রাতারে মোর।
হয়, ভ্রাতারে ছাড়িয়া দাও,
নয়, তিন জনে দেহ বলিদান।

প্রহ্লাদ। হায় হায়, চক্ষের সমক্ষে মাতা ভ্রাতার এত দুর্গতি! আর সহ্য হয় না। দস্যুপতি! এইবার অবসর পেয়েচ, অবিলম্বে খড়্গাঘাত কর। জয় হরি দয়াময়!

(পুনর্ব্বার ভূতলে শয়ন)

ভৌরা। (খড়্গোত্তোলন করিয়া) জয় মা কালি!

কয়াধূ ও হ্লাদ। (অত্যন্ত অধীর হইয়া) হায় হায়, কি হল, কি হল! (উভয়ের মূর্চ্ছা)

(সহসা নেপথ্যে কোলাহল)

নেপথ্যে দস্যুবালকবালিকাগণ। সব্বনাশ, সদ্দার, থামো থামো, তুমার সব্বনাশ ঘট্যাছে।

বেগে চাঁদনীর মৃতদেহ লইয়া দস্যুবালক-বালিকাগণের প্রবেশ।

ভৌরা। (দেখিয়া শশব্যস্তে) ও রে! এ কি এ কি!

১ম দস্যুবালক। (সরোদনে) সাপে কেট্যাচে, তুমার মেয়্যা নাই। (ভূতলে চাঁদনীর মৃতদেহরক্ষা)

ভৌরা। (সহসা অত্যন্ত শোকে উন্মাদের ন্যায় হইয়া) হায় হায়, হরিবে বিষাদ! মা আমার! মা আমার! হা চাঁদা! (মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতন ও দস্যুগণের হাহাকার করণ)

ঝুণ্ডু। হায় হায়, কি সব্বনাশ! সদ্দার বেহুঁস্। বাতাস কর্—মুখে জল্ দে। (উভয়ের তদ্রূপ করণ)

প্রহ্লাদ। ও গো, আমারও বন্ধন একবার খুলে দাও। আমিও মূর্চ্ছিত দস্যুপতিকে বাতাস করি, মুখে জল দি।

ঝুণ্ডু। সে কি! তুমি এমন কথা কেন বোল্‌চো! তোমার মা ভাই মূর্চ্ছিত হয়ে প'ড়ে আছে, ওদের দিকে তোমার দয়া হলো না।

প্রহ্লাদ। ও গো, আমার মা ভায়ের মূর্চ্ছার অপেক্ষা দস্যুপতির মূর্চ্ছা অতি ভয়ঙ্কর।

ঝুণ্ডু। কি কোরে বুঝ্‌লে?

প্রহ্লাদ। যে ব্যক্তির কঠিন হৃদয় আমার অনুরোধে, আমার ভ্রাতার বিনয়ে এবং আমার স্নেহময়ী মাতার রোদনে তিলমাত্রও গলে নি কিন্তু যখন নিজ কন্যার মৃত্যুদর্শনে তার সেই কঠিন হৃদয় শোকবজ্রে শত খণ্ড ভেঙে গেল, তখন দস্যুপতির মূর্চ্ছা অতি ভয়ঙ্কর। আমার জননীর আর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বন্ধনও খুলে দাও; আমরা সকলে মিলে কন্যাহারা দস্যুপতির সেবা করি।

ঝুণ্ডু। আচ্ছা, আমি তোমাদের সকলের বন্ধন খুলে দিচ্চি। (তদ্রূপ করণ) কই, তোমার মা ভায়ের মূর্চ্ছো যে ভাঙলো না।

প্রহ্লাদ। আচ্ছা, আমিই ততক্ষণ দস্যুপতির সেবা কচ্চি! ভগবান্ হরির কৃপায় আমার মাতা, ভ্রাতা এখনি চেতনা লাভ কোর্‌বেন। (ভৌরাকে প্রহ্লাদের বাতাসকরণ)

ঝুণ্ডু। হরিদাস! জল ফুরিয়ে গেল, তবু যে মূর্চ্ছো ভাঙ্‌লো না। তুমি এই কলসীটে নিয়ে গিয়ে, ঐ পুকুর থেকে শীগ্‌গির জল আন।

[কলসী লইয়া প্রহ্লাদের প্রস্থান।

কয়াধূ। (চৈতন্য লাভ করিয়া বিভ্রান্তচিত্তে সরোদনে)

কই কই, বাছা কই!
দস্যুপতি! পুত্রহীনা করিলে আমায়!
(চাঁদনীর মৃতদেহ দেখিয়া) হায় হায়,
এই যে আমার প্রিয় প্রাণের তনয়
ধূলায় লুটায়!
ধড় ছেড়ে গেছে প্রাণ!
(উক্ত দেহ ক্রোড়ে লইয়া উন্মত্তভাবে মুখচুম্বন করিতে করিতে)
মায়ে ফেলি একাকী কি গেলি!
একাকী দিব না যেতে,
আমারেও নেরে সাথে, প্রাণের কুমার!
হরি, হরি! এই কি হে মনে ছিল!
হরি বলে যেই জন,
তার ভাগ্যে অকাল-মরণ!
তার শুধু সম্বল রোদন!

হা পুত্র, হা অভাগীর নিধি!
এ কি বিধি, বিধি হে তোমার!
(মূর্চ্ছিত ভৌরার প্রতি) দস্যুপতি!
পুত্রে মোর করিয়া নিধন,
আনন্দে শয়ন করিয়াছ ভূমিতলে।
এ আনন্দ কি ভাল, দস্যুরাজ!
হান হান খড়্গাবাজ আমারো মস্তকে!

হ্লাদ। (চৈতন্য লাভ করিয়া সকাতরে)
কই কই জীবন সোদর
কনিষ্ঠ সোদর মোর!
কই কই স্নেহময়ী মা আমার!

কয়াধূ। (সরোদনে) আয় হ্লাদ,
দেখ্ রে প্রমাদ ঘোর!
এই দেখ্,
ভাই তোর শূন্যপ্রাণে মোর শূন্যবুকে!
হায় হায়, প্রহ্লাদ রে!
কোথা গেলি—কোথা গেলি অঞ্চলের ধন!

জলপূর্ণ কলসী লইয়া বেগে প্রহ্লাদের পুনঃপ্রবেশ।

প্রহ্লাদ। (শশব্যস্তে) মা! মা! এই যে আমি।

কয়াধূ। (প্রহ্লাদকে দেখিয়া)
না না, প্রহ্লাদ নহিস্ তুই।
প্রহ্লাদের মৃত দেহ কোলে মোর।
প্রহ্লাদের প্রেত-আত্মা তুই!
(হ্লাদের প্রতি) হ্লাদ রে!
সর্ব্বনাশ ঘটেছে রে,
নিশ্চয় প্রহ্লাদ মোর নাহি রে জীবিত!
জীবিত থাকিলে,
প্রেতাত্মা কি হেতু দেখা দিবে!

প্রহ্লাদ। না, মা! প্রহ্লাদের প্রেতাত্মা নহি মা!
জীবিত প্রহ্লাদ আমি।

কয়াধূ। কোলে তবে কে রে মোর?

প্রহ্লাদ। দস্যুপতিকুমারী চাঁদিনী।
ভুজঙ্গদংশনে কন্যা ত্যজিয়াছে প্রাণ।
দস্যুপতি নন্দিনীর শোকে,
নিরানন্দে ভূতলে লুটায়,—
অচেতন গভীর মূর্চ্ছায়।
চাঁদনীর মৃত দেহ দে মা মোর কোলে;
অঞ্চলহিল্লোলে দস্যুনাথে কর গো শীতল।
শত্রুরে করিলে দয়া,
দয়াময় হরি করিবেন দয়া আমাসবে।

(প্রহ্লাদের ক্রোড়ে চাঁদনীর মৃতদেহ অর্পণ ও অঞ্চলদ্বারা ভৌরাকে বাতাসকরণ)

প্রহ্লাদ। (চাঁদনীর মৃতদেহ ক্রোড়ে লইয়া উপবেশনপূর্ব্বক স্বগত)
কি অদ্ভুত হরিলীলা!
কি ঘটিতে কি যে ঘটে,
কার সাধ্য বুঝিবারে পারে?
কোথা, মোর বলিদান—
কোথা, কি না দস্যুসুতা হারাইল প্রাণ—
দস্যুপতি সুতা শোকে ভূমে অচেতন!
দয়াময় হরি!
এ কি খেলা খেলিলে আজি হে।

ভৌরা। (চেতনা লাভ করিয়া সরোদনে)
হায় হায়, কি হ'তে কি হল!
কোথা গেলি বাছা রে আমার।
অস্ফুটন্ত ফুল হইল নির্ম্মূল,
আকুল করিল মোরে!
মা কালি! এই কি গো মনে ছিল!
একমাত্র কন্যাটি আমার—নয়নের তারা!
তারাহারা করিলি মা তারা!
কাজ নাই তুচ্ছ প্রাণে মোর;
এ যন্ত্রণা ঘোর
সহিতে না পারি আর;
এই খড়্গে নিজ প্রাণ করিব সংহার।

(প্রহ্লাদের প্রতি)

যা রে শিশু, চলি যা রে ঘরে,
বলিদান দিব না রে তোরে,
বরঞ্চ দেখিয়া যা রে মোর বলিদান!

আত্মবলি দিয়া, কালীরে তুষিয়া,
নিভাইব কন্যা-শোকানল!

(আত্মনাশে খড়্গোত্তোলন ও তদ্দর্শনে
দস্যুগণের ভোঁরাকে নিবারণ-চেষ্টা)

না শুনিব কারো মানা ;
যাবে না বেদনা,
আত্মবলিদান বিনা।

(পুনর্ব্বার আত্মহত্যার জন্য খড়্গোত্তোলন)

প্রহ্লাদ। (চাঁদনীর মৃতদেহ ভূতলে রাখিয়া, সহসা ভোঁরার হস্ত ধারণ করিয়া) দস্যুপতি। আমার মিনতি রাখ, আত্মহত্যা কোরো না। আত্মহত্যার সমান পাপ নাই।

ভোঁরা। শোকের সমান তাপ নাই।

প্রহ্লাদ। আচ্ছা, দস্যুপতি, তুমি যদি আমার মন্ত্রে অটল বিশ্বাস কর, তবে আমি তোমার প্রাণাধিকা স্নেহের পুতুলী মৃতা কন্যাকে জীবিতা কোত্তে পারি।

ভোঁরা। তোমার কি মন্ত্র ?

প্রহ্লাদ। হরিনাম মন্ত্র।

ভোঁরা। (কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া) আচ্ছা, হরিদাস! তোমার হরিনাম-মন্ত্রে আমি বিশ্বাস কোত্তে পারি, যদি আমার চাঁদা আবার বাঁচে।

প্রহ্লাদ। আমার আর একটি কথা তোমায় রাখ্‌তে হবে।

ভোঁরা। বল।

প্রহ্লাদ। হরি এবং কালীকে ভেদভাবে ভাব্‌বে না বল। ভেদভাবে ভাব্‌লে, তোমার মৃতা কন্যার শরীর ও জীবনও ভেদভাবে থাক্‌বে, সুতরাং তোমার মৃতা কন্যা জীবিত হবে না।

ভোঁরা। আচ্ছা, তুমি যদি আমার মৃতা কন্যার ভিন্ন দেহ ও ভিন্ন প্রাণ একত্র সংযোগ কোরে, পুনর্ব্বার জীবিত কোত্তে পার, তবে, আমি হরি ও কালিকে ভিন্ন ভাব্‌বো না। আমার মত আমার অসংখ্য দস্যুও তোমার কথায় বিশ্বাস করবে। কিন্তু আমার মৃতা কন্যা যদি পুনর্ব্বার জীবিত না হয়, তবে তোমাকেও আমার কন্যার দশা পেতে হবে।

প্রহ্লাদ। আচ্ছা, ভাই, আমি তাতে প্রস্তুত আছি।

কয়াধু। (সভয়ে) বাছা রে! বাছা রে। কি হবে না জানি!

প্রহ্লাদ। ভয় কি, জননি? হরিনামের অমর শক্তির মহিমা আমার প্রাণের উপর দিয়ে কত বারই তো দেখেচো! মা! আজ আবার দেখ।

হরি এইবার বোঝা যাবে হে,
তোমার দয়াময় নাম, ওহে গুণধাম,
এইবার ভাল বুঝা যাবে।
আমার নিজের বেলায় প্রাণ দিয়েচ,
এইবার পরের বেলায় বোঝা যাবে।
আমার বিষমাখা অন্ন খেয়েচ, হরি,
আপনি খেয়ে, খাইয়ে মোরে,
বাঁচালে মোরে প্রাণে, হরি!
আজ পুন বিষপরীক্ষা হেথা,
অহি-বিষে মৃতা দস্যুসুতা,
প্রাণ দেহ দেহে, প্রাণদাতা।
বিষহর হরি, বিষ হর,
মহিমা তোমার প্রচার কর,
নহে আমি বিষ করিয়ে পান,
ত্যজিব ত্যজিব এ ছার প্রাণ।
যোড়করে ডাকি, এস হে এস হে,
প্রাণরূপে বোসো মৃতের দেহে।

(মৃতা চাঁদনীর মস্তক দক্ষিণ হস্তে স্পর্শ করিয়া)

হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

চাঁদনী। (পুনর্জ্জীবিতা হইয়া)—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

[সহসা পটপরিবর্ত্তন]

দৃশ্য—সচন্দ্র জ্যোৎস্নাময় অরণ্য।

কালিমূর্ত্তি ভেদ করিয়া রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তির আবির্ভাব।

ভৌরা। (সানন্দে ঊর্দ্ধে বাহু উত্তোলন করিয়া) হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল। (অন্যান্য দস্যুগণের প্রতি) ওরে মোগ্‌রা! ওরে ঝুণ্ডু! ওরে আর সকলে। অবাক্ হয়ে কি ভাব্‌চিস? এখনও তোদের ভেদভাব ঘোচে নি, রে ভাই? যেই হরি, সেই কালী, যেই কালী, সেই হরি। বল সকলে আমার সঙ্গে,—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

দস্যুগণ। ঊর্দ্ধে বাহূত্তোলন করিয়া) হরি-বোল—হরিবোল—হরিবোল।

চাঁদনী। (দস্যুবালকবালিকাগণের প্রতি) আর না, ভাই, আমরাও সকলে হাত তুলে বলি—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

ভৌরা। (সাহ্লাদে) আয় আয় মা আমার। আয় আয় হারানিধি। তোকে কোলে কোরে উচ্চস্বরে, বাপ্ মেয়েতে বলি—(উভয়ে) হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

সকলে। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

প্রহ্লাদ। (দস্যুবালকবালিকাগণের প্রতি) এস, এস, সকলে মিলে মৃতসঞ্জীবন হরিনাম গান করি।

দস্যুবালকবালিকাগণ ও প্রহ্লাদ।

সবাই মিলে বাহু তুলে,
ভক্তিভরে হৃদয় খুলে,
আয় রে নাচি হরি বোলে,
মনের সুখে ভাই।
হরিবোল—হরিবোল—
হরিবোল—হরিবোল!
হরিবোল—হরিবোল—
হরিবোল—হরিবোল!
ম'রে গেলেও, হরিনামে
আবার জীবন পাই॥
হরিবোল—হরিবোল—
হরিবোল—হরিবোল!
হরিবোল—হরিবোল—
হরিবোল—হরিবোল
নাম-সাগরে, প্রাণারামে,
আয় রে ভেসে যাই॥

ভৌরা। (প্রহ্লাদের প্রতি) আমার নিতান্ত অনুরোধ, পরিচয় দাও, তুমি কে?

প্রহ্লাদ। আমি দীনহীন হরিদাস।

ভৌরা। না। তুমি সাক্ষাৎ হরি। ছদ্মবেশে আমাদের মত অধম পাতকিকুলকে অকূল পাপ-সাগর স্রোতে উদ্ধার কর্‌বার জন্য এখানে এসেছ।

প্রহ্লাদ। না, ভাই, আমি হরি নই—হরি-দাস প্রহ্লাদ।

ভৌরা। (সবিস্ময়ে) হরিদাস প্রহ্লাদ। কোন্ প্রহ্লাদ?

প্রহ্লাদ। স্বর্গীয় রাজাধিরাজ মহারাজ হিরণ্য-কশিপুর কনিষ্ঠ পুত্র।

ভৌরা। (সভয়ে ও সলজ্জে) রাজকুমার। রাজকুমার! আমায় ক্ষমা কর। (পদধারণোদ্যোগ)

প্রহ্লাদ। এ কি, ভাই! এ কি কর। বরং এস, হরি হরি বোলে আলিঙ্গন করি।

(তদ্রূপ করণ)

ভৌরা। ধন্য হরিভক্ত প্রহ্লাদ! ধন্য প্রহ্লাদ-মহিমা।

প্রহ্লাদ। এস, সকলে মিলে ভগবান্ হরির মহিমা-কীর্ত্তন কোত্তে কোত্তে, বনে বনে ভ্রমণ করি।

সকলে।

দয়াল হরির লীলা খেলা
অবুঝ মোরা বুঝতে নারি।

কখন্ কালী খড়্গধরা,
কখন্ কালা বংশিধারী ॥
কে বোঝে, ভাই, হরির মায়া,
নিজেই পতি নিজেই জায়া,
স্বামিরূপী শিবের বুকে
শ্যামারূপা শ্যাম মুরারি ॥
দেবদেবীগণ ভিন্ন নহে,
একলা হরি ভিন্ন দেহে,
(যেমন) একক রবির লক্ষ ছবি
ভিন্ন ঘটে সারি সারি ॥

এক বিনে দুই নাইকো কভু,
তৎসৎ সেই হরি প্রভু,
তিনিই পিতা, তিনিই মাতা,
মুক্তিদাতা শান্তিবারি ॥
পাষাণ দারু ধাতু শিলা,
মাটির মাঝে হরির লীলা,
আকাশ বাতাস চেতন সাকার
আর নিরাকার একই হরি ॥

যবনিকাপতন।

সম্পূর্ণ।

লোভেন্দ্র-গবেন্দ্র।

সামাজিক ব্যঙ্গ-নাটক।

[A SATIRICAL SOCIETY-PLAY.]

নাট্যোক্ত ব্যক্তি।

পুরুষ।

লোভেন্দ্র ... কলিকাতানিবাসী জনৈক অর্থলোভী।
গবেন্দ্র ... লোভেন্দ্রের পুত্র।
পরাণ বাবু ... গোবিন্দপুরনিবাসী জনৈক ভদ্রলোক।
শ্যাম বাবু ... পরাণ বাবুর হিতৈষী বন্ধু।
গোপাল বাবু ... ... ঐ
হরি বাবু ... ... ঐ
মধু বাবু ... ... ঐ
রঙ্গা ... লোভেন্দ্র ও গবেন্দ্রের ভৃত্য।

এতদ্ব্যতীত দ্বারবান্, ঝাঁকা-মুটে, সন্ন্যাসী, কাস্ত্রী, ইত্যাদি।

স্ত্রী।

গোলাপসুন্দরী ... ... লোভেন্দ্রের পত্নী।
পান্না ... ... বেশ্যা।

এতদ্ব্যতীত ঝি ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কলিকাতা—লোভেন্দ্র বাবুর অন্তঃপুরস্থ ঠাকুরদালান।

চেয়ারে বসিয়া লোভেন্দ্রের শটকায় ধূমপান।

লো। গুড়ুকে গম্ভীরা বুদ্ধি, কোষ্ঠশুদ্ধি, ইষ্টসিদ্ধি। যখন টান মারি বুজে চক্ষু দুটি, তখন ক'নের বাপের করি ভিটে মাটি। বেদ পড়, বেদান্ত পড়, সংহিতা পড়, পুরাণ পড়, আগম পড়, নিগম পড়, তন্ত্র পড়, মন্ত্র পড়, কিন্তু তাম্রকূটধূমসন্নিধানে কখনই তোমার কোন শাস্ত্র টেঁক্‌তে পার্‌বে না। মাথা ঘামিয়ে, ঘাড় নামিয়ে, চোখের মাথা খেয়ে, মগজ খুইয়ে, শত শত শাস্ত্র পাঠে যে বুদ্ধিটুকু পাবে, তার চেয়ে, চেয়ারে বা তাকিয়ায় ঠেসান্ দিয়ে, বুক ফুলিয়ে, পা দুলিয়ে, শটকায় মারো টান, অনায়াসে আয়েসের সঙ্গে হও বুদ্ধিমান্। বঙ্কিম বাবু অনেক ভেবে চিন্তে তবে বিষবৃক্ষের ডালে শটকার নল ঝুলিয়েছেন। বঙ্কিম বাবুর হুঁক্কাবর্ণনার দাম লাখ টাকা। জিতা রহো বঙ্কিম বাবু! এই হুঁক্কার

গড়্ গড় হঁকার চোটে মেয়ের বাপকে হুক্কাহুয়া ডাক ছাড়িয়েছি,—গুড়ুক ধোঁয়ায় হড়ুক ধোঁয়া দেখিয়েছি। খাম্বিরায় গম্ভীরা বুদ্ধি, সেই বুদ্ধির জোরে মেরেছি টান, পরাণ বাবুর বধেছি পরাণ।

রঙ্গার প্রবেশ।

র। কর্ত্তা বাবু! পুজোর সব আয়োজন করেচি।

লো। শাঁক, ঘণ্টা, ধূপ, ধুনো, ফুল, নৈবিদ্যি ইত্যাদি সব ঠিক্?

র। দুব্বো ঘাসটি পর্য্যন্ত।

লো। সমস্ত এনে এই দালানে সাজা।

র। কর্ত্তা বাবু! আজ কোন্ ঠাকুরের পুজো হবে?

লো। ঠাকুর নয় রে, ঠাক্‌রোণ।

র। কোন্ ঠাক্‌রোণ? দুগ্‌গো ঠাক্‌রোণ?

লো। উহুঁ।

র। কালী?

লো। না

র। গঙ্গা?

লো। তাও না।

র। তবে রাধিকে?

লো। কতকটা বটে।

র। সবটা তবে কি, কর্ত্তা বাবু?

লো। ষষ্ঠী ঠাক্‌রোণ। যা তুই দৌড়ে নৈবিদ্যি টৈবিদ্যি নিয়ে আয়।

র। ষষ্ঠী ঠাক্‌রোণ কুমোরটুলী থেকে এসেচেন কি?

লো। তিনি আমার গৃহে চিরবিরাজমানা।

র। তিনি তো ষষ্ঠী ঠাক্‌রোণ নয়, শাল্‌গেরাম।

লো। ওরে ভ্যাবাগঙ্গারাম! সে পাথরের শাল্‌গেরাম, এ জীবন্তা ষষ্ঠী।

র। (স্বগত) দুর হোক্ ছাই, কি বলে বুঝ্‌তে নারি। জীবন্তা ষষ্ঠী কি? পুজো তো হবে, দেখ্‌তেই পাবো। (প্রকাশে) তবে পুজোর দেব্য সামিগ্‌গির আনি?

লো। দেরি করিস্ নি। শট্‌কাটা নিয়ে যা। আমি ততক্ষণ প্রণামীর মোহর আনি।

[লোভেন্দ্রের প্রস্থান।

র। (চেয়ারে বসিয়া শট্‌কা টানিতে টানিতে) খাম্বিরের ধোঁয়া, যেন মুড়কীর মোয়া। বড় মানষের বাড়ী চাক্‌রি করায় সুখ আছে, সকল জিনিষেরই ভাগটা ভাগ্যে ঘটে।

পুস্তকহস্তে পশ্চাৎ দিক্ দিয়া গবেন্দ্রর প্রবেশ।

গ। (রঙ্গার পৃষ্ঠে পুস্তকাঘাত করিয়া) রঙ্গা, কেমন রঙ্!

র। (সচকিতে চেয়ার সমেত ভূতলে পড়িয়া গিয়া) উহু উহু! ছোট বাবু, এই কি বিচের!

গ। দোষ কি? "সকল জিনিষেরই ভাগটা ভাগ্যে ঘটে"! (পুনঃ পুস্তক প্রহার)

র। উঃ, বটে বটে। আর ভাগ চাইনি।

গ। তুই বেটা, চেয়ারে বোসে, তোর সদ্ চেহারার বাহার দিয়ে, বাবার শট্‌কাটা কেন কোল্লি উচ্ছিষ্টি?

র। (স্বগত) খাম্বিরে ভারি মিষ্টি।

গ। এই, জবাব দিচ্ছিস্ নি কেন?

র। (সহাস্যে) ছোট বাবু, এইবার তোমার পালা। চেয়ারে বোসে, টান্ মায়োকোসে। ধর নল্।

গ। (চেয়ারে বসিয়া শট্‌কার নল ধরিয়া) ওরে, আছে, না ও কম?

র। কে? তামাক, না বাবা?

গ। দূর ব্যাটা পাজী!

র। তাতেও আমি রাজী, কিন্তু বড় মানুষের ছেলে, প্রাণ পায় বাবার প্রাণ খেলে।

গ। আমি অমন বাবাখাবা ছেলে নই।

র। তা বাবা তারকনাথই জানেন। তামাক যে বাজে পোড়ে, কাজে আসুক।

গ। (ধূমপান করিতে করিতে) ডাক্ শুন্‌চিস?

র। শুন্‌চি বই কি, ছোট বাবু! তুমি গুড়-গুড়ীর ল্যাজ ধোরে টান্‌চো, ও প্রাণের জ্বালায় "খুড়ো খুড়ো" বোলে ডাক্ ছাড়্‌চে।

গ। বা রে রোস্‌কে!

র। বক্‌সিস্‌টে যেন না যায় ফোস্‌কে।

গ। বিয়েটা চুকে যাক্; তোকে যৌতুকের ভাগ দেবো।

র। যৌতুক! ও কৌতুক।

গ। না রে ব্যাটা! নেহাৎ পক্ষে তোকে পাঁচ শো টাকা দেবো। আমার বাবা বরের বাবা, লুটবে টাকা থাবা থাবা! ক'নের বাবা বোকা হাবা, হাবুডুবু খাবিখাবা!

র। (সানন্দে) হুঁ! রঙ্গা তবে পাঁচ শো পাবা!

গ। মদ আছে, রঙ্গা?

র। আধ বোতোল ভাঙ্গা।

গ। মাজন?

র। তোলাটাক ওজন!

গ। ভাঙ্?

র। এক ছটাঙ্।

গ। চরস্?

র। ছিলিম্ দুই—বস্।

গ। গাঁজা আছে?

র। ফুরিয়ে গেছে।

গ। তবে এক কাজ কর, এই বই খানা ঠন্‌ঠনের মোড়ের কাছে হকারের দোকানে বেচে গাঁজা কিনে আন।

র। এ খানা কি বই?

গ। পি, ঘোষের এরিথ্‌মেটিক্।

র। অথমাটি! ঠিক্ হয়েচে! শুধু আমার মত চাকরেই ছেলে মাটি করে না, ইস্কুলের মাষ্টাররাও ছেলে মাটি কর্‌বার মজবুৎ খুঁটি! দেখ দিকি বিবেচনাটা। বিদ্যেসুন্দর, রসমঞ্জরী, সম্ভোগরত্নাকর আদি রঙ্ বেরঙের মজাদার বই থাক্‌তে, ছাত্তরদের বই পড়ায় কি না অথমাটি! যখন বই-এর নাম অথমাটি, তখন এ দিকেও অথমাটি। দেও, ছোট বাবু! ও ছাই অথমাটি মাটি কোরে খাঁটি আনি।

গ। খাঁটি না খুঁটী।

র। নমো বিষ্টু! ভুলে গেচি। হাঁ হাঁ, দেও গাঁজা আনি। হকার দাম দেবে কত?

গ। যা দেয়, তাই নিস্।

র। যদি কিছু না দিয়ে কিনে নেয়।

গ। দাম না হোলে কি কেনা বেচা হয়?

র। তবে কবিরে বলে কেন, "বিনি মূলে বিকাইনু তব রাঙা পায়?"

গ। কবিরা বিনি মূলেই কেনা বেচা করে।

র। কেন, ছোট বাবু?

গ। প্রায় কবিরা ভারি গরীব মানুষ। মূল্য পাবে কোথায়?

র। তবে বইওয়ালারাও তো গরীব মানুষ।

গ। কেন?

র। তারা যে গরীব কবিদের কবিত্বভরা চোতা পাতা দোকানে রাখে। অথমাটি কোরে তোমায় অথমাটি লেবে কেন?

গ। ওরে, এ দেশে তোর এই অথমাটির লোভেই লোকে অথমাটি করে। কবির কবিতা খাঁটি জিনিষ, তা কেউ চায় না। তুই ঝট্‌পট্ অথমাটির কারবার কোরে চোলে আয়।

র। ঝট্‌পট যাওয়ার মেহনৎআনা?

গ। তুই নিস্ বারো আনা, আমাকে দিস চার আনা।

র। চার আনার গাঁজাতেই সান্‌বে?

গ। না হয় শক্তিশেল হান্‌বে।

র। আচ্ছা আচ্ছা, অথমাটি দাও, ছোট বাবু। (পুস্তক লইয়া) খানিক পরে যাচ্চি।

গ। এখন না যাবার কারণ কি?

র। তোমার বাবা বাবুর ষষ্ঠীপুজোর যোগাড় কোরে দিতে হবে।

গ। (সরোষে) কি! বাবা ষষ্ঠীপুজো কোর্‌বে?

র। কোর্‌বে।

গ। (সরোষে) এই কি পিতার পিতৃধর্ম্ম! এই

কি কর্ত্তৃকর্ম্ম। এত দিনে আমি বুঝলুম, বাবা আমার পরম শত্রু।

র। সে কি, ছোট বাবু! বাবা কি কখনো ছেলের শত্তুর হয়? বিশেষ, আবার যে সে বাবা নয়, গবু বাবুর বাবা! তোমার বাবা, বাবা বোলে বাবা রাজা বাবা। তুমি খুব নিরেট মোটা হবে বোলে, তোমার বাবা মশয় সের সের দুদ, ঘি, মাখন, ছানা, পাঠান ছানা, ফুলকো লুচি, পেস্তা বাদাম কিচ্‌মিচির কুঁচির পাকা বরাদ্দ কোরে দিয়েছেন। এত নিরেট মোটা হবার আবিশ্যক কি? না চড়া দরে তুমি বিকুবে বোলে। কার কাছে বিকুবে? না ক'নের বাবার কাছে।

গ। রাখ্ ব্যাটা, তোর ফাজ্‌লিমি।

র। ফাজ্‌লিমি নয়। আবার শোনো অঙ্গমোটার পর রঙ্গফোটা। তাই তোমার বাবা বাবু সাবান, সুগন্ধ গোলাপী নারকেল তেল, পাউডার, পোমেটম জোগাচ্চেন। এত কেন? না খুব চড়া দরে তুমি ক'নের বাবার কাছে বিকুবে বোলে।

গ। ফের্ ফোচ্‌কিমি!

র। উল্টো বোঝো কেন? আরো শোনো, এই তো গেল অঙ্গমোটা, রঙ্গফোটা; তার পর বাহার ঘটা। আহা, বাহার-ঘটার বন্দোবস্তোর ঘটাই বা কত! কিসের বেশে তুমি ক'নের বাবাকে দিশে হারা কোর্‌বে, তোমার বাবা বাবু তাই ভেবে ভেবে, ভাবনার ডোবায় হাবুডুবু খাচ্চেন। ইংরিজি দর্জ্জি বল, পার্শী দর্জ্জি বল, ফার্শী দর্জ্জি বল, বোম্বাই দর্জ্জি বল, মান্দ্রাজী দর্জ্জি বল, বাঙালী দর্জ্জি বল, চীনে দর্জ্জি বল—কত বলবো—ধোরে নেও মুল্লুকের দর্জ্জি—তোমার রূপের বাহার খুব খোল্‌তাই হবে বোলে, রঙ্ বেরঙের তর্ কেত্তরের কাটা পোষাক, গোটা পোষাক সরবরাহ কোচ্চে। কেন কোচ্চে? না তোমার বাবা ক'নের বাবার কাছে তোমাকে চড়ার ওপর চড়া দরে বেচ্‌বেন বোলেই তো।

গ। ফের্ চালাকি!

র। চালাকি ফালাকির সঙ্গে আমার কুটুম্বিতে নেই। ঠিক্ কথা বোলচি। তোমার বাবা তোমার শত্তুর হোলে কি কখনো এমন কোরে মানুষফাল্‌টির ডেরেনের মাঝে অঙ্গচ্ছের জল চলার মত টাকা খরচ করেন?

গ। মানুষফাল্‌টি কি রে ব্যাটা?

র। ঐ যে, ছোট বাবু, যে মানুষগুলো ছুঁচের মত হয়ে ঢোকে, শেষে ফালের মত বেরোয়।

গ। তোর কথা বুঝ্‌তে পাচ্চি নি।

র। ঐ যে, যারা পাইখানা, নর্দ্দমার জন্যে পেরজাদের ঘাড়ে রকম রকম টেক্সো চাপায়।

গ। ও বুঝেচি, মিউনিসিপ্যালিটি।

র। হাঁ্য হাঁ্য। তবে ছোট বাবু, ঠিক্ বল দিকি, তাদের বড় বড় নর্দ্দমার মাঝ দিয়ে গড়গড়িয়ে জল যাবার মত তোমার বাবা তোমাকে মেয়ের বাবার কাছে চড়া দরে বেচ্‌বেন বোলে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢাল্‌চেন কি না?

গ। না।

র। সে কি, ছোট বাবু, অমন কথা কি বল্‌তে আছে?

গ। কেন বোল্‌বো না? হাজার বার বোল্‌বো। বাবা যদি আমার মঙ্গল চাইতেন, তবে আবার ষষ্ঠীপুজো করা কেন? আমি হেন একমাত্র কুলের মুখোজ্জ্বল গ্যাস্-লাইট ছেলে থাক্‌তে, তিনি আবার ছেলের জন্য ষষ্ঠীপুজোয় মন দিয়েচেন। তবে, রঙ্গা, বল্ দিকি, যে বাবা ছেলে বর্ত্তমানে ফের ছেলে চায়, সে বাবা কি বাবা?

র। হুঁ, তা বটে। তবে উপায়?

গ। উপায় আছে।

মেরে ষষ্ঠী ঠাকুর
ধুলোর মত গুঁড়িয়ে দেবো।
বাবা ব্যাটার ছেলের আশা
ব্রাণ্ডী মদে মিশিয়ে খাবো॥

থাক্‌তে আমি আবার ছেলে,
ভাঙবো মাথা একটি কিলে,
রক্ত দেখে, রক্ত মেখে,
না হয় ছ'মাস জেলে যাবো।

র। না, ছোট বাবু, সৎপুত্তুরের অমন কাজ কোত্তে নেই। তার চেয়ে আর এক কাজ কর, সাপও মর্‌বে না, লাঠিও ভাঙ্‌বে না, অথচ তোমার মনোবাঞ্ছা পুন্নিত হবে।

গ। কি কোর্‌বো?

র।

মালীর ঘরে, দিব্যি কোরে,
দম্ বেদমে টেনে গাঁজা।
বুদ্ধি খাটাও, ওষুধ্ খাওয়াও,
বাপ্‌কে তোমার কর বাঁজা॥
একলা ছেলে একলা রবে,
খাসী বাবা জব্দ হবে,
হদ্দ মজা সদ্য পাবে,
উজীর আমি, তুমি রাজা॥

গ। পুরুষকে ওষধ খাইয়ে বাঁজা করা কাপুরুষের কাজ। ও আমি চাই না। I want to fight with my Budmash father. বদমায়েস বাবার ভাগ্যে ঘুসোর ওষুধ ব্যবস্থা। ছেলে পিণ্ডি দেয় মরা বাবার, আমি পিণ্ডি দেবো জ্যান্তো বাবার।

[বেগে প্রস্থান।

র। ছেলে বাবু তো বাবা বাবুর পিণ্ডি চট্‌কাতে গেলেন, আমিও ষষ্ঠী ঠাক্‌রোণের নৈবিদ্যি চট্‌কাই।

[প্রস্থান।

লোভেন্দ্রের পুনঃপ্রবেশ।

লো।

ষষ্ঠীপূজো কোরে আমি
ইষ্টিসাধন কোরে নেবো।
একটা বেটার বাবা আছি,
দশটা বেটার বাবা হবো॥
এক্ এক্ ছেলে দশ হাজারে,
বেচ্‌বো কোসে বের বাজারে,
মেয়ের বাবার দফারফা,
ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে দেবো॥

নৈবেদ্যাদি লইয়া রঙ্গার পুনঃপ্রবেশ।

র। এ সব কোথায় রাখ্‌বো?

লো। সব্ ঠিক্?

র। আজ্ঞে, হুজুর!

লো। এই দালানের ভেতোর সিংহাসনের কাছে সাজিয়ে রাখ্। শাঁখ, ঘণ্টা, কাঁসর কই?

র। আন্‌চি, হুজুর।

লো। শীগ্‌গির যা। আমিও ষষ্ঠী-প্রতিমা আনি।

[উভয় দিক্ দিয়া উভয়ের প্রস্থান।

যষ্টিহস্তে গবেন্দ্রের পুনঃপ্রবেশ।

গ। দাঁড়াও, ষষ্ঠীপূজো বার কোচ্চি।

শঙ্খ, ঘণ্টা ও কাঁসর লইয়া রঙ্গার পুনঃপ্রবেশ।

র। হাতে ও কি, ছোট বাবু?

গ।

র। কেন?

গ। ভাঙ্‌বো ষষ্ঠী।

র। নেহাৎ।

গ। হাতে হাত। বাবা ব্যাটা কোথা?

র। ষষ্ঠি পিতিমে আন্‌তে গেচেন।

গ। আচ্ছা, আমি লুকিয়ে থাকি।

[প্রস্থান।

গোলাপসুন্দরীর সহিত লোভেন্দ্রের পুনঃপ্রবেশ।

লো। তাতে দোষ কি?

গোলাপ। তুমি কি খেপেচো?

লো। না, গিন্নি! তোমাকে এই সিংহাসনে

বোস্‌তেই হবে। তুমিই আমার জীবন্তা ষষ্ঠী। একটি অমূল্য রত্ন প্রসব কোরেচো; আজ তার কৃতজ্ঞতা দেখিয়ে ঋণ শুধ্‌বো। তোমার পাদ-পদ্ম পূজো কোরে ষষ্ঠীভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাবো। হে ইন্দুনিভাননে, বোসো এই সিংহাসনে।

গোলাপ। আমার কম্ম নয়।

লো। তবে মোর্‌বো নিশ্চয়। তুমি বিধবা হবে। পতিহত্যা মহাপাপ, দিও না মনস্তাপ।

র। (স্বগত) ও বাবা! যাব কোথা! কত্তা-বাবুর গিন্নী ঠাক্‌রোণ হচ্চেন ষষ্ঠী ঠাক্‌রোণ! ভালা নীলেখেলা!

লো। বোসো, গিন্নি, দোহাই তোমার।

গোলাপ।

মুখে আগুন্ লাগুক্ তোমার,
ছিষ্টিছাড়া ঢং।
ভাতার হয়ে মাগ্‌কে বল
সাজতে, ছিছি, সং॥
ষষ্ঠী বুড়ী সাজ্‌বো আমি,
ঘণ্টা নেড়ে পূজ্‌বে তুমি,
ও মা, ছি ছি, কি ঘেন্না, উল্টো রকম রং॥

লো। না, গোলাপসুন্দরি। না, লোভেন্দ্র-ক্ষোভবারিণি! না গবেন্দ্রগর্ভধারিণি! এ উল্টো রকম ঢং সং রং নয়। সত্যি সত্যি, তুমি আমার সত্যিকার ষষ্ঠীদেবী। তোমার অপার কৃপায় একটি গবা পেয়েচি, আরো গোটা দশ পনর গবা চাই। তাই এই ষোড়শোপচারে পূজার আয়োজন।

র। (স্বগত) হুঁ, এমন! গবার বাবা হাবা নয় তো, খুব চালাক। গবাও হাবা নয়, তাই ষষ্টি মেরে ষষ্ঠী ভাঙ্‌তে চেয়েচে। তা হবেই তো, "বাপ্ কি বেটা, সিপাহী কি ঘোড়া, কুছ্ নেহি তব্‌ভি থোড়া থোড়া"। আমিও দেশে গিয়ে আমার বৌকে ষষ্ঠী গোড়ে গড় কোর্‌বো—আঁটকুড়ো নাম ঘুচুবো—ক'নের বাপ্‌কে খুঁচুবো।

লো। বোসো গো, বেলা বেড়ে যায়।

গোলাপ। যদি না বসি।

লো। তবে একটা গবায় কটা মেয়ের বাবাকে গাবাবো? দশ পনরটা হলে গবা, ঢাল্‌বো টাকা কেটে ডোবা। এক এক গবা = দশ দশ হাজার টাকা। অর্দ্ধেক টাকা তোমার, অর্দ্ধেক আমার। এতে রাজী আছ?

গোলাপ। খুব রাজী।

র। (স্বগত) বাঃ জী! বাঃ জী! ঠাকুর কামরূপ কামিখ্যের মন্তর। ধাপী মাগী তোমায় হোলো আধা টাকার ভাগী, অম্নি ষষ্ঠী বুড়ী!

গোলাপ। তবে সিংহাসনে বসি। পূজো কর্‌বার পুরুত কে?

লো। তোমারি এই নিমকের গোলাম।

র। (স্বগত) বাঃ কত্তা বাবুজী! দীর্ঘজীবী হও। জন্ম জন্ম মেগের গোলামী কর। আমি দেখে চোক জোড়াটা জুড়ুই। বাঙ্‌লার ঘরে ঘরে তোমার মত মেগের গোলাম থৈ থৈ কোচ্চে।

গোলাপ। হ্যাঁ গা! তুমি ষষ্ঠীপূজোর মন্তর তন্তর জান?

লো। মন্তর তন্তর নেই বা হোলো।

র। আজ্ঞে, নিজে যখন হুজুরীর পূজুরী হলেন, তখন মন্তরটা—

লো। আমি যে জানিনি, রে ব্যাটা।

র। তবে ব্রহ্মমতে কর্ম্ম করুন। জন্ম, ধর্ম্ম, মর্ম্ম, সকলই সফল হবে।

লো। ব্রহ্মরা কি ষষ্টীপূজো করে, রে ব্যাটা?

র। তবে সমাজের মাঝে টানাপাখার তলায় পাল পাল মেয়ে মদ্দয় বোসে কিসের মন্তর পড়ে?

লো। সে "একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

র। এ গম্ভীর শব্দটার অর্থ কি হুজুর?

লো। এক বই দুই নাই।

র। যদি এক বই দুই নেই, তবে ব্রহ্মসমাজের মাঝে, মেয়ে মদ্দ কেন বিরাজে? হয় খালি মেয়ে থাক্, নয় খালি মদ্দ থাক্। এ ভারি অন্যায় কথা, থাকে দু রকম, বলে এক রকম।

গোলাপ। ও গো, ওর সঙ্গে মিছে বকাবকি কোচ্চো কেন? তুমি নমো নমো বোলে পূজো

কর। মন্তরে কি এসে যায়? ভক্তিবলে মুক্তি পায়।

লো। ঠিক্ বোল্চেচো, প্রিয়তমে! বোসো তবে এই সিংহাসনে।

গোলাপ। (সিংহাসনে বসিয়া) এই বোস্লুম্, পুজো কর।

লো। (পূজা করিতে করিতে) হে রত্নগর্ভে! অদ্য ভক্তিভরে তোমার আল্তাপরা রাঙা পা দু'খানি পুজো কোচ্চি। সদ্য সদ্য যেন তোমার গব্ভকোষ হ'তে কুড়িটি বাচ্চা বহির্গত হয়। দেবি! মানুষের এক এক বাচ্চা হ'তে দশ মাস দশ দিন দেরি হয়। অত দেবি, হে লম্বোদরি! সইতে পারি নি। সগররাজার পত্নী যেমন ষাট্‌হাজার ছেলেভরা থোলে বিইয়েছিলো, তুমিও দু এক দিনের মধ্যে তোমার গব্ভ হ'তে তেমিতর একটা থোলে বার কোরে ফেল, তা হ'লেই এই দীনহীন অর্থলোভী লোভেন্দ্র স্বর্গের ইন্দ্র হবে। হে জীবন্তা ষষ্ঠি! তোমার চরণকমলে প্রণাম করি, বরং দেহি বরাননে! (ভূমিষ্ট হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত)

র। (স্বগত) আমার আক্কেল গুড়ুম! আমিও ধুড়ুম কোরে ভুঁয়ে পোড়ে একটা গড় করি। (প্রকাশে) জয় মা ষষ্টি! তুষ্টি হও, বড় বাবুর ইষ্টি পুরোও, গুষ্ঠী বিদ্ধি কর, ছেলের কুষ্ঠী পুষ্টি কর।

লো। (কৃতাঞ্জলিপুটে) হৃষ্ট পুষ্ট বীর বলিষ্ঠ ছেলে প্রসব কর, কিন্তু আধখানিও মেয়ে বিইও না।

গোলাপ। কটি ছেলে বিওবো?

লো। অন্ততঃ এক কুড়ি।

গোলাপ। উহুঁ, অত ছেলে বিওলে আমার সোনার অঙ্গ দু'দিনেই ধোস্‌কে যাবে, কালিষ্টি হবে —কুচ্ছিরী হবে—যৌবন বুড়িয়ে যাবে। বাপ্! কম নয়, কুড়ি বার খালাস হওয়া। আমার কম্ম নয়।

লো। তবে দশবারে যমজ ছেলে কুড়িটি।

র। (স্বগত) বান্দা না-ছোড়-বান্দা!

গোলাপ। তাতেও রাজী নই।

লো। তবে পাঁচ বারে পাঁচ গণ্ডা হিসাবে গণ্ডা গণ্ডায় এক কুড়ি।

গোলাপ। আমার গব্ভ যে থব্ব।

লো। আজ্ঞে না, আপনার গব্ভ ইণ্ডিয়ান্ রবারের ব্যাগ্।

গোলাপ। মুখে আগুন্ তোমার।

লো। তা যাই বল, দেবি! এক কুড়ি বাচ্চা বিওতেই হবে। নৈলে আমি জন্মভোর বোসে বোসে কি খাব?

র। কত্তা বাবু, তবে পাটার বাচ্চা মাকে বিওতে বোলচেন কি?

লো। ধোত্তে গেলে তাই বটে। তবে কেটে খাওয়া নয়, বেচে খাওয়া।

র। খোলোসা কোরে বোল্লেন, আমিও বুঝ্লুম। এইবার মার আরতি করুন্।

লো। দাঁড়া, ব্যাটা! আগে মার কাছে বর নি।

গোলাপ। ছি ছি, ধিক্ থাক্ তোমাকে। দুটো চোকেরই মাথা খেয়েচো! কাকে কি বোল্চো?

লো। তাতে দোষ কি? এখন তো তুমি গবার মা গোলাপ নও, ভক্তের মা ষষ্ঠী ঠাক্‌রুণ।

গোলাপ। তুমি অধঃপাতে যাও—আমি ওপোর ছাতে যাই। (গমনোদ্যোগ)

লো। না না, তা যেতে দেবো না। বরং দেহি বরং দেহি বরং দেহি বরাননে! না হোলে আবার বোল্‌বো—

গোলাপ। রক্ষে কর, আর বোল্‌তে হবে না। এক কুড়িই বিওবো।

লোভেন্দ্র ও রঙ্গা। জয় জয়, ষষ্ঠীদেবীর জয়।

গোলাপ। এই বার যাই।

লো। আরতিটে কোরে নি। ওরে রঙ্গা! কাঁসর বাজা। (উভয়ের তদ্রূপ করণ)

ইত্যবসরে বেগে যষ্টিহস্তে গবেন্দ্রের প্রবেশ।

গ। (সরোষে) বটে, বাবা! এই বুঝি বাবার কাজ? এক আধটা নয়, একবারে এক কুড়ি।

কেন আমি কি তোমার একাই এক পো নই? বাবা হয়ে ছেলেকে ছলনা! দাঁড়াও, তোমার ষষ্ঠী ঠাকুর লাঠির চোটে গুঁড়িয়ে ফেলি। (যষ্টি উত্তোলন)

লো। (শশব্যস্তে) আরে আরে, গবেন্। থাম্ থাম্।

গ। কখনই না—কখনই না—কখনই না।

গোলাপ। (সভয়ে) ও গবা! থাম্ বাবা! আমি ষষ্ঠী নই, তোর মা।

গ। তাই এক কুড়ি—না?

গোলাপ। আমার দোষ নেই, গবু! এক কুড়ির গোড়া তোর বাবা বাবু।

গ। রও, দুজনকেই কর্‌বো কাবু, খাওয়াবো সাবু। (প্রহারোদ্যোগ)

ব। ছোট বাবু! একটু থামো। আরুতিটে হোয়ে যাক্। আরুতির সময় বিসর্জ্জনের বাদ্যি বাজিও না। কত্তা বাবু! শাঁক ফুঁকুন, ঘণ্টা ঠুকুন। আমি কাঁসর গাঁজি। (কাঁসরবাদ্য)

গ। তবে রে ছুঁচো পাজী! দাঁড়া, তোকেও বিসর্জ্জন দিচ্চি। (প্রহারোদ্যোগ)

ব। (ভয়ে) দোহাই, ছোট বাবু! আমি এক কুড়ি ছেলের দায়ী নই। আমি চাকর বইতো নয়।

গ। পাঠাই যমালয়।

ব। (ভয়ে) ও বাবা রে! গেলুম রে!

[বেগে প্রস্থান।

গ। কোথা পালাবি, ব্যাটা! আগে তোকে, তার পর বাবা মাকে।

[বেগে প্রস্থান।

গোলাপ। ওগো! ফাঁক পেয়েচি, এই দিক্ দিয়ে পালাই। (পলায়নোদ্যোগ)

ল। একলা পালিও না। যদি হোঁছোট লাগে, তবে দফা রফা। আমাকেও আঁচল ঢেকে নিয়ে পালাও।

[উভয়ের বেগে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গোবিন্দপুর—পরাণ বাবুর বাটী।

পরাণ বাবু, শ্যাম বাবু, হরি বাবু, গোপাল বাবু ও মধু বাবু আসীন।

শ্যাম। মহাশয়, আর ভাব্‌বেন না। ভগবান্ প্রজাপতিই যখন আপনার কন্যাদাতা, তখন তিনিই আবার আপনার মঙ্গলদাতা হবেন।

পরাণ। শ্যাম বাবু, মনে করি ভাব্‌বো না, কিন্তু ভাবনাতো আমায় ছাড়ে না। একটি আধটি নয়, আমার পাঁচটি কন্যা যথাসর্ব্বস্ব খুইয়ে বড়টি আর মেজটির বিবাহ দিয়েচি। এখনো তিনটি বাকি। এখন সেজো মেয়ে কিরণবালার বয়স প্রায় বারো বৎসর। আর তো রাখ্‌তে পারিনি। হায়, হায়, আমার জাত কুল সব যায় বুঝি। ওঃ কোথায় চোদ্দ হাজার টাকা পাই।

হরি। লোভেন্দ্র বাবু কি এর কমে সম্মত হবেন না?

পরাণ। কিছুতেই না তিনি চান পনর হাজার টাকা, নেহাৎ পক্ষে চোদ্দ হাজার, চোদ্দ হাজারের এক ক্রান্তি কম হোলে, আমার সর্ব্বনাশ কোরবেন।

শ্যাম। আপনি অন্য পাত্র ঠিক করুন; খুব কমে হবে, উর্দ্ধসংখ্যা দেড় হাজারের মধ্যেই ঝঞ্ঝাট মিটে যাবে।

পরাণ। তা তো বটে, কিন্তু লোভেন্দ্র বাবুর হাড়কাঠে যে আমার গলা গলানো রয়েচে।

শ্যাম। কেন?

পরাণ। আমার বড় মেয়ে, মেজো মেয়ের বিবাহকালে দু'দফায় তার কাছে আমার এই ভদ্রাসন বাটী আট হাজার টাকায় বন্ধক রাখি। ফার্ষ্ট মর্টগেজে পাঁচ হাজার আর সেকেণ্ড মর্টগেজে তিন হাজার, তা ছাড়া হাণ্ডনোট লিখে আর দু হাজার টাকা নি। এখন সুদে আসলে গাড়ে তেরো হাজার টাকা ঋণ দাঁড়িয়েচে। পরিশোধের কোনরূপ উপায় নাই। তিনি যে পেয়ে, চেপে

পোরেছেন। বোল্‌চেন, বন্ধকী বাড়ী দশ হাজার টাকার বিক্রী লিখে দিয়ে, তা ছাড়া আরো চার হাজার টাকা নগদ দিয়ে, আমার পুত্র শ্রীমান্ গবেন্দ্রচন্দ্রের সহিত তোমার তৃতীয়া কন্যার বিবাহ দাও, নৈলে পনর দিনের মধ্যে নালিশ কোরে খরচা সমেত সাড়ে তেরো হাজার টাকার ডিক্রী কোরে বাড়ী সিল কোর্‌বো।

গোপাল। উঃ, বেল্লাল্লা লোভেন্দ্র তো ভয়ঙ্কর লোভী।

মধু। যেমন নাম, তেম্নি ব্যবহার।

শ্যাম। ব্যাটা নরপিশাচ। (ভাবিয়া) আচ্ছা পরাণ বাবু, আমরা সকলে মিলে লোভেন্দ্রচন্দ্রের রাহু হচ্চি। আপনি নিশ্চিন্ত হোন্।

হরি। একটা কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে চাই।

পরাণ। বলুন।

হরি। লোভেন্দ্রনন্দন গবেন্দ্রচন্দ্র পাত্রটি কেমন?

পরাণ। জুড়ি নাই। যেমন রূপ, তেম্নি গুণ।

হরি। শ্যাম বাবু, কাল রবিবার, চলুন আমরা চার জনে একবার গবেন্দ্রদর্শন কোরে আসি। যে ছেলের দাম চোদ্দ হাজার কর্‌কোরে নগদ টাকা, সে ছেলের চাঁদবদনখানি একবার দেখে চক্ষু সার্থক করা চাই।

শ্যাম। সে তো যাবই। তা ছাড়া এখন পরাণ বাবুর যাতে জাত কুল ধন মান প্রাণ বজায় থাকে, তারো একটা বিশেষ উপায় করা উচিত। (কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া) শুনুন, পরাণ বাবু, উপায় ঠিক কোরেচি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ভগবান্ হার আপনাকে এই ঘোর সঙ্কট থেকে উদ্ধার কোর্‌বেন। আপনাকে আর লোভেন্দ্রের চক্রান্তে পোড়ে যন্ত্রণা ভোগ কোত্তে হবে না। আমরা সকলে মিলে যথার্থ বন্ধুর কার্য্য কোর্ব্বো।

পরাণ। আমি আপনার বাক্যে আহ্লাদিত হলেম, কিন্তু উপায়টা কি যদি বলেন—

শ্যাম। এর পর বোল্‌বো। এখন আমরা চোল্লেম। হরি সাক্ষী, লোভেন্দ্র বাবুকে হাবুডুবু পাওয়াবো, অথচ আপনারো সমস্ত বিপদ ঘুচিয়ে দেবো।

পরাণ। ভগবান্ নারায়ণ আপনাদের ন্যায় আমার হিতৈষী বন্ধুদের মঙ্গল করুন্।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কলিকাতা—লোভেন্দ্র বাবুর অন্তঃপুর।

গবেন্দ্রের প্রবেশ।

গবেন্দ্র।

লেখা পড়া কলা-পোড়া চুলোর ছাই।
বাজিয়ে দগড়, মজিয়ে রড়গ, বেড়াও ভাই ॥
সোণাগাছী, রূপোগাছী,
সে দুই গাছীর আমি মাছী,
আশ মিটিয়ে মধু খাই।
ঘরে ঘরে রূপের হাট,
বাঁধা হুঁকো, তাকিয়া, খাট,
থেম্‌টা নাচে পান্না বাই ॥

গোলাপসুন্দরীর প্রবেশ।

গোলাপ। বাবা গবু! গান গাচ্ছিলি?

গ। কানে আওয়াজ গেছে?

গোলাপ। কি গান গাচ্ছিলি?

গ। ভজন।

গোলাপ। পান্নাবেয়ের ভজন?

গ। মীরাবাই ভজন গেয়েছিল, পান্না বাই গাইবে না কেন?

গোলাপ। মীরাবাই চিতোরের কুম্ভ রাণার রাণী না?

গ। হুঁ।

গোলাপ। পান্না বাই কোন্ রাণার রাণী, বাবা?

গ। গব্ গব্ রাণার।

গোলাপ। গব্ গব্ বোলে বড্ড মনে কোরে দিলি। বাছা আত জুড়িয়ে গেলো। চল্, গব্ গব্ কোরে গিল্‌বি।

গ। হাম্ ভাত নেহি খব্ গবাঙ্গা।

গোলাপ। কেন, বাবা?

গ। পাঁচ শো রূপেয়া দেও আগে, ভাত গব্ গবাঙ্গা তব্ পিছে।

গোলাপ। (সবিস্ময়ে) পাঁচ শো টাকা!

গ। এক কৌড়ি কম্ নেহি।

গোলাপ। পরশু যে দুশো টাকা নিলি, তা কি কোল্লি?

গ। (স্বগত) তোমার পিণ্ডি চট্‌কালুম, পান্না বিবিকে দিলুম। আজ আবার পাঁচ শো নেবো, তবে ছাড়্‌বো।

গোলাপ। চুপ্ কোরে রইলি যে?

গ। দুশো টাকা দান খয়রাৎ কোল্লুম।

গোলাপ। তোর বাবা একটিও কাণা কড়ি দান খয়রাৎ করে না, তুই একদমে দু দুশো টাকা——

গ। বাবা বায়কুণ্ঠ, তাঁর বৈকুণ্ঠলাভের উপায় কোল্লুম, কারণ "কলৌ দানং মহাপুণ্যং"।

গোলাপ। দান কোল্লি কাকে কাকে?

গ। সাম্নে পেলুম যাকে যাকে।

গোলাপ। তবু।

গ। ওরে বেটি! দানের কথা নিজ মুখে কাকে বোল্‌তে নেই।

গোলাপ। কেন, সোণার চাঁদ?

গ। বাইবেলে লেখা আছে, এত গোপনে দান কোর্কে, যেন ডান হাতের দান বাঁ হাতেও না জান্‌তে পারে। অন্যে পরে কা কথা।

গোলাপ। এমন!

গ। হাঁ মা! এমন। এখন আর পাঁচশো দাও, দানধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দেখাই। মা! তোমার পদস্পর্শ কোরে বোল্‌চি, পাঁচ শো টাকা বাজে কাজে খরচ কোর্কো না—খরচ কোর্কো আসল কাজে।

তোর গবা নয় হাবা গোবা,
ভ্যাবা বোবা, ন্যাকা বোকা।
বড্ড সেয়ান, টন্‌টনে জ্ঞান,
বুদ্ধিখানা সূক্ষ্ম পাকা॥
ছেলের উচিত বাবা মাকে,
নরক থেকে স্বর্গে রাখে,
দান কোর্কো তারি পাকে,
ঘুচিয়ে দেবো পাপের ধোঁকা॥

গোলাপ। আহা, চিরজীবী হও বাবা আমার। আমার গর্ভে বস্তুনা ভোগ এত দিনে সার্থক হোলো। তুই আমার ধন্যি ছেলে, তাই আমাকে নরক থেকে স্বর্গে পাঠাবি।

গ। শুধু তোমাকে নয়, মা! বাবাকে পর্য্যন্ত?

গোলাপ। আজ তো আমার হাতে পাঁচ শো টাকা নেই। কুল্লে এক শো টাকা আছে।

গ। তা হবে না। অল্প দানে ত্রিশঙ্কুর স্বর্গ হবে অর্থাৎ শূন্যে তোরা ঝুলে থাক্‌বি। তোদের সে কষ্ট আমি দেখ্‌তে পারবো না। বহু দানে বহু পুণ্য শাস্ত্রের লিখন; পাঁচ শো টাকায় স্বর্গ, নয় নরকে গমন।

গোলাপ। কাল বাকি টাকা দেবো।

গ। (স্বগত) তা বই কি! তা হলে পান্না-বিবি দোরের খিল্ খুল্‌বে না।

গোলাপ। আজ এক্ শো নে।

গ। (কৃত্রিম রোদনে) হা গবেন। এই কি তোর মায়ের স্নেহ মায়া!

গোলাপ। (সরোদনে) হায় হায়, বাপ্ আমার। বাছা আমার! স্নেহের গোপাল আমার। কেঁদ না, কেঁদ না। তোমার কিসের দুঃখু, বাবা? তাতে আবার আমার স্বর্গকামনায় দান কোর্কি। এই নে হাতের বালা, গলার হার। কারো কাছে বাঁধা রেখে চার শো টাকা নে, আর নগদ এক শো দিচ্চি।

গ। (স্বগত) পথে এসো। এখন হয়েচে কি? তোমার সমস্ত গহনা নিয়ে পান্নাবিবিকে সাজাবো—বাবা ব্যাটাকে মজাবো—চোখের জলে ভেজাবো।

গোলাপ। চল্ বাবা ভাত খাবি। আহা, পেট্‌টি পোড়্‌চে গেছে।

গ। (স্বগত) পোড়ে গেচে না চোড়ে আছে। পান্নাবিবির হাঁসের ডিমের কালিয়া, নোণা ইলিশের চচ্চড়ি, পুরু পুরু পরোটা এখনও পেটের কোঠরে ভট্‌ভটিয়ে উঠ্‌চে।

গোলাপ। আয় পাখি আয়।

গ। আগে বালা হার দে।

গোলাপ। এই নে। (বালাহারপ্রদান)

গ। নগদ এক শো টাকা?

গোলাপ। দেরাজ থেকে বার কোরে দিগে চল্‌।

গ। আগে টাকা নেবো, তবে খাবো।

গোলাপ। (সহাস্যে) কুলীন জামায়ের কোট কোল্লি যে।

গ। এখনও পুলিষ কোর্ট, হাইকোর্ট বাকি।

গোলাপ। সে কি রে?

গ। বাবাকে বোল্লেই ঐ দুই কোর্ট। বল্‌ বাবাকে টাকা দেওয়ার কথা বোল্‌বি নি।

গোলাপ। না, বাবাটি!

গ। তবে চল্‌, মাটি!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কলিকাতা—রাজপথ।

শ্যাম বাবু, গোপাল বাবু, হরি বাবু ও মধু বাবুর প্রবেশ।

সকলে।

ঠকের সাথে ঠক্‌-চাতুরীর
ঠোকাঠুকিই করা চাই!
ঠক্‌-ঠকানই বাহাদুরী,
তা বই বাহাদুরী নাই॥
বার্‌ কোর্‌বো লোভার লোভ,
ঘটিয়ে দেবো বিষম ক্ষোভ,
পরাণ বাবুর প্রাণ বাঁচাবো,
মান বাঁচাবো সবাই, ভাই॥
পাজী ব্যাটা বেহদ্দ ব্যাটা,
ফুলিয়ে আছে বুকের পাটা,
ফুটিয়ে দেবো কঠিন কাঁটা,
মিটিয়ে দেবো টাকার বাই॥

হরি। ওহে, কে ঐ দু'জন এই দিকে আস্‌চে। ওদেরি জিজ্ঞাসা করি লোভেন্দ্র বাবুটোর বাড়ীর নম্বর কত?

শ্যাম। হরি বাবু! কোল্‌কাতা বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু শিষ্যে দেখা নাই। এখানকার অনেক লোক, পাশের বাড়ীর লোকের নাম পর্য্যন্তও জানে না, তা পরের বাড়ীর নম্বরের সন্ধান রাখ্‌বে।

হরি। তবু একবার বোলেই দেখি না।

শ্যাম। দেখ।

গবেন্দ্র ও রঙ্গার প্রবেশ।

গবেন্দ্র।

বাজার ঘুরে হাজার হাজার
লুট্‌বো মজা বাঁকা সোজা।
ব্র্যাণ্ডি শেরি সরস চরস,
সিদ্ধি মাজুন চণ্ডু গাঁজা॥
পাক্কা রঙে টেক্কা দেবো,
ছাঁকা রগড় রোগ্‌ড়ে নেবো,
হুক্কা-হুআ ডাক্‌ ছাড়াবো,
ইয়ার্‌কিতে গুঁজে গোঁজা॥

র। ছোট বাবু, ভারি খাসা গান।

গ। রঙ্গা, তোরো নাচন রাঙ্গন ভারি লপেট।

র। তবু আমার খালি পেট, নৈলে আমার নাচুনীর চোটে পিথিবীর কম্প-খিঁচুনী ধোত্তো—বাস্তির শব্দ দুনিয়াকে সম্বি সম্বি জব্দ তব্দ কোত্তো।

গ। তুই আমার পান্না বিবিকে ধ্যামটা-নাচ, বাই-নাচ যে শেখাতে পার্‌বি, তা তোর জলদগম্ভীর বলদহাম্বীর নাচের আঁচেই বুঝেচি। আচ্ছা, রঙ্গা, তুই আমার রঙ্গরঙ্গিনী, প্রাণসঙ্গিনী, চারু অঙ্গিনী

পান্না বিবিকে সাহেবের বিবির মত বল্ নাচ সেখাতে পার্‌বি?

র। ছোট হুজুর! তোমার গোলাম মজুর, বল্ তো বল্, অবল—সবল—পেবল—দুব্বল—সম্বল—কম্বল—অম্বল ইত্যাদি কোরে রঙ্ বেরঙের বল্ নাচ নাচাতে পারে।

গ। হুঁ!

র। হাঁ, হুজুর! হুঁ।

গ। আবার তোর বাজন শুন্‌বো, নাচন দেখ্‌বো।

র। যে এজ্ঞে, ছোট হুজুর! ভজন সুরু কর।

গবেন্দ্র।

পান্না আমার কান্নাহরা, ঘরকন্না নয়নতারা,
মায়ের গয়না পান্না পোরে,
রান্না কোর্‌বে কালিয়া দম্।
বাবা ব্যাটা চিঙ্‌ড়ী খায়,
মা ধাঙ্‌ড়ী পেসাদ পায়,
পান্না আমায় দম্ খাওয়াবে,
পান করাবে ব্র্যাণ্ডি রম্॥
ঘুংঘুর পায়ে পান্না বিবি
নাচ্‌বে ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্;—
তাকিয়ে ঠেসে কাতিয়ে পোড়ে
আস্‌বে আমার ঘুম্;—
রঙ্গে ভঙ্গে নাচ্ রঙ্গা,
ডম্ফ ঠ্যাঙা ধম্ ধম্ ধম্॥

শ্যাম। (গবেন্দ্রের প্রতি) তোমার নাম কি, বাবু?

গ। (সরোষে) তুমি কোথাকার ভদ্র লোক হে? তোমার সঙ্গে আমার কোন জন্মে আলাপ পরিচয় নেই, তুমি কোন্ সাহসে বোল্লে,—"তোমার নাম কি বাবু?" বেলেল্লা বেল্লিকের বোলে আমাকে "তোমার" বলা তোমার উচিত হয় নি। অপরিচিত ভদ্র লোকের সঙ্গে ভদ্র লোকে ছোট লোকের মত ব্যবহার করে না।

শ্যাম। কেন রাগ কর, বাবু?

গ। ফের 'কর' বোল্‌চো?

শ্যাম। তবে কি বোল্‌বো?

র। 'কর—খল-পগ—ঘট' বল।

গ। (রঙ্গার প্রতি) চোপ রাও পাজী ব্যাটা বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ!

র। তাও তো বটে। (শ্যাম বাবুর প্রতি) ওগো মশয়, 'কর' বোলো না, বল 'করুন'।

শ্যাম। বয়সে ছোট, ছেলের তুল্য, তাই 'তুমি—তোমার—কর' বোল্‌চি।

গ। তুমি তো ভারি বেধাড়া ইষ্টুপিড্।

র। নিম্‌সেন্।

গ। নিম্‌সেন্ নয়, নন্‌সেন্।

র। (শ্যাম বাবুর প্রতি) ছিছি, তোমার অত বড় গাল-চড়া গোঁফের জোড়া, বুদ্ধি কিন্তু ভারি থোড়া!

শ্যাম। কেন? অপরাধ?

র। ছেলের তুল্যি বলা যা, বাবা হওয়াও তা। পুষ্যি পুত্তুরগুলোও পুষ্য বাবাকে বাবা বলে না, আমার ছোট হুজুর তোমার ঔরস ছেলে নয়, চৌরস ছেলে নয়, পৌরষ ছেলে নয়, পুষ্যি ছেলে নয়, ধম্ম ছেলে নয়, পালক ছেলে নয়, বালক ছেলে নয়, অম্নি অম্নি তোমাকে বাবা বোল্‌বেন। জান, এ গেঁয়োর গাঁ নয়, শহরের শহর কোল্‌কেতা!

গ। লালবাজারে পুলিষ আছে—পুলিষে কমিস্তনর আছে—ডেপুটী কমিস্তনর' আছে—মাজিষ্ট্রেট্ আছে—

র। অনাহারী মেজেষ্টর আছে—যাট্‌জন আছে—ইলিস্‌পেক্তার আছে—দারোগা আছে—হাবলদার আছে—জমাদার আছে—চৌকীদার আছে।

শ্যাম। এই পর্য্যন্ত?

র। ওগো না, এখনো ঢের বাকি,—হাত কড়ি—পার বেড়ী—কয়েদী গাড়ী—

গ। লালবাজারের মোড়ের মাথায় দু লক্ষ তিন হাজার টাকার নতুন বাড়ী।

র। নতুন বাড়ীতে বিচি আহার, শেষে হরিণ বাড়ী।

শ্যাম। আমরা কি চোর?

র। চোরের বেশী,—বাবা!

শ্যাম। কেন, বাপু, জোর কোরে আমাকে পরের ছেলের বাবা বানাও?

র। এইবার হাবা বানাবো—দাঁড়াও। (উচ্চৈঃস্বরে) পাহারাওলা—চৌকিদার।

শ্যাম বাবু, গোপাল বাবু, হরি বাবু ও মধু বাবু।

থাম্ রে বাপু, প্যাঁচার ডাকে
চ্যাঁচাস্ কেন মিছে।
দুপুর বেলা, ভাল জ্বালা,
ফেউ লেগেছে পিছে॥
আরো মানুষ অনেক আছে,
বোল্ গে বাবা বেছে বেছে,
যে নয় বাবা, তাকে কেন
ফেলিস্ বাবার প্যাঁচে॥

গ। (সরোষে) কি! ছোট মুখে বড় কথা! সাত গেঁয়ের কাছে মাম্দোবাজী! শহরের কাছে গেঁয়োর চালাকি! ঘুঘু দেখেচো, ফাঁদ দেখ নি?

র। গাল শিখেচো, চাল শেখ নি? জান না, আমার ছোট হুজুর কেটা?

শ্যাম। না।

র। লোভু বাবুর গবু বেটা।

শ্যাম। লোভু গবু কে?

র। লোভেন্দ্রচন্দ্রের গবেন্দ্রকুমার।

শ্যাম। বটে! ইনিই তিনি?

র। গোলাপসুন্দরী এনার গর্ভধারিণী, পান্না বিবি ধর্ম্মকারিণী—সর্ব্বহারিণী।

শ্যাম। আর তুমি?

র। নেমকের গোলাম।

শ্যাম। (হরি বাবু প্রভৃতির প্রতি জনান্তিকে) ওহে! এইটেই আমাদের পরাণ বাবুর ভাবী জামাতা!

হরি। (জনান্তিকে) আরে ছ্যা! ব্যাটা হাঁদা!

শ্যাম। (জনান্তিকে) লোভা বেটা এই গবা পাঁঠা চোদ্দ হাজার টাকায় বেচে, পরাণ বাবুর দফারফার বন্দোবস্ত কোরেচে। আচ্ছা, মজা দেখাচ্চি দাঁড়াও।

গ। তোমরা মেয়েমানুষের মত কি কানে কানে ফুসফাস্ কোচ্চো? মর্দ্দ হও তো, ময়ূপায়ীর মত সপ্ত গলা ছেড়ে, তেড়ে ফুঁড়ে আওয়াজের বাদ্য বাজাও।

শ্যাম। আচ্ছা, তাই হোচ্চে। (হরি বাবু প্রভৃতির প্রতি) ওহে, এস সকলে মিলে, মদ্যপায়ী মর্দ্দর মত সপ্ত গলা ছাড়ি।

হরি। বেশ কথা; কিন্তু গবু বাবু পাছে বাবু হয়ে জালার ডোবায় গেবে গিয়ে হাবুডুবু খান।

র। ওগো না গো না, আমার গবু বাবু হাবুডুবু খাবার বাবু নয়। ইনি বাবুর বাবু পেল্লায় বাবু। ইনি ছানা মাখম ঘি দুধ খান—কালিয়া কোপ্তা পোলাও খান—প্যাঁজ রসুন খান—অএল্‌ম্যান্ ইষ্টেরের চাট্‌নি খান—উইল্‌সেন্ হোটেলের পাঁউরুটি-বিস্‌কুট খান—ইস্পেন্সার হোটেলের বর্‌গাণ্ডি খান—হোটেল্ ডি ইয়ুরোপের বোর্‌দো কেলারেট্ খান—ইট্রঙ্ দাস্তোট খান—কেল্‌নার কোম্পানির হাইলণ্ড হুস্কি খান—ঘুস্কীর ফুস্কি খান—ইনি কেন খাবেন হাবুডুবু?

শ্যাম। (কৃত্রিম আনন্দে) ও, এমন তোমার গবু বাবু। (গবেন্দ্রের প্রতি) গবু বাবু! আপনি ধন্য!

গ। (সানন্দে) Thank you, my dear Babu! আমি পচ্ছন্দ করি to shake your hand.

শ্যাম। আচ্ছা, গবু বাবু, কিন্তু খুব আস্তে।

গ। O no, খুব জোরে। কারণ, ইংরিজি এটিকেট্ হোচ্চে যে যত জোরে, কোসে টিপে, মুচড়ে হেঁচড়ে যার সঙ্গে সেক্‌হাণ্ড কোর্‌বে, তার সঙ্গে তত বেশী ভালবাসা, পীরিত আছে, তাই বোঝাবে। For this আপনার হাণ্ড খুব জোরে shake কোর্‌বো।

শ্যাম। না, বাবুজী! মাপ করুন। আপনার সঙ্গে আমার বেশী পিরীত নেই, কেন নাহক্ পীড়িত কোর্ব্বেন!

গ। আরে ছ্যা! অসভ্য নমস্কারওয়ালা নেটিভ!

শ্যাম। জন্ম জন্ম যেন এইরূপ অসভ্য থাকি, তবু আপনার মত সভ্য হোতে ইচ্ছা করি না।

র। আচ্ছা, তথাস্তু। কিন্তু মণ্ডপায়ী মদ্দের মত গলা ছাড়্‌লে না? তোমাদের কলা-গেলা-গলা! এঁটে আছে জমাট কফের তালা!

শ্যাম। ওহে না, বাপু, গলা খুব খোলা।

র। তবে দেরি কেন?

শ্যাম, হরি, গোপাল ও মধু। এই শোনো।

দুনিয়ার মাঝে লোভু বাবু যক্ষী অবতার।
ঘুঘু পক্ষী গবু বাবু নিরেট গবাকার॥
উড়্‌চে ঘুঘু, উড়্‌চে টাকা,
লোহার সিন্ধুক হোচ্চে ফাঁকা,
রঙ্গা চাকর পাকা জোঁকা
কোচ্চে পগার সার॥
আর দেরি নেই ডোবে ডোবে,
লোভী লোভু মোর্‌বে ক্ষোভে,
কিপ্‌টে বাবা চেপ্‌টে যাবে
জাপ্‌টে ফাকির ভার;—
যেমন্ বাবা তেম্নি ছেলে,
রাঙ্গা ক্ষুরের ধার॥

র। (সরোষে) এই বুঝি গলার সাড়া?

গ। (সরোষে) কর্ ব্যাটাদের গরু-তাড়া।

শ্যাম। সেটা তোমাকে তাড়ালেই ঠিক্ হয়।

র। কি, এত বড় কার্দ্দানি! আমার গবু বাবু গরু! দুখানি পা, পায়ে ডসনের দশ টাকা জোড়া বিলতী জুতো;—দুখানি হাত, হাতে ফুলের তোড়া, আইভারি ছড়ী;—নিটোল সুগোল মাথা, মাথায় আলবাৎ টেড়ী, পোমেটম্;—পেয়ারের চোদ্দ পোর দেহ খানি পিয়ারের সাবানে দিনে দশ বার ঘসা ধোয়া, সেই দেহে বাহারদার ছাঁটে জামা, জামার ডাইনে বাঁয়ে বুকে পাকেট, ডাইনে বাঁয়ের পকেটে ভাবেনার ভাব্‌নার খোস্‌বুদার রেশমী রুমাল, মনিব্যাগ, "আমি তোমারি," "মধুর চুম্বন," "ফরগেট্ মি নট্" ছাপাদার চিঠির কাগজ, বাক্সভরা বাহাদুর চুরুট্, ব্রায়াণ্টের ম্যাচ্-বাক্স; জামার বুক-পাকেটে সোণার ট্যাক ঘড়ী, ওয়াচগার্ড, জামার কাফে আর বুক-চেরায় সোণার বোতাম;—তার পর কটিতট; কটিতটে সাড়ে সতেরো টাকা জোড়ার ফরাসডাঙ্গার ধুতী,—বুকে বাঁধা ঐ দরের উড়ুনী, উড়ুনীতে বুকবাহারে গোলাপফুল গোঁজা!—এমন যে খুব্ সুন্দর গবু বাবু, তুমি তাঁকে বল কি না গরু! ধিক্ তোমাকে! গরুর সিং আছে—ল্যাজ আছে—চারখান ঠ্যাং আছে—গরুর চামড়া পুরু, শোঁয়া ভুরু—গরু ঘাস খায়, গোবর নাদে, আমার গবু বাবু কি তাই?

শ্যাম, হরি, গোপাল ও মধু।

তোর গবুটো আস্তো গরু,
মস্ত গরুর ছানা।
মানুষরূপে চোর্‌চে ভবে,
তাই যায় না চেনা॥
ঘণ্টা নেড়ে পথের ধারে,
পর্দ্দা-ফেলা একটা ঘরে,
"মানুষ গরু দেখ" বোলে,
পয়সা তুলে নে না॥

[শ্যাম বাবু প্রভৃতি চারি জনের প্রস্থান।

র। (স্বগত) পরামর্শ মন্দ নয়, দেখি গবু যদি রাজী হয়। (প্রকাশে) ছোট হুজুর! ঘণ্টা নাড়ায় রাজী আছ কি?

গ। (রোষে) তুই ব্যাটাও যে দেখ্‌চি এ ব্যাটাদের জুড়ীদার।

র। বেশ তো, ফাঁকের ঘরে মদ গাঁজার যোগাড়টা হবে। এ গোলামটাকে হাত পা তুলে যা দাও, তাই চের।

গ। চোপ্ রাও, পাজী!

র। তবে হোলে না রাজী?

গ। ব্যাটা নাপ্তে ধূর্ত্ত! নাই পেয়ে মাথায় উঠ্‌তে চাস্ যে।

র। সেটা মানুষের স্বভাব। পা পেলে নাই পায়, নাই পেলেই মাথায় যায়, ধাপে ধাপে উঠ্‌তে চায়।

গ। আজ থেকে তুই ত্যাজ্য গোলাম।

র। না, পূজ্য হুজুর! আমি গ্রাহ্য গোলাম—না ছোড় বান্দা!

গ। তুই ছ্যাঁচোড়-বান্দা।

র। না, গরীবপরবর! আমি না ছোড় বান্দা।

গবেন্দ্র।

তুইও নাছোড়, মুইও নাছোড়,
ছাড়ান ছিড়েন নাই।
না-ছোড়-বান্দা কান্ধা মে লে,
পান্নাকো পাশ যাই॥

(রঙ্গার স্কন্ধে উঠিয়া)

ওরে পাজী ছুঁচো চাষা,
গরু বলার দ্যাখ্ তামাসা,
কাঁদে চোড়ে, কাঁদিয়ে ছেড়ে,
তব্ দেগা রেহাই॥

[স্কন্ধারূঢ় গবেন্দ্রকে লইয়া রঙ্গার প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কলিকাতা—পান্না বিবির বাটী-সম্মুখ।

বারন্দার উপর পান্না বিবি ও ঝি দণ্ডায়মান।

পান্না। ওলো ঝি! দ্যাখ্, আজ গবা এলে তার বাবার বিয়ে দেখিয়ে দেবো। পাঁচ শো টাকা দেবে বোলে গা ঢাকা দিলে দেখ্‌চি। আচ্ছা, আসুক ব্যাটা; নাকানিচোবানি খাওয়াবো, তবে আমার নাম পান্না। কত কত বাঘা ভালুকো টাকাওয়ালাকে ঘুঘু ডাকিয়েছি, তা এ ব্যাটা কোথায় লাগে। শোন্, খবদ্দার, দোর খুলে দিস্ নি।

ঝি। আচ্ছা, দিদিবাবু, দোর খুল্‌বো না। (নেপথ্যের দিকে দেখিয়া) ওটা কে আস্‌চে, দিদিবাবু?

পান্না। কোন্‌টা লো?

ঝি। ঐ যে তালগাছপারা।

পান্না। (দেখিয়া) আ মুখে আগুন্! হতভাগা ছোঁড়াটাই যে লো। একটার কাঁধে চোড়ে, ঢং কোরে আস্‌চে। খবদ্দার, দোর খুলিস্ নি।

রঙ্গা ও তদীয় স্কন্ধারূঢ় গবেন্দ্রের প্রবেশ।

গ। (পান্নাকে দেখিয়া) বিবিজান্! আজ উজান ঠেলে, তোমার চরণতলে উপস্থিত।

পান্না। এ বাড়ী নয়। অন্য বাড়ী যাও।

র। (কষ্টে) ও ছোট হুজুর! মজুর গলদ্‌ঘর্ম্ম। এ বাড়ী নয়! তবেই তো মারা যাই। আর যে বইতে বইতে পারি নি।

গ। পান্নাবিবি! আমার বাহনের ভারি কষ্ট হোচ্চে। দোরটা দয়া কোরে উদ্‌ঘাটন কোত্তে আজ্ঞা হোক্।

পান্না। এ বাড়ী নয়—এ বাড়ী নয়।

র। ওগো, হাঁ এই বাড়ী—হাঁ এই বাড়ী।

পান্না। যা যমের বাড়ী—যা যমের বাড়ী।

র। এই-ই তো সেই বাড়ী। আবার যম কে?

পান্না। আমি বুঝি যম?

র। তুমি যমের বাবা! যম মরা টানে, তুমি জ্যান্ত টানো। যম এক একটাকে, তুমি একেবারে দু দুটোকে—হুজুর মজুর এক সঙ্গে।

পান্না। চোপ্ রাও পাজী!

র। আচ্ছা, তাতেও রাজী। কিন্তু দোর খোলো, নৈলে তোমার গোলামের গোলাম মোলো! ভারি ভারি।

গ। সত্যি, রঙ্গা, তোর কষ্ট হোচ্চে?

র। কেষ্ট পেতে দেবি নেই।

গ। আচ্ছা, আমাকে ছুঁয়ে নামা।

র। আ! বাঁচলুম্ বাবা। জন্ম জন্ম তুমি পান্নাবিবির প্রেমের ঢিবি হও, ছোট বাবু। (ভূতলে গবেন্দ্রকে অবতরণ)

গ। তোর মুখে ফুল চন্নন পড়ুক্।

পান্না। দরজার গোড়ায় ভিড় কোরো না।

গ। দোর খুল্লেই ভিড় ভাঙে।

পান্না। পাঁচ শো টাকা কই ?

গ। (সহাস্যে) পকেটে আছে চার শো টাকার হার বালা, এক শো টাকার নোট। এই পাঁচ শো টাকা মোট।

পান্না। যা ঝি, দোর খুলে দি গে।

র। (স্বগত) ও বাবা! একটা ঘুণধরা কেঠো কপাটের খিল খোলার দাম পাঁচ শো টাকা। আর আমি ছু মোণী গবাকে সারা পথটা কাঁধে কোরে আন্‌লুম, তার মজুরী ঘোড়ার ডিম্। আচ্ছা, আমিও নাপ্তে ঘুঘু, ফাঁদ দেখাবো।

বেগে লোভেন্দ্রের প্রবেশ।

লো। (সরোষে গবেন্দ্রের প্রতি) তবে রে হারামজাদা পাজী নচ্ছার। এই বুঝি তোর ইস্কুলে যাওয়া। তোর গর্ভধারিণীকে ফাঁকি দিয়ে, গহনা টাকা সাতিয়ে নিয়ে, এখানে পিরীত পাতিয়ে, মজা লুটতে এসেচো? (রঙ্গার প্রতি) হাঁ রে ব্যাটা রঙ্গা! তুইও—

র। হুজুর ধর্ম্ম-অবতার! আমার কসুর কি? ছোট হুজুর বোল্লেন, পান্না বাবুর বাড়ী বল্; কিন্তু কে জানে, হুজুর, পান্না বাবুর জায়গায় পান্না বিবি।

গ। ব্যাটা মিথ্যেবাদী! কখন্ তোকে পান্না বাবু বোল্লুম ?

র। তবে আমার শুন্‌তে ভুল হয়েচে, ছোট হুজুর। বাবু—বিবি, উকার ইকারের মার-প্যাঁচে গরীব ঘোর প্যাঁচে পোড়েচে। মাপ করুন্।

লো। হাঁ রে গবা!

গ। কি, বাবা?

লো। হার, বালা, নোট ফিরে দে।

গ। নিলে তো ফিরে দেবো ?

লো। তবে তোর গর্ভধারিণী কি মিথ্যে-বাদিনী ?

গ। তা তুমি জান, আমি জানি নি।

লো। দেখি তোর পাকেট ?

র। এই সেরেচে।

গ। আমি কি চোর ?

লো। পাকেটে কি আছে, এখনি বা'র কর।

পান্না। (স্বগত) গতিক বড় ভাল নয়। "যার ধন তার ধন নয় নেপোয় মারে দই।" আমার হার বালা টাকা গবার বাবা নেবে? নেওয়াচ্ছি দাঁড়াও। (নিম্নে অবতরণ করিয়া, দ্বার খুলিয়া নিকটে আসিয়া লোভেন্দ্রের প্রতি সরোষে) তুমি কে গা?

লো। গবার বাবা।

পান্না। এখানে কেন ?

লো। এই দেখ তবে। (গবেন্দ্রের পকেট ধারণ চেষ্টা)

পান্না। (শশব্যস্তে) আ-মর্ মিন্সে। কার জিনিষে হাত দিচ্চিস?

লো। আমার জিনিষ।

পান্না। তোর? না আমার? সব বোল্‌চি, নৈলে পাহারাওলা ডেকে, গাঁটকাটা বোলে ধরিয়ে দেবো।

র। (স্বগত) লঙ্কায় আগুন্ লাগ্‌লো দেখ্‌চি। আমি চম্পট দিতে পাল্লে বাঁচি।

লো। পাজী মাগী! তুই তো ভারি বদ্‌খাৎ!

পান্না। পাজী মিন্সে! দে নাকখৎ!

লো। (সরোষে গবেন্দ্রের প্রতি) তবে শুওড়া গবা! তোর জন্যে একটা বেশ্যার মুখে কাঁচা কেচ্ছা শুন্‌তে হোলো।

গ। আমার দোষ কি বাবা! ঢিল্‌টি মার্‌লে পাট্‌কেলটি খেতে হয়—Tit for tat.

লো। বটে রে হারামজাদা গাধা! কুলাঙ্গার হাঁদা! (চপেটাঘাত)

র। (স্বগত) ছেরাদ্দ গড়ালো! হয় তো

আমার গায়ে চড়ের ফাও পোড়্‌বে। তার চেয়ে পালাই, বাবা! বড় হুজুরের যে-থাবা। (প্রকাশে) বড় হুজুর! দেখে শুনে আমার ভারি বাহে পেয়েচে। প্রায় অসামাল!

পান্না। খবরদার! আমার দোর গড়ায় ময়লার ঝোড়া ঢালিস্ নি। ঝেঁটিয়ে বিষ ঝাড়্‌বো।

র। আমার কোন পুরুষে বিষ নেই, মনসা ঠাক্‌রোণ! আমি নির্ব্বিষ ঢোঁড়া।

লো। (সরোষে রঙ্গার প্রতি) ব্যাটা চাকর! ট্যাটা নফর! আমার সাম্নে ইয়ারকি।

র। আজ্ঞে, ছোট হুজুর বর্ত্তমানে, মজুরকে অমন বল্লেন কেনে?

লো। তোর ছোট হুজুরকেও খেজুর-বিচি গেলাচ্চি। এই দ্যাখ্, রঙ্গা, খেজুর-বিচি। (গবেন্দ্রের পৃষ্ঠে পুনর্ব্বার চপেটাঘাত)

গ। (সরোষে রঙ্গার প্রতি) ব্যাটা নাপ্তে! পান্নাবিবির সাম্নে, আমাকে ওল্ড্ ফুল ফাদারের হাতের চড় খাওয়ালি!

র। তোমার ফাদার্ ওলের ফুল নয়, ওলের মূল।

গ। এই তোরো কপালে ঘুঁষির হুল! (রঙ্গাকে ঘন ঘন মুষ্ট্যাঘাত)

র। দোহাই, ছোট হুজুর! থামুন থামুন, নৈলে পান্নাবিবির সদর দোর উচ্ছিষ্টি হোলো।

গ। উচ্ছিষ্টি কি রে ব্যাটা?

র। পেট-ছোটা।

পান্না। ও মা, কি ঘেন্না! পেট-ছোটার নাম উচ্ছিষ্টি!

র। হে ছোট উপহুজুরি! এটা ইংরিজি সভ্যতা!

গ। পাজী পাজী!

র। খুব রাজী।

[প্রস্থান।

লোভেন্দ্র।

চল্ রে ঘরে বাবা গবা,
আমি যে তোর পূজ্যি বাবা,
স্বর্গাদপি গরীয়সী তোর সে গর্ভধারিণী॥

তুই আমাদের কুলের ধ্বজা,
ইলিশ মাছের মুড়ো ভ্যাজা,
তোর বেয়াড়া কড়া মজা
সইতে যে আর পারি নি॥

শাকাম্বল কড়ায়ের ডাল,
খেয়ে খেয়ে চিরকাল,
তোরি তরে টাকার কাঁড়ি
জমিয়েছি রে যাদুমণি॥

কষ্ট হয়ে টাকা নষ্ট,
কোরে বাবা দিস্ নি কষ্ট,
পান্না নেবে আমার টাকা,
কান্না পায় যে অনেক খানি॥

গ। বাবা মহাশয়! আমি যে সে নই, তোমার ছেলে; আমার কি মিথ্যে কথা বলা সাজে? আমি যে পান্নাবিবির কাছে বাক্যদত্ত।

লো। আচ্ছা, বাবা, বাক্যের অন্যথা কোরে দরকার নেই। পান্নাবিবি আর ওলাবিবি একই দেবী, অতএব সওয়া পাঁচ পয়সার পূজো দিয়ে, বাকি টাকাগুলো ফিরে নিয়ে, বাড়ী চল্।

পান্না। (সরোষে) কি! আমি ওলাবিবি!

লো। শুধু ওলাবিবি নও, ওলাবিবি—ওঠাবিবি—নৈলে, আমার ছেলের টাকার ভেদ বমি হবে কেন?

পান্না। (গবেন্দ্রের প্রতি)

হা দ্যাখ্ গবা, এ তোর বাবা,
নৈলে দেখিয়ে দিতুম মজা॥
তপ্ত তেলে আছ্‌ড়ে ফেলে,
কোরে ফেল্‌তুম পটোল-ভাজা॥

(লোভেন্দ্রের প্রতি)

ও মিন্‌সে তোকেও বলি,
কেন করিস্ ঢলাঢলি,
মানে মানে যা চ'লে যা,
নৈলে ঝাঁটায় কোর্‌বো সোজা॥

লো। তবে, রে পাজি! পাঁকচুন্নি! এত বড় তোর বুকের পাটা, আমার ঝাঁটা! জুতো শুদ্ধ পদাঘাতে গর্ভপাত কোর্‌বো। (প্রহারো-দ্যোগ)

পান্না। দাঁড়া, মিন্সে! গোবর গুলে আনি।

(বাড়ীর মধ্যে গমন)

গ। ছি বাবা, ছি! মদ্দ হয়ে মাদীর গর্ভ-পাত! তার চেয়ে বরং তোমার মদ্দ নন্দনের গর্ভপাত কর।

লো। ওরে গুওটা! বলিস্ কি! তোর গর্ভ! পান্না বেটী কোল্লে কি!

গ। বাবা! যা হবার, তাই হবা; কেন আর মিছে ভাবা? যাও বাড়ী যাও। আমি কাল সকালে যাব।

লো। তবে গহনা টাকা দে।

গ। (বিরক্ত হইয়া) বার বার ঐ কথা। গহনা টাকা নেই।

লো। (রোষে) তবে রে ব্যাটা চোর।

গ। (রোষে) কি, আমি চোর। চোর তুমি! শুধু চোর নও,—চোর, জুওচ্চোর, বাট-পাড়, গঙ্গাজলে, বরবলে। কত সাদা সিধে, শান্ত শিষ্ট সরল লোককে ঠকিয়ে সর্ব্বস্বান্ত কোরেচো—পথের ভিখিরী কোরেচো।

লো। সে ত তোরই জন্যে।

গ। তবে আবার গয়না টাকা কেড়ে নিতে ছটফটাচ্চো কেন?

লো। (রোষে) গয়না টাকা দিবি নি?

গ। না।

লো। দিবি নি?

গ। না।

লো। দিবি নি?

গ। না।

লো। কি, তিন সত্যি!

গ। তুমি জুওচুরির বেলায় তিন কুড়িং বার সত্যি কোত্তে পার, তাতে দোষ নেই; যত দোষের মূল আমার তিনটে না—না—না।

লো। (রোষে) এখনো বোল্‌চি, দে গয়না টাকা, নৈলে ফের মার্‌বো।

গ। আমিও মার ফিরিয়ে দোবো।

লো। (রোষে) কি, ছেলে হয়ে বাবাকে মার! আজ থেকে তোকে তেজ্য পুত্তুর কোল্লুম।

গ। আমিও তোমাকে তেজ্য বাবা কোল্লুম।

লো। তোর মুখদর্শন কোত্তে চাই নি। তুই ম'লেই বাঁচি। আমি বেঁচে থাক্‌লে তোর মত ঢের ঢের ছেলে মিল্‌বে।

গ। আমিও বেঁচে থাক্‌লে তোমার মত ঢের ঢের বাবা মিল্‌বে।

লো। (রোষে) তবে রে শুওরকা বাচ্চা। আমার ধর্ম্মজায়া, অঙ্কশায়া, গাছের ছায়া, খাটের পায়া, ডাইনের মায়া, মোহের মায়া, বাবার আয়া, মাদী ভায়া গোপালসুন্দরীকে গালিগালাজ? (প্রহার)

গ। (ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিয়া রোষে) তোমার মত বাবা নেহি মাঙ্‌তা তোমরা মুখ নেহি দেক্‌তা, এই কপাটমে খিল লাগাতা। (পোন্নার বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ ও দ্বার রুদ্ধ করণ)

লো। (অত্যন্ত কষ্টে) উঃ, ভারি ধাক্কা! প্রায় অক্কা! মাজা ভেঙে গেচে, সোজা হওয়া ভার। এখন বাড়ী যাই কি কোরে?

শ্যাম বাবুর প্রবেশ।

শ্যাম। মহাশয়, হয়েচে কি?

লো। শ্রাদ্ধ পিণ্ডি।

শ্যাম। কে দিলে?

লো। অকাল কুষ্মাণ্ড ছেলে।

শ্যাম। এখন উপায়?

লো। পিণ্ডিলোপ!

শ্যাম। আহা, অমন কোরে কি ছেলেকে গাল দিতে আছে?

লো। অমন ছেলে গোল্লায় গেলেই হাড় জুড়োয়।

শ্যাম। কেন, মহাশয়?

লো। বাবাকে ফকির কোল্লে। পান্নার ফিকির—আমি ফকির। সব টাকা ফুট্‌কলাইয়ের মত ভুট কোল্লে।

শ্যাম। কত টাকা?

লো। আপাতত ছশো আর চারশো=ছশো আর একশো=সাত শো।

শ্যাম। এই যৎসামান্য টাকার জন্যে আপ্নি কাতর হোচ্চেন?

লো। এখনো জান্ নিক্‌লোয় নি, আশ্চয্যি।

শ্যাম। বলেন কি?

লো। ঠিক্ বোল্‌চি, এ ব্রহ্মাণ্ডে আমার পক্ষে—টাকা ধর্ম্ম টাকা মোক্ষ টাকাহি পরমন্তপঃ। আমি টাকা পেলে স্ত্রী পুত্র বাড়ী ঘর, এমন কি পরমেশ্বর পর্য্যন্ত ছাড়্‌তে পারি। এই দেখুন, ছেলে ব্যাটাকে বেচে, গোবিন্দপুরের পরাণ বাবুর পরাণে ঘা দেবার চেষ্টায় আছি।

শ্যাম। (স্বগত) তোমার পরাণে আমিও ঘা দিচ্চি—দাঁড়াও। টাকার লোভের ফাঁস তোমারই গলায় লট্‌কাচ্চি। (প্রকাশে) মহাশয়! বুঝ্‌লেম্ আপনি টাকা পাবার জন্য সবই কোত্তে পারেন।

লো। আজ্ঞে, সবই পারি। খুন খারাপি—চুরি চামারি—জুওচ্চুরি বাটাবাড়ী—জাল জালিয়াতি—ফন্দি ফিকির—কল কৌশল—ফাঁকিমি ঠকামি—ধূর্ত্তুমি মিথ্যেমি ইত্যাদি সমস্ত পুণ্যকর্ম্মই কোত্তে পারি।

শ্যাম। ধন্য ধন্য! আপনি তবে যে সে নন—সাক্ষাৎ কলি।

লো। আরও একটা।

শ্যাম। কি সেটা?

লো। Model Bride-groom's Father, যাকে বাঙলায় বলে আদর্শ বরের বাপ্! অন্য অন্য বাবারা আমার কাছে ছেলেরূপ পাঁঠা-বেচা শিখে নিক্।

শ্যাম। আপনি তো ছেলে পাঁঠা বেচে, ঢের টাকা পাবেনই, তা ছাড়া যদি ফাঁকের ঘরে দশ বিশ লাখ টাকা মেরে দেন, তাতে রাজী আছেন?

লো। ফাঁকের ঘরে একেবারে দশ বিশ লাখ! তবে দেখ্‌চি, আপনি ফিকির ফন্দি জুওচ্চুরিতে আমার গুরু।

শ্যাম। এ ফিকির ফন্দি জুওচ্চুরি নয়।

লো। কলিকালে ধর্ম্মপথে কি এত টাকা ফাঁকের ঘরে হাত করা যায়? আমার বিবেচনায় ফাঁকি নৈলে ফাঁকের ঘর ভরে না।

শ্যাম। আজ্ঞে, এ ফাঁকি নয়।

লো। তবে কি?

শ্যাম। এই কোলকাতায় পূর্ব্ব দিকে খাল পারে কাঁকুড়গাছীর কাছে একটা বাগানে এক জন যোগী সন্ন্যাসী এসেচেন, তিনি তামাকে সোণা কোত্তে পাবেন। আপনি আজ সন্ধ্যার পর সেখানে যাবেন। তাঁর পায়ে হাতে জড়িয়ে ধোল্লে, তিনি আপনাকে তাল তাল সোণার বাট দেবেন। শুনেচি, কাল প্রাতে তিনি হরিদ্বারতীর্থে যাবেন।

লো। আমি আজিই রাত্রে নিশ্চয় যাবো। মহাশয়, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে তো?

শ্যাম। আমি তাঁর কাছে অনেক সোণা পেয়েচি।

লো। নিশ্চয় যাবো—নিশ্চয় যাবো। আপনি অনুগ্রহ কোরে, একটা ঝাঁকামুটে ডেকে দিতে পারেন?

শ্যাম। ঝাঁকামুটে কেন?

লো। বাড়ী যাবো।

শ্যাম। গাড়ী না চোড়ে, ঝাঁকায় চোড়ে?

লো। ভাড়াটে গাড়ীর ভাড়া ঢের। ঝাঁকার ভাড়া বড় জোর তিন চার পয়সা।

শ্যাম। (স্বগত) "লোভেন্দ্র" নাম সার্থক বটে!

লো। (নেপথ্যের দিকে দেখিয়া) আপনাকে আর যেতে হোলো না। ঐ একটা ঝাঁকামুটে আস্‌চে।

একজন ঝাঁকামুটের প্রবেশ।

এই মুটিয়া! মোট লেওগে?

ঝাঁকামুটে। কাঁহা যানে হোগা?

লো। থোড়া দূর।

ঝাঁ-মু। কোন্ চিজ্ যায়গা ?

লো। হাম্!

ঝাঁ মু। বাবু, দিল্লগি করতে হো ?

লো। মাইরি, বাবা! ঠাট্টা নয়, আমিই যাবো।

ঝাঁ মু। গাড়ী ছোড়্‌কে ঝাঁকামে!

লো। কোমরে ভারি দরদ, ঝাঁকায় আরাম পাবো।

ঝাঁ-মু। ভাড়া কেৎনা মিবেগা ?

লো। বল্ না ?

ঝাঁ-মু। দো আনা।

লো। তব্ হোগা নেহি। তিন পয়সামে শকোগে ?

ঝাঁ-মু। পাঠা, বক্‌রা, গোকা বাচ্চা হোনেসে তিন চার পয়সামে হোতা, লেকেন এৎনা ভারি মরদ্‌কো ঝাঁকেপর উঠানা মুস্কিল্ কি বাৎ।

শ্যাম। ও মুটে, কেন ভয় কোচ্চিস্? এই বাবুটিও পাঁঠা, বকরা, গরুর বাচ্চার সামিল! ঝাঁকা পাত্।

ঝাঁ মু। নেহি সকেঙ্গে।

লো। আচ্ছা, এক আনা পাবি। ঝাঁকা নামা।

ঝাঁ মু। ছ পয়সা দেওগে ?

লো। চলা যাও।

ঝাঁ-মু। মট্টিমে লট্‌পটাও।

[প্রস্থান।

লো। (শ্যাম বাবুর প্রতি) মুটে ব্যাটা চোলে গেলো ?

শ্যাম। আরো কিছু বাড়ুন।

লো। আচ্ছা, ডাকুন।

শ্যাম। এই ঝাঁকা-মুটিয়া—আও আও।

ঝাঁকা-মুটের পুনঃপ্রবেশ।

লো। এই মুটিয়া, তোম্ ডর্‌তা কাহে ? হাম্ খুব্ ভারি নেহি হ্যায়। তোমারা ঝাঁকা ভি নেহি টুটেগা, ঘাড় ভি নেহি ফুটেগা। হাম্ বড়া বেয়াড়া হাল্‌কা হ্যায়। ঠিক বোলো কেত্তা লেগা ?

ঝাঁ মু। আচ্ছা, পাঁচঠো পয়সা দেও, বাবু।

লো। না বাবা, সাড়ে চার পয়সা হোয়েতো উঠাও মাল, নেহি চলা যাও।

ঝাঁ মু। আচ্ছা, উঠো। (ভূতলে ঝাঁকারক্ষা)

লো। মাল কি আপ্‌না-আপ্‌নি ঝাঁকায় উঠে ? তুলে ঝাঁকায় বসা।

ঝাঁ-মু। ইআ দামাল ধামাল মাল হাম্ একেলা কিস্‌তরে ঝাঁকেমে উঠাউ ? টুট ফুট যায় তো খেসারৎকা দায়ী কোন্ হোগা ? (শ্যাম বাবুর প্রতি) আপ্‌ভি ধরিয়ে বাবু। (উভয়ে ধরিয়া লোভেন্দ্রকে ঝাঁকায় রক্ষা)। (ঝাঁকা তুলিতে অক্ষম হইয়া) আরে বাবা! ইয়ে তো তিন মণ ভারি মাল। উৎরো বাবু, হাম্ নেহি শকেঙ্গে। সাড়ে চার পয়সাকে ওয়াস্তে মেরা আঠ আনেকো ঝাঁকা টুটেগা। উৎরো জল্‌দি।

লো। আচ্ছা পোনে পাঁচ পয়সা। নে তোল্।

ঝাঁ-মু। (শ্যাম বাবুর প্রতি) বাবুজী! মেহেরবানগি করকে মেরা শিরপর মাল সমেত ঝাঁকা উঠা দিজিয়ে। (তদ্রূপ করণ)

লো। ও মুটে, ঝাঁকা টলে গে!

ঝাঁ-মু। ঝাঁকা টল্‌তা, না তুম্ টল্‌তা!

শ্যাম। মহাশয়, রাস্তায় অনেক লোক। ঝাঁকায় বিরাজমান হয়ে যাওয়াটা ভাল নয়, চাদর খানায় আগাপাস্তলা ঢাকুন।

লো। লোকের ঠাট্টা, আমার পক্ষে চাট্‌নি খাট্টা। আপনিও যেমন!

শ্যাম। তবু।

লো। আচ্ছা, আপনার কথায় গৌরব রাখা উচিত। (চাদরে আপাদমস্তক আবৃত করণ)

শ্যাম। তাল তাল সোণা যেন মনে থাকে।

লো। জপমালা, জপমালা।

ঝাঁ-মু। আরে বাবু, চলোগে, ক্যা উত্তার দেঙ্গে ?

লো। মৎ উতারো, চলো।

[ঝাঁকারূঢ় লোভেন্দ্রকে লইয়া ঝাঁকামুটের প্রস্থান।

শ্যাম। ধিক্ ধিক্! নরাধম নরপিশাচ অর্থ-লোভী লোভেন্দ্রটা টাকার লোভে একবারে মনু-ষ্যত্ব খুইয়েচে। কেবল হা টাকা—যো টাকা। গাড়ীভাড়া বেশী লাগ্‌বে বোলে ঝাঁকায় উঠ্‌লো গা! এই লোভা জন্তুটোর মত পৃথিবীতে অনেক অর্থলোভী জন্তু আছে। যাক্, এইবার লোভেন্দ্রকে ক্ষোভের ডোবায় হাবুডুবু খাওয়াবো। আজ রাত্রেই কাজ ফর্সা।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কলিকাতা—লোভেন্দ্রের বাটীসম্মুখ।

দুই জন দ্বারবান্ উপবিষ্ট।

১ম দ্বার। ভেইয়া মাধোলাল! বহুৎ বহুৎ রূপেয়াবালে বড়ে আদ্‌মি দেখা, লেকেন্ এয়সা শুম্ কভি নেহি দেখা। ইয়া লুভীন্দর বাবুকা মাফক্ ফাঁকিবাজ, ধড়িবাজ, জুয়াচোরিবাজ, মাম্‌লাবাজ জালবাজ কোন্ হ্যায়, ভেইয়া?

২য় দ্বার। যয়সা বাবা, তয়সা লড়কা! পেটমে ন খায়কে শুম্ জমায়, রেণ্ডী রেণ্ডী লড়্‌কা উড়ায়।

১ম দ্বার। গবুয়া তো থোড়ে রোজ্‌মে তোজ লাগায়কে বাপ্‌কা দৌলৎ ফুঁক্ দেগা। লেকেন্ হাম্‌লোক্‌কো দো দো বরষকা তন্‌খা কোন্ শালেসে মিলে?

২য় দ্বার। ওঁর তন্‌খা! আও, নোক্‌রি ছোড়্‌কে লুভীন্দরকা নামমে ছোটা আদালৎমে নালিস্ রুজু কর্ দেউঁ। সবায় নালিশ ঔ পুলিষ, ইয়ে বদ্‌মাস উল্লু রূপেয়া কভি নেহি দেগা।

ঝাঁকারূঢ় লোভেন্দ্রকে লইয়া ঝাঁকামুটের প্রবেশ।

ঝা-মু। (কষ্টে) এ ঠাকুরজী! বড়া ভারি মোট হাম ঔর শকতা নেহি। এক দফে ঝাঁকা উতারো। থোড়া দম লেকে তব যাঙ্গে।

১ম দ্বার। কোন্ মাল্ হ্যায়?

ঝা-মু। বাবু মাল্।

১ম দ্বার। (সবিস্ময়ে) বাবু মাল।

ঝা-মু। উতারকে দেখো।

১ম দ্বার। বাবু মাল্ কাঁহাসে লাতা?

ঝা-মু। সোণাগাছীসে।

১ম দ্বার। রাম রাম! সোণাগাছীকা বাবু মাল্ হাম্ নেহি ছুয়েঙ্গে।

ঝা-মু। তব্ ক্যা হাম্ মরেঙ্গে।

১ম দ্বার। ফেঁক্ দেও।

লো। (সভয়ে) ওরে মুটে ফেঁকিস্ নি বাবা! ফেঁক্‌লে মোরে যাব। ও দরওবান্, ঝাঁকা ধোরে আস্তে আস্তে নামা। আমি তোদের কত্তা বাবু।

১ম দ্বার। তোম্ কুত্তা বাবু! ভাগো ইঁহাসে। সোণাগাছীমে কুত্তা পিয়া দারু, ইহাঁ কত্তা হোকে মাঙ্‌নে আয়া জরু!

লো। (মুখ বাহির করিয়া) কুত্তা নই কত্তা! চিনেচিস্?

উভয় দ্বারবান্। (সভয়ে) আরে বাপ্! কর্‌তা বাবুই তো ঠিক্! উতারো উতারো। (তদ্রূপকরণ)

লো। মাধো সিং! মুটেকে পৌনে পাঁচ পয়সা ভাড়া দাও তো।

২য় দ্বার। দো দো বরষকা তন্‌খা বাকি, ভুক্‌খিয়াসমে মর্‌তা হুঁ, পয়সা কাঁহাসে দেঙ্গে বাবু?

লো। ভজন সিং! তুম্ দেও।

১ম দ্বার। মেরা হালভি ওহু।

লো। আচ্ছা, তবে তোরা আমাকে চাদর ঢাকা দিয়ে, ঝাঁকা ধরাধরি কোরে নিয়ে, গিন্নীর কাছে চল্। মুটে! তুইও ঝাঁকা ধর্।

[তদ্রূপভাবে সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কলিকাতা—লোভেন্দ্রের অন্তঃপুর।

গোলাপসুন্দরী।

গোলাপ। (সদুঃখে) হায় হায়! না জানি, আজ কি বিভ্রাট ঘটবে! কেন ছাই আমি কর্ত্তাকে গয়না টাকার কথা বল্লুম! মিন্সে যেন কামানের গোলার মত ছুটে গেচে! যে রাগ, যেন বাঘ! পাছে আমার স্নেহের ধন, অঞ্চলের মাণিক গবুকে, ক্ষেপে কুকুরের মত কামড়ায়! ওগো, তবেই তো গবু কাবু হয়ে, হাবুডুবু খাবে! গয়না টাকার শোকে মিন্সে যেন খুনে! যদি আমার গবুকে খুন করে, তবেই তো আমি বৎসহারা গাভী! হে বাবা পঞ্চানন্দ! হে মা ওলাবিবি! মিন্সে যেন কাণা হয়, তা হোলে গবুকে দেকতে পাবে না।

ঝাঁকা সমেত বস্ত্রাচ্ছাদিত লোভেন্দ্রকে লইয়া দুই জন দ্বারবান্ ও ঝাঁকা-মুটের প্রবেশ।

(দেখিয়া সরোদনে) হায় হায়, যা ভাবলুম, তাই ঘটলো রে! পোড়ার মুখো মিন্সে আমার বাছাকে খুন কোরে, ঝাঁকায় ভোরে, চাদর ঢাকা দে পাঠিয়েচে! (অত্যন্ত রোদনে) ওগো, আমার কি হোলো! বাবা আমার ঝাঁকার ভেতোর চির নিদ্রায় বেহুঁস্! বাবা রে আমার! প্রাণের পুতুর রে আমার! নাড়ীছেঁড়া ধন রে আমার! একবার চাঁদমুখে ভবাটসুরে আমাকে মা মা বোলে, কোলে আয় রে নীলমণি!

দশ মাস দশ দিন ধোরে তোরে পেটে।
তত কষ্ট পাইনি রে পেট পিঠ সেঁটে॥
আজ মোর কষ্ট ভারি,
দেখে এই ঝাঁকা ভারি,
কোথা গেলি বাপধন্
স্নেহের শিকল্ কেটে॥
মা বোলে ডাক্ বাবা গবু,
খাচ্চি শোকে হাবুডুবু,
চুলোর ওপোর হাঁড়ীর মত
বুক যাচ্চে ফেটে॥

১ম দ্বার। গিন্নী মাই! ঝাঁকামে আপ্‌কো ছেলিয়া নেহি, ছেলিয়াকা বাবা।

গোলাপ। না রে না, ঝাঁকায় পোরে আমারি বাবা! হায় হায় রে! বাবা গবু! তোর বাবা তোকে কোরে কাবু, শেষে খুন কোরে তোর মার কাছে পাঠালে! —মাকে কাঁদালে! হায় হায়, জন্মের মত মা বলা ফুরুলো! ওরে ঝাঁকামুটে! একবার চাদর খুলে আমার বাছার চাঁদবদনখানি দেখা! জন্মের শোধ দেখে নিই।

ঝাঁকামুটে। মাই! কাহে রোতা? আপকো বাবা মরা নেহি; মেরে ঝাঁকামে চড়কে আতা হ্যায়। মেরা ভাড়া দেও, তুমারা ছেলিয়া লেও। এই দেখো, মাই, তুমারা ছেলিয়াকা গুঁফুয়া মু! (চাদর উত্তোলন)

গোলাপ। হায় হায়, বাবা গবু আমার এরি মধ্যে পোচে এতখানি ফুলে উঠেচে।

লো। (বিরক্ত হইয়া) ছি ছি ছি ছি! গিন্নি, বোল্‌চো কি? আমি তোমার গবু বাবা নই, গবুর বাবা।

গোলাপ। না, তুমি আমরই বাবা!

লো। (ঝাঁকার মধ্যে দাঁড়াইয়া) আবে ছ্যা!

গোলাপ। ও মা, কি ঘেন্না, এ বাবা!

[বেগে প্রস্থান।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কলিকাতা—রাজপথ।

গবেন্দ্র ও রঙ্গার প্রবেশ।

র। ছোট হুজুর! বাবাকে ঝাঁকায় চড়ালে!

গ। ঝাঁকা নয়, অচক্র রথবিশেষ।

র। তোমার বাপভক্তি অশেষ।

গবেন্দ্র।

পাড়ায় পাড়ায় বেড়িয়ে বেড়ায়
আমার মত কতই ছেলে।
বাবার টাকা ওড়ায় পোড়ায়,
বাপ্‌কে জড়ায় ফাঁকির জালে॥
চিনির বলদ বাবা ব্যাটা,
আমি চিনি খাবার পাঁটা,
চিনির ছালাব ছাল ছিঁড়ে খাই,
চড়্‌টা মেরে বাবার গালে॥

গ। রঙ্গা! চল্ বাড়ী যাই। পান্না শালীর মুখদর্শন পর্য্যন্ত কোর্‌বো না। দু' দিনে শালীর বেটী নগদে গহনাতে সাত শো টাকা ঠকিয়ে নিয়ে, শেষে ঝাঁটা মেরে তাড়িয়ে দিলে। শালী আর এক শালাকে নিয়ে, আমোদ আহ্লাদে মাতলো! ছিছি, সাতশো টাকাই ঢাল্লুম নরককুণ্ডে।

র। উল্টে মুড়ো ঝাঁটা পোড়লো তোমার মুণ্ডে।

গ। আর এ জন্মে ও মুখো হব না।

র। এ শ্মশানবৈরাগ্য আধঘণ্টাটাক স্থায়ী।

গ। মাইরি বোল্‌চি, কোন্ শালার ব্যাটা শালা আর পান্না শালীর বেটা শালীর বাড়ী যাবে।

র। অমন ঢের শালার ব্যাটা শালা কথায় কথায় মাইরি দিব্যি গালে, আবাব পান্না শালীর বেটীর মত অনেক শালীর বেটীব বাড়ী যায়।

গ। আর কেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে! চল্ বাড়ী যাই।

র। এ দিকে পান্না বেটীব মুড়ো ঝাঁটা! ও দিকে বাবা ব্যাটার চটী-পেটা!

গ। ওম্নি আব কি! মা আমার গড়ের মাঠের কেল্লা! যখন কেল্লাব কোলে বস্‌বো, তখন বাবা ব্যাটাব সাধ্যি কি যে চটী হাঁকবার?

র। শোন সকলে, যদি আমার গবু বাবুর মত বাপভক্ত, আমরক্ত, দাঁতশক্ত, আঁৎপোক্ত, ঝুতো-মুক্ত, রঙ্গাযুক্ত ইয়ার ছেলে থাক, তো দৌড়ে এস। এঁর সঙ্গে একবার কোলাকুলি খোলাখুলি কোরিয়ে দি। জয় গবু বাবুর জয়! জয় গবু বাবুর জুড়ো দার ছেলে বাবুদের জয়! জয় রঙ্গা চাকর বাবুর জয়!

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

কাঁকুড়গাছী—নির্জ্জন জঙ্গল।

ছদ্মসন্ন্যাসিবেশে শ্যাম বাবু ও লোভেন্দ্রের প্রবেশ।

লো। ভাগ্যে, সন্ন্যাসী ঠাকুর, মানিকতলার পুলের কাছে আপনার শুভ সাক্ষাৎ পেলুম, নৈলে এ ঘুটঘুটে অন্ধকাবে, এ জায়গা খুঁজে পাওয়া ভার হোতো।

সন্ন্যাসী। আমি যে তামাকে সোণা কোত্তে পারি, এ কথা তোমাকে কে বোল্লে?

লো। একটি ভদ্র লোক।

সন্ন্যাসী। (স্বগত) সে ভদ্র লোক আমিই। দাঁড়াও লোভেন্দ্র, এইবাব তোমায় হাড়কাটে ফেলে, লোভ বার কোচ্চি। পরাণ বাবুর সর্ব্বনাশ কর্‌বার জন্যে তুমি যেমন কৌশল ফাঁদ পেতেচো, সেই ফাঁদে তোমাকেই জড়াচ্চি। আমার যুক্তি মতে গোপাল বাবু, হরি বাবু আর মধু বাবু এখান তোমায় কাবু কোরে, হাবুডুবু খাইয়ে ছাড়বেন।

লো। যোগিবর! আপনি চুপ কোরে দাঁড়িয়ে রইলেন যে?

সন্ন্যাসী। মনে মনে সুবর্ণসৃজনমন্ত্র আওড়াচ্চি।

লো। যোণ পঞ্চাশেক সোণা তোয়ের কোরে আপনাব দাসানুদাস লোভেন্দ্রের লোভের ক্ষোভ মিটিয়ে দিতে আজ্ঞা হোক্।

সন্ন্যাসী। ভয় কি, বাবু, তোমাকে কোল্‌-কাতাব মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী কর্‌বো। মতিলাল শীল, রামদুলাল সবকার প্রভৃতির নাম তোমার নামের কাছে অতি তুচ্ছ হবে।

লো। সে আপনার আশীর্ব্বাদ।

সহসা তরবারিহস্তে কাফ্রী-মুখোস পরিধান করিয়া গোপাল বাবু, হরি বাবু ও মধু বাবুর প্রবেশ।

হরি বাবু। (সগর্জ্জনে) এই, তোম্ লোক কোন্ হ্যায়?

সন্ন্যাসী। (কৃত্রিম ভয়ে) বাবা, আমি ফকির সন্ন্যাসী মানুষ।

হরি। ফকির তোম্? চলা যাও। (লোভেন্দ্রের প্রতি) তোম্ কোন্?

[সন্ন্যাসীর প্রস্থান।

লো। (ভয়ে) আমিও ফকির।

হরি। তোম্ ফকির! তোম্‌কো কাটেঙ্গে।

লো। (অত্যন্ত ভয়ে) অ্যাঁ কাটবে! বাবা, আমি কি দোষ কোরেচি?

মধু। শালাকো আভি দো টুক্‌রা করো।

গোপাল। শূওরকা পেট ফাড় দেও।

লো। তোমাদের পায়ে পড়ি, বাবা! কেটো না আমাকে।

হরি। তব্ আভি বিশ হাজার রূপেয়াকা নোট দেও। দশ ইয়া বিশ রূপেয়া কর্‌কে এক একঠো নোট মিলায়কে বিশ হাজার রূপেয়া।

লো। অ্যাঁ! এ যে পেটফাড়ার বাড়া বাবা! এক দম বিশ হাজার টাকা!

হরি। দেও গে নেহি বিশ হাজার রূপেয়াকা নোট?

লো। আমার কাছে হদ্দ পাঁচ ছ টাকা আছে। দয়া কোরে, তাই নিয়ে, মদ খাওগে বাবারা! গরীবকে কেটে কেন পামর রক্ত মাখবে!

হরি। কাটো উস্‌কো। (সকলের তরবারি উত্তোলন)

লো। (অত্যন্ত ভয়ে) দোহাই দোহাই, কেটো না বাবা, তোমাদের পায়ে পড়ি। বিশ হাজার টাকাই দেবো।

হরি। দেও।

লো। আমার সঙ্গে তো অত টাকা নেই।

হরি। তোমারা বাড়ীমে চিট্‌ঠী লিখ্ দেও।

লো। কাকে লিখ্‌বো?

হরি। তোমারা লড়্‌কাকো।

লো। কাগজ কলম কালি দাও।

হরি। (মধু বাবুর প্রতি) যাও, উধরসে কাগজ কলম সিহাই লা দেও।

মধু বাবুর প্রস্থান ও কাগজ, কলম, কালি লইয়া পুনঃপ্রবেশ।

মধু। এই লেও।

লো। কি লিখ্‌বো?

হরি। তোমারা লড়্‌কাকো এই লিখো—হাম্ বড়া মুস্কিলমে গিরা, আভি তুম্ বিশ হাজার রূপেয়া কা খুজরা নোট লেকে দৌড় আও। দেরি হোনেসে হাম্ মারা যায়গা।

লো। (তদ্রূপে পত্র লিখিয়া) এই তো পত্র লিখলুম। নিয়ে যাবে কে?

হরি। হাম্ লোককা আদমি হ্যায়।

[পত্র লইয়া হরি বাবুর প্রস্থান।

লো। (স্বগত) ব্যাটারা দফারফা কোল্লে! অনেক লোকের সর্ব্বনাশ করা টাকার কাঁড়ি কেড়ে নিলে। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু!

হরি বাবুর পুনঃপ্রবেশ।

মধু। (জনান্তিকে হরি বাবুর প্রতি) পত্র নিয়ে কে গেল, হরি বাবু?

হরি। (জনান্তিকে) সন্ন্যাসিসাজা শ্যাম বাবু। এইবার এ ব্যাটার হাত মুখ চাদর দিয়ে বেঁধে ফেলো। (তদ্রূপকরণ)

লো। (বদ্ধমুখে অস্পষ্টস্বরে) ভারি তেষ্টা পেয়েচে।

হরি। চোপ্ রাও।

কিয়ৎক্ষণ পরে নোটের তাড়া লইয়া
গবেন্দ্র, গোলাপসুন্দরী
ও রঙ্গার প্রবেশ।

গোলাপ। (ভয়ে) ও বাবা! এ যে কাফ্রীর দল। (ভূতলে পতন)

র। (ভয়ে) বাবা! যে তলওয়ার! ভারি ধার! দফারফা! পালাই বাবা! (পলায়নোদ্যোগ)

হরি। কাঁহা ভাগ্‌তা? বাঁধো ইস্কো। এইঠো গবুয়া কা ওস্তাদ্ হায়। (রঙ্গাকে বন্ধন)

গ। (ভয়ে) তোমরা আমার নাম জান্‌লে কি কোরে?

হরি। হাজার রূপেয়াকা নোট কাঁহা রে উল্লু? দেও আভি, নেহি তো শির লেগা!

গ। (অত্যন্ত ভয়ে) এই যে এনেচি। তাড়া তাড়া গুণে নেও।

হরি। (নোট লইয়া) ইস্কোভি জল্‌দি বাঁধো। ইস্কো মাতারীকো ভি বাঁধো। (তদ্রূপ করা হইলে লোভেন্দ্রের প্রতি) এই লভু বাবু! তোমরা লোভকা ক্ষোভ মিটা?

লো। খুব মিটা! বেচালে ভিটা! আমার ভরা গাঙে মরা ভাঁটা!

হরি। (মধু বাবু প্রভৃতির প্রতি) এ সব লোক্‌কো এয়সা রহনে দেও। চলো হাম্‌লোক্ বিশ হাজার রূপেয়াকা নোট লেকে ইঁহাসে চলা যাউঁ।

[হরি, গোপাল ও মধু বাবুর প্রস্থান।

রঙ্গা। বল হরি—হরিবোল!

লো। রঙ্গা! ও রকম কোরে হরি বোল্‌চিস্ কেন?

রঙ্গা। আপনি কি এখনো বেঁচে আছেন, বড় হুজুর?

লো। তা বুঝ্‌তে পাচ্চিনি।

রঙ্গা। ছোট হুজুর! আপনার বাবা আছেন কি গেছেন, ঠিক্ হোচ্চে না। সুতরাং এক সঙ্গে করুন পিণ্ডিলোপ—পিণ্ডিদান।

লো। হায় রে কপাল! লোভে প'ড়ে কাফ্রীর হাতে ফতুর হোলুম!

রঙ্গা। যে কূট চতুর, সেই ভুট ফতুর!

লো। বাবা রে! একদমে কুড়ি হাজার টাকা ধোস্‌কে গেলো—ফস্‌কে গেলো!

র। ভয় কি, বড় হুজুর? ধস্‌কাক্, ফস্‌কাক্ কুচ্‌পরওয়া নেই। বড় হুজুরীর গব্‌ভ না টস্‌কালেই মার দিয়া কেল্লা! কি ছাই কুড়ি হাজার টাকা! আপনার জীবন্তো ষষ্ঠী ঠাকরোণের গব্‌ভকোষ টাঁকশাল! লাখ লাখ টাকা তোয়ের হবে।

গ। (সরোষে) আবার পাজী রঙ্গা, রঙ্গ আরম্ভ কোল্লি! ষষ্ঠীপূজো সুরু কোল্লি!

র। নৈলে তোমার বাবা বাবু যে যান যান—শ্বাসটান!

গ। অ্যাঁ বলিস্ কি! যা দৌড়ে, চাঁপাতলা থেকে খাট্ আন্—খাট্ আন।

গোলাপ। (সরোদনে) হায় হায় গো! এ কি হোলো।

গো। একবারে চাঁপাতলার খাট!

গ। ভয় কি মা! ও দিকে একটু দূরে নিমতলার ঘাট!

র। এদিকে চাঁপাতলার খাট, ওদিকে নিমতলার ঘাট, মাঝখানে বল হরি—হরিবোল! আমার বড় হুজুরের মত এখানে যদি কেউ থাক বরের বাবা, তা হোলে হে ভগমান, এজের রাতেই যেন তারো ভাগ্যে কর এ দিকে চাঁপাতলার খাট, ও দিকে নিমতলার ঘাট, মাঝখানে বল হরি—হরিবোল!

———

সম্পূর্ণ।

কাণা কড়ি।

বিদ্রূপহাসক।

স্থান—মেসার্স মেকেঞ্জি লায়েল্ এণ্ড কোম্পানির নীলাম-ঘর।

(নীলাম ঘরের মধ্যস্থলে একটি দেবদারু কাষ্ঠের বৃহৎ বাক্স, ইতস্ততঃ কএকখানি চেয়ার স্থাপিত ও এক পার্শ্বে একজন দ্বারবান্ ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে উপবিষ্ট।)

কিয়ৎকাল পরে নন্দলাল বসু, ছন্নামল্ জহুরী, হরেকৃচাঁদ নাথুরাম মাড়ওয়ারি, আব্‌দুল মিঞা ও জগবন্ধু উড়িয়ার প্রবেশ।

নন্দ। (দ্বারবানের প্রতি) টম্‌সন্ সাহেব কখন্ আস্‌বেন?

দ্বার। কোন্? নীলামওয়ালা সাহেব?

নন্দ। হাঁ।

দ্বার। ইগারা বাজ্‌নেসে।

আব্। আইজ্ এহানে কি নীলাম অইবে?

দ্বার। হামুরা কয়সন্ বাতাউঁ? রোজ রোজ কেত্তে কেত্তে চিজুয়াঁ এঠামে নীহিলামমে বিক্রিরি হো যাওৎ। আজহি কিন্ ঐসন হোবে কয়ে।

জগ। নীলামকু জিনিষগুটে কৌঠি?

দ্বার। উআ বড়া সন্দুককা ভিতর।

(নেপথ্যে হাতঘড়িতে এক দুই করিয়া এগারটা বাজিল)

(গণনা করিতে করিতে) এক, দো, তিন্, চার, পাঁচ, ছও, সাত, আঠ, নও, দশ, ইগারা। সাহে বকা আনেকা বখৎ ভইল্‌বা।

(ঘন ঘন ঘণ্টাবাদ্য)

টম্‌সন্ সাহেব, হরিবল্লভ কেরাণী ও লট্‌কু কুলির প্রবেশ।

দ্বার। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) সেলাম হুজুর!

নন্দ। Good morning, sir!

টম্। Good morning, Babu! (হরিবল্লভের প্রতি) Hari, be hurry to commence the business.

হরি। Very well, sir! (লট্‌কুর প্রতি) এই লট্‌কু! জল্‌দি তালা খুলে বাক্‌সকা ডালা উঠাও।

লট্‌কু। যো হুকুম। (লট্‌কুর তদ্রূপকরণ)

টম্। পহিলা নম্বর লাট উঠাও।

লট্‌কু। যো হুকুম, খোদাবন্দ্। (বাক্সের ভিতর হইতে ১ নম্বর লাট এটর্ণি বাহির করিয়া বাহিরে আনয়ন)

আব্। এইডা কোন্ চিজ্?

হরি। ১ নম্বর লাট এটর্ণি।

আব্। এই চিজ্‌ডার গুণ কি রহম?

হরি। ওই চিজ্‌কেই জিজ্ঞাসা করুন্।

আব্। বালো, বালো। ও এৎনানি চিজ্। তোমারে, আইজ্ মুই নীলামে কিনুম্। তোমার গুইণের কথাডা মোরে আগে কও দেহি।

এটর্ণি। তবে মনোযোগপূর্ব্বক শুনুন। আমি না প'ড়ে পণ্ডিত। উকিলরা বি, এল্ পাস

কোরে তবে ওকালতি কোত্তে পায়, কিন্তু আমি হেন এটর্ণি পর্শ্বা বিনা পাসে উত্তীর্ণ হয়ে মক্কেলের ভিটের ঘুঘু চরাই। যেমন মোল্লার দোর দে মুরগীর রাস্তা, তেম্নি আমার দোর দে মক্কেলের আদালতে ঢোক্‌বার রাস্তা। যে মাম্‌লাটা দশ হাজার টাকার কমে মিট্‌বে না, সেটা দু'তিন শ টাকায় মিট্‌বে বোলে মক্কেলের পোকে ভুলিয়ে ফাঁদে ফেলি। ফাঁদে একবার জড়াতে পাল্লেই বস্—আর যায় কোথা! শেষে ফাঁকির খাঁচাতে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দুশ'র জায়গায় দশ হাজার টাকা। দু হাজার টাকার মকদ্দমা জিত্তে এসে আমার মক্কেল মশায় দশ বিশ হাজার টাকা খুইয়ে, ভিটেস্থ ঘুঘুস্থ হয়ে, জিব বার কোরে এলিয়ে পড়েন। যদি মক্কেল পুরো ষোল আনা আক্কেল সেলামী না দেবেন, তো এটর্ণিরে ধর্ম্মের কাছে কি বোলে জবাব দেবে? আবার দেখুন, কোন কোন মক্কেলের কাছে পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে ব্যারিষ্টারের পোকে বড় জোর হাজার টাকা দিয়ে কাজ সারি—চার চার হাজার এক দমে মারি। যতক্ষণ মক্কেলের বাড়ীর ভিতে একখানা ইটও থাক্‌বে, ততক্ষণ তাকে ঠুলি আঁটা কলুর বলদের মত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাক্‌কে দম্ করবো। বেশী কি বল্‌বো,—গুরুমন্ত্র শুনুন্—"এটর্ণি খেল্‌লে ফিকির, মক্কেলের পো অম্নি ফকির।"

আব্। বা, এই এৎনানি তো বড্ড ওম্‌দা চিজ্ হে!

এটর্ণি। মিঞা সাহেব! ওম্‌দা বোলে ওম্‌দা! এটর্ণি শব্দটাও ওম্‌দা।

আব্। সে কি রহম্?

এটর্ণি। এটর্ণি অর্থাৎ অতরণী।

আব্। অতরণী কারে কয়?

এটর্ণি। তরণীর বিপরীত অতরণী। তরণী হচ্চে নৌকো। মানুষকে নদ নদী হ্রদ ওয়ার অর্থাৎ এ পার থেকে ও পারে নিয়ে যায় বোলে নৌকোকে তরণী বলে। কিন্তু, মিঞা সাহেব! আমরা মক্কেলকে অতরাই অর্থাৎ ডোবাই বোলে লোকে আমাদের অতরণী বা এটর্ণি বলে।

আব্। হ—হ—হ—হ! কিন্‌মু—কিন্‌মু!

হরি। এক নম্বর লাট এটর্ণি যায়—যায়।

আব্। আল্লা-কদম্-বরোসা! মুই পইলা বিড্ দিমু।

হরি। যায় এটর্ণি যায়।

আব্। দু করা কাণা কোরি।

হরি। দু কড়া কাণা কড়ি এটর্ণি যায়।

নন্দ। তিন কড়া কাণা কড়ি।

টম্। এই হরি! রূপেয়াকা ডাক নেহি হোটা? কাণা কৌড়ি-ক্যা হায়?

হরি। Blind smallest shells, sir!

টম্। O, I understand now. The valueless Kana Kauri or broken shells are the proper value for this and those creatures kept in that wooden box!

হরি। O yes, sir!

টম্। Then go on.

হরি। তিন কড়া কাণা কড়ির এটর্ণি যায়।

ছক্কা। পাঁচঠো কাণা কৌড়ি।

হরি। পাঁচ কড়া কাণা কড়ি—পাঁচ কড়া।

জগ। দেড় গণ্ডা কাণা কৌড়ি।

হরি। ছ কড়া—ছ কড়া কাণা।

ক্রেতাগণ। (নীরব)

হরি। ছ কড়া—গেল গেল—এটর্ণি!

টম্। Once.

ক্রেতাগণ। (নীরব)

টম্। Once—Twice.

আব্। পুরাপুরি দুই গোণ্ডা কাণা কোরি।

টম্। Thrice.

হরি। মিঞা সাহেব! আট কড়া কাণা কড়িতে আপ মার দিয়া কেল্লা।

আব্। মালিক আল্লা।

হরি। আপনার নাম কি?

আব্। সেখ্ গাজী আব্দুল মিঞা।

হরি। (কাগজে নাম ও হিসাব লিখিতে লিখিতে) দিন্ শীগ্‌গির আট কড়া কাণা কড়ি।

আব্। (গেঁজে হইতে কাণাকড়ি বাহির করিয়া) ও অরি বাবু! এই দুই গোণ্ডা কাণা কোরি দয়বেন্।

হরি (কাণা কড়ি লইয়া) ও গাজী সাহেব! সাতটা কাণা আর একটা যে ভাল কড়ি।

আব্। আর তো কাণা কোরি নাই।

হরি। তবে ভেঙে কাণা কোরে দিন। দস্তর মত কাজ করুন্। কাণা কড়িতে ডেকে গোটা কড়িতে নিতে চান কোন্ আইনে? বিশেষতঃ আজকের অকসনে যতগুলো লাট ঐ বাক্সটার মধ্যে বোঝাই আছে, সকল গুলোর মূল্যই কাণা কড়ি।

আব্। আইজ্ঞা, টিক্ টিক্। আকাণা কোরিডা ছায়েন্, মুই বাইঙ্গা কাণা কইরা দি। (তদ্রূপকরণ)

হরি। লট্‌কু! মিঠন্ কুলিকো বোলাও। খুব সস্তার মাল এখান থেকে বার কোরে উঠান মে রেখে আসে গা।

লট্‌কু। (উচ্চৈঃস্বরে) এ মিঠন্—মিঠন্—আরে মিঠাওনা।

নেপথ্যে মিঠন্। যেইছি বাড়ে হো।

মিঠনের প্রবেশ।

হরি। এক নম্বর লাট এটর্ণি বাবুকো উঠোনে এই টিকিট লাগারকে রেখে আও।

মিঠন্। ডাক হো গেইলা?

লট্‌কু। আরে হাঁ গাবৌয়া, ডাকুয়া চুকল্ বা।

মিঠন্। এ এক লম্ভর কেকে মিলল্ বা হো?

লট্‌কু। এহিআ মিঞাকে।

মিঠন্। কেৎনেমে?

লট্‌কু; ফকৎ আঠগো কাণে কৌড়ি।

মিঠন্। (সবিস্ময়ে) এ গঙ্গামাই! এ মহাবীর হনুমান্ জী! মিঞা ক্যা নসিব্ বড়া ভাঁলা হো!

টম্। কেঁও গোলমাল লাগারা? জলদি লে যাও।

[এটর্ণিকে লইয়া মিঠনের প্রস্থান।

হরি। লট্‌কু! দো নম্বর লাট উঠাও।

(লট্‌কুর তদ্রূপকরণ)

ছন্নামল্। এ কোন্ চিজ্ হায়?

হরি। ডাক্তার বাবু।

ছন্না। ডাংক্তার?

হরি। হাঁ জী।

জগ। এতে কঁড় কঁড় গুঁড়ো আছন্তি?

হরি। ডাক্তার বাবু! গুণ প্রকাশ করুন্।

ডাক্তার। শুনুন্ তবে। আমি আগে ছিলেম নেটিব ডাক্তার—ক্রমে হই আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন—শেষে হয়েছি সিভিল সার্জ্জন। ক্রমে ক্রমে এল্. এম্. এস্., এম্. বি., এম্ ডি, এল্. আর. সি. পি., এচ্. এস্. সি. এম্. সি. ইত্যাদি ইত্যাদি টাইটেল্ হোল্‌ডার হই।

জগ। টাইটেল কঁড়?

ডাক্তার। টাইটেল মানে খেতাব্।

নন্দ। আপনাদের টাইটেলের মানে খেতাব নয়।

ডাক্তার। তবে কি?

নন্দ। টাই মানে বাঁধ আর টেল্ মানে ল্যাজ অর্থাৎ বাঁধ ল্যাজ

ডাক্তার। সে টাইটেলের বানান আলাদা।

নন্দ। কিন্তু মানান এক।

টম্। Babu! you are quite right.

নন্দ। Thank you. sir.

হরি। ডাক্তার বাবু! তার পর?

ডাক্তার। যে দিন আমি সর্ব্বপ্রথম Anatomy অর্থাৎ অস্থিবিদ্যা শেখ্‌বার জন্য মড়ার হাড়গোড় ঘাঁট্‌তে আরম্ভ করি, সেই দিন থেকেই পেসেণ্টের অর্থাৎ রোগীর হাড়ে দুব্বো গজাবার ফিকিরটে শিখে নি। তার পর যখন ডিসেক্সন্ অর্থাৎ শবচ্ছেদ বা মড়াকাটা বিদ্যেটা হজম্ কোর্‌তে লাগ্‌লুম্, তখনই রুগী ও রুগীর ফ্যামিলির টুঁটী কাটাটাও বিধিমত প্রকারে অভ্যাস কোরে নিলুম।

নন্দ। টুঁটীকাটা কি?

ডাক্তার। রুগী যদি আমার ভিজিট চুকিয়ে

না দিয়ে ম'রে যায়, তা, হ'লে তার বাপ খুড়ো জেঠা ছেলে মা মাসী এমন কি তার স্ত্রীর কাছ থেকেও ভিজিট আদায় করি। যদি সহজে না দেয়, তো নালিস কোরে ডিক্রী করি।

নন্দ। রুগী ম'লে তার বাড়ীর সকলেই তখন শোকে হাহাকার ক'রে কাঁদে, সে সময় কি এরূপ কোরে তাদের টুঁটীকাটা ধর্ম্মসঙ্গত?

ডাক্তার। ডাক্তারসম্মত। নৈলে মড়াকাটার গৌরব নষ্ট হয় যে।

নন্দ। এরূপ কোরে মড়াকাটার গৌরব রাখ্‌লে তোমাদেরও যে যমের বাড়ী গিয়ে খোড়-কুঁচি হোয়ে মড়াকাটা হতে হবে।

হরি। ও মশায়! যম আবার কে? এই ডাক্তার বাবুরাই তো সাক্ষাৎ যম! আপনি কি জানেন না—"মক্কেলের যম মোক্তার, রুগীর যম ডাক্তার?"

নন্দ। আজ্ঞে, ঠিক ঠিক।

টম্। Be quick, Be quick.

হরি। দুই নম্বর লাট যায়। বিট্—বিট্।

হরেক। একঠো কাণা কৌড়ি।

হরি। আর কে বিট্ দেবেন দিন।

ছন্না। দো কাণা কৌড়ি।

হরি। আর কে? আর কে?

জগ। তিনগুটে কণা কৌড়ি।

হরি। তিন কড়া কাণা কড়িতে ডাক্তার যায়। যায়—যায়—গেল।

টম্। Once.

হরি। তিন কড়া কাণা—যায়—যায়।

টম্। Twice. বাটা হ্যায়, twice, twice. Thrice.

হরি। আপনার নাম?

জগ। জগবন্ধু খণ্ডাইত কটকী।

হরি। (নাম ও হিসাব লিখিতে লিখিতে) শীগ্‌গির তিন কড়া কাণা কড়ি দিন।

জগ। (কড়ি দিতে দিতে) এ নীলাম বাবু! এ ডগ্‌তর কঁড় খিব?

হরি। কি খাবে, তা ডাক্তারকেই জিজ্ঞাসা করুন্।

জগ। এ হে ডগতর! তুম্ভে কঁড় কঁড় জিনিষ খাইবাকু লাগ?

ডাক্তার। Bread, meat and wine.

জগ। মু বুঝিবাকু ন পারিল।

ডাক্তার। রুটী, মাস, মদ।

জগ। (ঘৃণায়) ছি ছি ছি! জগন্নাথ প্রভু! এ মোতে কঁড় মিলিলে? গুটে মতাড়! হায় হায়, তিনগুটে কাণা কৌড়ি ইমিতি করি মু মিচ্ছামিচ্ছি নাশ করিল!

হরি। তা আর কি হবে। মিঠন্! দো নম্বর লাট্ ডাক্তার বাবুকো বাইরেমে লে যাও।

মিঠনের প্রবেশ ও ডাক্তারকে লইয়া প্রস্থান।

জগ। ডগতরকু মু কঁড় ব্রাহ্মণর দান দিবে।

হরি। তিন নম্বর লাট উঠাও।

(লট্‌কুব তথাকরণ)

জগ। ইগুটে কঁড় আছি?

হরি। Editor.

জগ। মোতে মালুম ন হল।

হরি। সংবাদপত্রের সম্পাদক।

জগ। তেব্বে মু বুঝিবাকু ন পারিল।

নন্দ। আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। (ইংরাজিতে বানান করিতে করিতে) E-d-i-t-o-r = Editor, এর মানে সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রের সম্পাদক, কিন্তু এই যে এডিটার দেবদারু কাঠের বাক্স থেকে বেরুলেন—এঁর আকার প্রকার, ধরণ ধারণ, ভাব-ভঙ্গী দেখে বেশ বুঝেছি যে, ইনি সংবাদপত্রের এডিটার বটেন, কিন্তু বানানটা E d i t o r = Editor নয়।

টম্। Then what is the true spelling of this editor, Babu?

নন্দ। A-i-d—e-a-t-e-r = Aid eater। এর শব্দগত অর্থ হচ্ছে "সাহায্য-ভক্ষক", কিন্তু ব্যবহারিক অর্থ "জুয়াচোর"।

হরি। বড় দুরান্বয়।

নন্দ। উহুঁ দুরান্বয় নয়। "সাহায্য-ভক্ষক" ও "জুয়াচোর" শব্দে বড় সমন্বয়। এই দেখুন না, আপনি, আমি, ইনি, তিনি ইত্যাদি কোরে যার যেমন শক্তি, সেইরূপ দু আনা, চার আনা, দু টাকা, পাঁচ টাকা "সাহায্য" দিলেম। কেন দিলেম? না এডিটারেরা দুর্ভিক্ষপীড়িত, রোগ-পীড়িত, চা-করপীড়িত, নীলকরপীড়িত, হাকিম-পীড়িত, মহামারিপীড়িত প্রভৃতি গরিব অসহায় লোকদের সেই চাঁদার টাকায় সাহায্য কোর্বেন বোলে তো?

হরি। তাই তো দিয়েছিলেম! আবার পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকেও কিছু কিছু অর্থ এই সব এডিটারদের কাছে পাঠিয়েছিলেম। এক এক জন এডিটার বোধ হয় ৭।৮ হাজার টাকা চাঁদা সংগ্রহ করেছিল।

নন্দ। বরং বেশী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই সংগৃহীত টাকার মধ্যে কেউ কেউ গরিবদের দু চার শত টাকা দিয়ে, বাকি রাশি রাশি টাকা গাপ্ কোল্লেন। বলুন দেখি এই সকল মহাপাপিষ্ঠ এডিটারেরা এডিটার শব্দের ব্যবহারিক অর্থে "জুয়াচোর" কি না?

হরি। অতি যথার্থ।

টম্। এই লট্‌কু, ইয়ে, এডিটারকো ফের বাকস্‌মে ভর।

এডি। মাপ করুন্ সাহেব। এবার ও বাক্সে ঢুক্‌লে দম আট্‌কে মর্‌বো। অনুগ্রহ কোরে নীলেম ডাক্‌তে বলুন।

আব্। ও আল্লা! মুই এ রহম বদ্‌মাল্ নিমুনা।

জগ। মু তো গুটে ডগতরকু নীলাম ডাকি কিরি ফাঁসাদুকু পড়িল। এবে ইগুটে এডিটারকু ডাকি কি মরা জিমি! হে জগন্নাথ, মোতে রক্ষা কর।

হরেক। মৈঁ ইসকুঁ নীহিলামমে মলুঙ্গা। ইয়ে এডিটারকো শির্ পর আড়াই মোনি বেংচি কপড়েকো মোট ক্যঠায় কে রস্তে রস্তে মে "এক টাকায় দশ খাড়া কাপড়-বিশ খাড়া ফাও" বেচুঙ্গা। ইসকু আউর আউর গুঁড় ক্যা ক্যা হ্যায়?

হরি। এডিটার মশায়। নিজের মুখে নিজের গুণগানটা কোরে নিন্। তা হলেই বিটে চিট্ কোরে দি।

এডি। যে আজ্ঞে। আমার গুণগানগান শুনুন সকলে।—আমার বিদ্যের দৌড় বটতলার শিশুবোধ পর্য্যন্ত। ফাষ্ট বুক অব্ স্পেলিং খানাও পাত পাঁচ ছয় গুরুমশায়ের মত দিন ধ'রে আউড়েছিলেম। তার পর যৌবন সময়ের মধ্যে এসে পেট্‌টা তে ডবল বড় হয়ে উঠ্‌লো, কাজে কাজে খিদের জ্বালায় একটা চাক্‌রির চেষ্টায় নানা স্থানে হন্নেম, অথচ আমার বিদ্যের তেজ দেখে চাক্‌রি ঠিক্‌রে পালাতে লাগ্‌লো। বিশ্ব এ দিকে খিদে কমে না—ও দিকে সিকে জমে না। বড় মুস্কিলে পড়্‌লেম। ছট্‌ফট্ কত্তে কত্তে মস্তিষ্কের আসান যেন উঁকি মাত্তে লাগ্‌লো। আমি ঝাঁ কোরে একখানা খবরের কাগজ (যার নাম গোঁড়ায় সাধু ভাষায় "সংবাদ পত্র") প্রকাশ কোরে আকাশ ধোরলেম। বেকার অবস্থায় বেড়ে ছিলেম, কিন্তু খবরের কাগজখানা আমার মহাদেব লাঙ্গুলস্বরূপ হলো। মেপে শেষ করে কার সাধ্য? যেন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সটান শাড়ী,—যত মাপ, ততই বাড়ে। আমি এই লাঙ্গুলের গর্জ্জনে অর্থাৎ খবরের কাগজের তর্জ্জনে ত্রিভুবন আবাহন বিসর্জ্জন কত্তে লাগলেম। কৌশল কোরে মাথা মুণ্ডু ছাই ভস্ম যা লিখি, তাতেই পোয়া বারো! আজ যা লিখি, কাল তা নিজেই কাটি—অর্থাৎ থু থু ফেলে আবার চাটি। নিজে পালক সমেত মুরগীর মাংস খেয়ে, পিকনিকের মসল্লাদার পক্ষহংসের চপ্ কট্‌লেট্ ও সর্ব্ববিধ মাংস ভোজন কোরে, হিন্দুধর্ম্মের অদ্ভুত সংস্কার কোরে ফেল্লেম। অনেক গোঁড়া হিন্দু মহামহো-

পাধ্যায় পণ্ডিত ভট্টাচার্য্যেরা আমার সহায় হলেন। ভারতবর্ষের মৃত, জীবিত ও, গর্ভস্থ তিন কুড়ি ষাট্‌ কোটি হিন্দুর জন্য—বাজপড়া নেড়া তাল গাছের ন্যায় হতাহত, টলটলায়মান, ঠোঁটাগতপ্রাণ হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের জন্য আমার অপক্ষ জাবী—বিপক্ষ গ্রাসী—মক্কা কাশী-ভণ্ড-বিলাসী-অর্থানর্থস্বার্থ-ত্রৈবাশি—টাট্‌কা খবর নয় সদাই বাসী—স্বধর্ম্মনাশী—বাঙ্কবক্ত উপকারগ্রাসী——বিদ্যেসুন্দরের মালিনী মাসী—ভস্মরাশি সংবাদপত্র প্রকটিত হয়ে স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে জয়ঢাক বাজাচ্চে আর আমার শূন্যগর্ভ কেওড়াকাঠের সিন্ধুকে তোড়া তোড়া টাকা ঢেলে দিচ্চে। আর দু এক মাস পরে দেখন না মশায়, আমি হেন এডিটার ধনী, কি বিলেতের রথ্‌চাইল্‌ডস্‌ ধনী।

হরি। এখন্‌ যে আপনাকে কাণা কড়ির টানে পোড়ে হস্তান্তরিত হতে হচ্চে। তার কি উপায় কোরে, ধনী?

এডি। কুচ্‌পরওয়া নেহি। "স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ?"

হরি। তবে আর ভয় কি? যায়—যায় এডিটার যায়। কে ডাক্‌বেন ডাকুন যায় গো যায়, কেওড়া কাঠের বনি যায়।

হরেক। একঠো কাঁড়া কৌড়ি।

টম্‌। একঠো কাণা কৌড়ি—এক দো—তিন।

হরি। (সহাস্যে) বা জী বা! একটা কাণা কড়িতেই এরা বড়া মাল মার দিয়া।

হরেক। বাবুজী! আঢাই মোণী কাপ্‌ড়েকু গাট।

এডি। "পুরুষস্য ভাগ্যম্‌।"

হরি। আপ্‌কা নাম আর দাম?

হরেক। নাম হরেকচাঁদ নাথুরাম, ঔর দাম একঠো কাঁড়া কৌড়ি। লিজিয়ে।

হরি। মিঠন্‌! মাল বাহারমে লে যাও।

মিঠনের প্রবেশ ও এডিটারকে লইয়া প্রস্থান।

টম্‌। চার নম্বর লাট উঠাও। (লট্টুকুর তদ্রূপকরণ)

হরি। চার নম্বর লাট আফিসের হেড্‌ বাবু যায়।

ছন্না। ইয়ে চিজ্‌ ক্যায়াসা হ্যায়?

হরি। বড়া ওমদা। (হেডবাবুর প্রতি) হেড্‌ বাবু। সুরু করুন্‌।

হেড্‌ বাবু। আমি G—(dash) office এর Head Clerk বা Head Babu। যেমন খাই বার পাসের পশ্চিমে কাবুল—পূর্ব্বে ইণ্ডিয়া, তেম্নি আমার ডাইনে সাহেব—বাঁয়ে বাঙ্গালি, অর্থাৎ এই মস্ত আফিসের মধ্যে অহমপি খাইবার পাস। আমার পথ দিয়ে বাঙ্গালি কেরাণি বাবুকে সাহেবের কাছে যেতে হয়। কিন্তু আমাকে আগে পরিতুষ্ট না কোরে কার সাধ্য সাহেবের কাছে ঘেঁসে?

নন্দ। তা বাস্তবিক। আগে খাইবার পাশ না দিলে, গরীব কেরাণী বেচারাদের হেড্‌ বাবুরূপ খাইবার পাশ পার হওয়া নেহাৎ অসাধ্য।

হেড্‌ বাবু। আমি লেখাপড়ায় তথৈবচ, কিন্তু পায়ে পড়ায় খুব হুঁসিয়ার। আমার উপরওয়ালা সাহেব মহোদয়গণের শ্রীপাদপদ্ম ডসন কোম্পানির "লোঙ্গান বাসবের" ন্যায় জুতায় আঁটা। সেই যুগসই জুতা-আঁটিত পায়ে বেলা দশটা থেকে পাঁচটা পর্য্যন্ত ঘড়ি ঘড়ি পড়ি। তাই তো আমি ২০ টাকার মাহিনে থেকে আজ ৯৯৯৲ টাকার ধাকায় পড়েছি। আর ১৲ টাকা হলেই বস ১০০০৲ টাকা। কিন্তু এরূপ পায়ে পড়ার শোধ তুলে নিতেও আমি খুব মজবুৎ। তাই আমার অধীনস্থ কেরাণীদের ঘণ্টায় ঘণ্টায় আমার পায়ে পড়াই।

নন্দ। এই কি ভদ্র লোকের কাজ?

হেড্‌ বাবু। কেন বাবু, এতে দোষ কি? জমার তো খরচ চাই। আমি যে অষ্ট প্রহর সাহেবের জুতো লাথি মাথা পেতে জমা করি, কেরাণীদের দশ পনর কুড়ি পঁচিশ ত্রিশ টাকার মাথা বই তার খরচ হয় কিসে? সাহেবের জুতোয় আমি—আমার জুতোয় কেরাণী। আমি

নিতান্ত পরোপকারী, তাই প্রকৃত কার্য্যদক্ষ গরীবদের চাকুরি না দিয়ে, কেবল আমার শালা সম্বন্ধী, শালা-পো, শালী-পো, খোসামুদে মোসাহেব, ভগ্নীপতি, এক গ্রামের ইয়ারদের অনুপযুক্ত জেনেও উপযুক্ত বোলে কোলে টানি—এক পয়সার যোগ্য না হলেও পঞ্চাশ ষাট টাকার পোষ্ট দি।

নন্দ। আহা, আপনি এমান "পোষ্টবর শ্রীযুক্ত হেড্ বাবু মহাশয় পোষ্টবরেষু।"

টম। Hari, make haste.

হরি। হেড ক্লার্ক বা হেড বাবু যায়।

ছন্না। এক ঠো কাণা কৌড়ি।

আর। সওয়া করা কাণা কোরি।

টম। সওয়া কড়া কাণা কড়ি—এক।

হবেক। দেড় কাঁড়া কৌড়ি।

ছন্না। দো কাণা কৌড়ি।

টম। দো কাণা কৌড়ি—এক। দো কাণা কোড়ি দো। দো কাণা কৌড়ি তিন্।

হরি। মিঠন। হেড বাবুকো লে যাও। (ছন্নামলের প্রতি) দু কড়া কাণা কড়ি দিন।

মিঠনের প্রবেশ ও হেড বাবুকে লইয়া প্রস্থান।

টম। পাঁচ নম্বর লাট ওঠাও। (অটুকুর তদ্রূপকরণ)

হবেক। ই কউন্‌সা চিজ ?

হরি। ক্রিটিক বাবু।

হবেক। ক্যা ? কার্ত্তিক বাবু ?

হরি। (সহাস্যে) না না। ইংরেজি Critic—বাঙলা সমালোচক।

এক জন খঞ্জ বৃদ্ধকে বাক্সগাড়ী করিয়া টানিয়া লইয়া জনৈকা বৃদ্ধার প্রবেশ।

টম্। হিঁয়া কুচ নেহি হোগা। দুসরা জায়গামে জায়কে ভিক্ মাঙ্গো।

বৃদ্ধা। না, বাবা সাহেব, আমি এখেনে ভিক্ষে নিতে আসিনি। শুনেচি নীলেমে খুব সস্তাদরে জিনিষ পত্তর 'বিক্কিরি' হয়, তাই কিন্‌তে এয়েচি।

হরি। ও বুড়ো! তোর কাছে কাণা কড়ি আছে?

বৃদ্ধা। আছে, বাবা। ভিক্ষে শিক্ষে কোরে আজ ক গণ্ডা কড়ি পেয়েচি, তার ভেতোর আধ খানা কাণা কড়ি আছে।

হরি। একে কাণা কড়ি, তা আবার আধ খানা! কোন দাতাকর্ণ তোকে এমন অমূল্য দ্রব্য দান করেচে?

বৃদ্ধা। যাদের দরজায় সেপাই সান্ত্রীরা পাহারা।

আর। এই যে সমালোচক নামধারী টি[illegible], এঁদের গুণ কি বলুন?

হরি। ও সমালোচক বাবু! মিছে [illegible] সন্নিধানে আপনার গুণের সমালোচনা করুন।

সমালোচক। (সক্রোধে) আপনি, কি পাগলামি কোচ্চেন! আমরা হচ্চি সমালোচক, দ্বিতীয় বিধাতা স্বরূপ। আপনি কি জানেন না যে, আমরা বজ্রবৎ কলমের কলাঘাত [illegible] কোরে গ্রন্থকার, পদ্যকার, গদ্যকারদের গ্রন্থাদির সমালোচনা কোরে শাস্তি করি অথবা [illegible] দান করি? তবে আপনি কোন সাহসে [illegible] নিরপেক্ষের ন্যায় আমাকেই আমার [illegible] সমালোচনা কত্তে বোলচেন?

হরি। আমার নেহাৎ [illegible] হয়েচে। আচ্ছা, আমিই সমালোচকের সমালোচনা কোরে উপস্থিত কেতাগণকে বুঝিয়ে দি।

সমালোচক। আপনার এমন কি বিদ্যেবুদ্ধি আছে যে, সমালোচকের সমালোচক হবেন?

হরি। আজ্ঞে, আমার নিজের অমন বিদ্যে বুদ্ধির প্রয়োজন নাই। কেবল আপনার বিদ্যে বুদ্ধি মিনিট দুয়েকের জন্য আপনারই কাছে ধার কোরে সমালোচনা কর্ত্তে চাই।

সমালোচক। তা আমি কখন ধার দিতে পারি না। এরূপ ধার দেওয়া এটিকেটবিরুদ্ধ।

হরি। আচ্ছা, না দিন। আমি আমার মতে

আপনার মনের ফটোগ্রাফ তুলে ক্রেতাদের বুঝিয়ে দি। শুনুন মহাশয়রা! এই জিনিষটির নাম সমালোচক। নামে সমালোচক, কিন্তু কাজে লোচনশূন্য নিরেট পেঁচক! এই পেঁচকের ন্যায় অনেক পেঁচক আছেন। এঁদের কাজ হচ্চে বস্তু-সমালোচন। এঁদের বিদ্যেশূন্য ইয়ারবন্ধুরা ছাই-ভস্ম মাথামুণ্ডু যা লিখুক, এঁরা তাদের স্বর্গে তুলে দেন। কেউ কিছু ঘুষ-ঘাস দিলে তাকেও মাথায় কোরে ঢাক বাজান। কিন্তু "একগ্লাসের ইয়ার" না হলে, বা "যাকে দেক্তে নারি, তার চলন বাঁকা" গোছের গ্রন্থকারেরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, ভাল ভাল পুস্তকাদি লিখলে এঁরা কঞ্চি-কলমের এক খোঁচায় সাত কুঁচি কোরে জবাই করেন। এই সমালোচকের দূরদর্শন ও তালজ্ঞানটা বড় টনটনে। নৈলে বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর অবতার বল্লে ইনি সিউরে উঠেন—কষ্ট পান—খাবি খান কেন? সুতরাং ভাগবতাদি গ্রন্থে এঁর দখলটা ষোল আনা পুরো-পুরি। আবার নিজের পচা বই নিজে এম্নি কোরে উঁচিয়ে রিভিউ করেন যে, লোকে হেঁসে বাচে না। এক ছটাক মদ দাও, এখনি এই ছটাকে মাতাল সমালোচক, তুমি দশ বৎসর পরে যে বই লিখিবে, আজই তার দেড়গজী লম্বা সমালোচনা কোরে পাঠককে তাক লাগিয়ে দেবেন। আবার যদি মদ দিতে পেছপাও হও, তবে তোমার প্রকা-শিত ভাল বইখানাও এঁর খপ্পরে পোড়ে ধড়পড় কোরবে। এই সকল গর্দ্দভরূপী সমালোচকেরা গরীব গ্রন্থকারদের গ্রন্থ সকল না প'ড়ে—কেবল মলাটের এ পিঠ ওপিঠ দেখেই, যা খুসি তাই সমা লোচনা করে, সুতরাং বাবাকে শালা আর শালাকে বাবা বোলে, সমালোচকত্ব ফলিয়ে বসে। এম্নি এরা অপদার্থ!"

আব। তবে আমাগো মধ্যি কোন্ করিদ্দার এডারে লইবে? (জগবন্ধুর প্রতি) আপনি লইবেন কি?

জগ। কে নিব? মু? ন ন—ছিছি!

আব। (হয়েকচাঁদের প্রতি) আপনি লইবেন?

হয়েক। গোবিন্দজী গোবিন্দজী!

আব। (ছন্নামলের প্রতি) আপনি?

ছন্না। এ মট্টী লেকে ক্যা হোগা?

আব। (নন্দলালের প্রতি) আচ্ছা, আপনি?

নন্দ। আমি অমন দশ বিশটে আপনাকে অম্নি দিতে পারি।

আব। অ! কি কন্! এমন! (বৃদ্ধার প্রতি) ও বুড়ি! তুই?

বৃদ্ধা। আধখানা কাণা কড়িতে পাই তো নেবো বইকি বাবা।

টম্। আচ্ছা। সমালোচক যাটা হায়।

বৃদ্ধা। আধখানা কাণা কড়ি।

টম্। এক ডম্ প্রাইস।

হরি। বুড়ি আধ খানা কাণা কড়ি দে। (কড়ি লইয়া) আচ্ছা, বুড়ি! তুই এ সমালোচক জিনিষটে নিয়ে কি কর্ব্বি?

বৃদ্ধা। আমি, বাবা, বড্ড অক্ষেম হোয়ে পড়েছি। আর বুড়োকে বাক্স গাড়ীতে বসিয়ে টান্‌তে পারিনি। এখন থেকে এই আধখানা কাণা কড়িতে কেনা এই সমালোচককে যুতে দিয়ে, রাস্তায় রাস্তায় বাক্স গাড়ী টানাবো।

টম্। বহুট আচ্ছা হায়। আভি ইস্কো যুটকে বুড্ঢাকা বকস্ গাড়ী হিঁয়াসে বাহার লে যাও।

বৃদ্ধা। আচ্ছা, বাবা সাহেব।

সমালোচক। খবরদার বুড়ি! বুঝে সুঝে তবে গাড়ীতে—

বৃদ্ধা। কেনা গোলামের আবার অত ঝাঁঝানি কেন? এক্ষুনি দড়ায় গলা দে বোল্‌চি। নৈলে চৌকীদার ডাক্‌বো।

সমালোচক। (সভয়ে) অ্যাঁ! চৌকিদার! তবে এই নেও গাড়ীর দড়ায় গলা দিলেম। (তদ্রূপকরণ)

বৃদ্ধা। (বৃদ্ধের প্রতি) ওগো, এইবার তুমি চাবুক মারো।

বৃদ্ধ। আচ্ছা। হ্যাট হ্যাট—টিক্ টিক্—হ্যাট হ্যাট। (চাবুকপ্রহার)

সমালোচক। (কষ্টের সহিত মুখভঙ্গী করিয়া উহুহু, বাবা রে, পাছা গেল রে। (সবৃদ্ধ বাক্সগাড়ী টানিয়া লইয়া সমালোচকের অগ্রে প্রস্থান। বৃদ্ধার পশ্চাৎ প্রস্থান)

টম। লট্‌কু বকস্‌মে আউর কুছ মাল হ্যায়?

লট্‌কু। নেহি হুজুর।

লাঙ্গলস্কন্ধে ও হুঁকাহস্তে একজন চাষার প্রবেশ।

হরি। কে তুমি বাপু?

চাষা। মোর নাম জগু জেনা।

হরি। নিবাস?

চাষা। কাশীজড়া।

হরি। এখানে কোথা থাক?

চাষা। এখেনে গাংপার হাবড়াকে রই।

হরি। হেথা কি মনে কোরে?

চাষা। শুন্‌নি আজ নাকি এই নীলাম ঘরে ডাক হবেক। আমি কিছু লুবো।

হরি। আজ আর কিছু নেই।

চাষা। কি কি ছিল, বাবু?

হরি। পাঁচটা লাট ছিল—এটর্ণি, ডাক্তার, এডিটার, আফিসের হেড বাবু আর সমালোচক।

চাষা। হায় হায়, কেনে আমি ৫ ঘড়া আগে এনিনি। এব চোটে পাঁচটা লাট কিনতিন্।

হরি। তুমি এ পাঁচটা লাট কিনে কি কোত্তে, বাপু।

চাষা। মোর লাঙ্গলে যুত্যা দিয়া ক্ষেত চোষতিন্।

হরি। দামড়া গরু কিন্‌তে পার না?

চাষা। সে চার পেয়্যা দামড়া গরুগুলার বোড়ো বেশী দাম, বাবু। এ দুপেয়্যা দামড়া গরুগুলা নীলামে খুব সস্তায় মিলে। সেই পাকে এথেনকে এস্যাছিনি। আচ্ছা বাবু, আর কি এমন রকম পাঁচটা জন্তু আজ এথেনকে মিলবেক নি?

হরি। না জেনার পো! যাঁরা ভাল এটর্ণি, ভাল ডাক্তার, ভাল এডিটার, ভাল হেড বাবু এবং ভাল সমালোচক, তাঁরাই এই পাঁচটা লাট এক শেক্সপীয়ের দেশে পাঠিয়েছিলেন।

চাষা। আর কি তেনারা পেঠাবেন নি?

হরি। আবার এই রকম পচা ধসা ঘসা অসার অপদার্থ নিরেট মূর্খ জানোয়ার তাঁদের চোখে পড়লেই তাঁরা এখানে পাঠাবেন।

চাষা। আমি তেবে কোন্ তারিখকে ফের এথেনকে এস্‌বো?

হরি। একস্চেঞ্জ গেজেটে নোটিস দেখে আসবে।

চাষা। আমি ইঞ্জিরি বুঝতা নারি।

হরি। তবে রোজ রোজ এসে খবর নিও।

চাষা। সেও যে বোড়ো লেঠা। দিন দিন হাবড়া থেক্যা এস্‌তে মিছামিছি ৬টা করা পয়সা পেয়ারি দিত্যা হবেক।

হরি। তবে তুমি এক কাজ কর যদি তোমার লাঙ্গল যোৎবার বড় দরকার হয়ে থাকে, তবে এই ক্রেতাদের খরিদ দরের উপর কিছু বেশী দর দিয়ে, এই কটা লাট কিনে নেও। তুমি ৫ এক কড়া বেশী কাণা কড়ি দিতে পারবে কি?

চাষা। হুবো হবো হুবো—লুবো লুবো লুবো। (ক্রেতাদের প্রতি) আপনকার্‌রা কিছু বেশী লাং লিয়্যা মোকে দিবেন কি?

আর। উহুঁ। পার্‌মু না—পার্‌মু না। আমরা আসামের চা বাগিচায় এই কয়ডারে পাঠাইমু। পাঠাইমু। সেহানে কুলির বর অভাব অইছে।

হরি। ও জেনার পো। তুমি তবে কাল এখানে এস। এই রকম আরও কটা লাট বিক্রি হবে।

চাষা। সেগুলা কি কি?

হরি। গ্রন্থকার—কবি—ব্যবসাদার—হাকিম, —সংবাদপত্রে ঔষধ, পুস্তক ও অন্যান্য দ্রব্যের বিজ্ঞাপন-দাতা—শিক্ষা-গুরু—দীক্ষা-গুরু—দাতা—কৃপণ—মহাজন—উকিল—ব্যারিষ্টার—ভণ্ড চূড়ামণি—মুখোসপরা বন্ধু—মাতাল—গুলিখোর—চণ্ডুখোর—গাঁজাখোর—আফিংখোর—ফোতো-নবাব ফোতো বাবু—মেগের বশ বেশ্যা বেশ্যাভক্ত

লম্পট—বখাট—বদ্মায়েস—চোর—জুয়াচোর—দালাল—মোক্তার—উকিল—বদ্‌ইয়ার—মুখে মধু পেটে বিষ—সুদখোর—গোণ্ডী—চুগলখোর—থিয়েটারে ঢুকে উচ্ছন্ন যাওয়া বখাট—মিথ্যাবাদী—কুকর্ম্মী—অধর্ম্মী—পরশ্রীকাতর—খল—অখাদ্যখাদক—পরনারীগামী—জ্ঞাতি-কুটুম্বরমণীগামী—গুরু-তল্পগামী—পরস্বাপহারী—ব্রহ্মস্বাপহারী—দেবস্বাপহারী—ব্যভিচারী—ব্যভিচারিণী—পরনিন্দক—হিংসক—পশুঘাতক—নরঘাতক—রাজদ্রোহী—প্রভুদ্রোহী—মিত্রদ্রোহী—নিমক্‌হারাম্—খোসামুদে—মোসাহেব—আত্মশ্লাঘাকারী—চোর গ্রন্থকার—পরের মন্দভাগানুকরণপ্রিয় ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

চাষা।—সেগুলার কি দামে ডাক হবেক ?

হরি। ঐ কাণা কড়ি।

চাষা। (সানন্দে বগল বাজাইয়া) কাণা কড়ি হুবো হুবো হুবো—সেগুলার মুড়ি লুবো লুবো লুবো।

[সকলের প্রস্থান।

সম্পূর্ণ।

পূজার বাজার।

অথ মুখবন্ধ।

ভাদর গেল, আশিন এল, ভেক্তিভরা মাস।
মাসমহিমা বুঝ্‌তে আমার চিত্তে হোলো আশ॥
ঘরে ঘরে ঘুরে ঘুরে দেখনু কত কি যে।
গোটাকয়েক তার ভিতরে দেখাই ঘোষে মেজে॥

অথ ছেলেপুলে।

বড্ড মজা! বড্ড মজা! দুগ্‌গা ঠাকুর এলো।
নতুন জুতো কাপড় চাদর জামার যোগাড় হোলো॥
পোসাক পোরে ঘরে ঘরে ঘুর্‌বো মনের সুখে।
সবাই মিলে খেলে খেলে নাচ্‌বো ঠাকুর দেখে॥

অথ আইবুড়ো যুবা।

টেলার সপে ক্রেডিট্ আছে, ভাবনা আমার কিসে?
নিউ ফ্যাসনের পোসাক পোরে বাহার দেবো
কোসে॥
ট্যাঁকে ঘড়ি, হাতে ছড়ি, মাথায় টেড়ি থাসা।
দশটি টাকার জুতোর যোড়ায় মিট্‌বে মনের আশা॥
চায়নাকোটে অঙ্গ এটে গুঁজ্‌বো গোলাপ ফুল।
ল্যাভেণ্ডারের ভাণ্ড খুলে ভিজিয়ে নেবো চুল॥
চমক দিয়ে চোলে যাবো মস্‌মসিয়ে জুতো।
ফ্যালফেলিয়ে দেখ্‌বে চেয়ে পাড়ার ছোঁড়া যত॥
কচুবনের কেষ্ট সেজে ফুঁকবো ফ্লুট বাঁশী।
ঘেঁচুবনের বাধা আমায় সাধবে হাসি হাসি॥

অথ গাইবুড়ো যুবা।

যার জন্যে বাড়ী ছেড়ে খেটে ঘোড়ার মত।
দূর প্রবাসে মাসে মাসে খাটছি অবিরত॥
সাহেব সুবোর ধমক্ জুতো সচ্ছি পলে পলে।
বার দিনের আসান এ বার ঘোট্‌বে তারে পেলে॥
তিন শো টাকা মাইনে পেনু, এক শো পুরস্কার।
চার শো দিয়ে পূজোর হুকুম মিটিয়ে দেবো তার॥
ফাষ্টো কেলাস্ ঢাকাই শাড়ী, সাচ্চা জরি কাজ।
পাক্কা সোনার লক্কা চুড়ী, নইকো খাদের ভাঁজ॥
টেলার সপে রকমারি পূজোর ফেসিয়ন্।
মুক্তোআঁটা সাঁচ্চা গোটা "অবলা আবরণ"॥
কিনে নিয়ে, পরিয়ে দিয়ে আমার অবলারে।
আবরুখানা আবরে দেবো পূজোর বাজারে॥
পাঁচটি শিশি "চিকুর-চিক্কণ" তেল কিনতে হবে।
গাজীপুরের আতর গোলাপ, তাতেও টাকা যাবে॥
রেসমী ফিতে, সাজের সেটও খুব্‌লো আরো কি কি
কুলোবে কি চার শো টাকায়? আঙ্কা গুণে দেখি॥
ঐ যা, টাকা বেড়ে গেল, পাঁচশ টাকার বেশ।
আরো গোটা ত্রিবিশ টাকা শাল্লা শালাদের॥
২৫+৩০=৫৫৲; নিজের গোটা ১০৲।
৬৫৲ টাকা হলেই কুলিয়ে যাবে — বস॥
পূজোর সময় কার কাছে যাই? কার কাছে বা
আছে?।
সিকুইটিফাইজ্ রূপিজ্ দিলো যষ্টী দেখো ধারে॥
একেক টাকায় একেক আনা সুদটো দোবো ছাকা।
আস্‌চে মাসে মাইনে পেলে শুধ্‌বো লোনের টাকা॥
তাতো হোলো, কিন্তু এখন খুজ্‌রো দাদের ধাবি।
দর্জ্জি, মুদী, গয়লা, ধোপা, নাপ্তে আদি করি॥
বাড়ীর চাকর চাক্‌রাণীরে মাস মাইনে পাবে।
পূজোর সময় সবাই এসে আমায় টাকা চাবে।
খোম্‌কে আমি তাড়িয়ে দেবো, দেখ্‌বো কাছে যারে।
তিনশো টাকার চাক্‌রে আমি, তবুও কেউ কি দেবে?॥

অথ এডিটার।

খবর-কাগজ বার কোরে ছাই ঘট্‌লো বিষম লেঠা।
দেনার জালায় মুসড়ে গেলুম, দিচ্ছি কেমন ঠেকা
সহর বল, বাইরে বল, অনেক গ্রাহক আছে।
উইক্ উইক্ কাগজ দি ঠিক, অঠিক টাকার কাছে।
বছর বছর খবর-কাগজ টিকিট কিনে দিয়ে।
মফস্বলের গ্রাহকদিগে পাঠাই আশায় চেয়ে॥
চৌদ্দ আনা গ্রাহক আমার দামের বেলায় কাণা।
আনা দুয়েক গ্রাহক নিয়ে শুধ্‌বো কিসে দেনা?॥
কাগজওলা, টাইপ্‌ওলা, ছাপাখানার লোকে।
এক্ষুণি যে কামড়ে খাবে আগুনপানা মুখে॥
কুছ ডর নেই — ধর দিবা খেই — লাগাই বিজ্ঞাপন।
পাঁচ সিকেতে সস্তা দেবো পঁচিশ টাকার ধন॥
আশিন মাসের দিকে নাগাত পাঁচটি সিকি দাম।
পাঁচ পয়সা পাঠিয়ে দিয়ে খাতায় লেখাও নাম।
তার পর যা থাকবে বাকি, এক বছরে নেবো।
চার মাসেতে "বিরাটপুঁথি" গ্রাহকদিগে দেবো॥
তার সঙ্গে বাইশ টাকার কামশাস্ত্র কাও।
আর পাবে না, আশিন মাসের পরে যদি চাও॥
পঙ্গপালে দলে-দলে হাজার হাজার লোকে।
দাম পাঠাবে, নাম লেখাবে "বিরাটপুঁথির" পাকে।

টাকাগুলো হাত কোরে—হুঁ—লুটবো হাজার মজা।
পাওনাদারের ঋণটে শুধে খাবো খাজা গজা ॥
তবুও আমার থাক্‌বে জমা এত টাকার কাঁড়ি।
পাঁচ বৌকে কিনে দেবো সোনাদানা শাড়ী ॥
তার পরে ছাই "বিরাটপুথি" কাজের বেলায় ফাঁকা।
নেকা তেকা গ্রাহকগণে বানিয়ে দেবো বোকা ॥

অথ বাবু।

বাপ পিতামো ছিলেন বোকা, নৈলে কেন ছিছি।
কতকগুলো বাজে খরচ পূজোর মিছিমিছি ॥
বামুণভোজন, দান খয়রাৎ, বৃত্তি দেওয়া টেওয়া।
নাহক্ খালি কাল্‌তো খরচ, আসল কাজে ভোয়া ॥
বংশলোচন আমি যখন, তখন কি আর ভয়?।
কর্‌বো পূজা—লুটবো মজা—জয় দুর্গা জয়! ॥
দশ দরওয়ান্ দেউড়ীতে মোর, দশ বেটাকেই বলি ॥
পুরুৎটোকে তাড়াক আগে ছড়িয়ে গালাগালি ॥
বৃত্তি নিতে যে সব বামুণ আস্‌বে আমার বাড়ী।
তাদের মাথায় ভাঙে যেন গোবরগোলা হাঁড়ী।
দেওয়ানজীকে শাসিয়ে দিগে, যেন কোন মতে।
পূজোর খরচ নামটা দিয়ে হয় না খরচ খাতে ॥
পূজো ফুজো—মিথ্যে খরচ। কাজের খরচ চাই।
তিন দিনেতে দশটি হাজার টাকার সুরা খাই ॥
গয়েক দুশো ইয়ার আমার, তাদের নিয়ে সুখে।
দুর্গাপূজা কোর্‌বো আমি বোতোল গুঁজে মুখে ॥
বাই খেমটা থিয়েটারের লাগিয়ে দেবো ঘটা।
বোতোল ছুঁড়ে সাবাস দিয়ে কোর্‌বো কপালকাটা ॥

অথ টেলার।

দাগী পচা রংটা কাঁচা, দেকে চটকদার।
রাশি রাশি পোসাক বেচে শুধ্‌বো সাবেক ধার ॥
ফক্কিকারী জিনিষ দিয়ে ঠক্কিকারী কোরে।
এই ক দিনে লুটবো টাকা এক বছরের তরে ॥
দশ গণ্ডা খরচ যেটায়, দশটি সিকে নেবো।
দশ পয়সা লাভ নিচ্চি, এই বুঝিয়ে দেবো ॥
ঝাঁকে ঝাঁকে আস্‌বে ধাড়ী ছেলে মেয়ে নিয়ে।
পাঁচটি টাকার পোসাক নিতে বিশটি যাবে দিয়ে ॥*

অথ বাবুর্চি।

মানিকপীরের চেয়ে হাঁড়ুর দুগগো ঠাকুর ভালো।
এই তো আমার লাভ করবার খাস্ মোর্সম্ এলো ॥
হরেক রকম হাঁড় এসে পূজোর কটা দিনে।
মুরগী মোরগ এতই গেলে, রাখ্‌তে নারি গুনে
ছেলে বুড়ো যুবো কোরে কেউ যায় না ফাঁক
মোর হোটেলে সবাই আসে লুস্‌তে হাঁড়ীর
গেরোকবারী মালাধারী নামাবলী গায়।
চাদর মুড়ি গুড গুড়ি হেথায় এসে খায় ॥
বিশ্বেলয়ে ছাত্র বল, চাকুরে মানুষ বল।
সব ডায়ারি নাম লিখেছি—খাতা আমার খো
চস্‌মা জোড়া, দাড়ির ঝোড়া, রেস্‌মী রুমাল মা
হেথায় এসে চপ কাট্‌লেট্ চাটেন চেপে মুঁকে
কারো কারো মেহেরবানি আমার উপর এত।
স্ত্রীকে এনে করেন হেথা মহাষ্টমীর ব্রত ॥
দেখ্‌লে মাদা পাছে খাদী মন্দ মানুষ হয়।
এই জন্যে ফিকির কোরে সাজ ফিরিয়ে লয় ॥
মেয়ে পোসাক ঘুঁচিয়ে দিয়ে, পরায় শিখের সাজ
বোটি যেন মোটি হয়ে মাথায় নাবেন তাজ ॥
দেকে কেমন ফুটফুটেটি চাঁদের পারা ছেলে।
'ঐ ছেলে কে?' পুছি যদি, 'ভাই' বাবুটি বলে
আর বছরের চেয়ে এবার আমদানীটে বেশী।
আজ্‌কে থেকে পেঁয়াজ মোরগ দাদন দিয়ে দ

অথ জুতাওয়ালা।

আশিন মাসে দুগ্‌গোপুজোর পূজোর খরচ য
তার চাইতে ছ গুণ খরচ একমাত্র জুতা ॥
ডাক্তারেরা ভালবাসে ম্যালেরিয়া জ্বর।
নাপ্তে, কুমোর ভালবাসে মানুষমরা ঘর।
শ্রাদ্ধবাড়ী ভালবাসে বামুণ ফলারেরা।
সুদখোরেতে ভালবাসে টাকা সুদে ভরা ॥
তেম্নিতর বাঙালিরে জুতো ভালবাসে।
ধাড়ী ছেলে সবাই বাবা জুতোর লোভের ফাঁদে
আজ বোলে নয় সাত শো বছর জুতোর লোভে
ঘুচ্চে এরা গরুর মত জোয়াল ঘাড়ে তুলে ॥
যেম্নি এরা জুতোর প্রিয়, তেম্নি জুতো পায়।
জুতোয় জুতো সব যুৎসই, আর কিছু না চা
এম্নি এরা জুতোর প্রিয়, জুতো ভাল চেনে।
ঘরের জুতোয় আশ মেটে না—পরের জুতো,
দেশী হয়ে দেশী জুতোয় নাই ইচ্ছে যার।
বল দেখি পরের জুতোয় কেমন রুচি তার! ॥
এই কারণে এবার আমি ইণ্ডেন্টো কোরে।
রকম রকম পরের জুতোয় ঘর রেখেছি ভো
কাঁটা-আঁটা, শক্ত পাটায় পোক্ত জুতোর তলা
আয়-খোদের আয় ছুটে আয়। জুতোর দে

* পূজার বাজারে অন্যান্য ব্যবসায়ীরাও পূজার জিনিষ সম্বন্ধে এই শ্রেণীভুক্ত।

সম্পূর্ণ।

পঞ্চম ভাগ গ্রন্থাবলী সমাপ্ত।